মারিও পুজো

দি সিসিলিয়ান

ভাষান্তর

সৌম্য রায়

নবধারা

৩২ সিতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

The Sicilian A Novel by Mario Puzo
Translated by Soumya Roy

প্রথম প্রকাশ □ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রচ্ছদ □ অশোক দীপক

প্রকাশক □
সমীর পাল
প্রযত্নে / নবধারা
৩২ সিতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক □
প্রনব ভট্টাচার্য্য
সিদ্ধেশ্বরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৮ জি, অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

টুরি গুইলিয়ানো আর ডন ক্রোসে দুজনেই সিসিলির একচ্ছত্র সম্রাট। একজন পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো দস্যু আর অপরজন রাজনৈতিক মাফিয়া। এই দুজনেই পরস্পরের যেমন বন্ধু আবার পরস্পরের তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। আরম্ভ হলো দুজনের মধ্যে বুদ্ধির খেলা। দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের বুদ্ধির লড়াই নিয়েই এই উপন্যাস.........

উৎসর্গ ঃ

শ্রদ্ধেয়

রণজিৎ সিকদারকে ।

প্রথম অধ্যায়

উনিশশো পঞ্চাশ। মিচেল করালয়ণ লম্বা কাঠের ডকটার ওপরে দাঁড়িয়েছিল একভাবে, জায়গাটার নাম পালেরমো। তার সামনেই দূরের সমুদ্রে একটা বিরাট সামুদ্রিক জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। ওটা যাবে আমেরিকা। ওকেও যেতে হবে সেইরকমই কথা ছিল। কিন্তু আকস্মিক ভাবেই ওর বাবার কাছ থেকে নতুন একটা নির্দেশ এসেছে।

একটু আগেই মাছ ধরার নৌকো করে ওকে ওর সহযোগীরা এই ডকে পৌঁছে দিয়েছে। ওরা এখন নৌকো করে ফিরে এসেছে আবার। ঢেউএর দোলায় নৌকা দুলছিল। ওরাও সেই তালে তালে হাত নাড়ছিল। মিচেলও হাত নাড়িয়ে ওদের বিদায় জানাচ্ছিল হাসিমুখে।

এই মুহূর্তে ডক একেবারে কোলাহল মুখর। শ্রমিকরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। মিচেল একভাবে খানিকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর শারীরিক গঠনে ইতালীয়ানদের চেয়ে আরববাসীদের সঙ্গে মিল বেশী। এদের মধ্যে কিছু নতুন দেহরক্ষী আছে। ডন ক্রোসে ম্যালোর সংগে দেখা করতে চায় মিচেল। তার আগে ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চায় যে, ওর দ্বারা ডনের কোনোরকম ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। সিসিলির সবাই জানে ওকে 'বন্ধুর বন্ধু' হিসেবে। প্রত্যেকেরই খুব প্রিয় মানুষ। অবশ্য বাইরের পৃথিবী আর খবরের কাগজের লোকজন ওকে 'মাফিয়া' বলেই ডাকে। কিন্তু এই সিসিলিতে কারো মুখ দিয়ে ওই শব্দটা ভুলক্রমেও উচ্চারিত হবে না। একটা মানুষও স্বীকার করবেনা যে, ডন ক্রোসে হলো একজন মাফিয়া। তাদের চোখে ডন এক 'বিশুদ্ধ আত্মা' স্বরূপ।

দু'বছর হলো সিসিলিতে আছে মিচেল। এই সময়ের মধ্যে ডন ক্রোসে সম্পর্কে নানাধরনের কথাবার্তা শুনেছে ও। তার মধ্যে কিছু কথা আবার এমনই অদ্ভুত ধরনের যে, মিচেলের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় নি।

এই ধরনের মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে ওর কিছুতেই বোধগম্য হয় না। কিন্তু বাবার কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের নির্দেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত। আজকে সাক্ষাৎ করার কথা ওর সঙ্গে। একজন দুধর্ষ লোককেও ওর সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা। সিসিলি থেকে ওরা দুজন একসংগেই পালাবে। লোকটির নাম স্যালভেটর গুইলিয়ানো। মিচেল ওকে না নিয়ে সিসিলি ছাড়তে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত মিচেল পালেরমোর একটি বিশেষ জায়গায় এসে হাজির হলো। জায়গাটা বেশ সংকীর্ণ। বেশ কিছুটা দূরে কয়েকটা বড় আকারের থাম। ওখানেই একটা থামের নীচে বড়ো একটা গাড়ী দাঁড় করানো রয়েছে। ঠিক তারই সামনে

দাঁড়িয়ে জনা তিনেক লোক। মিচেল ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সেদিকে। মাঝখানে একবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো। যেতে যেতে জায়গাটা ও ভালভাবেই দেখছিল।

যে তিনজন দাঁড়িয়েছিল তারা মিচেলকে চিনেছে। আগে থেকেই পরিচিত। ওদের কাছে দৃঢ় পরিচয় আমেরিকার দুধর্ষ গডফাদার জন করলিয়নের ছোট ছেলে হিসেবে। জনের ক্ষমতা এই সিসিলি পর্যন্ত বিস্তৃত। মিচেল খুন করেছিল এখানকার অর্থাৎ নিউটাংকের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে। এই অফিসারটি করলিয়ন সাম্রাজ্যের ক্রমশঃই শত্রু হয়ে উঠেছিল। অগত্যা পথের কাঁটাকে সরাতে হয়েছিল ওকে। তার ফলে ওর এই সিসিলিতে নির্বাসন।

দীর্ঘকাল পরে সেই ব্যাপারটার একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেছে। আর তার ফলে আবার মিচেল সিসিলি থেকে ওর নিজের দেশ আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছে। ফিরে চলেছে করলিয়ন পরিবারের একজন যুবরাজ হিসেবে ওখানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে।

গাড়ীর সামনে যে তিনজন ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন হলো পাদরী। ভদ্রলোক ডনক্রোসের ভাই ফাদার বেঞ্জামিনো ম্যালো। ফাদার মিচেলকে দেখে মৃদু হাসলেন একবার। মুখে অবশ্য কিছু বললেন না। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন সোজাভাবে ওর নাম ইনসপেক্টর ফ্রেডারিকো ভেলারডি, ভদ্রলোক সিসিলির পুলিশ সিকিউরিটি বিভাগের প্রধান ব্যক্তি।

বেঞ্জামিনোর মতো ওকে ততোটা আন্তরিক বলে মনে হচ্ছিল না মিচিলের। তার মুখের মধ্যে বিনয়ের ভাবটা যথারীতি মাখানো আছে। তৃতীয় লোকটির নাম স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিসি। ভদ্রলোক বয়েসে প্রবীন। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, মিচিলের বাবা ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ওরা এক সঙ্গেই বড়ো হয়েছেন। খুব ছোট বেলায় তিনি মিচেলকে দেখেছেন। মিচেল শুনে মৃদু হাসলো।

গাড়ীর ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়েছে। ফাদার বেঞ্জোমিনো আর স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনি মিচেলের পিঠে হাত দিয়ে ওকে পেছনের সীটে বসতে নির্দেশ দিলেন। মিচেল ভেতরে ঢুকে জানলার পাশে বসে পড়লো। ফাদার মাঝখানে। ইনসপেক্টর অ্যাণ্ডোলিনি পরের আসনটায় গিয়ে বসলেন। মিচেল আড়চোখে সবাইকে দেখছিল। ওর নজরে পড়লো ইনসপেক্টর দরজার হাতলটা এমনভাবে ধরে আছেন যাতে দ্রুত খুলে ফেলা যায়। ড্রাইভার ততোক্ষণে গাড়ী স্টার্ট দিয়েছে। একটা বিরাট দানবের মতো নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করলো এবার।

মিচেল এবার ভাবতে আরম্ভ করলো নানা কথা। সিসিলিতে ও যখন নির্বাসিতের জীবনযাপন করছে তখন ও স্যালভাটর গুইলিয়ানো সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনে-ছিল। গুইলিয়ানোর নাম তখন প্রায়শঃই খবরের কাগজের শিরোনামে। যেখানেই যেতো মিচেল সেখানেই বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের মুখে গুইলিয়ানো সম্পর্কে

ভেতরে ভয় পেয়ে গেল গুইলিয়ানো। এহ মুহূর্তে ওরা ওকে আক্রমণ করে শেষ করে দিতে পারে। বিব্রতভাবে মৃদু হেসে অপমান হজম করে গুইলিয়ানো ওর বন্ধু গ্যাসপারকে সঙ্গে নিয়ে কাফের বাইরে বেরিয়ে এলো। গ্যাসপার বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। আসলে ভয় পেয়ে নয় অহেতুক রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্যেই গুইলিয়ানো ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

সেদিন সারারাত গুইলিয়ানোর দু'চোখে ঘুম এলো না। কোথায় যেন অপমান-বোধ সূক্ষ্মভাবে ওকে বিদ্ধ করছিল। পরের দিন সকালেও ওর মেজাজটা খারাপ হয়ে রইলো। শহর জুড়ে উৎসব চলছে। তারই মধ্যে ও চুপচাপ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে ও শহরের একপ্রান্তে চলে এলো। হঠাৎ দেখলো, গ্যাসপার একটা গাধাকে সঙ্গে নিয়ে ওর দিকেই হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। ঠিক ওর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো গ্যাসপার, 'কি হে বন্ধু কেমন লাগছে?'

—'ভালই তো।'

জবাব দিলো গুইলিয়ানো। ও আরো একটা জিনিষ ভেবে খুশী হলো যে, গ্যাসপার গত সন্ধ্যেবেলায় ঘটনাটা সম্ভবতঃ ভুলে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে গুইলিয়ানো বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ও এসে হাজির হলো বাড়ীতে। ওর মা বসেই ছিলেন। রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে। ওর বাবা মাঠে কাজে গেছেন। আজ উৎসব উপলক্ষে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন। গুইলিয়ানো মাকে একবার দেখে সোজা ওপরে উঠে গেল। ওর মা তখন আর একজনের সংগে কথা বলছিলেন। ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন শুধু। বললেন না কিছু।

গুইলিয়ানো এসে চেয়ারে বসে খানিকক্ষণ ভাবলো। একটা অভিমানবোধ ওর মনের ভেতরে খেলা করে বেড়াচ্ছে। গ্যাসপার ওর কাছ থেকে বাড়ীতে আসার আগেই বিদায় নিয়েছে। গুইলিয়ানোর মা ইতিমধ্যে টেবিলে খাবার দিয়েছেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন তিনি, 'টুরি, খেয়ে নে বাবা।

গুইলিয়ানো কোন কথা না বলে মুখ বুঁজে খেয়ে নিলো। তারপর আবার চলে এলো নিজের ঘরে। আজকেই একটা অভিযানে ওকে বেরোতে হবে। সেজন্যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। ও পিস্তলটা ড্রয়ার থেকে বের করে কোমরে গুঁজলো। ঠিক তখনই গতকাল রাতের ঘটনাটা ওর মনে পড়ে গেল। মনে মনে ঠিক করলো ও এবারে ও যেখানেই যাক না কেন পিস্তলটা সবসময়ে নিজের সঙ্গে রাখবে।

ঠিকঠাক ভাবে প্রস্তুত হয়ে ও সোজা এসে হাজির হলো মায়ের কাছে। এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো গুইলিয়ানো। মারিয়া ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে বলে উঠলেন, 'দেখিস বাবা টুরি, কোথাও যেন মাথা গরম করে বসিস না।' আর খুব সাবধান, পুলিশের বিরুদ্ধে যেন লাগিস না বাবা। যদি তোর শরীর ওরা তল্লাসী করে তাহলে যা আছে বিনা দ্বিধায় দিয়ে দিস।'

গুইলিয়ানো বুঝতে পারলো ওর কোমরে রাখা রিভলবারটা মা বুঝতে পেরেছে।

গুইলিয়ানো মৃদু [illegible] বলে উঠলো, 'তোমার কোনো চিন্তা নেই মা। আমার রিভলবারটা হয়তো ওরা নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আমার ক্ষতি ওরা চট করে করতে পারবে না। আসছি মা।'

মাকে চুম্বন করে গুইলিয়ানো বিদায় নিলো। কিছুটা দূরেই ওর জন্যে গ্যাসপার অপেক্ষা করছিল। ওকে সংগে নিয়ে গুইলিয়ানো সামনের দিকে এগোতে আরম্ভ করলো। ওরা দুজনে গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল।

ইতিমধ্যে কখন যে ওরা একটা জংগলের সামনে হাজির হয়েছে তা খেয়াল করেনি। হঠাৎ ওদের কানে একটা আওয়াজ আসতে লাগলো। দূর থেকে যেন একটা গাড়ী এদিকেই আসছে।

একটু অপেক্ষা করলো ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের চোখ পড়লো একটা পুলিশ জীপ ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। গ্যাসপারের সংগে একটা গাধা ছিল। গুইলিয়ানো গাধাটাকে থামালো। গ্যাসপারকে বললো, দাঁড়াও, এখানে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। ওরা দুজন গাধাটাকে রেখে জংগলের কিছুটা ভেতরে আত্মগোপন করলো। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো বলা যায়। কালো পোশাকের তিনজন সামরিক পুলিস একেবারে এসে হাজীর হলো ওদের সামনে। ইউনিফর্ম দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মাঝের লোকটা সার্জেন্ট। কাঁধে একটা বন্দুক। সার্জেন্ট এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো গুইলিয়ানোকে, 'এই যে, তোমার আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখি।'

অন্য দুজন পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে আছে। গুইলিয়ানো কোনো কথা না বলে পকেট থেকে পরিচয়পত্রটা বের করে সার্জেন্টের হাতে দিলো। সার্জেন্ট সেটা দেখতে আরম্ভ করলো। গুইলিয়ানো নিজের হাতটা এমনভাবে রেখে দাঁড়ালো যাতে প্রয়োজন বোধ করলেই রিভলবারটা বের করে আনতে পারে। ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিল গ্যাসপার। ওর মুখটা থমথমে। ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে এমন সময় পেছন দিক থেকে কিছু লোক চীৎকার করতে করতে ওদের সামনে এসে হাজির হলো। সংগে কয়েকটা গাধা আর ঘোড়াও আছে। গুইলিয়ানো বেশ খানিকক্ষণ আগেই আসার পথে ওদের দেখতে পেয়েছিল। ও জানে এই লোকগুলো চোরাই মালের চালানদার। সার্জেন্ট গুইলিয়ানোকে ছেড়ে এবার ওদের দিকে তাকালো। সার্জেন্টকে দেখতে পেয়েই একজন হাতে কিছু 'লিরা' (ইতালীর টাকা) নিয়ে এগিয়ে এলো। গুইলিয়ানে বুঝতে পারলো লোকটা সার্জেন্টকে ঘুষ দিতে চায়। এবারে গুইলিয়ানো বুঝলো এটাই উপযুক্ত সুযোগ। ও দ্রুতবেগে একজন পুলিশের সামনে হাজির হয়ে সজোরে এক ঘুঁষি মারলো ওকে। হতভম্ব পুলিশটা কিছু বোঝার আগেই ছিটকে পড়লো খাণিকটা দূরে। গ্যাসপারকে বলে উঠলো, 'পালাও গ্যাসপার।'

বলেই গুইলিয়ানো নিজেই জঙ্গলের একেবারে ভেতরের দিকে দৌড়োতে আরম্ভ করলো। কিছুটা দূরে গিয়েই একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলো ও। সার্জেন্টের

আলোচনা শুনতো। মিচেলের স্ত্রীও এক সময় গুইলিয়নের নিরাপত্তার জন্য প্রতি রাতে প্রার্থনা করতো। ও, ওর গুণমুগ্ধ ছিল বলা যায়। এ ছাড়াও সিসিলির প্রতিটি বিভিন্ন বয়েস আর স্তরের মানুষও গুইলিয়ানোকে সমীহ করতো। অনেকের কাছেই ও ছিল আদর্শ স্বরূপ। সবাই যেন ওরই মতো হতে চায়। গুইলিয়ানো দেখতেই শুধু সুন্দর নয় ওর পশার ছিল অনেক বড়ো। বিভিন্ন জায়গার ডাকাতি বা লুট-পাটের আয়ের প্রায় সবটাই ও গরীব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতো অকাতরে। তবে গুইলিয়ানো ছিল নৃসংশ। কোনো ইনফরমার অথবা বিশ্বাসঘাতককে ও রেহাই দিতো না। তাদের শাস্তি ছিল অবধারিত মৃত্যু। তবে তার আগে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তকে ও প্রার্থনার সময় দিতো। বলতো সে যেন ওখানে গিয়ে ভাল ব্যবহার রাখে। অবশ্য এ সব কিছুই মিচেলের শোনা কথা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা বিল্ডিংএর সামনে এসে গাড়ীটা থামলো। বাড়ীর রংটা গোলাপী। ঠিক প্রবেশ পথের মুখেই সাদা আর সবুজ রঙের অক্ষরে বড়ো বড়ো করে লেখা 'হোটেল অ্যামর্বাটো।' গেটের সামনেই দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনেরই গায়ে ঝলমলে সোনালী রঙের বোতাম আঁটা পোশাক।

মিচেল দেখল বটে কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিলো না। ও বরং একমনে হোটেলের সামনের রাস্তাটা দেখতে লাগলো। জনাদশেক সশস্ত্র দেহরক্ষী জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের অস্ত্রগুলো খোলা জ্যাকের মধ্যে দিয়ে ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে। তেমন একটা লুকোবার প্রয়োজন কেউই করেনি। মিচেল গাড়ী থেকে নেমে যখন হোটেলের দিকে এগোচ্ছিলো তখন ওই রক্ষীদের মধ্যে কেউ কেউ ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল। একজন আবার সাময়িকভাবে ওর পথরোধ করে দাঁড়িয়েও পড়লো। বাকীদের অবশ্য ওরা কেউই তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না, এটাও মিচেলের চোখ এড়ায় নি।

পুরো দলটা হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেল। ঠিক তার পরই প্রহরী গেটটা ভাল-ভাবে বন্ধ করে দিলো। ভেতরে ঢুকেই মিচেল দেখলে আরো জনাচারেক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তারাই ওদের শেষ পর্যন্ত লম্বা করিডোর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। মিচেল হাঁটতে লাগলো আপন মনে।

করিডোরের ঠিক শেষ প্রান্তে দুটো বিরাট দরজা। মিচেল বুঝতে পারলো যে, ওটা ওক কাঠের তৈরী।

বিরাট ঘরের মধ্যে ঢুকলো মিচেল। উঁচু সিংহাসনের মতো একটা আসনে এক ব্যক্তি বসে। হাতে ব্রোঞ্জের একটা চাবি।

মিচেল হলঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। চমৎকার ঘর। একজন এগিয়ে গিয়ে ঘরের সমস্ত জানলাগুলো এক এক করে খুলে দিলো। একটা জানলার দিকে চোখ পড়তেই মিচেল দেখতে পেলো চমৎকার সাজানো গোছাগো একটা বাগান।

ঘরের মধ্যে আরো দুজন লোক একভাবে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে ডন ক্রোসেকে এখানেও পাহারার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। ব্যাপারটা ওকে বেশ অবাক করলো। ডন

ধর্ষ' নায়ক গ্ইলিয়ানোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এছাড়া ও রোমের আইন মন্ত্রীর এক আত্মীয়ও বটে। তাহলে ওর এতো ভয়ের কি আছে! ব্যাপারটা রহস্যময়। ডন ক্রোসের শত্রুকে এটাই মিচেলকে ভরিয়ে তুললো রীতিমতো। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সারা হলো। বেশ খানিকক্ষণ ধরে নানাধরনের কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। এরপর ডন ক্রোসে ওকে নিয়ে গেলেন সেই সাজানো বাগানে। একটা লেবুর গাছের নীচে টেবিল পাতা হলো। মিচেলতো বটেই অন্যদের সঙ্গেও ডন অত্যন্ত ভদ্রতা বজায় রেখে কথাবার্তা বলছিলেন।

খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হলো। ডন খেতে খেতেই কাজের কথায় চলে এলেন। মিচেলের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তাহলে মিচেল আমেরিকা যেতে আমাদের বন্ধু গ্ইলিয়ানোকে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করছো?'

মিচেল বললো মৃদু হেসে, 'আমার ওপরে সেইরকমই নির্দেশ আছে। ওর আমেরিকায় যাওয়াটা যেমন করেই হোক আমাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।'

ডন মাথা নাড়লেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'এইসবই আমি ঠিকঠাক করে রেখেছি। তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেছি আমি। কথা দিয়েছি স্যালভ্যাটরকে ওর কাছে পেঁাছে দেবো। কিন্তু…।'

সামান্য থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন ডন, জীবনে সবকিছুই ঠিকঠাক চলে না। আচমকা এরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই কিছু ঘটে যায়। তবে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে দর কষাকষি করা খুবই শক্ত ব্যাপার। তবে আমি বদলাইনি। গ্ইলিয়ানো এমন একজন ব্যক্তি যে কাউকেই বিশ্বাস করেনা। এমন কি…।

মিচেল কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে হাত দিয়ে থামিয়ে ডন আবার বলে উঠলেন, 'এমন কি ও আমাকেও বিশ্বাস করে না।'

বলে আবার থামলেন ডন ক্রোসে। তারপর বললেন, 'গ্ইলিয়ানো জীবনের প্রথম দিন থেকেই অপরাধপ্রবন স্বভাবের। বছরের পর বছর ধৈর্য্য ধরে আমি ওকে ফেরাবার চেষ্টা করেছি। আমরা দুজনে ছিলাম পার্টনার। আমারই জন্যে এই সিসিলিতে এখন ও একজন বিরাট মানুষ। অবশ্য ওর বয়েস খুব বেশী নয়। মাত্র সাতাশ…।'

বলে নেমে গেলেন ডন। ঘরের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা। পরে নিজেই সেই নীরবতা ভেঙে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'ওর এখানে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে। হাজার পাঁচেক ইতালীয়ান আর্মি আর পুলিশ মিলে ওকে মরীয়া হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখানকার পাহাড়গুলো তছনছ করে ফেলছে ওরা। তবু গ্ইলিয়ানো এমনই যে, নিজেকে আমার হেফাজতে তুলে দেবেনা। এখন…।'

মিচেলকে এবার উদ্বিগ্ন দেখালো। বলল ও, 'কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই। আমার ওপরে সাতদিনের বেশী অপেক্ষা করার নির্দেশ নেই। এর পরেই আমাকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হতেই হবে। তাছাড়া আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ।'

মিচেল একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, ওর বাবা গ্ইলিয়ানোর

ব্যাপারে এতো উৎসাহী কেন ? এতো দিন ধরে এখানে নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে ও এখন স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্‌গ্রীব। বাবার স্বাস্থ্য নিয়েও ওর উদ্বেগ রয়েছে। ওর মনে পড়লো পুরোনো দিনের কথাগুলো। নিউইয়র্কের পাঁচ-পাঁচটা প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মিচেলদের পরিবারকে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে।

সেই কঠিন সংগ্রামে ওর বাবা ডন কর্লিয়নে একবার সাংঘাতিক আহত হয়েছিলেন। মারা গিয়েছিল ওর বড়ো ভাই সোনি। ওকে খুন করা হয়েছিল। এই ঘটনার রেশ সিসিলির এখানে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তার ফলে খুন হয়েছিল ওর প্রেমিকাও। সমস্ত ঘটনাই দুঃখজনক।

ডন ক্লোসে কিছুক্ষণ থেমে বলে উঠলেন আবার, 'আমরা যারা ওই গুইলিয়ানোকে ভালবাসি কিংবা স্নেহ করি তারা দু'টি ব্যাপারে একমত। প্রথমতঃ এই সিসিলিতে ওর আর থাকা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়তঃ ওকে আমেরিকাতে ঠিকমতো পুনঃর্বাসন দিতে হবে। অবশ্য এই দায়িত্বে ইন্স্‌পেক্টর রয়েছেন। চিন্তার কিছু নেই।'

গুইলিয়ানোর সঙ্গে ইন্স্‌পেক্টর ভলারডিকে জড়াতে সামান্য অবাক হলো মিচেল। স্বয়ং ফেলারডি গুইলিয়ানোর এখান থেকে পালানোর ব্যাপারে এতো উৎসাহী কেন সেটাই তো রহস্যময়। মিচেল জিজ্ঞেস করলো, 'গুইলিয়ানোর পালানোর ব্যাপারে মিঃ ভেলারডি নিজে এতো উৎসাহী কেন জানতে পারি ?'

'না, ওটা আমার ব্যাপার।' মৃদু হেসে ইন্স্‌পেক্টর বললেন।

মিচেল বললো, 'কিন্তু ডন ক্লোসে ওকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেন।'

এবারে স্বয়ং ডন ক্লোসেই বলে উঠলেন গম্ভীর স্বরে, 'ইন্স্‌পেক্টর, আমরা এখানে সকলেই বন্ধু। আমাদের উচিত মিচেলকে সত্যি কথা বলা।'

বলে কিছু সময় থামলেন ডন ক্লোসে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন আবার, 'দ্যাখো মিচেল, গুইলিয়ানোর হাতে এই মুহূর্তে একটা তুরুপের তাস আছে। সেটা হলো একটা ডায়েরী। এটার ওপরে ওর অগাধ আস্থা। এখন গুইলিয়ানো একটার পর একটা অপরাধ কর্ম করে চলেছে তখন রোমের গভর্নমেন্ট ওকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে গেছে। অবশ্য তারা তা করেছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারনেই। এতে অবাক হবার কিছুনেই। তখন একবার যদি ওই ডায়েরীটা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে এখানকার খ্রীশ্চান ডেমোক্রেটির পার্টীর পতন অনিবার্য। অর্থাৎ সরকারের পতন। তখন সোস্যালিস্ট আর কম্যুনিস্টরাই ইতালী শাসন করবে।'

এই পর্যন্ত একটানা বলে থামলেন ডন ক্লোসে। সারা কক্ষ জুড়ে এক নীরবতা। ক্লোসে নিজেই আবার নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন, 'ইন্স্‌পেক্টর ভেলারডি আমরা একমত যে, এটা আটকাবার জন্যে যা করনীয় সবকিছুই করতে হবে। সেকারণে স্বয়ং ইন্স্‌পেক্টর ভেলারডি গুইলিয়ানোকে ওই ডায়েরী সমেত পালিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। শুধু একটাই শর্তে তাহলো যে, এটা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা হবেনা।'

মিচেল এবার জিজ্ঞেস করলো ডনকে, 'আপনি ওই ডায়েরিটা নিজে দেখেছেন ?'

—'হ্যাঁ দেখেছি।' স্বীকার করলেন ডন। এবারে স্বয়ং ইন্স্পেক্টর ভেলারডি বলে উঠলেন, 'ওই ডায়েরী গ্রুইলিয়ানো প্রকাশ করতে চাইলে আমি ওকে একেবারেই শেষ করে দিতে পারতাম।'

মিচেল আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে জানার পরে ডন ক্রোসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে আপনি যেরকমটা চাইবেন আমি সেইভাবেই আপনাকে অনুসরণ করবো।'

মিচেলের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ডন ক্রোসে এবার বলে উঠলেন, 'দ্যাখো মিচেল, আমার প্ল্যানটা খুবই সোজা। যতোক্ষণ পর্যন্ত গুইলিয়ানোকে না আমার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ততোক্ষণ আমাকে 'ট্রপানি'-তেই অপেক্ষা করতে হবে। জায়গাটা ভাল আর নিরাপদও বটে। সঙ্গে অবশ্য তোমরাও থাকবে। এরপর আমরা একটা দ্রুতগামী জাহাজে ওখান থেকে আফ্রিকা যাবো। আমাদের কাছে অবশ্য পরিচয়পত্র আর অন্যান্য সমস্ত দরকারী কাগজপত্র থাকবে। আফ্রিকা থেকে প্লেনে করে আমরা আমেরিকায় আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় উড়ে যাবো। কোনোরকম নিয়ম-কানুনের জটিলতা ছাড়াই আমরা যাতে পেঁছোতে পারি সে ব্যবস্থা আগে থেকেই করা থাকবে। এটাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।'

মিচেল বললো, 'হ্যাঁ, আমিও আপনার সংগে এ' ব্যাপারে একমত। এটা সবচেয়ে সোজা পদ্ধতি।'

ডন ক্রোসে আবার বললেন, 'গুইলিয়ানো কিন্তু একজন খাঁটী খ্রীশ্চান। এছাড়া ও প্রচণ্ড রকমের সাহসীও বটে।

অবশ্য ওর হৃদয়টা খুবই নরম। সিলিলির প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষ ওকে ভালবাসে। এটা শুনেছি আমি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর অবস্থা খুবই সংগীন। পাহাড়ে ও কয়েকজন মাত্র অনুচরকে সংগে নিয়ে আছে। কিন্তু ইতালীর সেনাবাহিনী ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন ওদের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। 'ইতিমধ্যেই নানাধরনের ঘটনায় ওর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকেই ওর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন ও আর কাউকেই বিশ্বাস করে না। এমন কি নিজেকেও নয়।'

বলে সামান্য থেমে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডন ক্রোসে। তারপর ধীরে ধীরে মিচেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তোমাদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমার দ্বারা যতোটা করা সম্ভব ঠিক ততোটাই করবো আমি। গুইলিয়ানোকে ছেড়ে দেওয়া যাবেনা তো বটেই এমন কি উচিতও নয়।'

কথা শেষ করে পানীয়ের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন ডন ক্রোসে। ওপরে তুলে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর তোমাদের দীর্ঘজীবী করুণ।'

ডনের পরে প্রত্যেকেই হাতে গ্লাস তুলে নিয়েছেন। এমন কি মিচেলও। গ্লাসে চুমুক দিলো সবাই। এবারে প্রবীন বয়েসী স্টিফেন বলে উঠলেন, 'ডন আমরা তো

গ্রুইলিয়ানোর বাবা মাকে কথা দিয়েছি যে, মিচেল ওদের বংগে 'মন্‌টেলপ্রে'-তে গিয়ে দেখা করবে।'

ডন শান্তভাবে বলে উঠলেন এবার, 'যে কোনো ভাবেই হোক এটা করতে হবে। কারণ ওরা আশা করে থাকবেন।'

এবারে ফাদার বেঞ্জামিনো বলে উঠলেন, 'এছাড়া ওরা গ্রুইলিয়ানোর ডায়েরীটার ব্যাপারেও কিছু হয়তো জেনে থাকবেন।'

ডন গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু গ্রুইলিয়ানোর ধারণা ওটাই ওর জীবন রক্ষা করবে।'

বলেই মিচেলের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তিনি আবার বলে উঠলেন, 'মনে রাখবে মিচেল, রোম সরকার ওর ওই ডায়েরীটাকে ভীষণ ভয় করে। কিন্তু ওতে আমি ভয় করিনা। তবে খবরের কাগজে কিছু বেরোলে তারতো একটা প্রতিক্রিয়া হবেই।' তবে তাতে জীবনের কোন ঝুঁকি নেই। জীবন আরো বড়ো।'

*   *   *   *   *

পালেরমো থেকে মাটেলপ্রে যেতে গাড়ীতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় লাগে; মিচেল আর অ্যাণ্ডোলিনি গাড়ীতে বসেছিল। গাড়ী ছুটছিল খুব দ্রুতবেগে। শহর ছাড়িয়ে ক্রমশঃ গ্রামের সীমানায় ঢুকতে আরম্ভ করলো গাড়ী। গাড়ীতে বসে বসেই স্টিফেন একসময় মিচেলকে নানা কথাবার্তার ফাঁকে একবারবললেন, 'তুমি কি জানো মিচেল যে, গ্রুইলিয়ানের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে।'

মিচেল এ ব্যপোরটা একেবারেই জানতো না। বললো, 'না জানি না।' বলে সামান্য থেমে যোগ করলো, 'আমি শুধু এটুকুই জানতাম যে, ওর বাবা আমেরিকাতে আমার বাবার সঙ্গে কাজ করতেন।'

—'যেমন আমিও করতাম।' বলে উঠলেন অ্যাণ্ডোলিনি। সামান্য চুপ করে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'লং আইল্যাণ্ডে আমরা তোমার বাবাকে বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম। গ্রুইলিয়ানোর বাবা ছিল একজন রাজমিস্ত্রী। অবশ্য তোমার বাবা একবার ওকে 'ওলিভ অয়েল' তৈরীর ব্যবসা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। যাইহোক, ও খুব পরিশ্রমী ছিল। বছর আঠারো পরে ও এসেছিল সিসিলিতে। বলা যায়, জীবনটা এখানেই কাটানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ আর মুসোলিনী ওর সমস্ত কিছুই একেবারে মূল্যহীন করে দিয়েছিল বলা যায়। এখন ওর সম্বল বলতে নিজের বাড়ীটা আর চাষ করার মতো সামান্য জমি।

মিচেল বাইরের দৃশ্যাবলী উপভোগ করছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে ও বলে উঠলেন আবার। 'আচ্ছা, আপনি কোন্‌দিকে? অ্যাণ্ডোলিনি প্রশ্নটা শুনে হাসলেন। তারপর একটা হাই তুললেন। তারপর মিচেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি গ্রুইলিয়ানোর সঙ্গে লড়াই করেছি। গত পাঁচ বছর যাবৎ আমরা একসঙ্গে ছিলাম। ও আমার জীবনও বাঁচিয়েছে। আমি সিসিলিতে থাকি। মন থেকে

আমি ওকে অস্বীকার করতে পারি না। একদিকে ডন আর অন্যদিকে গ্রুইলিয়ানো এই দুজনের মাঝখানে আমি যেন একটা সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটছি। গ্রুইলিয়ানোর প্রতি কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মিচেল এবার বৃদ্ধ স্টিফেনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা গ্রুইলিয়ানো আর ডনক্রুসে পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠলো কেন বলতে পারেন ?'

উত্তরে অ্যাডোলিনি বললেন, 'পোরটেলা-ডেলা-জিনেস্টা'র সেই মর্মান্তিক ঘটনার কারণে। এই ঘটনাটা বছর দুয়েক আগেকার। এর পরে আর ওই রকম মারাত্মক কিছু ঘটেনি। অবশ্য ওই ঘটনার জন্যে গ্রুইলিয়ানো দায়ী করেছিল ডন ক্রোসেকেই এটা জানি।'

—'হুঁ', মিচেল এবার গম্ভীর হয়ে গেল। গাড়ীটা ততক্ষণে একটা বাড়ীর সামনে এসে থেমেছে। মিচেল দেখলো সারি সারি বেশ কয়েকটা বাড়ী রয়েছে। গাড়ীটা যে বাড়ীর সামনে থেমেছে সেটার দেয়ালটা নীল রঙের। সামনেই একটা মাঝারি আকারের গেট। সামনেই এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। গেটটা তিনিই খুলে দিলেন। বছর ষাটেকের মতো বয়েস। পরনে কালো রঙের ডোরাকাটা একটা মার্কিনী টাউজার। গায়ে সাদা শার্ট। গলায় একটা কালো টাই লাগানো। মিচেল বুঝতে পারলো এই ভদ্রলোকই গ্রুইলিয়ানের বাবা। তিনি প্রথমেই স্টিফেনের হাতটা জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিচেলের পিঠে হাত রাখলেন। ওদের দুজনকে নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভেতরে।

বৃদ্ধ গ্রুইলিয়ানোকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি বেশ অসুস্থ। বেশ ভাল রকমই জীর্ণ আর পাংশুটে দেখাচ্ছিল ওকে। মিচেলের মনে হলো, ভদ্রলোক মৃত্যুর সংগে লড়াই করছেন। কথা বলতে বলতে বেশ হাঁফাচ্ছিলেন তিনি।

ওদের দেখে বৃদ্ধ যে খুশী হয়েছেন এটা বোঝা যাচ্ছিল। তিনি অতি কষ্টে নিজের আবেগকে সংহতি করে রাখছিলেন। মাঝে মাঝে মুখে হাত বোলাচ্ছিলেন তিনি। হাতটা কাঁপছে এটা বুঝতে মিচেলের অসুবিধে হলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ গ্রুইলিয়ানো ওদের দুজনকে নিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা বেশ সজানো গোছানো। ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছবিটা যে গ্রুইলিয়ানোর এটা বুঝতে মিচেলের অসুবিধে হলো না। ওর মায়ের সংগে তোলা। ওর মা মারিয়া ইতিমধ্যেই রান্নাঘর থেকে এসে হাজির হয়েছেন। ওদেরকে সাদর অভ্যর্থনাও জানাতে ভুললেন না। মারিয়া জিজ্ঞেস করলেন মিচেলকে, 'তুমি কি বাবা আমার সাহায্য করার জন্যে এসেছো ?'

মিচেল মাথা নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ।'

এবারে স্টিফেন অ্যাডোলিনি বলে উঠলেন, 'ফাদার বেঞ্জামি। না আমাদের এখানে আসতে বলেছেন।

মারিয়া ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ফাদারের মতো লোক হয় না। মহৎ মানুষ উনি।'

হঠাৎ ডন ক্রোসের কথা মনে পড়ে গেল মারিয়ার। সংগে সংগে বলে উঠলেন তিনি, 'ডন ক্রোসেও একজন মহানুভব ব্যক্তি। অমন দয়ালু হৃদয় আমি আর একটাও

দেখিনি। কিন্তু কেন যে ও এখন ওর বন্ধুকেই খুন করতে চায় কে জানে।' ও আর আমার গুইলিয়ানো দুজনেই সিসিলির শাসক হতে যাচ্ছিল।'

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, 'কিন্তু এমনই ভাগ্য যে, আমার গুইলিয়ানো এখন পাহাড়ে পর্বতে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। হায়রে! আর ডন-খোলা হাওয়ায় সুন্দরী বেশ্যাদের নিয়ে ফুর্তি করছে। আমি বলি ডন যদি হুকুম করে সারা রোম ওর পায়ের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবুও তো ওই ডনই আমার গুইলিয়ানোর চেয়ে বেশী অপরাধী। মিচেল আমি যদি তোমার মতো পুরুষ হতাম তাহলে ডন ক্রোসকে আমি খুন করতাম! হ্যাঁ খুন করতাম।'

বেশ খানিকক্ষন ওদের মধ্যে কথাবার্তা হলো, খাওয়ার শেষে গুইলিয়ানোর বাবার সঙ্গে ওরা দুজন শহর দেখতে বেরোলো। ফিরলো একেবারে সন্ধ্যে বেলা। ফিরেই দেখলো দুজন অপরিচিত লোক বসে আছে। মিচেল চেনার চেষ্টা করলো একজনকে শেষপর্যন্ত ও মনে করতে পারলো। ওর নাম জ্যাকপার সিসি। ওর নামটা আগেই শুনেছিল ও। সিসিলিতে লোকটার প্রভাব আছে। গুইলিয়ানোর নাকি ডান হাত; ওদের সংগে পরিচয়ও হলো মিচেলের। কথা প্রসংগে মিচেল বললো, বাবার নির্দেশেই আমাকে ট্রপানি তে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ গুইলিয়ানোকে না নিয়ে আমি আমেরিকায় যাবো না।'

জ্যাগপার এবারে জিজ্ঞেস করলো ওকে আচ্ছা গুইলিয়ানোকে তুমি নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারবে তো? রোমের হাত থেকে বাঁচানো কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়।

জবাবে মিচেল বললো, নিশ্চয়ই, আমি কথা দিচ্ছি গুইলিয়ানোর পুরো নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমি দেখবো।'

সামান্য থেমে মৃদু হেসে মিচেল আবার বললো। ডন ক্রোসে গুইলিয়ানোকে আমার হাতেই তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন আমি শুধু ওর সংগে পালানোর একটা আলোচনা করে নেবো।'

এখানে তখন অনেকেই ছিল। মিচেল প্রত্যেকেরই মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে দেখলো। ওর মনে হচ্ছিল কেউই যেন ওর কথা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। মিচেল আবার জ্যাগপারের দিকে তাকিয়ে বললো। ডন ক্রোসেকে আমি যা বলেছি তা আপনাদের এখানেও বলতে পারি। কিন্তু প্ল্যানটাতো এই মুহূর্তে বলতে পারছিনা যাই হোক, গুইলিয়ানো কোথায় লুকিয়ে আছে আমাকে কেউ বলতে পারবেন?

জ্যাগপারের সংগে আর যে একজন ছিল তার নাম হেকটর অ্যাডোনিস। তিনি একসময় গুইলিয়ানোর শিক্ষক ছিলেন। তিনি এবার বললেন, দ্যাখো, গুইলিয়ানো পরিবারের সংগে আমার একটা ভাল সম্পর্ক বরাবরই আছে। আমি ওদেরই বংশের একজন।'

হঠাৎ স্টিফেন অ্যাগেলিনি বলে উঠলেন। আমিও তাই। বেশ কিছুক্ষন ধরে মিচেলের সংগে ওদের এইভাবে কথাবার্তা চলতে লাগলো। কথা প্রসংগই হেক্টর

অ্যাডোনিস জিজ্ঞেস করলেন, মিচেল, তুমি গুইলিয়ানোর ব্যাপারে কিভাবে এগোতে চাইছো ?'

জবাবে মিচেল বললো, আমি খুব সকালেই ট্রপানিতে পেঁাছে যাবো এরপর আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেলেই চলবে।'

ওদের কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ গুইলিয়ানোর মা কেঁদে ফেললেন। বললেন 'আমার টুরি (গুইলিয়ানোর ডাক নাম) আর কাউকে এখন বিশ্বাস করতে পারছে না। ও সম্ভবত ট্রপানিতে যাবে না।' মিচেল বললো, চিন্তার কিছু নেই। আমি ওকে সাহায্য করবো। কিন্তু এরকম করলেতো আমার পক্ষে অসুবিধা হবে। আমাকেতো অন্তত বিশ্বাস করতে হবে।'

এবারে গ্যাসপার গিয়ে মিচেলের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'ভয় নেই। টুরি আমার কথা নিশ্চই শুনবে। আমি নিজে ওকে বলবো যে, মিচেল করলিয়নকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি। তুমি চিন্তা করোনা মিচেল, আমি নিজে টুরিকে নিয়ে ট্রপানিতে যাবো।'

কথাটা শোনামাত্র ঘরের পরিবেশ অনেকটা হালকা হয়ে এলো। অনেকেই স্বস্তি পেলো খানিকটা। এবারে মিচেল খুব সতর্কভাবে গ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা টুরি একটা ডায়েরী লিখেছিল। আপনারা কেউ বলতে পারেন সেটা কোথায় আছে ?'

এবারে হেক্টর অ্যাডোনিস বলে উঠলেন, 'ওটাতো গুইলিয়ানো আমার উপদেশ মতোই লিখেছে। প্রত্যেকটা পাতাতেই ওর নিজের নাম সই করা আছে।'

মিচেল এবারে মৃদু হেসে বললেন, 'আশা করি ওটা আপনি নিরাপদেই রেখেছেন।'

গ্যাসপার এবারে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই সেটা নিরাপদে রাখতে হবে বৈকি। তবে ডন ক্রোসেও এখন সেটা পেতে চাইছেন।'

গুইলিয়ানোর মা এবারে বলে উঠলেন, 'ঠিক সময়েই আমরা ওটা তোমার হাতে দেবার ব্যবস্থা করবো। ভাববার কোনো কারণ নেই।'

এতোক্ষণ একটি যুবতী এককোনে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠলেন গুইলিয়ানোর মা, 'এও ডায়েরীটা আমেরিকাকে নিয়ে যেতে পারে।'

এবারে যুবতী নিজেই বলে উঠলো, 'আমি গুইলিয়ানোকে ভালবাসি। এই মুহূর্তে আমি অন্তঃসত্ত্বা। আমিই অবশ্য আগে ট্রপানিতে যাবো। সেখানে গিয়ে আমি যদি নিরাপদ বুঝি তাহলে খবর পাঠাবো। তখনই গুইলিয়ানো যাবে। এটাই তার নির্দেশ।'

এবারে হেক্টর অ্যাডোনিস বলে উঠলেন, 'আমার বক্তব্য হলো, টুরির প্রেমিকার সংগে ওর বাবা মাও গেলে ভাল হয়।'

কিন্তু গুইলিয়ানোর বাবা এবং মা দুজনেই ঐ প্রস্তাব অস্বীকার করলেন।

মারিয়া বললেন, 'আমার ছেলে আছে সিসিলিতে। আমি অন্য কোথাও থাকতে পারি না।'

এইভাবে ওদের মধ্যে নানাধরণের কথাবার্তা চলতে লাগলো। সময়ও ক্রমশঃ বয়ে যাচ্ছিল সবশেষে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা ঘুমোতে গেল। ওদের সেই রাতটা এখানেই কাটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পরের দিন সকালে মিচেল সবায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলো। মারিয়া অর্থাৎ গুইলিয়ানোর মা বলে উঠলেন মিচেলকে জড়িয়ে ধরে, 'বাবা মিচেল, তোমাকে দেখে আমার নিজের ছেলের কথাই মনে পড়ছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

আবেগে ওর কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। সেই অবস্থায় তিনি ফায়ার প্লেকের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওপরের তাক থেকে একটা 'ভার্জিন মেরী'র কাঠের তৈরী মূর্তি নামিয়ে আনলেন। মূর্তির রঙটা কালো। মিচেলের হাতে ওটা তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'বাবা মিচেল এটা তোমাকে আমি উপহার হিসেবে দিচ্ছি। একমাত্র এটাই আমি তোমাকে দিতে পারি। আমারতো আর কিছু দেবার নেই বাবা।'

মিচেল নিতে একটু দ্বিধা করেছিল। কিন্তু মারিয়া একরকম জোর করেই ওটা তার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, 'দ্বিধার কিছু নেই। তুমি আমার টুরিরই মতো একটা ছেলে। 'এটা নাও'।'

মিচেল ওটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতার চোখে গুইলিয়ানোর মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। মারিয়ার দু'চোখ তখন জলে ভর্তি।

২য় অধ্যায়

উনিশশো তেতাল্লিশ সালে হেক্টর অ্যাডোনিস পালেরমো ইউনিভারসিটির ইতিহাস এবং সাহিত্যের প্রফেসার ছিলেন। কিন্তু তার শরীরটা অত্যন্ত বেঁটে-খাটো গড়নের। সেজন্য ওর সহকর্মীরা ওর প্রতিভার সম্মান তেমন একটা দিতো না। বরং একটু তাচ্ছিল্যই করতো ওকে।

কিন্তু তেতাল্লিশের সেপ্টেম্বর মাসে প্রফেসার অ্যাডোনিসের জীবনধারা একেবারে বদলে যায়। দক্ষিণ ইতালীতে তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মার্কিন সেনারা ইতিমধ্যে সিসিলি জয় করে নিয়েছে। একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। ইতালী যেন আবার নতুন করে জন্মলাভ করেছে। সেই মুহূর্তে সারা ইতালী জুড়ে মাফিয়াদের রাজত্ব।

অফিস থেকে নিচের দিকে তাকালে ক্যাসামটা ভাল ভাবেই মোটামুটি দেখা যায়। অ্যাডোনিস নিচের দিকে তাকালেন একবার। হঠাৎ তার চোখে পড়লো মাফিয়াদেরই একজন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। প্রফেসার অ্যাডোনিস সম্ভাব্য সমস্যার কথা

ভেবে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। অ্যাডোনিস ওই লোকটাকে চেনেন। ওর নাম বাসিলা। পার্টিনিকো শহরে ওর একটা খামারও আছে। ওর হাতে একটা ব্যাগ।

অ্যাডোনিস তৈরীই ছিলেন। বাসিলা সোজা ওপরে উঠে এসে অ্যাডোনিসকে বললো হেসে, প্রফেসার, মাটিতে অনেকগুলো ফল পড়েছিল। ভাবলাম ওগুলোতো পচেই যাবে। সেজন্যে ওগুলো কুড়িয়ে আপনার জন্যেই নিয়ে এলাম।'

বলে ফলগুলো শুদ্ধ ব্যাগটা এগিয়ে দিলো অ্যাডোনিসের হাতের দিকে। মৃদু হেসে অ্যাডোনিস ব্যাগটা হাতে নিলেন। এবারে বাসিলা হাই তুললো একটা। মোটামুটিভাবে বাসিলা সাদাসিধে আর নম্র স্বভাবের। কিন্তু আচমকা কখন যে ও ভয়ংকর হয়ে উঠবে কেউ জানেনা। বাসিলা এবারে ওর আসার কারণটা জানালো। বললো, 'স্যার, এখানকারই একজন আমার চেনা ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে। সেজন্যে নাকি আমরাই দায়ী। তা স্যার আমার অনুরোধ এই ছেলেটাকে পাশ করিয়ে দিন '

এবারে অ্যাডোনিস ছেলেটিকে মনে করার চেষ্টা করলেন। বলবেন, 'ও সেই সিসিলির ছেলেটা। ওতো পরীক্ষার সময় গোলমাল করেছিল। ঠিক আছে…।

একটু থেমে প্রফেসার অ্যাডোনিস বলে উঠলেন আবার, 'ঠিক আছে, তুমি ছেলেটাকে আমার সংগে দেখা করতে বলবে। আমি ওর জন্যে একটা অতিরিক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করবো।'

—'ঠিক আছে স্যার চলি। ফলগুলো খাবেন।'

বাসিলি চলে গেল। প্রফেসার অ্যাগনিস চেয়ারে বসে গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সামনি টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠলো। তিনি রিসিভারটা তুলে বলে উঠলেন, 'হ্যালো…।'

অপর প্রান্ত থেকে স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের কাঁপা গলার আওয়াজ ভেসে এলো, 'ভাই অ্যাডোনিস, আমার অফিসে আসতে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে? খুব জরুরী দরকার কিন্তু। এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটির সামনে একটা কঠিন সমস্যা। আমার আশা একমাত্র তুমিই সমাধান করতে পারবে। ব্যাপারটা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রফেসার অ্যাডোনিস জিজ্ঞেস করলেন, 'সমস্যাটা কি একটু যদি জানান তাহলে খুব ভাল হয়।'

ও প্রান্ত থেকে আবার প্রেসিডেণ্টের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মাননীয় ডন ক্রোসে আমার এখানে এসেছেন তার একটা ব্যাপারে তদ্বির করতে। উনি ওর বোনের ছেলেকে যেমন করেই হোক ডাক্তার তৈরী করতে চান।'

—'ঠিক আছে যাচ্ছি।' অ্যাডোনিস ফোন ছেড়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটা ভাবতে আরম্ভ করলেন তিনি। কিছুক্ষণ ধরে মানসিক ভাবে তৈরী হয়ে তিনি প্রেসিডেণ্টের কামরায় গিয়ে হাজির হলেন। বলাবাহুল্য ওখানে তখন ডাক্তার ন্যাটোরও ছিলেন। স্বয়ং ডন ক্রোসে বসেছিলেন একটা চেয়ারে। অ্যাডোনিস গিয়ে একটা চেয়ারে বসলেস। প্রেসিডেণ্ট চিন্তিতমুখে ওদের বসতে বললেন। সারাটা

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে পরিবেশ। ডাক্তার ন্যাটোর বলে উঠলেন, 'আমি তো বলেইছি আমার ভূমিকা আমি পালটাতে পারবোনা।'

ডন ক্রোসে কথাটা শুনে একবার হাই তুললেন। তারপর দীর্ঘ একটা বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, যেমন করে হোক তিনি তার বোনের ছেলেকে উন্নতির একেবারে চরম সীমায় নিয়ে যাবেন। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। এমন কি এই ইউনিভার্সিটিরও কেউ না। তবুও ডাক্তার ন্যাটোর বেঁকে রইলেন। শেষে প্রেসিডেণ্ট বললেন, 'অ্যাডোনিস তুমি একটু ডাক্তার ন্যাটোরকে বুঝিয়ে বলো। উনি ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্ভবতঃ ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

অ্যাডোনিস এবার ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'দেখুন ডাক্তার ন্যাটোর আপনার আপত্তির ব্যাপারটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই মাননীয় ডন ক্রোসের বোনের ছেলের জন্যে একটা উপায় বের করতে পারি। ধরুন, ব্যক্তিগতভাবে ছেলেটিকে ভাল করে পড়ানোর ব্যবস্থা করা। এছাড়া কোনো হাসপাতালে ওকে রেখে অতিরিক্ত একটা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা। এগুলো আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি···।'

বলে ডন ক্রোসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন প্রফেসার অ্যাড়োনিস, 'দেখুন মিঃ ক্রোসে, আমরা চেষ্টা করে ডাক্তার ন্যাটোরের মত নিশ্চয়ই ফেরাতে পারবো। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?'

—'বলুন কি জানতে চান?' ডন ক্রোসে বলে উঠলেন।

প্রফেসর অ্যাডোনিস এবারে বললেন, 'তা আপনার বোনের ছেলের মাথায় হঠাৎ ডাক্তারি হবার পোকা ঢুকলো কেন? তবে আপনি যখন চান তখন আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।'

—'ধন্যবাদ স্যার। এবারে উঠি। আপনাদের মতামত আমাকে জানিয়ে দেবেন। চলি।'

ডন ক্রোসে এবারে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। চলে যাবার আগে ডাক্তার ন্যাটোরের দিকে কড়া ভাবে একবার তাকালেন ও। ব্যাপারটা সবায়েরই নজরে পড়লো। ক্রোসে চলে যাবার পরে সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর অ্যাডোনিসই একসময়ই নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন, 'ডাক্তার আপনাকে একটা পরামর্শ দেবো?'

—'বলুন।' ডাক্তার ন্যাটোর গম্ভীরভাবে বললেন। প্রফেসার অ্যাডোনিস বললেন ওকে, 'আপনি বরং ইউনিভার্সিটি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে রোমে চলে যান। ওখানে প্রাইভেটে প্র্যাকটিসকরুন।'

অ্যাডোনিসের কথায় ডাক্তার ন্যাটোরের ভুরুদুটো কুঁচকে গেল। বললেন তিনি, 'কেন যাবো বলতে পারেন?'

অ্যাডোনিস বললেন, 'দেখুন, সিসিলি খুবই ছোট্ট শহর। ডন ক্রোসের মুখের ওপরে 'না' বলে এখানে আপনার পক্ষে নিরাপদে থাকাটা মোটেই সম্ভব নয়।'

—'কিন্তু তার বোনের ছেলে ডাক্তার তো হচ্ছে। আপনারা তো ওকে আশ্বাস দিয়েছেন।'

ডাক্তার ন্যাটোর বিরক্তি সহকারে বলে উঠলেন। অ্যাডোনিস খুব শান্তভাবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন আমরা যদি আশ্বাস না দিতাম তাহলে আপনার বেঁচে থাকাটা একরকম অসম্ভবই হয়ে উঠতো।

* * * *

তারিখটা ছিল উনিশশো তেত্রিশ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর। মনটেলিপারের বাসিন্দা তাদের পরবর্তী উৎসবের জন্যে তৈরী হচ্ছে। উৎসবের শুরু আগামীকাল থেকে। চলবে তিনদিন ধরে। এটাই এখানকার সবচেয়ে সেরা উৎসব। উৎসবের নাম 'ফেস্টা'। এই উৎসবের জন্যে তিনজনের একটা কমিটি তৈরী করা হয়। এতে থাকেন এই শহরের নামীদামী এবং মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ।

উৎসব যথারীতি আরম্ভ হলো। প্রথম দিন ভালভাবেই কাটলো। দ্বিতীয় দিন এমন একটা ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যাতে গুইলিয়ানোর পৌরুষে আঘাত করলো ভীষণ ভাবে। ব্যাপারটা অবশ্য তেমন একটা বড়ো কিছু নয়। মনটেলিপারে শহরে কোনো ভালো থিয়েটার হল কিংবা ওই ধরনের কিছু ছিল না। তবে একটা কাফে ধরনের হল ছিল। টুরি গুইলিয়ানো সেই কাফেতেই আগের দিন রাতে বিলিয়ার্ড খেলছিল। খেলতে খেলতেই এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর ঝগড়া বেঁধে গেল। লোকটির নাম গুইডো কুইনটানা। গুইডো মদের নেশায় চুর হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খেলার সময়ে ওই লোকটির মাথার সঙ্গে গুইলিয়ানোর মাথায় ধাক্কা লাগে। গুইডো তখন জ্বলন্ত চোখে দেখতে লাগলেন গুইলিয়ানোকে। ওকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বকতে আরম্ভ করলেন। ওর দুটো ঘৃণা ভরা চোখ দেখে গুইলিয়ানো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। গুইলিয়ানো অবশ্য জানতো গুইডো একজন নামকরা মাফিয়া নেতা। গুইলিয়ানো রেগে গিয়ে ওর কথার প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলো। ঠিক তখন গুইডো আচমকা গুইলিয়ানোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠিটা কেড়ে নিলেন।

এই ব্যাপারটা ওখানকার সবাই অবাক হয়ে দেখলো। ঘটনাটা কেউই ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। এদিকে গুইলিয়ানোর বন্ধু গ্যাসপার ঠিক তখনই একটা ছোরা তুলে দাঁড়িয়েছে। গুইলিয়ানো একবার বললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে গুইলিয়ানো একটা কথাও বললো না। হাবভাবে ওর কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা এসে জড়ো হলো। গুইলিয়ানো নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

চারদিকে একবার তাকিয়েই গুইলিয়ানো বুঝতে পারলো গুইডোর সঙ্গীরাও সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাইয়ের মুখগুলোই যথারীতি ভয়ংকর। ওরই মধ্যে একজনের দিকে ভালভাবে চোখ পড়তে ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলো গুইলিয়ানে। লোকটা দু'চোখের খুনের নেশা। লোকটার হাতের বন্দুকটা ওর দিকে তাক করা। গুইলিয়ানোর হাতে এখন একটা অস্ত্রও নেই। এমনিতে স্বাভাবিক থাকলেও ভেতরে

বন্দুক তখন গর্জে উঠেছে। গুইলিয়ানোও তার জবাব দিতে ছাড়লো না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বি[illegible]লো। সার্জেন্টের একটা চো[illegible] কাছে গুলি লাগতে সংগে সংগে লুটিয়ে পড়লো ও। এদিকে গুইলিয়ানোর শরী[illegible] গুলি লেগেছে। আহত অবস্থাতেই ও মরিয়া হয়ে জংগলের [illegible] ভেতরে [illegible] পড়লো।

এদিকে গ্যাসপার প্রাণপণে গুইলিয়ানোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে গ্যাসপার জংগলের ভেতরে গিয়ে ওকে আবিষ্কার করলো। একটা পাথরের ওপরে গুলিতে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে গুইলিয়ানো।

গ্যাসপার ওর রক্তাক্ত আর আহত শরীরটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে একটা মঠে এলো। মঠটা ফরাসী আমলে তৈরী। গুইলিয়ানোকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিয়ে গ্যাসপার মঠের অধ্যক্ষকে জানালো, পুলিশের সংগে এনকাউন্টারে ও আহত হয়েছে। ওরা এখন আমাদের দুজনকে মরিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন আপনিই আমাদের কাছে একমাত্র ভরসা। আমরা এখানেই আত্মগোপন করে থাকতে চাই। এই মুহূর্তে একজন ডাক্তারেরও প্রয়োজন। তা না হলে ভাইকে বাঁচানো যাবে না।'

মঠের অধ্যক্ষ চুপচাপ শুনলেন। গুইলিয়ানোর নামটা তিনি আগেই শুনেছিলেন। এখানকার অধিবাসীরা ওকে প্রায় সবাই ভালবাসে। সমীহ করে। গুইলিয়ানো সাহসী আর দয়ালু হিসেবে খ্যাতি আছে। মঠের অধ্যক্ষ তখন বললো, 'ঠিক আছে দেখছি...।'

বলে চীৎকার করে একজনকে ডাকলো। সংগে সংগে বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী ছুটে এলো। তিনি ওদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন, গুইলিয়ানোকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে।

* * * *

ওই মঠের মধ্যেই পুরো একমাস গুইলিয়ানো আত্মগোপন করে রইলো। এছাড়া অবশ্য ওর উপায় ছিল না। কারণ ও ভীষণ আহত হয়েছিল, ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকা অনিবার্য ছিল। মাস খানেক পরে কিছুটা সেরে উঠল গুইলিয়ানো। ডাক্তার তখন ওকে পরামর্শ দিলেন আরো একমাস বিশ্রাম নিতে। ইতিমধ্যে মঠের অধ্যক্ষও গুইলিয়ানোর ওপরে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কারণ গুইলিয়ানোর আচার ব্যবহার খুবই সুন্দর, অন্য কাউকে আকৃষ্ট করার পক্ষে উপযুক্ত। অধ্যক্ষ ভাবলেন গুইলিয়ানো একবার যখন মানুষ খুন করতে পেরেছে তখন ভবিষ্যতেও পারবে। অধ্যক্ষের মনে পড়লো ডন ক্রেসের কথা, একমাত্র তিনিই পারেন এই বদমেজাজী আর সাহসী গুইলিয়ানোকে সঠিক পথে আনতে।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটলো। হঠাৎ একদিন এক আগন্তুক গুইলিয়ানোর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অধ্যক্ষই নিয়ে এলেন ওকে। গুইলিয়ানোকে বললেন ইনি হচ্ছেন ফাদার বেঞ্জামিনো ম্যালো। ফাদারের মুখে মৃদু হাসি। গুইলিয়ানোর পরিচয় পেয়ে তিনি বলে উঠলেন.আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তুমি তাড়াতাড়ি

সেরে ওঠো।

গ্যুইলিয়ানো মৃদু হাসলো কিছু বললো না। ফাদার আবার বলে উঠলেন, আমি শুধুই ধর্মীয় কারণে তোমার কাছে আসিনি। তোমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

বলুন আপনার কি প্রস্তাব? গ্যুইলিয়ানোর কাছে। ফাদার বললেন, 'আমার ভাই ডন ক্রোসে জানতে চেয়েছেন যে তুমি তার সঙ্গে ভিলারায় থাকতে রাজী আছো কিনা? সেখানে অবশ্য তোমার হাতখরচের অভাব হবে না। শুধু তাই নয়, ডন ক্রোসের সঙ্গে থাকাটা নিরাপদও বটে। কোনো পুলিশ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। এখন বলো তোমার কি ইচ্ছে?

গ্যুইলিয়ানোকে এবারে একটু গম্ভীর দেখালো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাবে বললো ও, ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখি। তারপর আপনাকে জানাবো।'

ফাদার ম্যালো এবারে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা এখন চলি। আবার পরে দেখা হবে। তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি জানিও।

চলে গেলেন ফাদার ম্যালো। গ্যুইলিয়ানো ফিরে গেল নিজের আস্তানায়।

এর পরে দিন কয়েক কেটে গেছে। গ্যুইলিয়ানো ঠিক একদিন রাতের অন্ধকারে মঠ থেকে বাড়ীতে এসে হাজির হলো। সঙ্গে ছিল ওর জনা কয়েক ঘনিষ্ঠ অনুচর। তারা বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তার মধ্যে গ্যাসপার ছিল। ও অবশ্য বাড়ীর ভেতরটা পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ বাইরের দরজায় একটা শব্দ হলো। গ্যাসপারই আগে এগিয়ে ব্যাপারটা জানার জন্যে খুলতেই ওদেরই একজন ভেতরে ঢুকে জানালো পুলিশবাহিনী খবর পেয়ে গেছে। এই বাড়ীটাকে ঘিরে ফেলার জন্যে ওরা তৈরী হয়ে আসছে। গ্যুইলিয়ানো এরপর আর থাকাটা নিরাপদ বোধ করলোনা। মাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে বললো, 'মা, আমি আর থাকতে পারছিনা।'

মারিয়া ছেলেকে চুমু খেলেন, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করলো। তারপর সজল চোখে বললেন, 'বাবা যেখানেই থাকিস ভালভাবে থাকিস। আমার আশীর্বাদ রইলো।'

শেষে বিদায় নিয়ে গ্যুইলিয়ানো গ্যাসপারকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর দ্রুতবেগে রওনা হলো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। যখন গ্যুইলিয়ানো পাহাড়ের শীর্ষদেশে গিয়ে পৌঁচেছে তখন ভোরের সূর্য পাহাড়ের গা বেয়ে উঁকি দিচ্ছে।

পাহাড়ের নাম মণ্টে-দ্য-ওরা। এই পাহাড়েই আজ থেকে একশো বছর আগে স্পার্টাকাস তার দাস অনুচরদের নিয়ে আত্মগোপন করেছিল। পাহাড়ের একেবারে শীর্ষে দাঁড়িয়ে স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্যুইলিয়ানো।

এখনও নিশ্চিত যে, শত্রুদের চোখকে ও ফাঁকি দিতে পেরেছে। এবারে নিজের ভেতরে একটা পৌরুষ অনুভব করলো ও। ও এখানে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিলো এবার থেকে ও যা করবে তা সিসিলির বিজয় আর স্বাধীনতার জন্যে করবে। সব সময় চলবে ন্যায়ের পথে। অন্যায়ের সঙ্গে ও কখনোই আপস করবে না। গরীব

মানুষজনদের সাহায্য করবে। এই হবে ওর জীবনের ব্রত। গুইলিয়ানোর বয়েস তখন কুড়ি।

৩য় অধ্যায়

বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। ওই পাহাড়ের কোলেই টুরি গুইলিয়ানো আত্মগোপন করে রয়েছে। অবশ্য ওর জীবনযাত্রা যে একেবারে মসৃণভাবে কেটেছে এতো বছর তা বলা যায় না। অনেকবারই নানা ধরনের বিপদ এসেছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কাটাতে হয়েছে অনেক সময়। ইতিমধ্যে তার দলের অনুচরদের সংখ্যা বেড়ে তিরিশ জন হয়েছে। ওর দলের সঙ্গে প্যাশাটেকো আর ট্যারানোগ নামের দুজন ভয়ংকর ব্যক্তি তাদের দলবল নিয়ে যোগ দিয়েছিল। গুইলিয়ানো হলো এখানকার একচ্ছত্র অধিপতি। গরীবদের নানাভাবে সাহায্য করতে ওর জুড়ি নেই। শুধু তাই নয়, ধনী এবং অভিজাত সমাজের মানুষজনেরা গুইলিয়ানোর নাম শুনলেই রীতিমতো ভয় পেতো। ওর দুঃসাহসিক কাজের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো। কাউকে শায়েস্তা করা কিংবা কোনো জায়গায় হানা দেওয়া এসব ব্যাপারে ও দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেন. ওর বিরোধীরা ওকে যমের মতো ভয় পেতো। যে কোনো কাজেই ওর সঙ্গে তিনজন থাকতো। তারা হলো জ্যাসাটেম্পো, ট্যারানোভী আর গ্যাসপার। মাঝে মধ্যে খুব গোপনে গুইলিয়ানো পাহাড় থেকে নেমে বাড়ীতে আসতো। ওর মা ওকে দেখে অশ্রুপাত করতেন। ছেলেকে নিয়ে মারিয়ার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। বারংবার তিনি গুইলিয়ানোকে সাবধানে থাকতে বলতেন। গুইলিয়ানো মৃদু হাসতো।

*   *   *

এইভাবে দিন কেটে যেতে লাগলো। এদিকে গুইলিয়ানো সঙ্গে না থাকতে চাওয়ায় জন ক্রোসের মধ্যে বরাবরই একটা দুর্বোধ্য অভিমান জমা হয়েছিল। অন্য সব মাফিয়া নেতাদের সঙ্গে জন ক্রোসের একটা পার্থক্য ছিল। ওদের বিষয়ে ও বরাবরই সতর্ক থাকতো! কারণ অন্যান্য মাফিয়াদের পুরোপুরি একটা বাহিনী ছিল। খুণ খারাপি করতে ওদের জুড়ি মেলা ভার। বিচিত্র রকমের খুনের কৌশল ওদের জানা ছিল। এছাড়াও আরো অনেক ভয়ংকর ধরণের লোকেরা ছিল ওইসব বাহিনীতে যারা প্রাণের বিন্দুমাত্র পরোয়া করতোনা।

একমাত্র এই সমস্ত কথা ভেবেই ডন ক্রোসে গুইলিয়ানোর মতো দুঃসাহসী যুবককে সংগে নিতে চেয়েছিলেন। ডন ক্রোসে অবশ্য হাল ছেড়ে দেন নি। তিনি একদিন হেকটর অ্যাডোনিসকে গোপনে গুইলিয়ানোর কাছে পাঠালেন। অ্যাডোনিস গিয়ে গুইলিয়ানোকে বলবেন, 'ডন ক্রোসে তোমাকে সংগে নিতে চান। তার মতো একজন

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের কাছে থাকলে তোমার উপকারই হবে।

অ্যাডোনিসের কথা শুনে মৃদু হাসলেন গুইলিয়ানো। তারপর বললো, ঠিক আছে, আপনার কথা আমি ভেবে দেখবো।'

অ্যাডোনিস এরপর ওখান থেকে চলে এলেন। বলাবাহুল্য গুইলিয়ানোর কথাবার্তা আর আচরণে ওর প্রতি কিছুটা আকর্ষণও বোধ করলেন তিনি।

ওই ঘটনার পরে আরো কয়েকমাস কেটে গেছে। একদিন পাহাড়ের কোলে বসে টুরি গুইলিয়ানোর দলের লোকেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো পরিষ্কার করছিল। সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল পাহাড়ের গায়ে। গুইলিয়ানো বসেছিল পাহাড়ের কোলে রাখা একটা চেয়ারে। ওর হাতে ছিল একটা বাইনোকুলার। মাঝে মাঝে ওটা চোখে লাগিয়ে দূরে তাকাচ্ছিস ও।

'ওর পাশে বসেছিল গ্যাসপার পিসিওট্টা। সম্প্রতি তিনজন নতুন লোক ওর দলে যোগ দিতে চেয়েছে। তাদের প্রসঙ্গ নিয়েই গ্যাসপারের সঙ্গে অলোচনা করছিল গুইলিয়ানো। গ্যাসপার বলছিল, তুমি 'ওই তিনজনের ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখো। হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নিওনা।

—'হুঁ' গম্ভীর হয়ে বললো গুইলিয়ানো। সামান্য থেমে গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, 'ওদের মধ্যে একজনকে আমার 'মোন্ডি' বলে মনে হয় গ্যাসপার।'

—তাই নাকি!'

—'হুঁ, ওর মাথার চুলটা লালচে রঙের।'

গুইলিয়ানো আবার বাইনাকুলারটা চোখে লাগিয়ে দূরে তাকালো। সিসিলিয়ান ভাষা 'মোন্ডি' শব্দের অর্থ হলো যে লোক বিভিন্নরকম খবরাখবর দেওয়া নেওয়া করে। সামান্য থেমে গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, 'গ্যাসপার, তুমি লোকটাকে দেখেছো?'

জবাবে জানালো গ্যাসপার, হ্যাঁ দেখেছি বৈকি। লালচুল লোক সংখ্যায়তো খুব কম। সেকারনে মনে রাখাটা খুবই সহজ। ওর স্ত্রীও ছিল খুব সুন্দরী। ভদ্রমহিলার নাম লা-ভেনরা, কিছুকাল আগে ওই দুর্ধর্ষ লোকটা হঠাৎ খুন হয়ে যায়। তখন ওই মহিলা ওই কালচুলো লোকটাকেই সন্দেহ করে উঠল। অবশ্য তার কারণও ছিল। ওদের দলেরই একজন ওকে গুপ্তচর বৃত্তিতে জড়িত থাকার খবর পেয়েছিল।'

—'আচ্ছা। তাহলেতো ওদের নেওয়া যায় না।'

বলে গুইলিয়ানো একটা রহস্যময় হাসি হাসলো। কেটে গেল কয়েকদিন।

হঠাৎ একদিন গুইলিয়ানো ওই তিনজনকে কৌশলে ডেকে পাঠিয়ে ঘিরে ফেললো। ওদের তিনজনকেই বেঁধে ফেলা হলো। দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলা হলো। বাকী যে লোকটি বেঁচে রইলো তার নাম ষ্টিফেন অ্যান্ডোলিনি। গুইলিয়ানোর নির্দেশে এই মৃতদেহ দুটো একটা বাঁশের খাঁচায় বেঁধে পাহাড়ের নীচে গভীর খাদে ফেলে দেওয়া হলো।

একমাত্র জীবিত স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনি নির্বিকার। আসলে অ্যাণ্ডোলিনি এসেছিলেন ডন ক্রোসের নির্দেশে। ওর ওপরে ডনের নির্দেশ ছিল, যে কোনো ভাবেই হোক গুইলিয়ানোর দলের মধ্যে ঢুকে পড়তে। শুধু তাই নয়, যেমন করে হোক ওদের প্রত্যেকের বিশেষ করে গুইলিয়ানোর আস্থা অর্জন করারও নির্দেশ ছিল। ওরা যখন যে ধরনের কাজ করতে বলবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা পালন করেন। এরপরে সবুজ সংকেত পেলে তবেই যেন কাজে নামেন, স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনিও অবশ্য গুইলিয়ানোকে খুন করার জন্যে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন।

স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনিকে বেঁধে তারই অনুরোধে নিয়ে যাওয়া হলো মঠের অধ্যক্ষের কাছে। গুইলিয়ানোও ওর সঙ্গে এলো। অধ্যক্ষ দেখে বললেন, 'গুইলিয়ানো তুমি এখনই এর বাঁধন খুলে দাও। চলো আগে কিছু খাওয়া যাক।'

বাঁধন মুক্ত হয়ে অ্যাণ্ডোলিনি অধ্যক্ষের সঙ্গে গেল। সঙ্গে অবশ্য গুইলিয়ানোও রইলো। খাবার টেবিলে বসেই গুইলিয়ানো জিজ্ঞেস করলো অধ্যক্ষকে, 'বলুন একে নিয়ে আমি এখন কি করবো? আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।'

অধ্যক্ষ মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, গুইলিয়ানো, একে তুমি হত্যা কোরোনা। আমি এর প্রাণভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।'—'ঠিক আছে, তাই হবে।' গুইলিয়ানো কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলো। এবারে অধ্যক্ষ অ্যাণ্ডোলিনির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'অ্যাণ্ডোলিনি, তুমি কিন্তু এবার থেকে গুইলিয়ানোর হয়েই কাজ করবে। গুইলিয়ানো যেন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে। ডন ক্রোসের কাছে যাবার আর দরকার নেই তোমার। তোমার কাজ হবে গুইলিয়ানোর জন্যে শত্রুপক্ষের গোপন খবরাখবর যোগাড় করে আনা। কেমন। ঐকাজে তুমি যদি সফল না হও তাহলে আমি ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্যে নরকবাস কামনা করবো।'

সত্যি বলতে কি গুইলিয়ানোর মহানুভবতাই স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনিকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনলো।

তবে ওর কোনোরকম মোহ ছিল না। স্টিফেন রীতিমতো গুইলিয়ানোকে ভয় পেয়ে গেছিল।

সেদিন থেকে অ্যাণ্ডোলিনি টুরি গুইলিয়ানোর সংগঠনের একজন সদস্য হয়ে গেল। স্টিফেন এবার থেকে ছদ্মনাম নিলো। ওর নতুন পরিচয় হলো 'ফ্রাডগলো।' সিসিলিতে এই নামটাই ক্রমশঃ বিখ্যাত হয়ে উঠতে লাগলো। স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনি বরাবরই ধার্মিক এবং দুঃসাহসী স্বভাবের। প্রতি রবিবার গীর্জায় যেতে ভুলতোনা ও। এমনকি ডিলাবাতে যেতো। ফাদার বেঞ্জামিনো ছিলেন সেখানকার পাদরী। গীর্জার স্বীকারোক্তির সময়ে স্টিফেন কিছু গোপন কথা ফাদারের সামনে বলতো। সেগুলো ছিল গুইলিয়ানোর দলের ভেতরের ব্যাপার। এক্ষেত্রে অবশ্য গুইলিয়ানো ওকে যেসব বলতে নিষেধ করেছিল তা বলতো না। কারণ স্টিফেন জানতো বেঞ্জামিনো ডন ক্রোসের খুই ঘনিষ্ঠ।

একটা সন্দেহজনক ফিয়াট গাড়ী ট্রপানি শহরের চারদিকে একবার পাক খেয়ে উপকূলের সংলগ্ন একটা রাস্তা ধরলো। শেষ পর্যন্ত মিচেল আর ষ্টিফেন একটা বড়ো আকারের ভিলার সামনে এসে থামলো। সেটির সামনেই দুজন পাহারারত। ওরা দুজনে অপেক্ষা করতে লাগলো যতোক্ষণ না গেটের দরজা খোলা হয়। ভেতরেই একজন বিশালকার শরীরের লোক দাঁড়িয়েছিল। মিচেল ওকে ভালভাবে দেখে পরিষ্কার ভাবে চিনতে পারলো। লোকটার নাম পিটার ক্লেমেঞ্জা। অতীতের ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। সেরাতে পুলিশ অফিসারকে খুন করে ও পালিয়ে এসেছিল সেদিনই ক্লেমেঞ্জার সংগে মিচেলের শেষ দেখা হয়েছিল। এই ক্লেমেঞ্জার দেওয়া বন্দুক দিয়েই মিচেল খুন করেছিল সেই অফিসারকে। অনেকদিন পরে ক্লেমেঞ্জাকে দেখে বেশ খুশীই হলো মিচেল। ক্লেমেঞ্জাও খুব খুশী। ও বলে উঠলো, 'অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে আমার সত্যিই ভাল লাগছে।'

—আমারও তাই।' মৃদু হেসে বললো মিচেল। এবারে ক্লেমেঞ্জা বলে উঠলো, 'আর কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। সবাই অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। এখন বেশ জমিয়ে একটা ভোজের ব্যবস্থা কোরো।

—'নিশ্চয়ই'।

বলে মিচেল ক্লেমেঞ্জার কাছে এগিয়ে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। মিচেল জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'ক্লেমেঞ্জা আমার বাবা ভাল আছে তো?'

জবাবে ক্লেমেঞ্জা বলে উঠলো, 'হ্যাঁ তোমার বাবা এখন ভালই আছেন। তার আঘাতের ক্ষতও শুকিয়ে গেছে। তবে ওর স্বাস্থ্য এখনো তেমন ভাল নয়। এই নিয়ে তোমার বাবা অবশ্য বেশ কয়েকবারই গুলিতে আহত হলেন। তবে।'

বলে সামান্য হাসলো পিটার ক্লেমেঞ্জা। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, 'আসলে তোমার ভাই সোনির খুন হয়ে যাওয়াটাই তোমার বাবা মায়ের কাছে সবচেয়ে বড়ো আঘাত। ছেলেটাকে ওরা মেশিনগান দিয়ে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। এই নৃশংস কাজটা করা ওদের উচিত হয়নি।'

চুপচাপ শুনছিল মিচেল। ভাই-এর প্রসঙ্গ উঠতেই ওর দুচোখ ম্লান হয়ে গেল। ক্লেমেঞ্জা আবার বললো, 'আমরা একটা প্ল্যান করেছি। বাড়ীতে গেলে তোমার বাবা তোমাকে ব্যাপারটা বলবে। বলে ক্লেমেঞ্জা একবার ষ্টিফেন অ্যাডোলিনের দিকে তাকালো। ষ্টিফেনও মাথা নাড়লেন। তারপর মিচেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে এখন মনটেকপারেতে ফিরে যেত হবে। ওখানে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কাজ আছে।'

বলে সামান্য 'চুপ করে রইলেন' ষ্টিফেন অ্যাডোলিনি। তারপর আবার বলে উঠলেন, মনে রেখো মিচেল, যাই ঘটুকনা কেন আমি জুইলিয়ানোর জাত বরবরই বিশ্বস্ত থাকবো। অনেকেই ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু আমি

নয়। অবশ্য আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস আছে তাও আমি ভাঙবোনা।'

মিচেল ওকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করে। বলে উঠলো ও, 'আপনি একটু বিশ্রাম নেবেন না? কিন্তু খাওয়াদাওয়া করে...।

—'না ভাই।' ষ্টিফেন বলে উঠলেন, 'তাহলে আমার দেরী হয়ে যাবে।'

বলে আর অপেক্ষা না করে ওর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে ফিয়াট গাড়ীতে এসে উঠে বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যে মিচেলের চোখের সামনে থেকে ষ্টিফেন অ্যাডোল্লিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মিচেল এবারে ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ালো। একেবারে ভেতরদিকে কালো রঙের পোশাক পড়া দুজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিলেন, ক্লেমেঞ্জা মিচেলকে নিয়ে সোজা হাজির হলো একটা ঘরে। ঘরটা বেশ বড়ো। বৃদ্ধদের একজনকে বলে উঠলো ক্লেমেঞ্জা, আমার বন্ধুর জন্যে কিছু ফল আনলে ভাল হয়।

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো ক্লেমেঞ্জা। সামনের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। ক্লেমেঞ্জা বললো, মিচেল তুমি আগে কিছু খেয়ে নাও। তারপর ঘুমোও খানিকক্ষণ। তাহলে তোমার ক্লান্তি একেবারে কেটে যাবে। তখন আবার কথা হবে।

মিচেল জিজ্ঞাসা করলো, ক্লেমেঞ্জা আমার মায়ের শরীর ভাল আছেতো?'

জবাবে বললো ক্লেমেঞ্জা, তিনি খুব ভালই আছেন। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা নিরস্ত করতে পারিনি। সোনি মারা যাবার পরে তার কাছে এখন তুমিই একমাত্র অবলম্বন। তবে তোমার বাবা আসেন নি।' সামান্য চুপ করে রইলো ক্লেমেঞ্জা। ঘরে সাময়িক নীরবতা। তারপর ক্লেমেঞ্জা নিজেই নীরবতা ভেবে বলে উঠলো আবার 'গুইলিয়ানোর জন্যে বেশী চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের সঙ্গে ও এলে নিশ্চয়ই ওকে নেবো আমরা। কিন্তু ওর কোনোরকম দ্বিধা থাকলে আমল আমল দেবোনা ওকে।' —'বাবার কি সেরকমই নির্দেশ আছে? জিজ্ঞেস করলো মিচেল। জবাবে ক্লেমেঞ্জা বললো, 'এখানে একজন ক্যুরিয়ার অর্থাৎ পত্র বাহক প্লেনে করে প্রতিদিন টিউনিকে আসে। আমাকে অবশ্য ওর সঙ্গে কথা বলতে নৌকো করে যেতে হয়। গতকাল পর্যন্ত আমার ওপরে সেই রকমই নির্দেশ ছিল। ভেবেছিলাম ঐব্যাপারে ডন ক্রোশের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। আমেরিকা থেকে আসার আগে তোমার বাবাও তাই বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু।'

বলে কিছুক্ষণ থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লেমেঞ্জা আবার বললো, 'গতকাল পালেরমো ছাড়ার পরে তুমি তো জানোই কি ঘটেছে। বেশ কিছু লোক খুন করতে চেষ্টা করেছিল ডন ক্রোসেকে ওরা এসেছিল বাগানের পাঁচিল টপকে। ওদের গুলিতে জনা চারেক দেহরক্ষী মারা গেছে। ডন ক্রোসে অবশ্য পালাতে পেরেছেন; কি যে সব হচ্ছে?'

বিরক্তি প্রকাশ করলো পিটার ক্লেমেঞ্জা। মিচেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলো, 'আমার ধারণা এটা জুইলিয়ানোর কাজ। যাই হোক, আমি এখন ক্লান্ত,

ভাবার শক্তি নেই।' এবারে ক্লেমেঞ্জা উঠে পড়লো, বললো, তুমি ঘুমোও, আমি এখন যাচ্ছি।

চলে গেল ক্লেমেঞ্জা, ইতিমধ্যে কিছু ফল দেওয়া হয়েছিল ওকে। সেগুলো খাওয়া শেষ করে ও বিছানায় শুয়ে পড়লো, বিছানায় বেশ খানিকক্ষণ নড়াচড়া করলো। কিন্তু ঘুম এলোনা। বেশ কয়েক বছরের পুরোনো ঘটনা ভেসে উঠতে লাগলো ওর চোখের সামনে, ওর মাথায় একটা জিনিষ কিছুতেই ঢুকছিলনা, সেটা হলো গ্যাসপার আর অ্যাডোলিনি এতো খোলামেলা ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারেন। এছাড়া হঠাৎ গুইলিয়ানো ডন ক্রোসেকে শত্রু ভেবে নিলো কেন? এরকম ভুলতো সচরাচর কোনো সিসিলিয়ান করেনা। বছরের পর বছর ধরে গুইলিয়ানো পাহাড়ের গুহায় এক অন্ধকারময় জীবন কাটাচ্ছে। স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে ওর বাধা কোথায়। এখানে এটা সম্ভব না হলেও আমেরিকাতে কোনোরকম অসুবিধা নেই, অবশ্য ওর নিশ্চয়ই এরকম একটা পরিকল্পনা আছে। তা না হলে নিজে যাবার আগে ওর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতো না, অনেকক্ষণ ধরে ভাবনা চিন্তা করলো মিচেল, শেষপর্যন্ত গুইলিয়ানোর রহস্যের সমাধান করলো এভাবে যে, ও নিশ্চয়ই একটা শেষ লড়াইএর জন্যে তৈরী হচ্ছে। ওর নিজের মাতৃভূমিতে মরতে ও বিন্দুমাত্র ভয় পায় না, তবে সমস্ত ব্যাপারটাই মিচেলের কাছে তেমন স্পষ্ট মনে হলো না, মিচেলের কিন্তু এই সিসিলিতে মরতে একেবারেই ইচ্ছে নেই। কারণ ও রূপ কথার কোনো চরিত্রে বিশ্বাস করে না। ও নিজেও এই রূপকথার চরিত্রদের একজন নয়।

ভাবতে ভাবতে মিচেল কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ একসময় ওর ঘুম ভেঙে গেল, জানালাটা খুলে দিলো ও, সামনের সাদা পাথরের বারান্দার ওপরে সূর্য্যের আলো পড়ে চিকচিক করছিল। দূরের দিগন্ত বলয় রেখায় ভূমধ্যসাগরের জলরাশি ঘন নীল কার্পেটের মতো মনে হচ্ছিল।

এবারে মিচেল সারা ঘরটাকে একবার দেখলো, যতো সব বাজে আসবাব পত্রে ভর্ত্তি, একটা টেবিলের ওপরে নীল রঙের একটা এনামেলের বেসিন আর একটা জল রাখার জায়গা রয়েছে, সামনে চেয়ারে একটা বাদামী রঙের তোয়ালে। মিচেল এবার উঠে পড়লো, হাত মুখ ধুয়ে, নীচে নেমে এলো ও, সেখানে ক্লেমেঞ্জা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল, ও আসতেই মৃদু হেসে ওকে আবার ঘরে নিয়ে গেল।

একটা টেবিলে বসলো দুজনে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বয়স্কা মহিলা ওদের খাবার দিয়ে গেলেন, ওরা খেতে আরম্ভ করবে ঠিক সেই সময় হঠাৎ একজন লোক ঘরে ঢুকে পড়লো। ওকে দেখেই চিনতে পারলো মিচেল। পিটার ক্লেমেঞ্জার ভাই ডোমেনিক। পরনে কালো রঙের একটা ভেলভেটের ট্রাউজার। ঢিলে হাতা একটা সিল্কের শার্ট। তার ওপরে আবার একটা ফতুয়া, মাথায় টুপি, ডান হাতে একটা চাবুক। সেটা ও ছুঁড়ে ঘরের কোনে ফেলে দিলো। মিচেল মৃদু হেসে ডোমেনিককে বললো, সুপ্রভাত ডোমেনিক।'

ডোমেনিক মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লো। তারপর মিচেলের একটা হাত নিজের

মুঠোর মধ্যে নিয়ে চেপে দিলো, তার ব্যবহার মিচেলের খুব ভাল লাগছিল।

সবাই মিলে টেবিলে বসলো। ডোমেনিক এবারে বলে উঠলো, 'আপনাকে দেখার দায়িত্ব আপনার বাবা আমার ওপরে দিয়েছিলেন। এটা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার একটা কৌতূহল আছে, সেটার নিরসন করতে হবে আপনাকে। ওর অবিশ্বাস্য কাজ কর্ম সম্পর্কে যা শুনেছি তার সবই ঠিক ঠিক?'

মিচেল বললো, 'সবই ঠিক।'

ওর কথায় ডোমেনিক এবারে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর অনেকটা হতাশার স্বরেই বলে উঠলো, আমি একজন গরীব চাষী। তবে প্রতিবেশীরা মাঝে মধ্যে আমার কাছে এসে পরামর্শ নেয়। এই ট্রপানিতে অন্ততঃ ওদের কাছে আমি গুরুত্বপূর্ণ লোক। আমি নিজে অবশ্য ডন ক্রোসের কোনো নির্দেশ মানিনি। হয়তো এটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এখানে আমাকে 'অবিশ্বাসী' বলে এরকম লোকও আছে, তবে তোমার বাবা আমাকে ডন ক্রোসের সঙ্গে একসাথে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন।' বলে সামান্য থেকে ডোমেনিক আবার বলতে আরম্ভ করলো, অবশ্য যাদের সততা নেই তাদের কাছে আমি অবিশ্বাসী। ডন ক্রোসে এখানকার গভর্মেন্ট আমাকে নানারকম খবরাখবর বিক্রি করেন। এটা একটা অসভ্যতা বলে মনে হয়েছে আমার। এর কোনোরকম ব্যাখ্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনা। আমার মতে পুরোনো পথই ভাল। তুমি তো এখানে আছো, ক্রমশ সবকিছু দেখতে পাবে।

মিচেল মৃদু হেসে বললো, 'তোমার স্পষ্ট কথার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ডোমানিক এবারে উঠে পড়লো, হাতে সেই চাবুক। বললো, তোমার 'যদি কোনোরকম দরকার থাকে তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাবে। চলি এই বলে চাবুকটা ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল ডোমেনিক। এবারে পিটার ঘরে ঢুকলো। মিচেলের দিকে মৃদু হেসে বললো ও গুইলিয়ানোর ব্যাপারে তোমার বাবার যেরকম নির্দেশই থাকুক না কেন আমরা অবশ্য তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারটা আগে দেখবো। কারণ তোমার বাবার শত্রুরা এখনো এখানে আছে। তোমার গুইলিয়ানোর দেখা পেতে এখনো এক সপ্তাহ লেগে যাবে। অন্ততঃ সেরকমই কথা আছে, তাসত্ত্বেও গুইলিয়ানো যদি না আসে তাহলে তুমি আমেরিকায় চলে যাবে। এটা আমার নির্দেশ। এদিকে আমার আফ্রিকা যাবার কথা। যে কোনো সময় যেতে হতে পারে।'

মিচেল বললো এবার, গ্যাসপার বলেছে অবশ্য গুইলিয়ানোকে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে।'

মিচেলের কথায় ক্লেমেঞ্জা শিস দিয়ে উঠলো। তারপর বললো, 'গ্যাসপার পিকিওট্টাকে তুমি দেখেছো? গুইলিয়ানোর মতো ওকেও খোঁজা হচ্ছে কিন্তু। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ও পাহাড় থেকে বেরোলো কোন সাহসে?'

মিচেল এবার কাঁধটা ঝাঁকালেন। বললো তারপর, ওর কাছে একটা ফর্ম ছিল।

সেটায় আবার বিচার মন্ত্রীর সই আছে—খুবই চিন্তার ব্যাপার।

ওর কথায় ক্লেমেঞ্জা মাথা নাড়লো। মিচেল আবার বলে উঠলো, স্টিফেন আগোলিনিকে তুমি চেনোতো ?'

ক্লেমেঞ্জা ঘাড় নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ চিনি। ওর সঙ্গে নিউইয়র্কে কিছু কাজও করেছি। উনি ভাল রাজমিস্ত্রীর কাজ জানেন। মিস্ত্রী বলা যায় ওকে। তোমাদেরতো কেমন আত্মীয়ও বটে, দীর্ঘদিন ধরেও উনি গুইলিয়ানোর ডান হাত। তার আগে ডন ক্লোসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। খুবই সাংঘাতিক চরিত্রের বলা যায় ওকে।

মিচেল এবার বললো, অ্যাগলিনি গুইলিয়ানোর স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসছেন। ভদ্রমহিলাকেও আমাদের আমেরিকায় নিয়ে যেতে হবে। তারপর তার স্ত্রী খবর পাঠালে গুইলিয়ানো যাবে।'

গুইলিয়ানোর কোনো প্রেমিকা ছিল বলেতো শুনিনি বলে। উঠলো পিটার ক্লেমেঞ্জা জিভ দিয়ে শিস্ দেবার ভংগী করলো। কথা বলতে বলতে ওরা এসে হাজির হলো বাগানে। এককোনে একটা লেবুগাছ। তার নীচে টেবিল পাতা। টেবিলটা ঘিরে কয়েকটা চেয়ারও রয়েছে দুজনে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসলো। নেংরা পোশাক পরা কিছু লোক ওখানে দাঁড়িয়েছিল। সবাই এই সিসিলিরই অধিবাসী। ক্লেমেঞ্জা ওদের একজনকে ডেকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কিছু কথা বললো। এরপর ওই লোকটা বাকীদের কাছে সব জানলো, মিচেল এবার জিজ্ঞেস করলো ওরা সবাই কি আমেরিকায় যেতে চাইছে ?

ক্লেমেঞ্জা জবাবে বললো আমাদের এখন নতুন রক্ত দরকার। অনেককেই আমরা ইতিমধ্যে হারিয়েছি। আরো হারাতে হতে পারে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমি এখানে এসে কিছু লোককে নিয়ে যাই। আমি নিজেই ওদের সবকিছু শেখাই ছোট ছোট কাজ দিয়ে।ওদের বিশস্ততার প্রমাণ নিই আগে তারপর বড়ো কাজ দিই অবশ্য। ইতিমধ্যে বুঝে যায় যে বিশ্বাস ভাঙার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসা। এখানে অনেকেই জানে সে সব ব্যাপার।

মিচেল এবারে বাগানের চারদিকে তাকালো। অজস্র রঙীন ফুল। পুরো পরিবেশটাই ওর চমৎকার লাগছিল। এতো আদর্শ জায়গা আর হয় না। বিপজ্জনক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। শেষ বিকেলে ভিলার গেটে আবার সেই বিরাট গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো। অ্যাডোলিনিই চালকের আসনে। পাশেই একটা মেয়ে বসেছিল। লম্বা ঘন কালো চুল। দেখতে সুশ্রী। গাড়ী থেকে নামলো দুজনে। মিচেল বুঝতে পারলো মেয়েটি সন্তানসম্ভবা।

ওরা দুজন বেরিয়ে অসেতেই পেছনের সীট থেকে বেরিয়ে এলো হেক্টরের ছোট্ট খাট্টো শরীরটা। অবাক হলো মিচেল। স্টিফেন অ্যাডোলিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন মিচেলের সঙ্গে। মেয়েটির নাম জাস্টিনা। ওর মধ্যে অবশ্য নারীসুলভ লজ্জাটজ্জা তেমন একটা নেই। বয়েস মাত্র সতেরো, এখনই চোখে মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে ও নিশ্চয়ই অর্জন করেছে। মিচেলকে

এমন ভাবে একবার দেখলো জাস্টিনা মনে হলো মিচেলের ওর মুখে যেন বিশ্বাস-ঘাতকতার কোনো ছাপ আছে কিনা খুঁজছে। পরিচয়পর্ব শেষ হবার পরে একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে জাস্টিনাকে নিয়ে গেলেন। স্টিফেন অ্যাডোলিনি গাড়ী থেকে জিনিষপত্র বের করে নিয়ে এলেন। একটা ছোট্ট স্যুটকেশের মধ্যেই সবকিছু রাখা। মিচেল নিজেই সেটা অ্যাডোলিনির হাত থেকে নিয়ে ঘরে এলো।

সেদিন রাতে একমাত্র অ্যাডোলিনি ছাড়া বাকী সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করলো। অ্যাডোলিনি অবশ্য মেয়েটিকে পেঁছে দিয়েই বিদায় নিয়েছে। যেতে যেতে সবাই মিলে জাস্টিনাকে আমেরিকা নিয়ে যাবার প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো। ইতিমধ্যে ডোমোনিকও এসে গেছিল। ওর কাছ থেকে জানা গেল নৌকো প্রস্তুত করা রয়েছে। এখন গুইলিয়ানো এসে পেঁছোলেই হয়। তবে খুব তাড়াতাড়িই রওনা হওয়া প্রয়োজন। এবারে পিটার ক্লেমেঞ্জা জানালেন প্রথমে জাস্টিনাকে নিয়ে টানিকে যাওয়া দরকার। ওখান থেকে একটা বিশেষ প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে ওকে বিমানে তুলে দিতে হবে। এর ফলে আমেরিকায় পেঁছোলে ওকে আর কোনোরকম অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে না। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করে ও আবার এখানে ফিরে আসবে। জাস্টিনা আমেরিকায় পেঁছোনোর পরে একটা বিশেষ ধরনের সাংকেতিক বার্তা পাঠিয়ে তা জানিয়ে দেবে। এরপর গুইলিয়ানোকে নিরাপদে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। ডোমেনিক এবার জিজ্ঞেসা করলো জাস্টিনাকে, তোমাকেতো ক্লান্ত দেখছি আজ রাতে রওনা হতে পারবেতো তুমি ?'

ওর উত্তর দেবার সময়ে মিচেল লক্ষ্য করলো জাস্টিনার চাউনি গুইলিয়ানোর মতোই তীক্ষ্ণ। দুটো চোয়ালের মধ্যে কঠিন সংকল্প। জাস্টিনা বললো, 'কাজের চেয়ে ঘুরে বেড়ানো অনেক সোজা। লুকিয়ে থাকার চেয়ে অবশ্য কম বিপজ্জনক। আমি পাহাড়ে কিংবা মাঠে ঘাটে অনেক ঘুমিয়েছি। কিন্তু জাহাজে কিংবা প্লেনে ঘুমোতে পারবোনা।

এবারে মদের গ্লাসটা নেবার সময় ওর হাতটা সামান্য কেপে গেল। একটু চুমুক দিয়ে বলে উঠলো আবার। 'টুরি যে আমার সঙ্গে কেন এলোনা সেটাই ভাবছি।

এবারে হেক্টর শান্তভাবে বলে উঠলেন, আসলে গুইলিয়ানো তোমার সঙ্গে থেকে তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়না। সবদিক থেকে সাবধান হওয়াটাইতো ভাল।'

এবারে পিটারক্লেমেঞ্জা বলে উঠলো, ভোরের ঠিক আগেই নৌকো তোমাকে নিয়ে আফ্রিকায় যাবে। জাস্টিনা, তোমার একটু বিশ্রাম নেবার দরকার আছে।'

জাস্টিনা অদ্ভুত ধরনেহাসলো পিটারের কথা শুনে। এরপর বললো, আমার বিশ্রামের দরকার নেই। বরং আমাকে এক গ্লাস মদ দাও। ডোমোনিক সঙ্গে সঙ্গে জাস্টিনার গ্লাসে মদ ঢেলে দিলো। জাস্টিনা গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ডোমেনিক একবার জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা গুইলিয়ানো কি আমাদের কোনোরকম খবর পাঠিয়েছে ?'

জবাবে জাস্টিনা বিষন্ন স্বরে বলে উঠলো, 'আমার সঙ্গে টুরির বেশ কয়েকমাস দেখা

হয়নি। একমাত্র গ্যাসপারকেই ও পুরোপুরি বিশ্বাস করে।'

বলে সামান্য থেমে জাস্টিনা আবার বলে উঠলো, তার মানে এই নয় যে, ও আমাকে বিশ্বাস করেনা। তবে টুরি একটা কথা বোঝে। সেটা হলো, কোনো নায়কের প্রেমিকাই তার পতনের কারনে হয়ে ওঠে। আমার প্রতি ওর যে এই ভালবাসা এই ওর বিবেচনায় ওর সবচেয়ে দুর্বল দিক ও ওর পরিকল্পনার কোন কিছু আমাকে বলে না।

মিচেল বলে উঠলো এবার, 'তোমার সঙ্গে কবে ওর দেখা হয়েছিল।'

জাস্টিনা মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'আমার যখন ঠিক এগারো বছর বয়েস তখন আমি টুরির প্রেমে পড়ি। সে আজ থেকে সাত বছর আগেকার ব্যাপার। ওটাই ছিল ওর ভয়ংকর জীবন বেছে নেওয়ার প্রথম বছর। অবশ্য সিসিলিতে আমাদের ছোট্ট গ্রামটায় ও ততদিনে বিখ্যাত হয়ে গেছে। আমি আর আমার ছোটভাই বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করতাম। হঠাৎ একদিন বাবার দেওয়া কিছু টাকা নিয়ে আমরা মাকে দিতে যাচ্ছিলাম। মাঝপথে দুজন মাফিয়া সে টাকাগুলো আমাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। আমি আর ভাই দুজনেই ভয় পেয়েছিলাম। আমিতো ভয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাড়ীতেও যেতে পারি না। বাবার কাছেও না। সে সময়ে এক যুবক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে এলো। বেশ লম্বা চেহারা। অনেকটা আমেরিকান সৈন্যদের মতো দেখতে। হাতে একটা মেসিনগান। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে সব ঘটনাটা বললাম। তখন ও নিজে থেকেই আমাদের টাকাটা দিলো আর বললো মাফিয়াদের কাছ থেকে সাবধানে থাকতে। এর পরই ওর সঙ্গে আমাদের পরিবারের সবায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, আমাদের বাড়ীতে এসেছিল ও। নাম জানা গেল, গুইলিয়ানো, এরপরই আমি ওকে রীতিমতো ভালবেসে ফেলি।'

বলে সামান্য থামলো জাস্টিনা। দুচোখে একটা গর্বের ঝিলিক। ও বলে উঠলো আবার, অন্যের উপকায় করতে পারলে ও খুব আনন্দ পায়।' সিসিলির সবাই ওকে ভালবাসে।'

মিচেল এবারে বলে উঠলো, 'পরে আবার তোমার সঙ্গে কিভাবে দেখা হয়েছিল ওর ?'

জাস্টিনা বললো, 'আমার বাবাতো ওদের দলের একজন। এছাড়া আমার ভাই ওর বন্ধু। তবে আমাদের বিয়েটা গোপনেই হয়েছে, কয়েকজন মাত্র জানে, ওর ভয়, কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে আগে আমাকে গ্রেফতার করবে।'

টেবিলে বসে থাকা প্রত্যেকেই জাস্টিনার কথাবার্তা কৌতূহলী হয়ে শুনছিল। সবাই বেশ উপভোগ করেছি।

জাস্টিনা এবার ওর পোশাকের ভেতর থেকে একটা পার্স বের করলো। তারপর তার ভেতর করলো একটা ক্রীম রঙের কাগজ। কাগজটা মিচেলের দিকে বাড়িয়ে দিলো ও। কিন্তু কাগজটা নিলেন স্টিফেন অ্যাডোলিনি। পরে মৃদু হাসলেন

তিনি। তারপর বললেম, 'আগামীকালের মধ্যেই তুমি আমেরিকা পৌঁছে যাবে এটা আমি টুরির বাবা মাকে বলতে পারি ?'

এবারে জাস্টিনা কিছুটা লজ্জা পেলো। বললো, 'ওরাতো ভাবেন আমি অবিবাহিত অবস্থাতেই মা হতে চলেছি। যাই হোক, বলতে পারেন।' এবারে মিচেল 'একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো জাস্টিনাকে, 'আচ্ছা তুমি ওর ডায়েরী অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র দলিল দস্তাবেজের ব্যাপার কিছু শুনেছো ? ও কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ?'

—'ও সব ব্যাপারে টুরি আমাকে বিন্দুমাত্র কিছু বলেনি।' বলে উঠলো জাস্টিনা। একথা শুনে ডোমেনিক কিছুটা থমকে গেল। কিন্তু ও যথেষ্ট কৌতূহলী। কারণ 'ডায়েরী'র কথা ও নিজেও শুনেছে। এদিকে মিচেল ভাবছিল ব্যাপারটা কতোজন লোকজন জানে। সিসিলির লোকেরা নিশ্চয়ই নয়। একমাত্র রোম গর্ভনমেণ্টের সদস্যরা আর ডন ক্রোসে এবং টুরির পরিবার হয়তো জানে। এছাড়া অন্ধকার জগতের লোকেরাও হয়তো জানতে পারে। এবারে হেক্টর বলে উঠলেন, 'ডোমোনিক, জাস্টিনা আমেরিকায় নিরাপদে পৌঁছেছে একথা এখানে পেঁছোনো পর্যন্ত আমি কি তোমাদের অতিথি হিসেবে থাকতে পারি ? তাহলে আমি খবরটা টুরিকে ঠিকমতো পেঁছে দিতে পারবো।'
রোমানিক মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার যতোদিন ইচ্ছে আপনি এখানে থাকতে পারেন।' কিন্তু এখন আমাদের শোবার সময় হয়ে গেছে সবাই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

বলে হেক্টর অ্যাডোনিসকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরের দিন সকালে মিচেলের যখন ঘুম ভাঙলো তখন জাস্টিনা চলে গেছে। মিচেলের ভালই লাগলো ব্যাপারটা জেনে, ওতো বটেই এমন কি হেক্টর অ্যাডোনিসও আরো দুটো রাত এখানে কাটালেন। এরই মধ্যে বার্তাবাহক মারফৎ খবর পাওয়া গেল যে, জাস্টিনা নিরাপদেই আমেরিকায় পৌঁছেছে। চিঠিটার কোনো কোনো জায়গায় সাংকেতিক কিছু চিহ্ন ছিল।

অ্যাডোনিসদের পক্ষে তা বুঝতে অসুবিধে হলোনা। এরপর দেখল উনি চলে যাবেন সেদিনই মিচেলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তা বলে নিলেন।

অ্যাডোনিস চলে যাবার পরে মিচেল আরো দুটো রাত কাটালো। ওকেই এবারে আমেরিকাতে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ওর ভাই সোনির খুনের ব্যাপারটা গুইলিয়ানোর নিরাপত্তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

গুইলিয়ানোকে ও মনে মনে ভাববার চেষ্টা করলো মিচেল ওরা প্রায় একই বয়েসী। কখন ওর সঙ্গে দেখা হবে এ ব্যাপারে মিচেল বেশ উত্তেজনায় ভুগছিল। ঠিক তখনই অ্যাডোনিসের একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। যাবার আগে তিনি বলেছিলেন, যেমন করেই হোক ও যেন গুইলিয়ানোর সেই ডায়েরী ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। অবশ্য গুইলিয়ানো জানে ওটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে

হবে। রোম গভর্ণমেন্ট তো বটেই এখন ডন ক্রোসেও যখন জানবেন যে ডায়েরী আমেরিকায় পেঁাছে গেছে তখন আর ওর গ্রুইলিয়ানোর ক্ষতি করতে পারবেনা। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছিল মিচেল অবশ্য অন্য ব্যাপারে। সেটা ধীরে ধীরে ওর মনে পড়তে লাগলো, যাবার সময় মিচেল জিজ্ঞেস করেছিল অ্যাডোনিসকে। ওই ডায়েরীটা কি আপনার কাছেই আছে ?'

মৃদু হেসে অ্যাডোনিস বলেছিলেন, 'না ওটা আছে তোমার কাছে।'

মিচেল অবাক হয়ে গেছিল। বলেছিল, আমার কাছে ? কিসব যাতা বলছেনে আপনি ? আপনি সম্ভবত কোনো ভুল খবর পেয়েছেন। কেউই ওটা আমাক দেয়নি।

'হ্যাঁ দিয়েছে।' হেক্টর মৃদু হেসে মিচেলের হাতের ওপরে একটা চাপ দিলো। তারপর খুব শান্তস্বরে বলে উঠলো, 'গ্রুইলিয়ানোর মা মারিয়া ওটা তোমাকে দিয়েছেন। এখন একমাত্র আমি আর মারিয়াই জানি যে ওটা কোথায় ? এমন কি এ'ব্যাপারটা গ্যাসপারও জানে না।'

তারপর ওরা দুজনে লেবু গাছের নীচে এসে বসেছিল। মিচেল তখন ওটা পড়া জন্যে প্রচণ্ড রকমের ব্যকুল হয়ে উঠেছিল। অ্যাডোলিস ওকে নিজের করেছিলেন। অ্যাডোলিস আরো বলেছিলেন যে ষ্টিফেন অ্যাডোলিন না আসা পর্য্যন্ত ও যেন এখানেই অপেক্ষা করে। ও কোনো নতুন খবরও নিয়ে আসতে পারে।

ইতিমধ্যে আরো কিছুক্ষণ কেটে গেছিল। হেক্টর ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল। মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ। মিচেল এবার বলেছেন, সম্ভবত ওর গাড়ীটা মাঝ পথেই খারাপ হয়ে গেছে।

হেক্টর প্রবল বেগে মাথা নেড়ে চলেছিলো, ও খুনী হলেও ওর মধ্যে একটা হৃদয় আছে।

এতো দেরি হচ্ছে, আমার ধারনা কিছু একটা ঘটেছে। সন্ধ্যে বেলা কিন্তু কার ফিট শুরু হবার আগেই আমাকে মনটেলপারেতে পেঁাছে যেতে হবে।

ইতিমধ্যে মিচেল একবার ঘরে গিয়ে ভার্জিনমেরীর কারের মুর্তিটা নিয়ে এসেছি। আফ্রিকান ঘরানার ছাপ স্পষ্ট। সিসীলির প্রতি ঘরে যেরকমসাদা রঙের মুর্তির থাকে এই মুর্তিটার অভিব্যক্তিও ঠিক সেইরকম। মিচেল মুর্তিটা হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষন ধরে উলটে পালটে দেখলো। বেশ ভারী লাগছিল। ভেতরটা যে ফঁাপা সেটা একেবারেই বোঝা যাচ্হিলনা। ওদিকে ক্লেমেঞ্জা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, তোমরা ঘরে চলে এসো।

ওরা দুজনে ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। পিটারের হাতে একটা ছুরি। ওরা ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল পিটার। কিছুখনের মধ্যেই পিটার আর মিচেলের চেষ্টায় মুর্তিটার মাথা শরীরের অন্য অংশ থেকে খুলে দেখা হলো। এরপর ফাঁকা জায়গা দিয়ে চামড়ার জড়ানো একগোছা কাগজ দেখতে পাওয়া গেছিল। তা থেকে বের করে আনা হলো, বিবর্ণ ঠন হওয়া একগোছা কাগজ। কালো কালিতে

ষবন করে লেখা, এর সঙ্গে সরকারী বীল দেওয়া কিছু নথীপত্র। সরকারী প্যাডে কিছু চিটি। এছাড়া কিছু চিটিতে দেওয়া কাগজপত্র। সমস্ত কাগজপত্র মুড়ানো অবস্থায়। এ সবেই গুইলিয়ানোর ডায়েরী। সবাইয়ের চোখ উজ্বল হয়ে উঠেছে।

মিচেল নিজেই দুটো গ্লাসে মদ ঢাললো। উত্তেজনায় ওর দেহটা শিহরিত হচ্ছিল।

একটা গ্লাস এগিয়ে দিলো পিটার ক্লেমেঞ্জার দিকে। মদ খেতে খেতে ওরা দুজনে গুইলিয়ানোর 'ডায়েরী' দেখা আরম্ভ করলো।

গুইলিয়ানো এই বয়সেই আদর্শবাদ আর বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়েছে। মিচেলের শরীরে শিহরণ জাগছিল। ওর ভেতরটা একটা অনাস্বাদিত পুলকে ভরে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে মিচেল গুইলিয়ানোর পালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারলো ভালভাবে। এটি টুরীর অতীতের সাত বছরের জীবনেতিহাসের কোনো কাহিনী নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে এতে এমন কিছু যাতে রোমের এই খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গভর্ণমেন্টকে বিপদে ফেলে দিতে পারে। এতো শক্তিশালী একজন মানুষ কিভাবে যে এতো বোকা হয় তা একেবারেই ভেবে পেলো না মিচেল। এই ডায়েরী অর্থাৎ প্রমাণ পত্রের ভেতরে এখানকার কার্ডিনালের স্বাক্ষর করা একটা চিঠি আছে। এছাড়া বিচারমন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো একটা চিঠিও আছে যাতে 'ডজ" ক্রোসেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 'জিনেস্ট্রো' গিরিপথের মিছিলকে ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে কি করা প্রয়োজন। খুবই বিনয়ের সঙ্গে লেখা হয়েছে চিঠিটা। তবে পরের ঘটনা একেবারেই জঘন্য ছিল। যাইহোক, প্রিন্সেরও একটু চিঠি ছিল এতে। এ ছাড়া গুইলিয়ানোকে ধরার জন্যে শক্তিশালী মাফিয়াদের একটা গ্রুপ তৈরী করার যাবতীয় প্ল্যানের কপিগুলোও রয়েছে। মিচেল কাগজগুলোতে চোখ বুলোতে বুলোতে বলে উঠলো, ওরা গুইলিয়ানোকে ধরতে চায়নি বলেই মনে হয়। যদি সেরকম ঘঠতো তাহলে এই প্রমাণগুলো সমেত ও সবাইকে উড়িয়ে দিতো।

ক্লেমেঞ্জা জবাবে বললো, 'আমি এগুলো টানিস-এ নিয়ে যাচ্ছি। আগামী কাল রাতের মধ্যেই এগুলো তোমার বাবার কাছে পেঁছে যাবে।'

কথা শেষ করার পরে ও ম্যাডোন্স ভারজির্ন অর্থাৎ মেরীর কাঠের মূতিটা দুভাগ করলো। মুন্ডু থেকে ধর আলাদা হলো। তারপর ও সমস্ত কাগজপত্রগালো আবার ওই ফাঁপা কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। শেষে মূর্তিটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো। মিচেলের দিকে তাকিয়ে তারপর বলে উঠলো, 'চলো যাওয়া যাক এবার। আমরা যদি এখন রওনা হই তাহলে আগামী কাল সকালের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে পারবো।'

ওরা এবারে দুজনে ভিলার বাইরে চলে এলো। তারপর ঢালু রাস্তা বেয়ে এগোতে আরম্ভ করলো। ষ্টিফেন অ্যাডোনিস তখনও অপেক্ষা করছিলেন। লেবুগাছের নীচে যথারীতি বসে। চোখ দুটোতে নেশার ঘোর। ওদের দুজনকে দেখে হাসি-অভিনন্দন জানালেন তিনি। তারপর বলে উঠলেন, 'অ্যাডোলিনি বিশ্বাসঘাতকতা

করলো সম্ভবতঃ। তিনঘণ্টা হলো গেছে, এখনোও ফিরলো না। আমাকে পালের-মোর মমটেল পারেত যেতেই হবে।'

ক্লেমেঞ্জা একটু চীৎকার করেই বলে উঠলো, 'প্রফেসার, গাড়ীটা হয়তো মাঝ রাস্তাতেই বিগড়ে গেছে। কিংবা কোনো জরুরী কাজে আজ রাতে থেকে গেছে যাইহোক, একটু রাত অপনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন।

তা সত্ত্বেও মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন অ্যাডোলিন, 'ভাল ঠেকছে না ব্যাপারটা হে। ঠিক আছে ক্লেমেঞ্জা, তুমি একটি গ্যাড়ীর ব্যবস্থা করে দাও আমাকে।'

ক্লেমেঞ্জা একজনকে ডেকে প্রফেসার অ্যাডোলিনের জন্যে একটা গাড়ী আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দিতে বললো। এরপর অ্যাডোলিনকে বললো, 'আপনি কিন্তু ত্যড়াতাড়ি ফিরে আসবেন যেখানেই যান!'

—ওগুলো ঠিক জায়গায় পেঁাছে যাবে তো ক্লেমেঞ্জা?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডোলিন। জবাবে ক্লেমেঞ্জা বললো, 'নিশ্চয়ই ঘণ্টাকুড়ির ভেতরেই এ সমস্ত বিনিময় আমেরিকায় পেঁাছে যাবে। চিন্তার কারণ নেই।'

ততোক্ষণে একটা গাড়ী এসে গেছে। অ্যাডোলিন ভেতরে গিয়ে বসলেন। গাড়ীটা সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর মিচেলকে নিয়ে ক্লেমেঞ্জা উপকূল বরাবর এসে পেঁাছোলো? ওখানে একটা নৌকো ছিল। ক্লেমেঞ্জা উঠে গিয়ে তাতে বসলো।

নৌকো এগিয়ে চললো এবারে! গন্তব্য স্থল আফ্রিকা। চীৎকার করে ও মিচেলকে বলে উঠলো, 'মিচেল, আমি সকালের মধ্যেই ফিরে আসছি। তুমি ভেবো না।

মিচেল উপকূলের তটরেখায় দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে ভাবছিল ও আজকে রাতেই যদি গুইলিয়ানো এসে হাজির হয় এখানে?

সামনের দিকে তাকালো ও। রাতের সৌন্দর্য্যে এক ধরণের প্রশান্তি মাখা। মিচেলের মনে হলো, গুইলিয়ানো হয়তো এখন পাহাড়ে আছে। গ্যাসপার তার পরিচয় পত্র নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে চলেছে। প্রফেসার অ্যাডোনিস মরিয়া হয়ে সিসিলিতে স্টিফেন অ্যাডোলিনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর পিটার ক্লেমেঞ্জা অন্ধকার নীল সমুদ্রে ভেসে চলেছে টানিস এর দিকে। হঠাৎ মিচেলের মনে হলো ডোমেনিককেতো ডিনারের সময় দেখা যায়নি। এই সিসিলিতে সবাই যেন কেমন রহস্যময়। ছায়া ঘেরা অস্পষ্ট অবয়ব ওদের সবায়ের। যখন আবার ওরা পুনরায় আবির্ভাব হবে তখন আরম্ভ হবে যাবার নতুন নাটক। টুরি গুইলিয়ানোর জীবন অথবা মৃত্যুর নাটক। মঞ্চ তখন আবার ভরে নাটকের কুশলিতে। মিচেল চোখ বুঁজে ফেললো এবার।

৪র্থ অধ্যায়

উনিশশো সাতচল্লিশ সাল।

'হাউস স্যাভয়' এর রাজা দ্বিতীয় আমবর্টো খুবই বিনয়ী আর নরম স্বভাবের মানুষ। এখানকার জনসাধারণ তাকে ভালবাসে। তার মনোভাব হলো জনগণ না চাইলে রাজা হিসেবে থাকতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। ঐ ব্যাপারে তিনি তার পূর্বসূরীদেরই অনুসরণ করার পক্ষপাতী, স্যাভয় এর রাজার কোনো উচ্চাকাংখা নেই। সাধারণ এক সাদাসিদে শাসক। এদের রাজতন্ত্রকে এক অর্থে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে। কারণ এই দেশ শাসন করা হয় পার্লামেন্টের মাধ্যমে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত। তাহলো এখানকার গণভোট হলে তা রাজতন্ত্রের সঙ্গেই নিশ্চিত যাবে।

সিসিলির গরিষ্ঠ সংখ্যক অধিবাসী বর্তমান শাসক শ্রেণীর পক্ষে ওটাই ধরা ধরা হয়। ঠিক এই মুহূর্তে এই দ্বীপে যে দুজন ক্ষমতাশালী মানষ আছে তাদের একজন হলো গুইলিয়ানো। তার দলবলের নিয়ন্ত্রণে উত্তর পূর্ব সিসিসিলি পুরো এলাকা। অন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিটির নাম ডন ক্রোসে স্যালো। ওই এলাকাটুকু ছাড়া বাকী সিসিলি তার নিয়ন্ত্রণে।

গুইলিয়ানো কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়না। কিন্তু ডন ক্রোসে আর মাফিয়ারা রাজতন্ত্র বাদী খ্রীষ্টান ডেমোক্রেটিক পার্টীর হয়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল। আগের নির্বাচনে ওদের এই কাজের পেছনে ছিল ওদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। কিন্তু যা ভাবা যায় তা অনেক সময় হয়না। ইটালীর জনসাধারণ রাজতন্ত্রকে একেবারেই নেড়ে ফেলে দিয়েছিল। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সে হলো প্রজাতান্ত্রিক। কমুনিষ্ট আর সোস্যালিষ্টরা এমন ধাক্কা দিয়েছিল যে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা হিমসিম খেয়ে যায়। তাদের পরাজয় ঘটলো শেষপর্যন্ত। অবশ্য পরের নির্বাচনেই তারা জেতার জন্যে তাদের সর্বস্ব নিয়োগ করেছিল।

সবচেয়ে বড়ো বিষয় লুকিয়ে ছিল খোদ সিসিলিতে। সেখানে জনসাধারণ পার্লামেন্টে এমন সব ডেপুটিদের নির্বাচন করলেন যারা হয় সোস্যালিষ্ট আর নয়তো কম্যুনিষ্ট। এর ফলে ব্যবসায়ীরা পড়লো মহা সংকটে। ডন ক্রোসে প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। এবারে সিসিলির সমস্ত কৃষক এবং অন্যান্য বাসিন্দাদের তিনি রীতিমতো ভয় দেখালেন। কিন্তু তা স্থায়ী হলোনা। এদিকে ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রীরা সবাই কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলো। প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে লাগলো তারা যে, যারা খ্রীষ্চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীকে ভোট দেবে তাদেরই কেবল সাহায্য দেওয়া হবে। এছাড়াও তারা লক্ষ্য লক্ষ্য লিরার (টাপে) রুটি বিতরণ করতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সিসিলির অধিবাসীরা বিশেষ করে কৃষকেরা সেই রুটি নিলো
কিন্তু ডেমোক্রাটদের ঘৃনা ছাড়া আর কিছুই ফেরত দিলোনা।

এসবের ফলে বিচার বিভাগের মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা এবং তার অনুগতদের এবং সিসিলির অধিবাসীদের ওপরে জীবন ক্ষেপে গেলেন। তিনি তো একেবারে ভাবতেই পারছিলেন না যে, কিভাবে সবাই সোস্যালিস্ট আর কম্যুনিস্টদের ভোট দিলো। এরাতো পারিবারিক কাঠামোটাই ভেঙে দেয়। ত্রানকর্তা যীশুকে মানে না। এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজাকে দেবার মতো তখন একজনই ছিলেন। তিনি হলেন ডন ক্রোসে। আগামী নির্বাচনে ইটালীর ভবিষ্যত রাজনীতি এরই ওপরে নির্ভর করছে। ফ্র্যাঙ্ক ট্রেজা ডেকে পাঠালো ডন ক্রোসেকে।

সিসিলির যে সমস্ত কৃষকেরা ভোট দিয়ে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বামপন্থী দল গুলোকে জিতিয়েছিল তারা অবাক হয়ে গেল। উচুতলায় মানুষেরা তাদের ওপরে হঠাৎ ক্ষেপে গেছে কেন এটা তারা বুঝতে পারছিল না। তারা এও শুনলো যে, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স আর আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশগুলো চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এই ভেবে যে, ইতালী এবার বুঝি রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যাচ্ছে। কিন্তু তখনো অনেকেই রাশিয়ার নাম পর্যন্ত শোনেনি। কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথমে তারা ডেমোক্র্যাটিক ভোট ওদের উপহার দিয়েছিল এই প্রতিশ্রুতিতে যে, তারা ভবিষ্যতে খুব কম দামে সামান্য জমি কেনার সুযোগ পাবে।

কিন্তু তারা যখন জানালো বামপন্থীদের একটা ভোট দেওয়ার অর্থ তাদের পারিবারিক কাঠামোর বিরুদ্ধে একটা ভোট দেওয়া, তখন তারা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। তারা এও বুঝতে পারলো যে, তারা ভার্জিন মেরী আর পবিত্র ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। যার পবিত্র মূর্তি সিসিলির প্রতিটি ঘরে প্রতিষ্ঠিত তার বিরোধিতা করা হয়েছে ভেবেও আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। এছাড়া আরো একটা কারণে ওরা সবাই ভয় পেয়ে গেল। তাহলো, এরা চার্চকে মিউজিয়ামে পরিণত করতে এবং তাদের সম্মানীয় পোপকে ইতালী থেকে নির্বাসন দেবার পক্ষে তারা ভোট দিয়েছিল।

কিন্তু সিসিলি বাসীরা ভোট দিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এক টুকরো জমি পাবার জন্যে। আসলে তারা কোনো রাজনৈতিক দল বা মতবাদকে ভোট দেয়নি। ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো আনন্দের কথা তারা এতো দিন ভাবেনি। এখন তারা উৎফুল্ল হয়েছিল এই ভেবে যে, তারা নিজের জমিতে কাজ করবে। সেই জমির উৎপাদিত ফসল হবে তাদের নিজেদের। তাদের ছেলে মেয়েদের। তাদের সবাইএর স্বপ্ন, পাহাড়ের ওপরে কয়েক একর জমিতে ফসল আর সব্জীর বাগান। আর একটা ছোট আঙুরের ক্ষেত। একটা লেবু গাছ, আর একটা জলপাইএর গাছ, এসবই ছিল তাদের একান্ত ব্যক্তিগত স্বপ্ন।

* * *

বিচার মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা সিসিলির পুরোনো অধিবাসীদের একজন। প্রকৃতই

তিনি একজন ফ্যাসিস্ট বিরোধী মানুষ। ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যাবার সময়ে ধরা পড়ে তিনি মুসোলিনীর জেলেও কাটিয়েছেন। দেখতে সুন্দর। বেশ লম্বা চেহারা। একনজরে অভিজাত বলেই মনে হয়। মাথার চুল ঘন কালো। দাড়িতে অবশ্য ধূসর রঙের ছোপ রয়েছে। এই নায়কোচিত চেহারার সঙ্গে মিশেছিল তার রাজনৈতিক কুশলতা। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভয়ংকর মিশ্রন।

রোমের মন্ত্রীগুলোর প্রত্যেকেরই বিশাল ঘর। তারই একটা ঘরে বসেছিলেন বিচার মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা। ওর সঙ্গে বসেছিলেন আরো একজন। তিনি ডন ক্রোসে। সামনেই মদের বোতল আর গ্লাস। দুজনেই মদ খাচ্ছিলেন। এই মুহূর্তে ওদের আলোচনার বিষয় বস্তু রাজনীতি। এগিয়ে আসা আঞ্চলিক নির্বাচন নিয়ে ওরা দুজনে পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। ট্রেজার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের ছাপ। আঞ্চলিক নির্বাচনেও যদি বামপন্থী হাওয়া ব্যালটবাক্সে ঢুকে যায় তাহলে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সরকারের ওপরে নিয়ন্ত্রন শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা। ডন ক্রোসে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'স্যার আমি পরের নির্বাচনে সিসিলিকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি। তার জন্যে অবশ্য আমাদের সশস্ত্র লোকের প্রয়োজন। তবে একটা শর্ত আছে।

—'কি শর্ত ?' ট্রেজা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে বলে উঠলেন ক্রোসে, 'আপনাকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আপনি গুইলিয়ানোর বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেবেন না।' ট্রেজার মুখটা একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। বসে ভাবলেন তিনি, 'না। ওই একটা প্রতিশ্রুতিই আমি তোমাকে দিতে পারবোনা।' ডন ক্রোসে হেসে বললেন, 'কিন্তু ওই একটা প্রতিশ্রুতিই আমাকে দিতে হবে।'

ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা চিন্তিত মুখে নিজের দাঁড়িতে হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন এবার। তারপর কিছুক্ষন :প থেকে বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা ডন, গুইলিয়ানো লোকটা ঠিক কেমন ধরনের ? সিসিলিয়ান হলেও খুব দুঃসাহসী হবার বয়েস নিশ্চয়ই ওর এখনও হয়নি।'

ডন ক্রোসে বললেন, 'গুইলিয়ানো অত্যন্ত শান্ত আর ভদ্র স্বভাবের যুবক।'

এবারে ট্রেজা বিরক্ত হলেন। তবুও হেসে বললেন তিনি, 'একি বলছো তুমি ডন ? যে ছেলেটা অতোগুলো মাফিয়াকে মেরেছে সে কখনোই শান্ত আর ভদ্রস্বভাবের হতে পারে না।'

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার সত্য। এই কয়েক বছরের মধ্যেই গুইলিয়ানোর স্বভাব বদলে গেছে। ক্রমশঃ রূঢ় হয়েছে। বললেন ডন, 'আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। তাছাড়া একমাত্র গুইলিয়ানোই আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে।

—'কি রকম ভাবে ? জিজ্ঞেস করলেন ট্রেজা। ডন ক্রোসে জবাবে বললেন, 'সোস্যালিস্ট আর কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই এর প্রয়োজনটা আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো। ওদের ঘাটী আর হেড-কোয়াটার গুলোতে গিয়ে ও হামলা চালাবে।

ওদের লিডার গুলোকে আর অর্গানাইজারদের দমিয়ে রাখবে। ও হবে আমারি সামরিক শক্তি। এরপর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম গুলো আমরা করবো। তবে সেটা প্রকাশ্যে নয়।'

ট্রেজা এবার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'গুইলিয়ানো এখন একজন জাতীয় কিংবদন্তীর নায়ক। বলা যায় আন্তর্জাতিকও। 'চীফ অফ স্টাফ' এর দেওয়া একটা প্লান আমার কাছে আছে। তার মত হলো সেনাবাহিনীর সাধ্য নেই ওকে দমানো। ওর এই মুহূর্তে মাথার দাম ধরা আছে দশ লক্ষ্য লিরা। আর ডন তুমি কিনা আমার কাছ থেকে ওর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাইছো? তুমি বরং এক কাজ করো।'

—'কি?' জিজ্ঞেস করলেন ডন ক্রোসে। ট্রেজা বলে উঠলেন, তুমি ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও। ইতালীর কলংক ও। ওকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেই একমত।'

ট্রেজার কথা শুনে ডন মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন। তারপর আঙ্গুল দিয়ে গোঁফটা একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। এই রোম্যান ভন্ডটার সঙ্গে কথা বলতে ওর বিরক্ত লাগছিল। ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, মিঃ ট্রেজা, গুইলিয়ানোর বেঁচে থাকাটা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। সিসিলির প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা করে। ভালবাসে। এই দ্বীপে সম্ভবত এমন একজনও নেই যে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। এই বলে সামান্য থেমে গ্লাসটা শেষ করে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'গুইলিয়ানো প্রচন্ড বুদ্ধিমান যুবক। ওর দলে আমার নিজেরও কিছু লোক আছে। কিন্তু গুইলিয়ানোর ব্যাক্তিত্বের আকর্ষন এমনই যে, আমার প্রতি তারা এখন কতোটা বিশ্বস্ত সেটাই ভাবার। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনি, কিরকম একজন মানুষের সম্পর্কে আপনি কথা বলছেন?

আবার থামলেন ডন ক্রোসে। ফ্রাঙ্কো ট্রেজার মুখটা গম্ভীর, সেদিকে তাকিয়ে ডন মৃদু হেসে আবার বললেন, 'গুইলিয়ানো যদি নির্বাচনে বামপন্থীদের সাহায্য করে তাহলে আপনি সিসিলি হারাবেন। শুধু তাই নয় আপনার পার্টি ইতালীরও দখল রাখতে পারবেনা। আপনাকে গুইলিয়ানোর সঙ্গে এই মুহূর্তে সহবস্থান করতেই হবে।'

ট্রেজা এবারে খানিকটা নরম স্বরে বললেন, 'কিভাবে তা করা সম্ভব?

জবাবে ক্রোসে বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ আছে। হেক্টর অ্যাডোনিস হচ্ছে আমার লোক। যে এখন ওর দলে। শুধু তাই নয়, ওই এখন গুইলিয়ানোর গড ফাদার বলা যায়। ওর খুব বিশ্বস্ত বন্ধুও বটে। গুইলিয়ানো আর আমার মধ্যে ওকে মধ্যস্থ রাখা যায়। কিন্তু এই শান্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে আপনাকে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—'সেটাই বা কিভাবে দেওয়া যাবে?' ট্রেজা বলে উঠলেন, ক্রোসে জবাবে বললেন, 'গুইলিয়ানোর বিরুদ্ধে প্রচার জোরদার করার জন্যে চীফ অফ স্টাফ প্ল্যানের

একটা কপি আমাকে দিন। এছাড়া হাজার খানেক ফৌজের দ্বীপে পাঠাবার নির্দেশের একটা কপিও আমাকে দিন। এগুলো আমি গুইলিয়ানোকে দেখাবো। তারপর ওকে আমি বলবো, এ সমস্ত ব্যাপার থেকে ও রেহাই পেতে পারে যদি ও আমাদের সাহায্য করতে রাজী থাকে।'

—'কিন্তু ?' ট্রেজা চিন্তিত মুখে বললো। ডন ক্রোসে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার দ্বিধা আমি বুঝতে পারছি। আমি টুরিকে বলতে পারবো যে আগামী নির্বাচনে যদি খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যেতে তাহলে তার সব অপরাধ মার্জনা করে দেওয়া হবে।ট্রেজা এবার হাত দুটো তুলে মাথা নাড়তে নাড়াতে বললেন, 'না না না। মার্জনা করার ব্যাপারটা আমার ক্ষমতার বাইরে, আমার কিছু করার নেই এতে।

ডন ক্রোসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেই। তারপর বললেন, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আপনার আছে। পরে যদি আপনি সেটা বজায় রাখতে পারেন তাহলে ভাল। আর যদি অসম্ভব হয় তাহলে ওকে আমি এ'খবরটাও জানিয়ে দিতে পারবো। ট্রেজার চোখদুটো এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন ডন কৌশলে গুইলিয়ানোকে শেষ করতে চায়। সোজাসুজি নয়। সিসিলিতে ডন ক্রোসে আর গুইলিরানোর একই সংগে থাকাটা অসম্ভব। ওর নিজে জড়িয়ে যাবার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। শুধু ডন ক্রোসেকে প্ল্যানের দুটো কপি দিলেই চলবে। ডন ওর মাথাটা নাড়িয়ে বলে উঠলেন এবার, মার্জনা করার ব্যাপারে আপনার সামান্য ক্ষমতা থাকলেও আমি সেটা চাইছি।' কিছুটা ক্ষমতা যে আছে তা ট্রেজার হাবভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। তাসত্ত্বেও ওকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। কপি দুটো দেবার ব্যাপারেই যতো ভাবনা। পেছনে হাত দিয়ে পায়চারী করতে আরম্ভ করলেন ট্রেজা। ডন আবার বললেন, 'শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার যে একটা যোগাযোগ আছে সেটা বোঝানোর জন্যেই ও কপিগুলো দরকার। ডেমোক্র্যাটদের হয়ে কাজ করলে ওকে যে মার্জনা করা হবে এটা ওকে বোঝাতে হবে তে.।'

অনেকক্ষন চুপ করে থেকে ট্রেজা মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি রাজী।'

বলে ডনের গ্লাসে আর একটু মদ ঢেলে দিলেন তিনি। তারপর এর দিকে সোজা-সুজি তাকিয়ে অনেকটা নিস্পৃহ ভংগীতে বলে উঠলেন। 'এতো ছোট জায়গাতে তোমাদেই মতো দুজন শক্তিশালী লোকের সহাবস্থান অসম্ভব।'

ডন হেসে জবার দিলেন, 'কিন্তু আমিই ওকে জায়গা করে দেবো। সে সময় আছে। ঠিক আছে তাহলে আজ আমি চলি।'

ফ্যাঙ্কো ট্রেজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডন ক্রোসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ট্রেজা একভাবে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তিনি নিজে একজন প্রকৃত সিসিলিয়ান। এই সমাজ ব্যবস্থাই তার পছন্দ।

ডন ক্রোসে আপন মনে হাঁটছিলেন। এই সমাজ ব্যবস্থার কিছুই তার পছন্দ নয়।

তার চোখে রোমের আইন আর সমাজ কাঠামোই তাকে 'দাস' করার জন্যই তৈরী ঃ সাক্ষাৎ শয়তানের মতো। ডন ক্রোসে ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি একজন সাহসী পুরুষও বটে। এর আগে তার পূর্বসুরীরাও ঠিক এরকমটাই ছিল। ক্রোসে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে আজ তাকে এমন একজনের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে যে তারই মনের মতো। ও ভণ্ড ট্রেজার মতো নয়। সে হচ্ছে স্বয়ং গুইলিয়ানো।

* * *

পালেরমোতা ফিরে ডন ক্রোসে হেক্টর অ্যাডোনিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্র্যাঙ্ক ট্রেজার সঙ্গে তার যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে মোটামুটি ভাবে তাকে সব জানালেন। ট্রেজার দেওয়া প্ল্যানের দুটো কপিও দেখালেন অ্যাডোনিসকে। বললেন, 'গভর্মেণ্ট গুইলিয়ানোকে ধরার জন্য এই প্ল্যান করেছে।'

অ্যাডোনিস বললেন, 'কিন্তু আমার এই মুহূর্তে ঠিক কি করার আছে ?'

ডন ক্রোসে বললেন, 'আছে বৈকি ! বিচার মন্ত্রীর কাছে আমি একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি।'

—'কি প্রতিশ্রুতি ?' জিজ্ঞেস করলেন হেক্টর অ্যাডোনিস। ডন ক্রোসে বললেন, এই প্ল্যান 'কার্যকরী করা হবেনা। গুইলিয়ানোর বিরুদ্ধেও কিছু করা হবে না। তবে একটা শর্তে।'

একি শর্তে ? জিজ্ঞেস করলেন হেক্টর অ্যাডোনিস। জবাবে বললেন ডন। তোমার 'গড সন' কে আগামী নির্বাচনে আমাদের হয়ে সমস্ত প্রভাব খাটাতে হবে। তাকে আরো শক্ত হতে হবে। গরীবদের নিয়ে অতো ভাবলে হবেনা। নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যেই এটা ওর করা প্রয়োজন। ওকে তুমি বোঝাও যে, এই ব্যাপারটা ওর একটা বিরাট সুযোগ। বিশেষ করে স্বয়ং ট্রেজা যখন ওকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন। মনে রাখবে, ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজার প্রচুর ক্ষমতা। মারিয়া, সেনাবাহিনী, পুলিশ এমন কি বিচারকদের পর্যন্ত হুকুম করার ক্ষমতা ওর আছে।'

সামান্য থেমে আবার বসলেন ডন ক্রোসে, 'মনে রেখো অ্যাডোনিস উনি ভবিষ্যতে ইতালীর প্রধানও হতে পারেন। যদি সেরকম সম্ভাবনা ঘটে তাহলে গুইলিয়ানোও তার পরিবারে স্বচ্ছন্দে ফিবে যেতে পারবে। তাছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়াটা ওর পক্ষে অসুবিধে হবেনা। সিসিলির জনসাধারণ ওকে ভালবাসে। তুমি ওকে সবকিছু বুঝিয়ে বলো। ও যেন তোমার কথায় প্রভাবিত হয়। ওকে রাজী করানোর দায়িত্ব তোমার।'

হেক্টর অ্যাডোনিস ডনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। 'কিন্তু এখন কি গুইলিয়ানো এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা বিশ্বাস করবে ? টুরী সবসময়েই গরীবদের জন্যে লড়াই করেছে। আজ পর্যন্ত ও ওদের স্বার্থ বিরোধীতা কোনো কাজ করেনি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন… ।'

ডন ওর কথা এক রকম থামিয়ে দিয়েই বলে উঠলেন, 'শোনো অ্যাডোনিস, আমি

বিশ্বাস করি গুইলিয়ানো আর যাই হোক কম্যুনিস্ট নয়। তুমি বরং এক কাজ করো, ওর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আমি নিজেই ওকে বোঝাবো। এই সিসিলিতে আমরা দুজনেই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। তাহলে আমরা কেন একসঙ্গে কাজ করবো না ?' তাছাড়া সময়ও বদলে গেছে।'

একটু থেমে আবার বললেন তিনি, একসময় কিন্তু কম্যুনিস্টরা আমাদের দুজনকেই শেষ করে দেবে। একটা কম্যুনিস্ট দেশ কোনোভাবেই গুইলিয়ানোর মতো একজন নায়ক কিংবা আমার মতো শক্তিশালীকে স্বাভাবিক ভাবে থাকতে দেবেনা। ক্ষমতার স্বাদতো দেবেইনা। শোনো, আমি ওর সঙ্গে দেখা করে ট্রেজার দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ওকে জানাবো। এ'ব্যাপারে ওকে গ্যারান্টিও দেবো আমি। যদি খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনে যেতে তাহলে ওকে মার্জনা করার ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব আমি নেবো। এসব কথাই ওকে বোঝাবো আমি।'

হেক্টর অ্যাডোনিস কোনো কথা বললেন না। চুপচাপ ভাবতে লাগলেন যে, ভবিষ্যতে বিচার মন্ত্রী ট্রেজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি যদি ভঙ্গ করা হয় তাহলে ডন ক্রোসের পক্ষেই তা উদ্বেগের কারণ। সে ঝুঁকিও উনি নিতে প্রস্তুত। কারণ প্রতিশ্রুতি কার্য্যকর না হলে ডনের ওপরেই গুইলিয়ানো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে। অ্যাডোনিস বললেন, 'কপিগুলো আমি নিয়ে গিয়ে গুইলিয়ানোকে দেখাতে পারি ?'

ডন ক্রোসে কয়েকমুহূর্ত ভাবলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, প্ল্যানগুলো একবার গুইলিয়ানোর হাতে পড়লে আর তিনি ফেরত পাবেন না। বরং ভবিষ্যতে এগুলো গুইলিয়ানোয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে।

সব কিছু ভাবার পরে ডন ক্রোসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে দেবেন ওগুলো। অ্যাডোনিসকে বললেন, 'ঠিক আছে প্রফেসার অ্যাডোনিস, তুমি প্ল্যানের কপিগুলো নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাতে পারো। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

*   *   *   *

গুইলিয়ানো স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বুঝেছিল যে. নির্বাচন এবং বামপন্থীদের জয়ের ফলে ডন ক্রোসেকে তার কাছেই সাহায্যের জন্যে শেষপর্যন্ত আসতে হবে। গত চার বছরে নিয়মিতভাবে সে তার নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকাতে সিসিলির গরীব মানুষদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লিরার (টাকা) খাবার বিলি করেছে। প্রফেসার অ্যাডোনিস তাকে রাজনীতি এবং অর্থনীতির যে বই পত্র পড়ার জন্যে এনে দিয়েছিলেন সেটাই তাকে বিপাকে ফেলেছিল। তাতে ও দেখেছিল যে· ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতেই বামপন্থীরা প্রতিটি দেশে একমাত্র আশার আলোকবর্তিকা। একমাত্র আমেরিকা ছাড়া। তবুও সে ওদের দিকে নেই। বামপন্থীদের ধর্মবিরোধী প্রচার ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। ও ভালভাবেই জানে যে খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীর চেয়েও সোস্যালিস্ট কিংবা কম্যুনিস্টরা ওকে পাহাড় থেকে উপড়ে ফেলতে বেশী উদ্যোগ নেবে।

এখন গভীর রাত। পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে গুইলিয়ানো রাতের 'মনটেল-

পারে'কে দেখছিল। অপেক্ষা করছিল কখন প্রফেসার হেক্টর অ্যাডোনিস এসে পেঁছোবেন।

বেশ কিছুক্ষন সময় অতিবাহিত হবার পরে এসে পেঁছোলেন হেক্টর অ্যাডোনিস। গুইলিয়ানো মৃদু হেসে বললো, 'এলেন তাহলে, অ্যাডোনিস জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'।

—'চলুন সামনের গুহটায় যাওয়া যাক।' বললো গুইলিয়ানো। অ্যাডোনিস বললেন, 'চলো'।

দুজনে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। অবশেষে এসে পেঁছোলো নির্দিষ্ট জায়গায়। সামনেই কয়েকটা চেয়ার একটা টেবিল পাতা। আমেরিক্যান সেনা-বাহিনীতে ব্যবহৃত একটা ব্যাটারী চালিত ল্যাম্প জ্বলছিল। হেক্টর অ্যাডোনিস প্রথমেই ওকে একটা ব্যাগ দিলেন। গুইলিয়ানো জিজ্ঞেস করলো, 'এতে কি আছে প্রফেসার ?'

—'এতে তোমার জন্যে কিছু বই এনেছি।' অ্যাডোনিস বললেন। তারপর একটা অ্যাটাচি কেস ওর হাতে দিলেন। এবারে গুইলিয়ানো একটু অবাক হয়ে বললো, 'এতে আবার কি ?'

—'কিছু কাগজপত্র আছে, তুমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানতে পারবে। তোমার এখনই এগুলো পড়া দরকার।' অ্যাডোনিস ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, গুইলিয়ানো কৌতুহলী হয়ে কাগজপত্রগুলো অ্যাটাচি কেস থেকে বের করে টেবিলে রাখলো। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো গুইলিয়ানো, 'আপনি এসব কাগজপত্র কোথায় পেলেন ?'

অ্যাডোনিস মৃদু হেসে জবাব দিলেন। 'ডন ক্রোসে আমাকে দিয়েছে। ও পেয়েছে বিচার মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজার কাছ থেকে। খবরটা পাবার পরে যতোটা অবাক হবার কথা ছিল গুইলিয়ানো ততোটা হলো না। একটা একটা করে পড়া শেষ করে ও অ্যাডোনিসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'প্রফেসার, আপনি কি ভাবলেন আমি ভয় পেয়ে গেছি। আসলে এই পাহাড়টা এতো জটিল আর গভীর যে ওদের পাঠানো সমস্ত লোকেদেরই গিলে খেয়ে নিতে পারে।' খুব একটা প্রকাশ না পেলেও অ্যাডোনিস বুঝতে পারলেন যে গুইলিয়ানো কিছুটা রেগে গেছে। ও আবার বললো, 'প্রফেসার, আমি এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবছি না। বরং চলুন এখন ঘুমোতে যাওয়া যাক।'

অ্যাডোনিস এবারে বললেন, 'ডন ক্রোসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। তুমি যে জায়গায় বলবে তিনি সে জায়গাতেই আসতে রাজী। এটা তার শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে জানিয়েছেন।' গুইলিয়ানো এবার বললো, 'আপনি আমার গড ফাদার হয়ে আমাকেই কিনা উপদেশ দিচ্ছেন ওই বিপজ্জনক লোকটার সঙ্গে দেখা করতে ?'

—'হ্যাঁ দিচ্ছি। তোমার দেখা করা উচিত। এতে তোমারই ভাল হবে।' বলে উঠলেন হেক্টর অ্যাডোনিস। এরপর সরাসরি ওর দিকে তাকালেন। গুইলিয়ানো

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, মনটেন পারেতে আমি আপনার বাড়ীতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবো,। আপনি নিশ্চিত ডন ক্লোসে এই ঝুঁকি নিতে রাজী ?'

অ্যাডোনিস এবার জোর দিয়েই বললেন, 'নিশ্চয়ই নেবেন। আমি তাকে কথা দিয়েছি যে, তার নিরাপত্তার ভার আমার। আর তোমার কথাও আমি জানি। তোমার ওপরেও আমার গভীর বিশ্বাস আছে।'

গুইলিয়ানো এবারে অ্যাডোনিসের হাত ধরলো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, 'আমি যেমন আপনাকে বিশ্বাস করি। বইগুলো আর এই কাগজপত্রগুলো আমাকে দেওয়ার জন্যে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাক, আপনি যাবার আগে বইগুলো সম্পর্কে একটু ব'লে যান।'

হেক্টর অ্যাডোনিস রাজী হলেন। একটা বই নিয়ে ওকে পড়ে ব্যাখ্যা করে কিছুটা বুঝিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'গুইলিয়ানো তুমি একটা ডায়েরী তৈরী করে ফেলো। এতে জরুরীসব কাগজপত্র রাখবে। দলের সমস্ত ঘটনার রেকর্ডও রাখবে। সেটাই হবে সব চেয়ে বড়ো প্রমান পত্র। ডন ক্লোসে আর ফ্র্যাংকো ট্রেজার সঙ্গে সম্পর্কের পুংখানুপুংখ ইতিহাস তাতে লেখা থাকবে।'

গুইলিয়ানো আগ্রহী হয়ে বলে উঠলো, 'ঠিক বলেছেন আপনি, চমৎকার ব্যাপার। দারুন হবে'

একটা ছবি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুইলিয়ানোর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আজ থেকে একশো বছর পরে কোনো এক বিদ্রোহী এই কাগজপত্রগুলো পড়ছে। নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে কোনো না কোনো ভাবে। ও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেও এই ডায়েরীতো আর হারিয়ে যাবে না। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও থেকে যাবে এটা। যেমন ও আর গ্যাসপার পিটিওঠা খুঁজে পেয়েছেন মহাপরাক্রান্ত হ্যানিবলের হাতীর হাড়।

পঞ্চম অধ্যায়

মাত্র দু'দিন পরেই সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটলো। খুব দ্রুতবেগে মনটেল প্যারো শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মতো। বিখ্যাত আর প্রভাবশালী ডন ক্লোসে শহরে আসছেন। হাতে টুপি। দীর্ঘকায় চেহারা। ও রকম একজন ব্যক্তিত্বশালী মানুষ আসছেন তাদের নায়ক গুইলিয়ানোর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু এতো গোপন খবরটা কি করে প্রকাশ হয়ে গেল তার কারণ অজ্ঞতাই রয়ে গেল। দেখা করার জন্যে গুইলিয়ানো একটু বেশী সাবধানতা অবলম্বন করেছিল।

ডন ক্রোসে তার নিজের প্রিয় গাড়ীতে চড়েই এলেন। তখন সময়টা বিকেল। গাড়ীটা এসে থামলো সোজা প্রফেসার হেক্টর অ্যাডোনিসের বাড়ীর সামনে। ডনের সঙ্গে ছিলেন ওর ভাই ফাদার বেঞ্জামিনো ম্যালো। ওদের সঙ্গে ছিল দুজন সশস্ত্র প্রহরী। অ্যাডোনিস একেবারে দরজার সামনেই ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এই শহরে অ্যাডোনিসের বাড়ীটাই সবচেয়ে সুদৃশ্য। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রগুলো ফরাসী স্টাইলের আর দেওয়ালের ছবিগুলো ইতালীর নিজস্ব ধারনাতে। আবার ডিনারের প্লেটগুলো জার্মান স্টাইলের। অ্যাডোনিসদের প্রধান পরিচারিকা একজন ইতালীয়ান মহিলা। অবশ্য মাঝ বয়েসী। গত যুদ্ধে এই মহিলাটি আবার ব্রিটেনে ট্রেনিং নিয়েছিল। অ্যাডোনিস ক্রোসেকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসলেন। গুইলিয়ানো তখনো আসেনি। অ্যাডোনিসের পরিচারিকা প্লেটে কিছু খাবার আর এক কাপ কফি দিয়ে গেল ডন ক্রোসেকে। চারদিকে তাকালেন ক্রোসে। তার মনে হলো, এখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি নিশ্চিত যে, গুইলিয়ানো তার গডফাদার অ্যাডোনিস এর কথা অগ্রাহ্য করতে পারবেনা। বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নতো ওঠেই না। ওকে খুব খুশী লাগছিল। এখানকার নায়কের সঙ্গে কথা বলার একটা তীব্র আকর্ষন বোধ করছিলেন তিনি। বেশ খানিকক্ষন কাটালো।

'হঠাৎ ডন ক্রোসেকে একরকম অবাক করে দিয়েই গুইলিয়ানো ঘরে উপস্থিত হলো। ঘোড়ায় চড়ে আসা সত্বেও কোনো শব্দ হয়নি। এমন কি দরজা খোলা কিংবা বন্ধ হওয়ারও শব্দ পাওয়া যায়নি। ডন ক্রোসে বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখতে পেলেন গুইলিয়ানো কিছুটা দূরেই তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই যুবকটির সৌম্য কান্তি চেহারা আর হাসি ডনকে একেবারে স্থানুবৎ করে দিলো। কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না তার।

পাহাড়ী জীবনে গুইলিয়ানোর বুক যেন আরো চওড়া হয়েছে সারা দেহটায় একটা টান টান মেদ হীন ঋজুতা। উজ্জ্বল দুটো চোখ। অনিয়মিত জীবন কাটানোর ফলে ডিম্বাকৃতি মুখের চোয়াল দুটো শীর্ণ হয়েছে। চিবুকটা মনে হচ্ছিল আরো তীক্ষ্ন। স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়েছিল গুইলিয়ানো। গুইলিয়ানো সম্পর্কে নানাধরনের রোমহর্ষক কাহিনী শুনেছেন ডন ক্রোসে। এই সুন্দর চেহারার যুবকটিই যে এতোসব কান্ড কারখানার নায়ক ডন ক্রোসের তা একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, গুইলিয়ানো অসম্ভব রকমের সাহসী। কিন্তু এই সিসিলিতে সাহসী লোকের অভাব নেই। কোনোকালে ছিলও না। কিন্তু নানা ঘাত প্রতিঘাতে আর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ায় তাদের সবাইকেই খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

ডন ক্রোসে টুরি গুইলিয়ানোর কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ শ্রদ্ধাশীল, একজন সঠিক এবং মনোমতো ব্যক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যাচেহন ভেবে তিনি মনে মনে খুশীই হলেন।

গুইলিয়ানো এগিয়ে এসে ওকে অভিনন্দন জানালো হাসি মুখে। ডন ক্রোসে

উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বসতে বললেন। গুইলিয়ানো ওর সামনে এগিয়ে আসতেই ওকে জড়িয়ে ধরলেন ডন ক্রোসে। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসার অ্যাডোনিস। তার চোখদুটো কৃতজ্ঞতা আর গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গুইলিয়ানো জিজ্ঞেস করলো ক্রোসেকে, 'আপনি ভাল আছেন?'

—'হ্যাঁ। তুমি ভাল আছোতো?'

গুইলিয়ানো মুখে কিছু না বলে মৃদু হাসলো। প্রফেসার অ্যাডোনিস তার গডসন এর আচরণে খুশী। এই মুহূর্তে গুইলিয়ানোকে একজন নিষ্পাপ সজ্জন প্রকৃতির মানুষ মনে হচ্ছে। অ্যাডোনিসের বুকটা গর্বে ভরে উঠলো।

ইতিমধ্যে গ্যাসপার এসে পৌঁছোলো। ওদের দেখামাত্র তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। গ্যাসপারকে দেখতে সুন্দর হলেও অসুখে ভোগার ফলে সামান্য রুগ্ন লাগছিল। গুইলিয়ানো ভেবেছিল যে, প্রথম আলাপেই ও ডন ক্রোসেকে চমকে দেবে। কিন্তু ডনের ব্যবহার আর মার্জিত কথাবার্তাতে গুইলিয়ানো নিজেই চমকে গেল। ডন ক্রোসে ওকে নিজের ছোট ভাইএর মতোই ব্যবহার করছিলেন। গুইলিয়ানো মুখে প্রকাশ না করলেও বেশি মুগ্ধ হয়েছিল।' তা সত্ত্বেও ওর মন থেকে সন্দেহ ব্যাপারটা যাচ্ছিল না। ভেতরে ভেতরে গুইলিয়ানো আরো সতর্ক হয়ে উঠলো। কারণ ও জানে ডন নিঃসন্দেহে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। লোকটার শুধু বিরাট খ্যাতি আছে তাই নয়, ওর চারদিকে একটা অলৌকিকতার বলয়ও তৈরী হয়েছে।

ডন এবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ওর বিশাল মুখের গর্তর থেকে শব্দ গুলো যেন গম গম করে ছড়িয়ে পড়ছিল সারা ঘরে। ডন ক্রোসে গুইলিয়ানোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, টুরি আমি তোমাকে বছরের পর বছর লক্ষ্য করে চলেছি। তোমার কাজকর্ম সম্পর্কেও আমি কমবেশী খোঁজ রাখি। আজ এই মুহূর্তে…।'

বলে সামান্য থামলেন তিনি। চোখদুটোয় একটু খুশীর ভাব। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন তিনি। সেই সুবর্ণ সুযোগ আজ আমি পেয়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা করাটা আমার সৌভাগ্য। আমি আশা করবো, তুমি আমার প্রত্যাশা পূরণ করতে দ্বিধা করবে না।'

গুইলিয়ানো এবার ডনের দিকে তাকালো। তার পরে মৃদু হেসে বললো, 'বেশতো বলুন না আপনার কি প্রত্যাশা?'

বলেই সামান্য নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বললেন গুইলিয়ানো, 'আমি আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের দুজনের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।'

ডন ক্রোসে এবার মাথা নাড়লেন। তারপর কিছুক্ষন ভাবনার পরে বলতে আরম্ভ করলেন, 'আমাদের বিচার মন্ত্রী ফ্রাঙ্কো ট্রেজার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়েছে। চুক্তি হয়েছে বলতে পারো। ব্যাপারটা হলো তোমাকে তোমার জনসাধারণের কাছে গিয়ে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীকে ভোট দিতে রাজী করাতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি তোমার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নিয়ে মার্জনা করবেন। তুমি খুব সহজেই

তোমার পরিবারের লোকেদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। এই বিপজ্জনক অবস্থায় জীবন আর তোমাকে কাটাতে হবেনা।'

সামান্য থামলেন ক্রোসে, গ্যুইলিয়ানো মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনছিল। ডন ক্রোসে আবার আরম্ভ করলেন, 'গুই প্ল্যানের কপিগুলো আমি ওর কাছ থেকেই পেয়েছি। সদিচ্ছার প্রমান হিসেবেই এগুলো তোমাকে দেখাবার জন্যে দেওয়া হয়েছিল। এখন তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে এই প্ল্যান গুলো সমস্ত বাতিল করে দেওয়া হবে। তাহলে সরকারের পক্ষ থেকেও কোনরকম ফৌজী অভিযান কিংবা হাজার খানেক মাফিয়াকে পাঠানোর প্রয়োজন থাকবেনা। তুমি ভেবো দ্যাখো—।,

কথা শেষ করে ডন ক্রোসে লক্ষ্য করলেন যে, গ্যুইলিয়ানো খুবই মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা ভাবছে। কিন্তু কথাগুলোতে ও যে তেমন অবাক হয়েছে তেমন কিছু মনে হলোনা। ডন ক্রোসে আবার বলতে লাগলেন, 'সিসিলির প্রতিটি মানুষ গরীবদের জন্যে তোমার ভাবনার ব্যাপারটা জানে।

এখন তারা ভাবতে পারে যে, তুমি বামপন্থীদের সমর্থন করছো কেন? অবশ্য বামপন্থীরা গরীদের কথা বলেনা যে তা নয়। কিন্তু আমিতো ভালভাবেই জানি, তুমি পবিত্র যীশুকে বিশ্বাস করো। সবচেয়ে বড়ো কথা, তুমি একজন খাঁটী সিসিলিয়ান। তুমি তোমার মায়ের ওপরেও অনুরক্ত তাও জানি। আমার বক্তব্য, তুমি কি সত্যই ইতালীতে কম্যুনিষ্ট শাসন চাও? তাহলেও পবিত্র চাঁচগুলোর কি অবস্থা হবে ভেবে দেখোছো? পারিবারিক কাঠামো ওদের হাতে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। ইতালী আর সিসিলির দেশ প্রেমিক সৈন্যেরা এই বিদেশী মতবাদের প্রচারের বিভ্রান্ত হচ্ছে। এসব মতবাদের কোনো জায়গা সিসিলিতে নেই। সিসিলিয়ানরা নিজেদের ভাবনার জন্যে নিজেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী সঠিক পথ খুঁজে নিতে অসুবিধে হবেনা।'

বলে সামান্য থেমে আবার বললেন ডন ক্রোসে, 'এই বামপন্থী সরকার কিন্তু আমাদের দুজনের বিরুদ্ধেই প্রচারে নামবেন। কারণ আমরা এখানকার প্রকৃত শাসক নই বলেই, তাইনা। শোনো টুরি, যদি বামপন্থীরা নির্বাচনে জেতে তাহলে ভবিষ্যতে এমন একটা দিন আসবে যেদিন সিসিলির গ্রাম গ্রামান্তরে রাশিয়ানরা ঠিক করে দেবে আমরা চাঁচে যেতে পারবো কিনা আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে শিখবে বাবা মা নয়। তাদের ওপরে পবিত্র রাষ্ট্র এবং সরকার, না, গ্যুইলিয়ানো না, এখনই আমাদের সবাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত, আমাদের পরিবারের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি…।'

ডনক্রোসের কথা গ্যুইলিয়ানো ছাড়াও আরো একজন মন দিয়ে শুনছিল, সে হচ্ছে গ্যাসপার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও, ক্রোসের কথায় মাঝখানেই গ্যাসপার বলে উঠলো, 'কিন্তু রাশিয়ানরা আমাদের সব কিছু মার্জনা করে দেবে।'

ডনের পিঠের শির দাঁড়া বেয়ে একটা উষ্ণতা বয়ে গেল। ভেতরে ক্রুদ্ধ হলেও

অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করলেন না তিনি।

গ্যাসপারকে একবার দেখে নিলেন শুধু মাত্র। লোকটা এই মুহূর্তে এখানে না এলেই যেন ভাল হতো, এনাকি টুরি গুলিয়ানোর বিশ্বস্ত সহযোগী। লোকটার মধ্যে কেমন একটা নোংরা দাস সুলভ প্রকৃতি লুকিয়ে আছে। শীর্ণকায় লোকটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না ডনক্রোসে।

গ্যাসপার পিসিওট্টা এমন একজন মানুষ যে কাউকে বিশ্বাস করেনা, সবসময় ওর চোখে মুখে একটা উদাসীন আর নিস্পৃহ ভাব। অবশ্য ওকেও অনেকেই যে বিশ্বাস করেনা এ সম্পর্কে ও রীতিমতো ওয়াকিবহাল।

ডনক্রোসে গ্যাসপারকে একবার দেখে আবার গুইলিয়ানোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কখনো কোনো বিদেশী জাতি সিসিলিকে সাহায্য করেছে? কিংবা শ্রদ্ধা দেখিয়েছে? তোমারি মতো মানুষেরাই সিলিলির সমস্ত আশা ভরসা। তোমরা বুদ্ধিমান, সাহসী আর নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের মতো মানুষেরাই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। গুইলিয়ানো তুমি আজ বিদ্রোহী হয়েছো। শোনো বন্ধু, আমাদের উচিত এক হয়ে আমাদের এই সিসিলিকে রক্ষা করা।'

গুইলিয়ানো মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিল। তবুও ডনের কণ্ঠ স্বরের যাদু ওকে অভিভুত করতে পারেনি। কিন্তু আমরা সর্বদাই রোমের বিরুদ্ধে এবং যে লোক গুলোকে আমাদের শাসন করার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ওরাতো বরাবরই আমাদের শত্রু। এখন আপনি বলছেন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে? ওদের বিশ্বাস করতে? সে কি করে সম্ভব?'

ডন গুইলিয়ানোর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এমন কিছু সময় আসে যখন শত্রুর সঙ্গে এক হয়ে কাজ করাটাও প্রয়োজন হয়। এমন আমার বক্তব্য হলো, ডেমোক্র্যাটিক দলগুলো যদি নির্বাচনে জেতে তাহলে আরো আমাদের কাছে কম বিপজ্জনক।'

কথাটা বলে ডন ক্রোসে এবারে সামান্য থামলেন। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'শোনো টুরি, বামপন্থীরা বিশেষ করে ক্যমুনিষ্টরা তোমাকে কখনোই মার্জনা করবে না, এমন কি তোমাকে সাধারণ মার্যদাটুকুও দেবেনা। এ'ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এছাড়া···

বলে দম নিয়ে ডন ক্রোসে আবার বললেন, ওরা ভণ্ডও বটে। ওরা সিসিলিয়ানদের পবিত্র বোঝেনা। এটা ঠিক, ওরা ক্ষমতায় থাকলে গরীব মানুষেরা জমি পাবে। কিন্তু সেই জমিতে গরীবেরা যা ফসল ফলাবে তা কি রাখতে পারবে? সরকারের ভিত্তিতে কাজকর্ম করা এখানকার মানুষদের পক্ষে অসম্ভব। শুধু তাই নয় আমাদের 'ভার্জিন মেরী কে সাদা ফিতে অথবা লাল ফিতে কোনটা পড়ানো হবে এ'নিয়েই ভবিষ্যতে খুনোখুনি হবে।

গুইলিয়ানো চুপচাপ কথাগুলো শুনছিল। মুখে এক ধরনের মৃদু হাসি।

সে এক সময় জানতো যে, এই লোকটাকে যে কোনো দিন খুন করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে গুইলিয়ানো সেই ভাবনাটা বাতিল করলো। কারন ডন ক্রোসে তার প্রবল ব্যাক্তিত্ব আর আন্তরিকতা দিয়ে ওর মন জয় করে নিয়েছে। খুব শান্ত ভংগীতে গুইলিয়ানো জবাব দিলো. 'কম্যুনিষ্টদের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন তার সংগে আমি একমত। ওরা মোটেই সিসিলিয়ানদের জন্যে ভাববেনা। তবে…

গুলিয়ানো থামলো, এই সুযোগ ডন ক্রোসেকে তার কাছে মাথা নত করানোর। গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, 'তবে একটা কথা আছে। আমি রোমের হয়ে যদি কাজ করি তাহলে আমার লোকেদের যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সেক্ষেত্রে রোম আমাদের জন্যে কি করতে পারে?'

অ্যাডোনিস ঘরে ঢুকে কাপটায় কফি ঢালার উদ্যোগ করতেই ক্রোসে ওকে নিষেধ করলেন। অ্যাডোনিস বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ক্রোসে গুইলিয়ানোর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমাকে কিন্তু আমরা খুব একটা বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলে দিইনি, মাফিয়াদের ব্যাপারে তুমি অ্যাডোনিসের কাছ থেকে সব খবর পাও না আমরা জানি। সেজন্যেই ওদেরকে চোখে চোখে রাখা তোমার পক্ষে সুবিধে হয়েছে। তবে তোমাকে পাহাড় থেকে সরানোর ব্যাপারে ওরা তেমন একটা মরিয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমি চাচ্ছি সেটাই যথেষ্ট নয়। আমার একটা অনুরোধ, তোমার জন্যে আমি যাতে ভাল কিছু করতে পারি সে সুযোগ আমাকে দাও, শুধু তুমিই না তোমার বাবা মাও যাতে খুশী হন।'

বলে ক্রোসে হেক্টর অ্যাডোনিসের একবার তাকালেন। তারপর গ্যাসপারের দিকে। শেষে বললেন,' এদের সামনে অর্থাৎ তোমার গড ফাদারের সামনে তোমার বন্ধুর সামনে আমি এই কথাগুলো বলছি খেয়াল রেখো। তোমার আর তোমার লোকেদের সমস্ত কাজ যাতে মার্জনা করা হয় সে ব্যাপারে আমি আপ্রান চেষ্টা করবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

গুইলিয়ানো ইতি মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তবে ডন ক্রোসের কাজ থেকে নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতি আদায়ের দরকার আছে। গুইলিয়ানো বললো. ডন, আপনি যা বলছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি এই সিসিলি আর তার মানুষগুলোকে ভালবাসি, ন্যায়ের প্রতি আমি বিশ্বাসী, আমার পরিবারের লোকজনদের ফিরিয়ে দেবার জন্যে আমি সবকিছুই করতে পারি। কিন্তু রোমের প্রতিশ্রুতি রাখার ব্যাপারে আপনি কতোদূর কি করতে পারেন? আপনি যা বলছেন তা করা খুবই বিপজ্জনক আমার কাছে, কিন্তু যদি করি তার পুরস্কারও আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।'

ডনক্রোসে এবার খানিকক্ষন ভাবলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ আশা করতে পারো বৈকি। তবে তোমার পক্ষে খুব সতর্ক ভাবে এগোনোই উচিত। ট্রেজার প্ল্যানের কপিগুলো আমার কাছে ছিল, সেগুলো আমি তোমাকে দেখানোর জন্যে প্রফেসার অ্যাডোনিসকে দিয়েছি। ওগুলো প্রমাণ হিসেবে তোমার কাছে রেখে দিতে

পারো। এছাড়া আরো কিছু তথ্য প্রমাণ আমি তোমার জন্যে যোগাড় করার চেষ্টা করছি। সেগুলো সবই তুমি পরে ব্যবহার করতে পারবে। রোম নিশ্চিত ভয় পাবে এই ভেবে যে, তুমি যে কোনো সময় এই সব তথ্য প্রমাণ গুলো প্রকাশ করে দিতে পারো।'

একটু থেমে ক্রোসে আবার বললেন, 'তুমি যদি তোমাকে দেওয়া দায়িত্ব ভালভাবে সম্পূর্ণ করে দিতে পারো এবং তার ফলে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টী নির্বাচনে জেতে তাহলে তোমার মার্জনার ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। বিচার মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা আমাকে সম্মান করেন। আমি নিশ্চিত যে, তিনি কখনোই তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। ওদের মধ্যে কথাবার্তা যখন চলছিল তখন প্রফেসার অ্যাডোনিস ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তেজনা সত্বেও তার দু'চোখে একটা খুশীর আবেশ মাখানো। গুইলিয়ানো আবার তার মা-বাবার কাছে ফিরে গেছে এটা ভাবতেই তার ভাল লাগছিল। গুইলিয়ানো অসম্ভব রকমের কাজ করেছে। ওর প্রতিটি কাজেরই প্রশংসা করা যায়। কিন্তু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে গুইলিয়ানো আর ডন ক্রোসের এক হওয়াটা নিশ্চয়ই ভাল হবে। ওদের দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে হঠার সম্ভাবনা। ডন ক্রোসে তখন গুইলিয়ানোকে বলছিলেন, 'শুধু তুমিই নয় টুরি তোমার সহযোগী গ্যাসপার পিসিওট্টাও যাতে গভর্নমেন্টের মার্জনা পায় সে ব্যাপারে চেষ্টা করবো।'

গুইলিয়ানো মৃদু হেসে বললো, শুনে আমি খুশী হলাম। এত কথাবার্তা সত্বেও গুইলিয়ানোর সন্দেহ হচ্ছিল, ডন ক্রোসের কথাগুলো যথার্থই কিনা। এসব ওর নিজের মনগড়া নয়তো? কিংবা চুরি করা প্ল্যানের কপিগুলোর ওপরে ভিত্তি করে উনি এসব বলছেন নাতো! কিংবা এও হতে পারে এই প্ল্যানগুলো মিঃ ট্রেজা ইতিমধ্যেই বাতিল করে দিয়েছেন। গুইলিয়ানোর মনে হলো এ'ব্যাপারে সরাসরি ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজার সঙ্গে ও যদি কথা বলে তাহলে কেমন হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এবারে বলে উঠলো গুইলিয়ানো, 'আপনার কথায় আমি আশ্বস্ত বোধ করছি। আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি আপনার মহৎ হৃদয়েরই পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু মিঃ ক্রোসে, রোমের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে আমি ওয়াকিবহাল। ওই সব রাজনীতিবিদরা কেমন ধরনের তা আমি জানি। আপনার ওপরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই আমি একটা কথা বলতে চাই।'

—'কি কথা?' জিজ্ঞেস করলেন ডন ক্রোসে। গুইলিয়ানো ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আমি এমন একজনের কাছ থেকে মিঃ ট্রেজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি শুনতে চাই যার ওপরে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে। এছাড়াও ওর নিজের মুখেই আমি প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা জানতে চাই। কিংবা প্রতিশ্রুতি যে ওরই দেওয়া সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই।'

গুইলিয়ানোর কথায় ডন ক্রোসে এবার বেশ কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ওর ওপরে একটা বিশেষ ধরনের আন্তরিকতা বোধ করছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন তিনি যে, এই যুবকটি যদি তার সন্তান হতো সেক্ষেত্রে তিনি কি করতেন!

দুজনে একসঙ্গে সিসিলিকে শাসন করতেন। ডন বুঝতে পারছিলেন যে, গুইলিয়ানো তার কথায় ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না। গুইলিয়ানোর ওর দিকে একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। ডন মনে মনে ভাবলেন টুরি আরো বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। ও ওর ব্যক্তিগত ড্যারাটিকে যথেষ্ট নিশ্চিত মনে করছে না।

কেউ কোনো কথা বলছিল না। ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। ডন আর গুইলিয়ানোর মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠা ভেঙে যেতে বসেছে দেখে অ্যাডোনিস উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ডন ক্রোসের ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। নীরবতা ভেঙে তিনি আবার গুইলিয়ানোকে বললেন, 'আমি বলছি গুইলিয়ানো, আমার স্বার্থে তোমাকে রাজী হতে হবে না। তুমি নিজে ভাল করে ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। তবে একটা কথা…।'

—'কি কথা? জিজ্ঞেস করলো গুইলিয়ানো। ডন বলতে আরম্ভ করলেন এবার, বিচার মন্ত্রী ট্রেজা তোমাকে কোনোদিনই কোনো প্রমান যা তুমি পরে ব্যবহার করতে পারো তা নিজে হাতে তুলে দেবেন না। কারণ সেটা ওর পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অর্থাৎ আমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি গুলো তিনি দিয়েছিলেন সেগুলোই আবার তোমাকে বলবেন। আমাদের ব্যাপারে জমিদার মিঃ ওলোরাডো কিংবা অন্য বিশ্বস্ত লোকেদের চিঠি সংগ্রহ করা যায়। তবে আমার এক বন্ধু আছে। সে তোমাকে আরো ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবে। এ ছাড়া তোমার প্রতি গভর্নমেন্টের মার্জনাকে ক্যাথলিক চার্চও সমর্থন করবে। পালেরমোর কার্ডিনাল এর নির্দেশ আমার কাছে আছে। ঠিক আছে, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরে কার্ডিনাল এর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থাও আমি করবো। তিনিও তোমাকে প্রতিশ্রুত দেবেন আমি এব্যাপারে নিশ্চিত। সেখানে অবশ্য তুমি মিঃ ট্রেজারও দেখা পেতে পারো। সবাইএর প্রতিশ্রুতিই তুমি পাবে। বিচার মন্ত্রী ফ্রাংকা ট্রেজা আর সিসিলির পবিত্র ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল যিনি নিজে ভবিষ্যতে পোপ হবেন এবং আমার নিজেরও প্রতিশ্রুতি।'

কথাগুলো বলার সময়ে ডন ক্রোসের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। গুইলিয়ানোর ওর কথায় এবারে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ খুজে পাচ্ছিলনা। এবারে গুইলিয়ানো হেসে বলে উঠলো, 'কিন্তু আমিতো রোমে যেতে পারবোনা।'

ডন ক্রোসে জবাবে বললেন, 'তাহলে তুমি এমন একজনকে পাঠাও যাকে তুমি চূড়ান্ত ভাবে বিশ্বাস করতে পারো, আমি নিজেই তাকে মিঃ ট্রেজার কাছে নিয়ে যাবো। তারপর স্বয়ং কার্ডিনালের কাছে। পবিত্র চার্চের প্রতিনিধির কথা তুমি বিশ্বাস করবে।'

গুইলিয়ানো এতোক্ষণ ধরে ক্রোসেকে জরীপ করে যাচ্ছিল। টুরির মস্তিস্কের কোনো একটা জায়গা থেকে সতকবার্তা ভেসে আসছিল। আসলে ডন ক্রোসে কেন তাকে সাহায্য করার জন্যে এতো উদগ্রীব এটাই সে বুঝতে পারছিলনা। ডন অবশ্য জানেন যে, গুইলিয়ানো কিছুতেই রোমে যাবেনা। এরকম একটা ঝুঁকি গুইলিয়ানো

নেবেনা। ডন আশা করছিলেন, গুইলিয়ানো প্রতিনিধি হিসেবে নিশ্চয়ই কাউকে পাঠাবে।

সামান্য হেসে গুইলিয়ানো বললো, আমি একজন ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করিনা। আপনি রোমে আমার প্রতিনিধি হিসেবে গ্যাসপার পিসিওট্টাকে নিয়ে যান। তারপর সেখান থেকে ওকে পালেরমো নিয়ে যান, ও বড়ো বড়ো শহরগুলো বেশি পছন্দ করে।

শুনে ডন মৃদু হেসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। প্রফেসার অ্যাডোনিস বললেন আরো একটু কফি দিয়ে যেতে, মনে মনে সন্তুষ্ট হলেও প্রকাশ্যে নিস্পৃহ ভাবটা বজায় রাখলেন তিনি, কিন্তু গুইলিয়ানোও চতুর যুবক, গেরিলা লড়াই এর অভিজ্ঞতা তার আছে, সুতরাং কোনো মানুষের মনেরকথা বুঝে ফেলতেও তার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। মনে মনে খুশীই হয়ে ছিল গুইলিয়ানো, ডন ক্রোসে গুরুত্বপূর্ণ এই সাক্ষাৎকারে কিন্তু জিতে গেছেন এটা টুরি বুঝতে পারেনি। এই জন্যেই ও অনুমান করতে পারছিল না যে, গ্যাসপার পিসিওট্টার নাম করতেই ডন ক্রোসে অতো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন কেন।

এর ঠিক দুদিন পরের ঘটনা। ডন ক্রোসের সঙ্গে গুইলিয়ানোর প্রতিনিধি হিসেবে গ্যাসপার পিসিওট্টা রোম আর পালেরমোতে গেল, গ্যাসপারের সঙ্গে ক্রোসে অপূর্ব ব্যবহার করছিলেন, ওকে রীতিমতো মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন না; গ্যাসপার পিসিওট্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো নানাধরনের নামী দামী আর প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের সঙ্গে। পালেরমোতে ওরা হোটেল আমবার্টোতে রইলো। ওকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে ডন ক্রোসে একেবারে কার্পণ্য করলেন না। এরপরে রোমে বিচার মন্ত্রী ফ্রাংকো ট্রেজার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গ্যাসপার পিসিওট্টাকে নতুন পোশাক কিনে দেওয়া হলো। ডন ক্রোসে নিজে উদ্যোগ নিয়ে গ্যাসপারকে দামী আর সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ালেন বিভিন্ন রেস্তোরাতে। বিচার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে যাবার কথা পালেরমোতে কার্ডিনালের সঙ্গে দেখা করতে।

পিসিওট্টা একজন খুবই সাধারণ যুবক। ওকে নিয়ে আসা হলো ক্যাথলিক চার্চে। সেখানে ওর সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং ডন ক্রোসে। ডন কার্ডিনালের হাতে প্রথানুযায়ী চুম্বন করলেন। পিসিওট্টা কার্ডিনালের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এ সমস্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার ও কল্পনাই করতে পারছিল না।

কার্ডিনাল দীর্ঘাকৃতি একজন পুরুষ। তার ফরসা মুখমন্ডলে বসন্তের দাগ। কার্ডিনাল গ্যাসপারের পরিচয় পেয়ে খুশীই হলেন। ওকে নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন, আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গটা বাদ গেল না। কার্ডিনাল বললেন, এ পৃথিবীতে ও যতোই পাপ করুক না কেন ও যদি প্রকৃতই খ্রীষ্টান হয় তাহলে প্রভু সব অপরাধ মার্জনা করবেন। আরো বললেন তিনি, এই সিসিলির পবিত্র চার্চের আসন্ন বিপদের কথা। কমিউনিস্টরা নির্বাচনে জিতলে বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেরী হবেনা। সম্ভবতঃ চার্চ পুড়িয়ে দেওয়া হবে। তার পরিবর্তে সেখানে তৈরী হবে কল কারখানা। ভার্জিন

মেরীর পবিত্রমূর্তি, যীশুর ক্রশ আর সন্তদের প্রতিকৃতি গুলোকে ভূমধ্যসাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। পাদ্রীদের খুন করা হবে। নান অর্থাৎ মহিলা পাদ্রীদের ধর্ষণ করা হবে। সে এক ভীষণ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। পিসিওট্টা শুনে মৃদু হাসলো। মনে মনে ভাবলো। কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করলে কি রকম ব্যবহার করবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। তবে সিসিলি বাসীরা স্বপ্নেও মহিলা পাদ্রীদের ধর্ষণ করার কথা ভাবেনি। সম্ভবতঃ কার্ডিনাল ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন যে আগামী নির্বাচনে গুইলিয়ানো যদি কমিউনিষ্টদের বিরোধিতা করে তাহলে তিনি নিজে ইষ্টার সানডের ধর্ম প্রচারের সময় গুইলিয়ানোর প্রশংসা করবেন। রোম সরকারের কাছে আবেদনও জানাবেন যে, গুইলিয়ানোকে যেন যাবতীয় অপরাধ থেকে মার্জনা করা হয়। কার্ডিনালের এই সমস্ত কথা গ্যাসপারকে উৎসাহিত করলো ভীষণ ভাবে। কথা শেষ, তিনি গ্যাসপারকে আশীর্বাদ করলেন। চলে যাবার আগে গ্যাসপার তার লেখা ছোট একটা চিরকুট প্রার্থনা করলো। এর কারন, সে যেন ওটা গুইলিয়ানোকে গিয়ে দেখিয়ে বলতে পারে কার্ডিনালের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কার্ডিনাল তাই করলেন। গ্যাসপার এতো সহজে চিরকুট পেয়েযাবে ভাবেনি। কিছুটা অবাক হলেও মুখের অভিব্যক্তিতে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে ভুললোনা।

রোমে গিয়ে অতঃপর বিচারমন্ত্রী ফ্রাংকো ট্রেজার সঙ্গে দেখা করলো গ্যাসপার পিসিওট্টা। মিঃ ট্রেজা গুইলিয়ানোর প্রতিনিধি হিসেবে উপযুক্ত সম্মান দেখালেন ওকে। কথাবার্তা আরম্ভ হলো। মিঃ ট্রেজা ওকে জানালেন. আগামী নির্বাচনে যদি খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হেরে যায় তাহলে ওরা এখানকার সমস্ত দস্যুদের শেষ করে ফেলবে। এখন অবশ্য মাফিয়ারা গুইলিয়ানোর বিরুদ্ধে। কিন্তু তা নামমাত্র। ডন ক্রোসেও রসিকতা করে মন্তব্য করলেন সত্যিই তাই। তবে গুইলিয়ানো সমর্থন করলে এ সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে। ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা আরো জানালেন যে তিনি যখন যুবক ছিলেন তখন তিনিও এ রকম সাহসী ছিলেন। কারো মুখের ওপরে কথা বলতে ভয় পেতেন না। এবার গ্যাসপার নিজেই বলে উঠলো, 'আমাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা··· ।'

—'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তোমরা নিছক প্রতিশ্রুতির চেয়েও পাকাপাকি কিছু একটা চাইছো। ঠিক আছে··· ।'

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে তিনি ডেস্কের দিকে হাত বাড়ালেন। ওর ভেতর থেকে বের করলেন লাল বর্ডার দেওয়া একটা কার্ড। ওটা পিসিওট্টার হাতে দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, এটা একটা বিশেষ ধরনের পাশ। এতে আমার সই আছে। এটা নিয়ে তুমি ইতালী কিংবা সিসিলির যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। পুলিশ বাধা দেবেনা। এটা সোনার মতোই মূল্যবান বস্তু।

গ্যাসপার পিসিওট্টা ওটা নিয়ে একবার উল্টে পাল্টে দেখলো। তারপর ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললো। 'এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রোমে যাবার সময়ে ও ডন ক্রোসেকে এরকম একটা 'পাশ' ব্যবহার করতে দেখেছিল। গ্যাসপারের মনে হলো সত্যিই এটা মূল্যবান জিনিষ। কিন্তু হঠাৎই অন্য একটা চিন্তা ওর মথায় এসে জুটলো। এটা নিয়ে ও যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে কি হবে! তাহলে একটা বদনাম হতে পারে। এর ফলে এখানকার মানুষজনও যেন চমকে যাবে। লোকে ভাবতে গুইলিয়ানোর সহযোগী কিনা বিচার মন্ত্রীর দেওয়া 'পাশ' নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটার কিভাবে সামধান করা যায় সেটাই ও ভাবতে লাগলে। কিন্তু কখনই কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হলোনা। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পাশ ওকে দিয়ে দেওয়াটা মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাস আর শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে, এছাড়াও ডন ক্রোসে এখনও পর্যন্ত চমৎকার ব্যবহার করে যাচ্ছেন। কার্ডিনালের মতো বিচার মন্ত্রী ট্রেজাকেও পিসিওট্টা একটা চিরকুট লিখে দিতে বললো, যাতে ও গিয়ে গুইলিয়ানোকে দেখাতে পারে।

ট্রেজার কথাগুলো ওর মনে ভাসছিল। গুইলিয়ানো যদি খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের সাহায্য করে বলে মার্জনাতো করা হবেই এমনকি ওর বিরুদ্ধে কোনো-অভিযান চালানো হবেনা। কিন্তু গুলিয়ানোকে কিছুদিন শান্তভাবে থাকতে হবে, ডাকাতি কিংবা অপহরন জাতীয় কাজ একেবারে করা চলবেনা, এছাড়া ওকে আমেরিকায় পেঁাছে দেবারও ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য সবই করা হবে যদি ওরা নির্বাচনে জেতে তাহলেই, নচেৎ অসম্ভব। এমনকি ইতালির প্রেসিডেন্টকেও বলা হবে তিনি গুইলিয়ানোকে মার্জনা করেন।

গ্যাসপার পিসিওট্টা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, এবারে গুইলিয়ানোর কাছে ফিরে গিয়ে সব কিছু বলতে হবে।

* * *

গ্যাসপার পিসিওট্টা অবশেষে আবার পাহাড়ে ফিরে এলো গুইলিয়ানোর কাছে। গুইলিয়ানো খুশী হয়েছে। গ্যাসপারকে ও নানাধরনের প্রশ্ন করতে লাগলো। বারংবার জিজ্ঞেস করা সত্বেও গুইলিয়ানোর বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা।

কথার ফাঁকে গ্যাসপার পিসিওট্টা ওকে লালবর্ডার দেওয়া কার্ডটা বের করে ওর হাতে দিলো। গুইলিয়ানো উলটেপালটে কার্ডটা দেখলো। গ্যাসপার সবশেষে ওর ঘনিষ্ট বন্ধুকে জানালো যে, সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে কেমন যেন রহস্যের মতো মনে হচ্ছে। গুইলিয়ানো সব কথা শুনে গ্যাসপারকে পিঠ চাপড়ে বললো ঘাবড়াবার কোন ব্যাপার নেই। গ্যাসপার বললো, এখন ভাবছি, বিপদ না হলেই ভাল।'

গুইলিয়ানো হেসে বলে উঠলো, 'পিসিওট্টা তুমি আমার সত্যিই প্রকৃত বন্ধু; কারণ আমার চেয়েও তোমার ওদের ওপরে সন্দেহ বেশী। প্রকৃতপক্ষে···।'

বলে সামান্য চুপ করে রইলো গুইলিয়ানো। তারপর বলে উঠলো আবার, 'তোমাকে ওদের 'পাশ' দেবার কারণ আছে। তুমি যদি এই পাশ নিয়ে শহরে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে পারো তাহলে ওদের পক্ষেই সুবিধে। ওরা চাইছে তুমি ওদের একজন ইনফরমার হবে।'

কথাটা শোনামাত্রই পিসিওট্টা রেগে গেল। বললো, 'হারামজাদার উদ্দেশ্য তাহলে এটাই! কিন্তু ওতো জানেনা যে, এই পাশ আমি ব্যবহার করবো ওরই মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলার জন্যে।'

গুইলিয়ানো এবারে বলে উঠলো, 'না পিসিওট্টা। এটা তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দাও। ভবিষ্যতে এটা আমাদের কাজে লাগবে। আর একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। পাশ এর সইটা মিঃ ট্রেজার সই-এর মতো লাগলেও ওটা আসলে জাল। যেই মুহূর্তে ওদের কাজ মিটে যাবে কিংবা কোনরকম বেকায়দায় পড়বে তখন এটাকে জালই বলবে। যদি বৈধ পাশ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা মিঃ ট্রেজার সুপারিশ করা রেকর্ডের মধ্যে থাকবে। তা না হলে এর কোনো রেকর্ডই রাখা হবে না।'

পিসিওট্টা ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো। বললো, তুমি ঠিকই বলেছো গুইলিয়ানো।'

ক্রমশঃ যতোই দিন কাটতে লাগলো গ্যাসপার পিসিওট্টা গুইলিয়ানোর অনুমানের অভ্রান্ততার অনুভব করতে পারছিল। টুরীর কথা ভেবে ও রীতিমতো বিস্মিত বোধ করেছিল। প্রখর বুদ্ধিমান ও। গুইলিয়ানো এমনিতে খুব খোলা মনের মানুষ। সেই সঙ্গে ওর হৃদয়টাও মহৎ। সবচেয়ে ওর যে গুণটা তা হলো আগে ভাগেই শত্রুর পরিকল্পনা বুঝে ফেলা।

গুইলিয়ানো প্রচণ্ড রকমের দুঃসাহসীও বটে। মানসিক ভাবে কোন গোলমাল না থাকলে এরকম একনিষ্ঠ প্রতিভাবান হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হতো না। একদিন কথাপ্রসংগে পিসিওট্টা টুরীকে জিজ্ঞেস করলো, 'টুরী, আমরা কি করে বিশ্বাস করতে পারি যে, ওরা ওদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি শেষপর্যন্ত রাখবে? ওদেরই বা আমরা কেন সাহায্য করবো? আমাদের কাজতো রাজনীতি নিয়ে নয়।'

গুইলিয়ানো তখনই ওর কথার জবাব দিলোনা। সামান্য ভাবলো। মুখে মৃদু হাসি। পিসিওট্টার মুখের ভাব নিস্পৃহ। গুইলিয়ানো জানে এমনিতে পিসিওট্টা একটু লোভী মানসিকতার। ডাকাতির ব্যাপার নিয়ে ওর সংগে বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। গুইলিয়ানো বললো এবার, 'দেখো পিসিওট্টা, আমাদের কোনোরকম বাছাবাছি করলে চলবে না। কম্যুনিস্টরা সরকারে এলে আমি জানি যে, আমাদের বিপদের সম্ভাবনা বেশী। তবে এই মুহূর্তে খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটরা কিংবা বিচারমন্ত্রী ট্রেজা, পালেরমোর কার্ডিনাল এবং অবশ্যই ডন ক্রোসে আমাদের বন্ধু। সে কারণে কম্যুনিস্টদের আর ক্ষমতায় না আসতে দেওয়াটাই আমাদের উচিত। এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

সামান্য থেমে গুইলিয়ানো আবার বললো, 'আমরা ডন ক্রোসের সংগে আবার দেখা করবো। এটাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলবো।'

বলে পিসিওট্টার কাঁধে হাত রেখে মৃদু হাসলো গুইলিয়ানো। তারপর আবার

বললো, 'কার্ডিনালের লেখা চিরকুটটা নিয়ে তুমি ভালই করেছো। পাশটাও কাজে লাগবে আমাদের।'

পিসিওট্টা চুপ করে রইলো, ওর মাথায় গুইলিয়ানোর কথাগুলো কিছুতেই ঢুকছিল না। শুধু খানিকক্ষণ পর বলে উঠলো, 'তাহলে টুরি, ওদের জন্যে আমরা নোংরা কাজ করবো ? এরপরেও আবার ওদের মার্জনা পাবার জন্যে ভিখিরীর মতো হাত পাততে হবে ?'

বলে সামান্য থেমে পিসিওট্টা আবার বললো, 'শোনো টুরি, আমি ওদের একেবারেই বিশ্বাস করিনা। আসলে ওরা আমাদের খুবই বোকা ভেবেছে। আমার বক্তব্য হলো, আম া নিজেদের জন্যে লড়াই করতে পিছপা হবোনা। বরং আমাদের যে আয় হবে তা আমরা নিজেদের কাছেই রেখে দেবো। গরীবদের দেবোনা। তাহলে আমরা ব্রাজিল কিংবা আমেরিকার সব ধনকুবেরদের মতো জীবন কাটাতো পারবো।

গুইলিয়ানো এবারে ওর দিকে তাকালো। তারপর খুব শান্ত ভংগীতে বলে উঠলো, 'পিসিওট্টা, আমরা ডোমোক্র্যাট আর ডন ক্রোসেকে নিয়ে জুয়া খেলছি বলতে পারো। সেক্ষেত্রে যদি আমরা জিতি এবং আমাদের যদি সত্যিই মার্জনা করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে আমরা সিসিলির জনসাধারণের অভিভাবক হতে পারবো। আমরা জিতবোই।'

গুইলিয়ানো চুপ করে গেল এবার। তারপর খানিকক্ষণ পরে আবার বলে উঠলো' 'ওরা আমাদের সংগে ভণ্ডামি করতে পারে। সেক্ষেত্রে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। ফ্যাসিস্টদের চেয়ে ওরাই আমানের বড়ো শত্রু। ওদের পতন অনিবার্য করতে হবে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো পিসিওট্টা। কম্যুনিস্টদের হারাবার পরেই আমাদের কিন্তু আসল লড়াই শুরু হবে। এরপরেই হয়তো আমাদের অস্ত্র ধরতে হবে ডন ক্রোসে আর অন্যান্যদের বিরুদ্ধে।'

—'কিন্তু টুরি, আমরা বোধহয় একটা ভুল করেছি।' পিসিওট্টা বলে উঠলো। এমনিতেই ওর শরীর খারাপ। পাহাড়ের চূড়ায় সেই রাতের অন্ধকারে বসেছিল দুজনে। পিসিওট্টার বুকে একধরণের যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু গুইলিয়ানোকে এসব ব্যাপার বলেনা। গুইলিয়ানো উঠে অন্যত্র চলে গেছে। একাই বসেছিল গ্যাসপার পিসিওট্টা।

অতীতের কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলো ও। মিঃ ট্রেজা আর কার্ডিনালের সঙ্গে দেখা করার সমস্ত সময়টুকুই ডন ক্রোসে ওর সংগে ছিলেন। প্রতিটি রাতেই ক্রোসে ওর সংগেই খাওয়াদাওয়া করেছেন। মাঝে মাঝে ক্রোসের হতাশাও চাপা থাকেনি। ওর মতে; সিসিলিতে ভবিষ্যতে প্রচণ্ড গোলমাল হতে পারে। পিসিওট্টার বুঝতে সময় লেগেছিল যে, ডন ক্রোসে সুক্ষ্মভাবে চেষ্টা করছেন যাতে ও শত্রুদের ওপরে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। তিনি এও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ও রেক্ষ

কথামতো বললে গ্‌ইলিয়ানোর চেয়েও ওর ভবিষ্যত আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পিসিওট্টা অবশ্য নিস্পৃহই ছিল। ওর নিজের মনের ভাব কিছুতেই বুঝতে দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে ডন ক্রোসে বিশ্বস্ত থাকবেন এ'ব্যাপারে ওর ঘোরতর সন্দেহ আছে। পিসিওট্টা একমাত্র গ্‌ইলিয়ানোকে সমীহ করে। দুনিয়ার আর কাউকে পরোয়া করে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ভাবামাত্র ও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ভবিষ্যতে হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন ও আর গ্‌ইলিয়ানো উজ্জ্বল জীবনের বদলে মাটীর ধুলোয় মুখ গুঁজে অসহায়ের মতো পড়ে থাকবে। পিসিওট্টা সেদিনের কথা ভেবেই চোখদুটো বুঁজে ফেললো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিসিলিতে উনিশশো আটচল্লিশ সালের নির্বাচন ছিল রোমের খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীর বিপর্যয়। কম্যুনিষ্ট আর সোস্যালিষ্টদের জোট পিপলস্ ব্লক ভোট পেয়েছিল ছশো হাজারের মতো। খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টী পেয়েছিল তিনশো তিরিশ হাজারের মতো ভোট। এছাড়া অন্যান্যেরা পেয়েছিল পাঁচশো হাজারের মতো ভোট। এই ভোটগুলো রাজতন্ত্রের সমর্থক দল আর অন্যান্য ছোটোখাটো দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছিল। এই নির্বাচনের পরেই সারা রোম জুড়ে বিরাজ করছিল একধরণের অদ্ভুত আতঙ্ক।

গত কয়েকমাস ধরেই আগের চুক্তি অনুযায়ী গ্‌ইলিয়ানো রোমেই বাস করছিল। এখানে থেকেই ও সমস্ত সন্ত্রাস মূলক কাজ চালাচ্ছিল। প্রতিদ্বন্দী দলগুলোর সমস্ত পোষ্টার ওর নির্দ্দেশে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। বামপন্থী দলগুলোর হেড কোয়াটারে হামলা করা হয়েছিল ভীষণভাবে। বিভিন্ন জায়গার কম্যুনিষ্টদের সমাবেশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। গ্‌ইলিয়ানোর নিজস্ব বাহিনী শহরে নিজেদের পোষ্টারে ছেয়ে দিয়েছিল। তাতে কালো অক্ষরে একটাই কথা লেখা, 'কম্যুনিষ্টদের খতম কর।' কিন্তু এসমস্ত কিছুই গ্‌ইলিয়ানো একটু দেরীতে আরম্ভ করেছিল। যার ফলে আঞ্চলিক নির্বাচনে এর কোনো রকম প্রতিক্রিয়া ঘটেনি।

এদিকে গ্‌ইলিয়ানো কিন্তু ক্রমশঃই তার সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম বাড়িয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত খবরই ডন ক্রোসে পেতেন। এছাড়া পেতেন বিচারমন্ত্রী ট্রেজা, পালেরমোর কার্ডিনাল প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। গ্‌ইলিয়ানো সমস্ত ঘটনার খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ যোগাড় করতো। এদিকে সবাই এ সমস্ত কাজের জন্যে প্রকাশ্যে টুরি গ্‌ইলিয়ানোকে ভৎর্সনা করেছিলেন। কিন্তু গ্‌ইলিয়ানো তার এই প্রচারকে একেবারে চরম সীমায় নিয়ে যাবার জন্যে আগ্রহী ছিল। তার কারণ একটাই। জাতীয়

নির্বাচনের পক্ষে সময়টা যেন ওদের অনুকূলে থাকে। গুইলিয়ানো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর তার নিজের ডায়েরীতে প্রমান হিসেবে জমিয়ে রেখেছিল।

এরকম একটা বিরাট ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। ডন ক্রোসে অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল। তিনি ষ্টিফেন অ্যাডালিনি মারফৎ টুরি গুইলিয়ানোকে একটা খবর পাঠালেন। সিসিলির দুটো শহর ছিল বামপন্থীদের দখলে। সাধারণভাবে বিদ্রোহীদের হাতে। এমন কি ইতালির প্রতাপশালী ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনীর আমলেও এই দুই শহরের জনসাধারণ বিপ্লবী-কায়দায় 'মে দিবস' পালন করেছিল। যেহেতু ওখানকার স্থানীয় ধর্ম্মীয় উৎসব সেণ্ট রোসেলির স্মরণে অনুষ্ঠিত হতো সেকারণে 'মে দিবসের অনুষ্ঠানকেও ওর সংগে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এতে বাইরে থেকে এটাকে একটা নিছক ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান বলেই মনে হতো। ফ্যাসিষ্টরা এটাকে কোনো ভাবে আটকাতে পারেনি। নিষেধ করারও কোন প্রশ্ন ছিলনা। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। নির্ভীকভাবেই এখন তারা মে দিবসের মিছিল করে। জ্বালাময়ী সব বক্তৃতা দেয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মে দিবস উদযাপন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। দুটো শহরের সমস্ত মানুষের মনে যেন উৎসাহের জোয়ার এসে যায়। সিসিলির মানুষজনেরাও এতে অংশ নেয়। লো কাউসি হলেন এখানকার বিখ্যাত সুবক্তা। তিনি একজন কম্যুনিষ্ট সেনেটর। তিনিই মূল বক্তৃতা দেন। এবারেও দেবেন সেরকম ঠিকঠাক। সাম্প্রতিক কালে এত বড় জয় বামপন্থীদের ভাগ্যে ঘটেনি। সে কারণে এই সমাবেশকে 'বিজয় সমাবেশ'ও বলা যায়।

ডন ক্রোসের প্ল্যান ছিল—গুইলিয়ানোর দলবল যেন এই বিজয় সমাবেশের ওপরে হামলা করে ভেঙে দেয়।

জনতার ওপর দিয়ে যদি মেশিনগান চালানো যায় তাহলে সমাবেশ আপনা হতেই ভেস্তে যাবে। বামপন্থীদের ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে এটাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। এতে লো কাউসি অন্ততঃ বুঝবেন যে, আগামী নির্বাচনে পার্লামেণ্টে যাওয়া অতো সহজ নয়। গুইলিয়ানো ডন ক্রোসের প্ল্যান সমর্থন করলো। সেই অনুযায়ী ওর দলবলকে নির্দেশও দিলো কম্যুনিষ্টাদর বিজয় সমাবেশের ওপরে হামলা চালানোর।

গত তিনবছর ধরে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বামপন্থী প্রভাবিত ওই দুই শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। পুরো জায়গাটা একটা পাহাড়ি সমতল ভূমি। সাধারণ জমি থেকে একটু উচুতে। শহর বাসীদের পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে ওঠে আসতে হতো। একটা সরু গিরিপথ দিয়ে আবার সমতলে যাওয়া যেতো এই সংকীর্ণ গিরিপথের নাম ছিল 'পোরটেলা ডেলা জিনেষ্ট্রা।

কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ওই শহরদুটোর অধিবাসীরা ছিল খুবই গরীব। বাড়ীগুলো প্রাচীন আমলের। কৃষিকাজের ধরণটাও একেবারে সেকেলে। প্রাচীন ধরণের আদব কায়দায় বিশ্বাসী ছিল ওরা। বাড়ীর বাইরেও মহিলারা সংযত আচরণ করতো। সিসিলির বাড়ীগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই বিদ্রোহীদের আবাসস্থল।

এতোই পুরোনো গ্রাম যে, বাড়ীগুলো পর্যন্ত পাথরের তৈরী। আবার কিছু বাড়ীর জানালা ছিল না। তার বদলে গর্ত থাকতো। সেই গর্তগুলো আবার একটা লোহার গোল চাকতি দিয়ে বন্ধ করা ছিল। এমন অনেক পরিবার ছিল যে, তারা যে ঘরে থাকতো সেই ঘরেই জন্তু জানোয়ারও পুষতো। শহরের লোকেরা তারা তাদের কারখানার ভেতরেই ছাগল কিংবা ভেড়া প্রভৃতি সব গৃহপালিত প্রাণী পুষতো। পুরো কারখানাটাই নোংরায় ভর্তি থাকতো।

গ্রামবাসীরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে জমিদারদের কাছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতো। মাঝে মাঝে তাদের সেই প্রাপ্য অর্থের চেয়ে তাদের কম দেওয়া হতো। যা পেতো তাতে একটা পরিবার স্বচ্ছল ভাবে কিছুতেই চলা সম্ভব নয়। এরপর যখন পাদ্রীরা বিশেষ বিশেষ সময়ে খাবার আর পোশাক আনতেন তখন গ্রামবাসীরা তা পাবার জন্যে জড়ো হতো। তাদের দিয়ে তখন শপথ করিয়ে নেওয়া হতো যে, তারা যেন সবাই খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেয়। তা সত্বেও, উনিশশো আটচল্লিশ সালের নির্বাচনে গ্রামবাসীরা পাদ্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীর পরিবর্তে তারা ভোট দিয়ে দিল কমিউনিস্ট আর সোস্যালিস্ট পার্টীকে। এতে ডন ক্রোসে ভীষণ ভাবে রেগে গিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে, স্থানীয় মাফিয়ারাই এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু পরে দেখলেন ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

ডন ক্রোসে নির্বাচনে বিপর্যয়ের পরে প্রকাশ্যেই জানালেন যে, ভোটাররা যেভাবে ক্যাথলিক চার্চকে অসম্মান করেছে তাতে তিনি খুবই বিষন্ন। তিনি একেবারেই ভেবে পাচ্ছেন না খ্রীষ্টান দয়ালু মহিলারা তাদের শিশুদের মুখে রুটি তুলে দিয়েছেন তাদের দিক থেকে কিভাবে সিসিলির এই সব জনসাধারণেরা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, এতে পালেরমোর কার্ডিনালও রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলেন। ওই দুটি গ্রামের জনসাধারণের কাছে তিনি বিশেষভাবে গিয়েছিলেন। কম্যুনিস্টদের ভোট না দেবার জন্যে সাবধান করে দিয়েছিলেন তাদের। তাদের প্রত্যেকের সন্তানদের প্রাণভরে আশীর্বাদও করেছিলেন। এছাড়া জনা কয়েককে তিনি ব্যাপটিস্টও করেছিলেন অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তবুও তারা চার্চের দিকে পেছন ফিরেছিল। কার্ডিনাল এরপর ওখানকার পাদ্রীকে পালেরমোতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, এবার থেকে যেন সাবধান হয়ে কাজ করেন। আর এমনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাতে জাতীয় নির্বাচনে হাওয়া তাদের অনুকূলে আসে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই নয়, নরক থেকে এই সমস্ত নিরীহ মানুষগুলোকেও উদ্ধার করতে চান তিনি।

অবশ্য বিচারমন্ত্রী ট্রেজা কার্ডিনালের মতো অতোটা অবাক হননি। তিনি নিজে সিসিলির অধিবাসী। সে কারণে এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অত্যন্ত প্রখর। ওই বিশেষ দুটি গ্রামের জনসাধারণ বরাবরই ধনীদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে গেছে। এর জন্যে তারা গর্বিত। একইভাবে তারা রোমের স্বেচ্ছা-তন্ত্রের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছে। সবাই এখন মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এর

আগে তারা ফরাসী এবং অন্যান্য আগ্রাসীদের বিরুদ্ধেও রীতিমতো লড়াই করেছে। শিয়াল-ডি-গ্রেকি বলে একটি শহরের লোকেরা গ্রীস থেকে গেছিল সিসিলিতে। তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা মরনপণ লড়াই করেছিল। এখানকার গ্রামবাসীরা এখনো গ্রীসিয় নিয়মকানুন কিংবা আচার আচরণ মেনে চলেন। ওই ভাষাতেই কথাবার্তাও বলে, গ্রীসিয় উৎসব পালন করে। প্রাচীন পোশাক আষাকও পরে এখনও। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এরাই মাফিয়াদের আশ্রয় দেয়। বিদ্রোহীরা এদের আশ্রয়েই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। ডন ক্রোসেকে এদের মস্তিষ্ক ধোলাইএর জন্যে ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ব্যর্থ। বিচারমন্ত্রী ফ্যাঙ্কো ব্রেজা এর জন্যে রীতি-মতো হতাশ। তবুও তিনি একটা ব্যাপার ভালভাবে জানতেন। তাহলে ওই গ্রাম-বাসীদের ভোট এবং অবশ্যই শহরতলীর বাসিন্দাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি হলেন সোস্যালিস্ট নেতা সিলভিও ফেরা। অসাধারণ সংগঠক। ফেরা ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালীর একজন অসমসাহসী সৈনিক। আফ্রিকার সামরিক অভিযানের পরে তাকে বিশেষভাবে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এরপর তিনি আমেরিকান সেনাদের হাতে বন্দী হন। বন্দী শিবিরে তাকে আরো কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে থাকতে হয়। সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শেখার জন্যে একটা শিক্ষাক্রম ছিল। সিলভিও ফেরা সেই শিক্ষাক্রমে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বন্দী শিবিরের বাহিরে একটা স্থানীয় শহরে তকে এক রুটি বিক্রেতার হয়ে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরকম একটা সুযোগ যে তাকে দেওয়া হবে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেননি। আমেরিকায় তিনি মুক্ত জীবন ভালভাবেই উপভোগ করেছিলেন। এখানে পরিশ্রম করে খুব সহজেই উন্নতি করা যায়। এমন কি অর্থনৈতিক নীচ শ্রেণী থেকে উঁচু শ্রেণীতেও যাওয়া সম্ভব। সিসিলিতে কঠিন পরিশ্রমের পরেও তিনি স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হিমসিম খেয়ে যেতেন। ভবিষ্যতের জন্যে একটা লিরাও সঞ্চয় করতে পারতেন না।

এরপর সিলভিও ফেরা যখন আবার সিসিলেতে ফিরে এলেন তখন তিনি আমেরিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু যেহেতু রাজনৈতিক দল হিসেবে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টী ধনী শ্রেণীর তখন তিনি সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টীর স্টাডিগ্রুপে যোগ দেন। খুব তাড়াতাড়িই তিনি কালমার্কস এবং ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের তাত্ত্বিক রচনাবলী পড়ে ফেললেন। এরপরে তিনি হয়ে গেলেন পুরোপুরিভাবেই সোস্যালিস্ট। তাকে এখানেই একটা গ্রামে দলকে সংগঠিত করার ভার দেওয়া হলো। উত্তর ইতালীতে বিদ্রোহীরা যা করতে পারেনি সিলভিও ফেরা চার বছরের মধ্যেই তা করে ফেললেন। এছাড়া তিনি বামপন্থী এবং সোস্যালিস্ট এর ওপরে রচনাগুলো সিসিলিয়ান ভাষায় অনুবাদ করলেন। গ্রামের সবাইকে তিনি বোঝাতে আরম্ভ করলেন যে, সোস্যালিস্টদের একটা ভোট দেওয়ার অর্থ একটুকরো জমি পাওয়া, তিনি সবাইকে, আরো বোঝালেন যে, সরকারে সোস্যালিস্টরা এলে সমস্ত দুর্নীতি নির্মূল করা হবে। আমলাদের ঘুষ নেওয়া বন্ধ করা হবে। আমেরিকা থেকে আসা কোনো পাদ্রীকে ঘুষ দিয়ে গ্রামের

লোকেদের আর চিঠি পড়াতে হবে না। চিঠি পাওয়ার জন্যেও পোস্টম্যানকেও আর ঘুষ দিতে হবে না। অনাহার অর্ধাহারের অবসান ঘটবে। সোস্যালিস্ট গর্ভনমেণ্টের আমলারা হবে জনসাধারণের সেবক। আমেরিকাতেও এমন ব্যাপার আছে। সিলভিও ফেরা নানাভাবে জনসাধারণকে বোঝালেন যে, ক্ষমতাচ্যুত ধনতন্ত্রের একমাত্র প্রশ্রয় দাতা ক্যাথলিক চার্চ। অবশ্য তিনি 'ভার্জিন মেরী'কে কোনো সময়েই আক্রমণ করেননি। কিংবা ত্রাণকর্তা যীশু বা কোনো সন্ত সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। ইস্টার এর প্রভাতে বরং তিনি যীশুই অবিচারের বিরুদ্ধে জাগছেন বলে গ্রামবাসীদের সামনে বক্তব্য রাখলেন। প্রতি রবিবারের জন সমাবেশে তিনি যোগ দিতেন নিয়মিত। তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা যাতে প্রকৃতই একজন সিসিলিয়ানের মতো জীবন কাটায় এর জন্যে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। পুরোনো মূল্যবোধকে তিনি কোনোভাবেই অবহেলা করতেন না।

এরপরই মাফিয়াদের একটা অংশ তাকে সাবধান করে দের এই বলে যে, তিনি বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করছেন। তিনি ওদের কিছু বলেন নি। মৃদু হেসেছিলেন মাত্র। তবে যে মাফিয়া নেতাটি তাকে সতর্ক করেছিল তাকে তিনি বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি বন্ধুত্ব কামনা করেন। যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, আসন্ন লড়াইএ এরা ওর বিরুদ্ধেই যাবে। এরপর আসরে হাজির হয়েছিলেন স্বয়ং ডন ক্রোসে। তিনি তার এক বিশেষ দূতকে সিমডিও ফেরার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। যাতে তার বক্তব্য ছিল সিলভিও যেন তার সঙ্গে একটা মতে যোগিতার চুক্তি করেন। কিন্তু সিলভিও ফেরা সেই দূতকে ফেরৎ পাঠিয়ে ডন ক্রোসেকে নিরাশ করেছিলেন। ডন ক্রোসে অবশ্য তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য্য ধরেছিলেন। তিনি অবশ্য নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন।

ডনের সিলভিও ফেরা এবং তার অনুগামীদের ওপরে একটা বিশেষ সহানুভূতি ছিল। কৃষকদের মধ্যে এই গুণটা সাধারণতঃ বিরল দেখা যায়। সিলভিওর অনেক গুণ ছিল। কোনো গ্রামবাসী অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার পরিবারের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতেন। কোনো বিধবা মহিলা একা থাকলে তিনি তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেন। প্রতিটি লোককেই তিনি তার কথাবার্তা দিয়ে উৎসাহিত করে তুলতেন। সোস্যালিস্ট সমাজে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতেন। বক্তৃতা দিতেন কাব্যময় ভাষায়। সিসিলির জনসাধারণের কাছে সেই ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বক্তৃতার মধ্যে তিনি কখনোই কালমার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেন না। যারা শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে গরীব মানুষদের শোষণ করে আসছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন।

শ্রমিকদের জন্য সিলভিও ফেরা একটি সমবায় তৈরী করেছিলেন। এমনিতে শ্রমিকেরা তাদের অর্থের ব্যাপারে খুবই হতাশ জীবন কাটাতো। তাদের পারিশ্রমিক ছিল পরিশ্রমের তুলনায় অত্যন্ত কম। তিনি একটা দৈনিক পরিশ্রমিকের হার ঠিক করেন। সেটাই মালিকদের দিতে বাধ্য করা হতো। এমন কি কৃষিশ্রমিকরা যাতে

ভদ্র পারিশ্রমিক পায় সে ব্যবস্থাও তিনি করেন। সব মিলিয়েই সিলভিও ফেরা ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

তবে তিনি নিরাপদ বোধ করতেন একমাত্র টুরির গুইলিয়ানোর আশ্রয়ে। একমাত্র এজন্যেই ডন ক্লোসে সিলভিওর ব্যাপারে সংযত ছিলেন। সিলভিওর জন্ম মনটেলোপারেতে। যুবক বয়েস থেকেই তিনি নানারকম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। সে কারণে গুইলিয়ানো বরাবরই ওর গুণমুগ্ধ ছিল। অবশ্য বয়েসের পার্থক্যের জন্যে তাদের মধ্যে তেমন একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। গুইলিয়ানো তার চেয়ে অন্ততঃ বছর চারেকের ছোট। বন্ধুত্ব না গড়ে ওঠার অবশ্য আরো একটা কারণ ছিল। তাহলো সিলভিও যুদ্ধে গেছিল। যুদ্ধ শেষে অবশ্য সিলভিও হীরো হিসেবেই আবার সিসিলিতে ফিরে আসেন। এখানেই পরে এক মহিলার সঙ্গে তার আলাপ হয়। তাকেই পরে বিয়ে করতে মনস্থ করেন তিনি। ইতিমধ্যে তার রাজনৈতিক খ্যাতিও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। গুইলিয়ানো তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সে তার বন্ধু। যদিও দুজনের রাজনীতি ছিল একেবারে ভিন্ন। সে কারণে গুইলিয়ানো যখন রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করলো তখন বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিল সবাইকে যে, সিলভিও ফেরার বিরুদ্ধে যেন কিছু না করা হয়।

সিলভিও ফেরা অবশ্য একথা শুনেছিলেন। এরপর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গুইলিয়ানোর কাছে একটা চিঠিও পাঠিয়েছিল। তাতে তিনি ওকে এই ব্যবস্থা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এটা তার একটা কৌশলও ছিল বটে। চিঠিতে তিনি আরো বলেছিলেন যে, তিনি গুইলিয়ানোর কথামতো কাজ করতে রাজী আছেন। ফেরার বাবার হাত দিয়ে সেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল। মনটেলপ্যারোতে ওর বাবা মা এবং তাদের অন্য সন্তান সন্ততিরা থাকতো। তাদের একটি মেয়ের নাম ছিল জাষ্টিনা। দেখতে সুন্দরী বয়েস তখন তার মাত্র পনেরো। প্রথম চিঠি বাবার হাত দিয়ে পাঠালেও পরের চিঠিটা তিনি বোনের হাত দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। ওর ওপরে নির্দেশ ছিল চিঠিটা যেন ও গুইলিয়ানোর মায়ের হাতে পেঁাছে দিয়ে আসে।

এইখানে গুইলিয়ানোর সঙ্গে জাষ্টিনার সাক্ষাৎ হয়। যুবতী জাষ্টিনাকে টুরির বেশ ভাল লেগে গেছিল। জাষ্টিনার মনেরও ওই একই অবস্থা। জাষ্টিনা তখন টুরির প্রেমে পড়েছে। টুরির শারীরিক সৌন্দর্য্য আর ক্ষমতা দুটিই জাষ্টিনাকে আকর্ষণ করেছে। প্রায় সব সময়েই দেখা হলেও গুইলিয়ানোর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকতো।

একদিনের ঘটনা। টুরি গুইলিয়ানোর ঘরে বসে তার বাবা মায়ের সঙ্গে কফি খাচ্ছিল। জাষ্টিনা সেই সময়েই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ওখানে। গুইলিয়ানো ওকে হেসে বললো, 'তুমি এসেছো জাষ্টিনা। তোমার দাদাকে ধন্যবাদ জানিও। কফি খাবে?'

—না, আমি কফি খাবো না।' জাষ্টিনা মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলেছিল।—

টুরির সঙ্গে ওর মা বাবাও বসেছিলেন। তারাও লক্ষ্য করলেন জাষ্টিনাকে খুবই সুন্দরী দেখতে। এছাড়া মেয়েটি গুইলিয়ানোকে ভালবাসে এটাও তারা বুঝতে পেরেছিলে। অনেককাল আগে আরো জাষ্টিনা যখন ছোট ছিল তখন রাস্তায় একবার তার হাত থেকে 'লিরা' হারিয়ে যায়। তখনও কাঁদতে আরম্ভ করে। সেই সময় গুইলিয়ানো হঠাৎ ওখানে হাজির হয়। সব ব্যাপারটা জেনেও ওকে অর্থ সাহায্য করেছিল। চিঠিটা পড়ার পরে গুইলিয়ানো জাষ্টিনাকে বলেছিল। কোন চিন্তা নেই। তোমরা সব সময়েই নিরাপদে থাকবে। আমি তোমাদের ব্যাপারটা দেখবো।

—'ঠিক আছে। আমি এখন যাই।'

জাষ্টিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। তখন তার দু'চোখে প্রেমের স্বপ্ন। ওর দাদা সিলভিও গুইলিয়ানোকে স্নেহের চোখে দেখে ভেবে মনে খুব গর্বই বোধ করেছিল ও।

এদিকে গুইলিয়ানো 'পোর্ডেলা ডেলা জিনেষ্ট্রার উৎসবে অর্থাৎ মে দিবসের দিন হামলা করার প্ল্যান করলো। তার আগে যে গোপনে সিলভিউও ফেরাকে এই উৎসবে যোগ দিতে নিষেধ করলো। এমন কি এও জানালো যে, তার অর্থাৎ দেরার গ্রামেরও কোনরকম ক্ষতি সে করবে না। তবে সোস্যালিষ্ট পার্টীর ওপরে আঘাত হানতে গিয়ে কিছু ক্ষতি হতে পারে। এটা সামলানো তার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। তার অর্থ এই নয় যে, ও তার কোনদিন ক্ষতি করতে পারে। সেরকম ধরণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু বিরোধীরা সিসিলির সোস্যালিষ্ট পার্টীকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধ পরিকর। শুধু তাই নয়। স্বয়ং সিলভিও ফেরা হলেন তাদের টার্গেট।

সিলভিও ফেরা চিঠির মাধ্যমে যখন এটা জানতে পারলেন তখন ভাবলেন, এটা তাকে ভয় দেখানো। তাছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবতঃ এটা হয়েছে ডন ক্রোসের জন্যে। সুতরাং এটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিলে চলবে না।

*   *   *   *

দিনটা ছিল উনিশশো অটেচল্লিশ সালের পয়লা মে। ওই নির্দিষ্ট সুই শহরের বাসিন্দারা সেদিন ভোর থাকতেই উঠে পড়েছিল। এরপরেই পাহাড়ী দীর্ঘপথ বেয়ে পোর্টেলা ডেনা জিনেষ্ট্রা হয়ে সমতলে যাবার জন্যে বিরাট একটা মিছিল বেরোবে। পালেরমো থেকে ওই মিছিলটার সামনে থাকবে একদল বাদক। বিশেষ করে উৎসবের জন্যেই তাদের ভাড়া করা হয়েছে।

যথাসময়ে মিছিল বোরোনোর প্রস্তুতি নিলো। ইতিমধ্যেই সিলভিও ফেরা তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। তার হাতে একটা লাল রঙের পতাকা।

মিছিল এগোতে আরম্ভ করলো। সিলভিওর নেতৃত্বে তারা মরু গিরিপথের দিকে এগোতে থাকলো। মুখে নানা ধরনের শ্লোগান, অন্য শহর থেকেও ওই রকম একটা বিরাট মিছিল এগিয়ে এসেছে, একটা সময়ে দুই শহরের জনতার মিছিল মিলে-

মিশে একেবারে একাকার হয়ে গেল, চলতে চলতেই তারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো হাসিমুখে। নেনোধরনের গল্পগুজব বলতে লাগলো। অবশ্য ইতিমধ্যেই একটা জোর গুজব ছাড়িয়েছে যে, এবারে মে দিবসে ভীষণ রকমের গোলমাল হতে পারে, তবুও সিলফিও যেন ব্যাপারটাতে তেমন একটা গুরুত্ব দিলেন না।

ঠিক দুপুর নাগাদ তিনহাজারের মানুষ সমতলে ছড়িয়ে পড়লো। মহিলারা তাদের সঙ্গে উনুনও এনেছেন, জাঁকিয়ে তারা রান্নাবান্না শুরু করতে আরম্ভ করলো, বাচ্চারা সব আরাম্ভ করলো ঘুড়ি ওড়াতে, ঘুড়ির গায়ে আঁকা সিসিলিও ছোট্ট বাজ পাখী। এদিকে কম্যুনিষ্ট সেনেটর লো কাউসি তার বক্তৃতার খসড়াতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন জনাকয়েক সঙ্গীকে নিয়ে। সিলভিও একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম ঠিকঠাক করছিলেন, এখানেই সব বিখ্যাত লোকেরা দাঁড়াবেন. এদিকে বাচ্চাদের খিদে পেয়েছে, সেনেটারের বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে।

ঠিক এখনই একনাগাড়ে কিছুখন ধরে বম ফাটানোর শব্দ আরম্ভ হলো, কেউ কেউ ভাবলেন বাচ্চাদের মধ্যে কেউ পটকা ফাটাতে পারে। সিলভিও সামনের দিকে তাকালেন একবার।

* * *

ওই একটা সকালে মে দিবসের দিনে কুয়াশাচ্ছন্ন সিসিলিতে বারো জনের দুটো দল গুইলিয়ানোর হেডকোয়ার্টার থেকে পোর্টেলা-ডেলা জিনেষ্ট্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ভোরের সূর্য ওঠেনি তখনো। একটা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল প্যাসাটেম্পো বলে এক সাহসী যুবক। আর অন্য দলের নেতৃত্বে ছিল ট্যারানোভা বলে অন্য এক জন, প্রত্যেকের হাতেই ছিল ভারী মেসিনগান, প্যাসাটেম্পো তার সঙ্গীদের নিয়ে গেল একটা উচঁ জায়গাতে, সেখানেই ওরা মেসিনগান বসাবে। কিভাবে কখন চালাতে হবে সে ব্যাপারেও প্যাসাটেম্পো ওদের নির্দেশ দিয়ে দিলো। বাকী লোকেরা পাহাড়ের ঢালু অংশে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো যে কোনো আক্রমন থেকে যাতে আত্মরক্ষা করা যায়। সে জন্যে ওরা ঢিবির আড়ালে অবস্থান নিলো সর্তকভাবে।

এদিকে ট্যারানোভা অন্য আর একটা ঢালু পাহাড়ে গিয়ে হাজির হলো তার বাহিনী নিয়ে, জায়গাটা পোর্টেলা-ডেলা-জিনেষ্ট্রার ঠিক বিপরীতে, ওই জায়গা থেকে তারা সমতলের বেশীর ভাল মানুষকেই তাদের আক্রমনের আক্ততার মধ্যে পেয়ে গেল, ওরা মাফিয়াদের ব্যাপারেও সর্তক ছিল, ওরা যাতে না আবার নিজেদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারে সেটাও দেখা দরকার।

এদিকে বড়ো দুটো মিছিল সমতলের দিকে মনের আনন্দে এগোচ্ছিল। আজ ওদের উৎসবের দিন। গুইলিয়ানোর নির্দেশ ছিল পরিস্কার। মেসিনগান যেন জনতার মাথার ওপরে দিয়ে চালোনা হয়। একজনের গায়েও যেন গুলি না লাগে। নির্দেশ অনুযায়ীই গুইলিয়ানোর বাহিনী প্যাসাটেম্পো আর ট্যারানোভার নেতৃত্বে গুলিবর্ষণ করতে লাগলো একটানা। জনতাতো আচমকা এই গুলির শব্দে হতভম্ব আর আতংকিত হয়ে পালাতে আরম্ভ করলো। পুরো জায়গাটা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় ঢাকা হয়ে গেল।

গ্রুইলিয়ানো প্রথমে ঠিক করেছিল এই অভিযানে সে নিজেই যাবে। স্বয়ং পরিচালনা করবে এই আক্রমণ। কিন্তু তার দিন সাতেক আগেই যক্ষা রোগে আক্রান্ত গ্যাসপার পিসিওট্টার মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করলো। পাহাড়েই হেডকোয়ার্টারে ছুটে আসার সময় ঘটনাটা ঘটলো। পিসিওট্টা অচৈতন্য হয়ে গড়াতে গড়াতে মাটিতে পড়ে গল অসহায় ভাবে। গুইলিয়ানো ঠিক ওর পেছনেই ছিল। কোনোরকমে ও পিসিওট্টাকে একেবারে নীচে পড়া থেকে আটকালো। পিসিওট্টার সমস্ত পোশাকটা তখন রক্তে একেবারে মাখামাখি। প্রথমটা গুইলিয়ানো ঠিক বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল কোনো শত্রুর গুলিতে বুঝি আহত হয়েছে। হয়তো শব্দটা শুনতে পায়নি। পিসিওট্টাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ও পাহাড়ে উঠতে লাগলো। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিল পিসিওট্টা, বিড়বিড় করে ও কিছু বলতে চাইছিল। তখনই ওর কণ্ঠস্বর শুনে গুইলিয়ানোর মনে হলো এ রকম কণ্ঠস্বর গুলির আঘাতে হতে পারে না।

ডেরায় নিয়ে এসে পিসিওট্টাকে একটা স্ট্রেচারের ওপরে শুইয়ে দেওয়া হলো। গুইলিয়ানোর নির্দেশে জন দশেক অনুচর 'মোনরেল' পিসিওট্টাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চললো। ডাক্তারটি গোপনেই কাজকর্ম করতেন। কিন্তু তার সঙ্গে গুইলিয়ানোর কথাবার্তার খবর তিনি যথারীতি ডন ক্রোসের কাছে পৌঁছে দিতেন। এবারেও তাই করলেন। পিসিওট্টার অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদ যথারীতি ডনের কাছে কাছে পেঁছালো গুইলিয়ানোর আশা ছিল ডাক্তারটি ভবিষ্যতে পালেরমো হাসপাতালের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। অসভ্য ডন ক্রোসের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তা ছিল অসম্ভব।

অসুস্থ পিসিওট্টাকে নিয়ে ডাক্তারটি এসে পেঁছেছেলেন জেনারেল হাসপাতালে। আর একবার ভাল করে পরীক্ষার প্রয়োজন। এদিকে গুইলিয়ানো স্বয়ং এসে ফলাফল জানার জন্যে উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছিল। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনাও করলো পিসিওট্টার ব্যাপারে। যখন বুঝলো ফলাফল জানতে দেরী হবে তখন ডাক্তারকে পরে আসবে জানিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলো ওখান থেকে। জনা চারেক অনুচরকে ওখানে রেখে বাকী লোকেদের নিয়ে পাহাড়ের মধ্যেই দলের একজনের বাড়ীতে গোপনে থাকার ব্যবস্থা করলো ও।

পরের দিন আবার গুইলিয়ানো নিজে গিয়ে হাজির হলো ডাক্তারের কাছে। জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছে পিসিওট্টা ?'

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, 'ভালই। তবে 'স্ট্রেপটোমাইসিন' ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ওকে বাঁচানো যাবেনা। আর এই ওষুধটি একমাত্র আমেরিকাতেই পাওয়া যায়।

গুইলিয়ানো চিন্তায় পড়লো। একমাত্র ডন ক্রোসের সুপারিশেই এই ওষুধ নিয়ে আনা যেতে পারে ওখান থেকে। ডাক্তারকে বললো গুইলিয়ানো, 'এ ব্যাপারে আমি ডন কর্লিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই ওষুধগুলো আনিয়ে নিন। উনি ঠিক

পাঠিয়ে দেবেন।'

ডাক্তার জবাবে বললেন, 'ঠিক আছে। তাই হবে,'

গুইলিয়ানো জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তার আমি কি পিসিওট্টাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি?'

ডাক্তার বললেন, 'নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তবে ওকে একেবারে বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে। কোনোরকম নড়াচড়া চলবেনা। পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার।'

শেষপর্যন্ত পিসিওট্টাকে 'মোনরেল' এ রেখেই দেখাশোনা চলতে লাগলো। ওখানে একটা ঘরেরও ব্যবস্থা করা হলো যাতে পরে ওখানে নিয়ে আসা যেতে পারে ওকে। এখানে থেকেই 'জিনেস্ট্রা' হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে গুইলিয়ানোকে।

সিলভিওফেরা বর্ষণ আওয়াজ শুনতে পেলেন তখনই তার কয়েকটা ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করলো। ঠিক সেই সময়ে তিনটে জিনিষ ওর মনে রেখাপাত করলো ভীষণ ভাবে। প্রথমতঃ একটা বাচ্চা ওর হাত চেপে ধরেছে। ঘুড়ির সুতোর বদলে সেই হাতটা রক্তাক্ত। কাটা ঘুড়িটা তখন ভেসে যাচ্ছিল ঢালু পাহাড়ের অভিমুখে। দ্বিতীয়তঃ সিলভিও বুঝতে পারলেন শব্দগুলো পটকার নয়। মেসিনগানের শব্দ। তৃতীয়তঃ সওয়ার হীন একটা ঘোড়া ট্রামেরও মতো রাস্তার ওপর দাপাদাপি করছে। প্রানীটার শরীর রক্তাক্ত। সিলভিদের ঠিক সেই মুহূর্তেই পাগলের মতো স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের খোঁজে দৌড়োতে আরম্ভ করলেন সামনের দিকে।

এদিকে পাহাড়ের ঢালু জায়গা থেকে খুব সতর্কভাবে ট্যারানোভা তার 'ফিল্ডগ্লাস' দিয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখছিল। বেশ কিছু মানুষের দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ও ওর অনুচরদের মেসিনগান চালানো বন্ধ করতে বললো। যে মুহূর্তে এদের মেসিনগানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর কানে ভেসে এলো অন্য দিক থেকে মেসিনগান চালানোর আওয়াজ। ট্যারালোভা ভাবলো, জ্যালাটেম্পো হয় তো এখনো খেয়াল করেনি যে, ওর বাহিনীর বুলেট গুলো সরাসরি মানুষকে আঘাত করছে। কিন্তু এখান থেকে নিষেধ করাও অসম্ভব। অবশ্য খানিকক্ষণ পরে আপনা হতেই তা বন্ধ হয়ে গেল। 'পোর্টেলা-ডেলা-জিনেস্ট্রা' জুড়ে বিরাজ করতে লাগলো একটা ভয়ংকর নিস্তব্ধতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আহতদের আর্তনাদ ওদের কানে ভেসে আসতে লাগলো। এমন কি চীৎকার আর কান্নাকাটির আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিল ওরা। ট্যারানোভা তার অনুচরদের এক জায়গায় জড়ো হবার জন্যে নির্দেশ দিলো। একসঙ্গে হবার পরে সবাই মিলে পালাবার আয়োজন করলো। এগোতে এগোতেই ট্যারানেভা ভাবছিল এই মর্মান্তিক ঘটনার রিপোর্ট ও গুইলিয়ানোর কাছে করবে কিনা। ওর মনে একটা ভয় ছিল এর জন্যে টুরি হয়তো ওদের শাস্তিও দিতে পারে। সব শেষে সিদ্ধান্ত নিলো, হেডকোয়ার্টারেই ফিরে যাবে। একটা রিপোর্টতো দিতেই হবে।

প্যাসাটেম্পো ঠিক কি করবে তা তখনো ওর অজানা।

* * *

সিলভিও ফেরা অবশেষে তার স্ত্রী আর সন্তানদের খোঁজ পেলেন। মেসিনগান থেকে গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের কোনো ক্ষতি হয়নি। ওকে দেখে অনেকেই মাটী থেকে উঠতে আরম্ভ করলো। কিন্তু সিলভিও তখনও ওদের কিছুক্ষণ মাটীতে শুয়ে থাকতে বললেন। মিনিট পনেরো এরকমভাবে কাটলো। যখন তিনি বুঝতে পারছেন আর বিপদের আশংকা নেই তখন তিনি সবাইকে উঠতে বললেন। জিনেস্ট্রা থেকে তখন অসংখ্য মানুষের দল নিজেদের জায়গায় ফিরে চলেছে। সিলভিউর মনে হচ্ছিল, সমুদ্রের ঢেউ যেন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এদিকে যারা মৃত কিংবা আহত হয়েছে তাদের ঘিরে তাদের পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি করেছিল। তাদের অনেকের হাতের পতাকা তখন মাটীতে পড়ে লুটোচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝলমলে রোদ উঠেছে। ফেরা স্ত্রী আর সন্তানদের চলে যেতে বললেন। তিনি নিজে এখানে থেকে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করবেন। মৃতদেহ-গুলিও সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা আতংকে পালাচ্ছিল সেইরকম কিছু মানুষকে আটকে তিনি স্ট্রেচার বওয়ানোর কাজে লাগালেন। মৃতদের মধ্যে কিছু শিশুও ছিল। ছিল কিছু মহিলা, ওদের দেখে সিলভিও ফেরার দু'চোখ বেয়ে জল পরতে আরম্ভ করলো। প্রচণ্ড রকম আঘাত পেয়েছেন তিনি এই ঘটনাতে। তার সমস্ত শিক্ষাই ভুল প্রমাণিত হলো। তিনি নিজে রাজনৈতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। নির্বাচকরা সিসিলিকে বদলাতে পারেনি। এটা পুরোপুরিই বোকামীর মতো মনে হচ্ছিল। তাহলে কি নিজেদের অধিকার অর্জন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে। সিলভিও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

* * *

গ্যাসপার পিসিউট্টার পাশের বিছানাটাই ছিল টুরি গুইনিয়ানোর। শুয়েছিল ও। হেক্টর অ্যাডোনিস খবর নিয়ে এসে ওকে দিলেন। শোনামাত্রই গুইলিয়ানো পাহাড়ের ওপরে নিজের হেডকোয়ার্টারে দৌড়ে গেল। রীতিমতো উদ্বিগ্ন ও। নিজে উপস্থিত থেকে ও পিসিওট্টার দেখাশোনা করিছিল। এই মুহূর্তে বুঝি তা আর সম্ভব নয়।...

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের ডেরায় গিয়ে হাজির হলো ও। একজনকে দিয়ে ডাকতে পাঠালো ট্যারানোভা আর প্যাসাটেম্পাকে। ওরা ডাক পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলো। গুইনিয়ানো রীতিমতো গম্ভীর। নীরবতা ভেঙে ও নিজেই বললো, 'কিছু বলার আগে তোমাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি...।'

বলে সামান্য থেমে আরম্ভ করলো ও, যতো দেরীই হোক না কেন আমি ঠিক জানতে পারবো এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে প্রকৃত দায়ী কে? আর যতো দেরী হবে জানতে জানবে ততোই অপরাধীর শাস্তির মাত্রাও বাড়বে। যদি একান্তই ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমার কাছে তোমরা তা স্বীকার করো। সেক্ষেত্রে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদের মরতে হবে না।

প্যাসাটেম্পো আর ট্যারানোভা দুজনের কেউই এর আগে টুরি গুইলিয়ানোকে এতো রেগে যেতে দেখেনি। ওর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। সারা শরীরটা কাঁপছিল। ওরা দুজনে ভয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। ওরা দুজনেই যেটা বললো তা হচ্ছে, 'মেসিনগান জনসাধারণের মাথার ওপর দিয়েই চালানো হচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তা দিগভ্রষ্ট হয়ে জনসাধারণকে আঘাত করতে আরম্ভ করলো তখনই ওরা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। ততক্ষণে ওই আক্রমণ বাহিনীর আরো সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে। এদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো একে একে। "সমস্ত কথাগুলো জুড়ে গুইলিয়ানোর চোখের সামনে যে দৃশ্যটা ভেসে উঠলো তা এইরকম।

ট্যারানোভার নির্দেশে ওর বাহিনীর লোকেরা ঠিক মিনিট পাঁচেকের মতো গুলি চালিয়েছে। তারপরে বন্ধ হয়। প্যাসাটেম্পোর বাহিনী গুলি চালিয়েছে মিনিট দশেক ধরে। তবে প্রত্যেকেই একটা জিনিষ বলেছে যে, তারা সবাই জনসাধারণের মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালিয়েছে। একজনও স্বীকার করলোনা যে, তাদের কারো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। সব শুনে গুইলিয়ানো ওদের সবাইকে চলে যেতে বললো।

একা বসে রইলো গুইলিয়ানো। দস্যুর জীবনে ঢোকার পরে এই প্রথমবার গুইলিয়ানো নিজের ভেতরে একটা অসহ্য লজ্জাবোধ অনুভব করলো। চার বছরেরও বেশী সময় ধরে ওর একটা অহংকার ছিল। তাহলো ও কখনোই গরীব মানুষদের কোনো ক্ষতি করেনি। এই মুহূর্তে সেই পর্ব ধুলোয় একেবারে মিশে গেছে। গরীবদের ওপরে ওর বাহিনীর অত্যাচারের অর্থ ওর নিজেরই অত্যাচার। একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসে ওর মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে ও আর 'নায়ক' নয়।

এরপরে ও ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সম্ভাব্য দিকগুলো ভাবতে লাগলো। এটা একটা ভুল হতে পারে। তার দলের লোকেরা কেউই জনতাকে লক্ষ্য করে ঐরকম ভারী মেসিন গান চালায়নি। কারণ এই বিশেষ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ওরা ঠিকমতো জানে না। সম্ভবতঃ ওরা লক্ষ্য ঠিক করতে পারেনি। মাথার ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে ওরা নিশানা ভুল করে ফেলেছে।

ওর একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছিলনা যে, প্যাসাটেম্পো বা ট্যারানোভা দুজনের কেউ ওর সংগে চালাকি করতে পারে। তবুও একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেটা হলো, ওদের এইরকম একটা কাজ করার জন্য আগে থেকেই হয়তো ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া আর একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। হেক্টর অ্যাডোনিসের কাছে ব্যাপারটা শোনা মাত্রই সেই সম্ভাবনার কথা ওর মনে ভেসে উঠেছিল। সেটা হলো, আর একটি তৃতীয় কোনো ষড়যন্ত্রকারী এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু নিশ্চিতভাবে সেরকমটা ঘটলে আরো অনেক বেশী লোক নিহত বা আহত হবার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে পুরোপুরিই একটা গণহত্যা ঘটতে পারতো। তা কিন্তু

হয়নি। তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে একটাই উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করেছে। তাহলো যেমন করে হোক গুইলিয়ানোকে এই হত্যার কলংকের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া। তাহলে 'জিনেস্ট্রা'র এই হামলার পেছনে কার পরিকল্পনা ছিল ? পুরো ব্যাপারটাই যেমন কাকতালীয়। এমন কি রহস্যময়ও বটে। গুইলিয়ানো অন্তর থেকে কিছুতেই এই নারকীয় ঘটনা মেনে নিতে পারছিল না।

সেই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আর অপমানজনক সত্য ভেসে উঠলো। সেটা হলো, ওর সঙ্গে ডন ক্রোসের প্রতারণা।

সপ্তম অধ্যায়

পোর্টেলা-ডেলা-জিনেস্ট্রো'র কলংকিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সমস্ত ইতালীবাসী একেবারে শোকস্তব্ধ হয়ে গেল। স্থানীয় সংবাদপত্রে নিরীহ মানুষজনের এই নারকীয় খুনের কাহিনী ফলাও করে প্রকাশিত হলো। সারা ইতালীতে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গেল। ক্ষোভ আর ক্রোধে উত্তাল হয়ে উঠলো ইতালীর অধিবাসীরা।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল, এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত হয়েছে সর্বমোট পনেরো জন। আহত হয়েছে পঞ্চাশ জনেরও বেশী। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, মাফিয়ারাই এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী। প্রথমবারেই স্বয়ং সিলভিওফেরা এই ঘটনার পেছনে ডন ক্রোসের হাত আছে বলে বিবৃতি দিলেন। 'ফ্রেণ্ডস অব ফ্রেণ্ডস' এর কতিপয় সদস্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ করে বললেন যে, তারা নিজেরা প্রত্যক্ষদর্শী যে প্যাসাটেম্পো আর ট্যারানোভা দুজনে মিলে জনতার ওপরে গুলি চালিয়েছে। সিসিলির মানুষেরা তো অবাক। তারা চাইছিল স্বয়ং গুইলিয়ানো প্রকাশ্যে এই অভিযোগ অস্বীকার করুক। কিন্তু স্বয়ং গুইলিয়ানো তখনো পর্যন্ত চুপচাপ।

*　　　　*　　　　*

জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগেকার ঘটনা। সিলভিওফেরা সাইকেলে এক শহর থেকে আর এক শহরে যাচ্ছিলেন। শহরের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে। সিলভিও তার পাশ দিয়েই সাইকেল চালাচ্ছিলেন। কিছুটা দূরেই পাহাড়ের কোল বেয়ে রাস্তা বরাবর চলে গেছে। কিছুটা যাবার পরেই সিলভিও দেখলেন বিপরীত দিকে দুজন সাইকেলে করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক ওর মুখোমুখি এসেই ওদের একজন ওকে থামতে বললো। কিন্তু ওদের কথায় কর্ণপাত না করে সিলভিও দ্রুতবেগে সাইকেল চালাতে লাগলেন। ওদের ভয়ংকর চোখমুখ দেখে তার একটা কিছু সন্দেহ হচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নির্দিষ্ট শহরে ঢুকে পড়লেন। পেছন ফিরে একবার

তাকালেন তিনি। না ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি এবার। সিলভিও এসে পৌঁছালেন এবার একটা বাড়ীর সামনে। এই বাড়ীটার নাম 'সোস্যালিস্ট কমিউনিটি হাউস।' ভেতর আরো সব বিখ্যাত নেতারা অপেক্ষা করছিলেন। তারা সমবেত ভাবে ওকে অভ্যর্থনা করলেন। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ওদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় কাটলো।

ক্রমশঃ বিকেল নামছিল। সিলভিওফেরা এবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যের অন্ধকার নামার আগেই তাকে বাড়ীতে ফিরতে হবে। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। সাইকেলে করে এগোতে লাগলেন সেণ্ট্রাল স্কোয়ার ধরে। পথেই পরিচিত কিছু ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো ওর। প্রত্যেকেই ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। শিস দিতে দিতে সাইকেলে করে এগোতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো যার জন্যে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। কোথা থেকে মাটী খুঁড়ে যেন চারজন লোক ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। ওদের মধ্যে একজনকে সিলভিও চিনতে পারলেন। মনটেলোপ্যারোর মাফিয়াদেরই একজন। ওর নাম কুইনটানা। সিলভিও মনে মনে একটু সাহস পেলেন। দীর্ঘকাল ধরেই কুইনটানাকে চেনেন তিনি। এছাড়া সিলভিও আরো জানতেন যে সিসিলির এই এলাকাটায় মাফিয়ারা খুবই সাবধানে থাকে।

এরা কেউই গুইলিয়ানোকে বিরক্ত করতে চায় না। গরীবদের প্রতি অকারণে গুইলিয়ানোর একটা নির্দেশ আছে। পারতপক্ষে সে নিয়মও তারা ভাঙেনা। সিলভিও কুইনটানাকে হাসিমুখে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, তুমিতো বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছো। 'কুইনটানা জবাবে বললো, 'আরে বন্ধু। চলো তোমার সঙ্গে আমরা একটু হাঁটিবো। গোলমাল কোরোনা ভাই। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আসলে তোমার সঙ্গে আমরা একটা বোঝাপড়া করতে চাই।' এ আমার সঙ্গে বোঝাপড়া? এখানে? বলে উঠলেন সিলভিওফেরা। একধরণের ভয় তার ভেতরে শিরশির করলেও তিনি প্রকাশ্যে স্বাভাবিক থাকারই চেষ্টা করলেন। পিঠের শিহরণ ভাবটা তিনি অনেকদিন পরে অনুভব করলেন। এর আগের বার হয়েছিল যুদ্ধের সময়। এই মুহূর্তে ভয়কে জয় করা প্রয়োজন। কোনোরকম বোকামী করা চলবে না। সিলভিও সতর্ক হয়ে গেলেন। হঠাৎ মধ্যে দুজন দুদিক থেকে এসে ওর দুটো হাত চেপে ধরলো। তারপর টানতে টানতে ওকে সামনের দিকে নিয়ে চললো। সাইকেলটা পড়ে রইলো রাস্তার ওপরে। সিলভিও দেখতে পেলেন কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের বাড়ীর সামনে বসে। ওর মনে হলো ওরা সবাই ঘটনাটা সম্পর্কে রীতিমতো সজাগ। ভাবলেন নিশ্চয় ওরা ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু 'জিনেস্ট্রা'র আতঙ্ক সম্ভবতঃ ওদের মনে ভয় ছিল। ওরা সবাই চুপচাপই বসে রইলো আগের মতো। একজনও চীৎকার পর্যন্ত করলোনা। সিলভিও এবার চেষ্টা করতে লাগলেন কোনরকমে এদের কবল থেকে মুক্ত করে কমিউনিটি হাউসে ফিরে যেতে। এতো দূর থেকেও হাউসের দরজা দেখা যাচ্ছিল।

সেখানে কয়েকজনকে দাঁড়িয়েও থাকতে দেখলেন তিনি। ভাবলেন এবার ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না এই মুহূর্তে তিনি বিপদগ্রস্থ। হঠাৎ প্রাণপনে চীৎকার করে উঠলেন সিলভিওফেরা। অনেকদূর পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বর ছাড়িয়ে গেল, 'কে আছো বাঁচাও……।' কিন্তু গ্রামের লোকেরা যেমন নিষ্ক্রিয় ছিল তেমনই রইলো। কারোরই এগিয়ে আসার উদ্যোগ দেখা গেল না। গভীর একটা অনুশোচনাবোধ সিলভিও-ফেরাকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো ক্রমশঃ। কুইনটানা তাকে ঠেলতে ঠেলতে বলে উঠলো বোকামি কোরোনা। আমরা শুধু তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। ঝামেলা না করে চলো আমাদের সঙ্গে। অযথা বিপদ ডেকে এনোনা।'

এই মুহূর্তে পুরো অঞ্চলটায় প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। চাঁদের আলোরও তেমন একটা জোর নেই। সিলভিও বুঝতে পারলেন, তার কাঁধে একটা ধাতব নল স্পর্শ করে আছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওরা যদি ওকে খুন করতে চাইতো তাহলে প্রথমেই তা করে ফেলতে পারতো। তখন যেই ওকে বাঁচাতে আসুক না কেন তাকেও মরতে হতো। এবারে ও স্বাভাবিক ভাবেই কুইনটানার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলো। শেষপর্যন্ত ওরা হাজির হলো গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। সিলভিও ফেরার একটা ক্ষীণ ধারনা হলো যে, ওরা ওকে শেষ অবধি হয়তো খুন নাও করতে পারে। কারণ ওকে ধরে নিয়ে আসার অনেক সাক্ষী রয়ে গেছে। যারা ব্যাপারটা দেখেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কুইনটানাকে চেনে। এখন তিনি যদি ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেন তাহলে ওরা নার্ভাস হয়ে গুলি করতে পারে ওকে। তিনি ঠিক করলেন, চুপচাপ ওদের কথাই শুনবেন।

কুইনটানা বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই বলে উঠলো, 'দেখো, আমরা চাই তুমি তোমার ওই কম্যুনিস্ট মার্কা বোকামিগুলো বন্ধ করবে। এটাই আমাদের বক্তব্য। জিনেন্ট্রার ব্যাপারে তুমি এমন অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে যা আপত্তিকর। তখন আমরা তোমাকে ক্ষমা করেছি।'

বলে সামান্য থেমে কুইনটানা আবার বলে উঠলো, 'কিন্তু আমাদের ধৈর্যের কোনো মূল্যে আমরা পাইনি। যাই বলো আমাদের ধৈর্য্যেরও তো একটা সীমা আছে। তুমি কি ভাবো যে, তুমি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করছো?'

এবারে কুইনটানা সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শোনো সিলভিও, তুমি যদি এরকমটা চালিয়ে যাও তাহলে তোমার ছেলেমেয়েদের তাদের বাবাকে হারানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।'

কথা বলতে বলতে তারা গ্রামের বাইরে এসে পৌঁছোলেন। এরপর একটা পাহাড়ী রাস্তা ধরে তারা এগোতে আরম্ভ করলো। এই রাস্তাটি সোজা একটা শহরের প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। সিলভিও অসহায়ভাবে একবার পেছন দিকে তাকালেন। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না তিনি। কুইনটানাকে বললেন সিলভিও, 'রাজনীতির মতো তুচ্ছ একটা ব্যাপারের জন্যে তুমি আমাকে খুন করতে চাইছো?'

কুইনটানার কণ্ঠস্বর এবার কর্কশ শোনালো। বললো, 'শোনো সিলভিও, আমার

জুতোয় থুতু ফেলার জন্যে আমি মানুষ খুন করেছি। সুতরাং বুঝতেই পারছো··· ।

এবারে যে দুজন সিলভিওর হাত ধরেছিল তারা ওর হাত দুটো ছেড়ে দিলো। সেই মুহূর্তে সিলভিও বুঝতে পারলেন যে, নিয়তি ওকে কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। পাহাড়ের রাস্তা এখন চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। হঠাৎ তারই মধ্যে দিয়ে সোস্যালিস্ট নেতা সিলভিও প্রাণের ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলেন।

*　　　*　　　*

গ্রামবাসীরা সবাই একটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা ভাবলো মাফিয়াদের হাতে একজন সোস্যালিস্ট নেতা খুন হলেন। পরের দিন সকালে সিলভিও ফেরার মৃতদেহ পাহাড়ে একটা ভাঁজের মধ্যে পাওয়া গেল। পুলিশ গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনো সঠিক জবাব পেলো না। সবাই জানালো কেউই এঘটনা দেখেনি। এমন কি কেউই চারজনের কথা পর্যন্ত উল্লেখ করলো না। কুইনটানাকে যারা চেনে, তারা কেউই ওর নাম করলো না। অবশ্য এক-আধজনের কাছ থেকে মুখ ফসকে কুইনটানার নাম বেরিয়ে এলো।

*　　　.　　　*

খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাটিক নির্বাচনে জিততে গেলে। অনেক কিছু করতে হবে। ডন ক্রোসে আর ওই ফ্রেণ্ডস অব ফ্রেণ্ডস ভালই করে যাচ্ছিলেন প্রতিটি কাজকর্ম। জিনেস্ট্রার নারকীয় ঘটনা সবাইকে আঘাত করেছে। গোটা ইতালী শোকস্তব্ধ কিন্তু সিসিলিতে আরো বেশী কিছু হয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একধরণের মানসিক অস্থিরতা কাজ করছিল। এদিকে ক্যাথলিক চার্চ তাদের নির্বাচনী কাজে দান ধ্যানের ব্যাপারটা সতর্কভাবে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু সোস্যালিস্ট নেতা সিলভিও ফেরার খুনের আঘাতটা আরও বেশী করে বাজলো তাদের বুকে। ঊনিশশো আটচল্লিশ সালে খ্রীষ্ঠান ডেমোক্র্যাটিক পার্টী চককপ্রদ ভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল। তারা নিশ্চিত ছিল যে, আগামী বছর-গুলোতেও তারা যথারীতি শাসন ক্ষমতায় থাকবে। সিসিলির প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ডন ক্রোসে। তিনি নিশ্চিত যে, আগামী দিনে ক্যাথলিক চার্চ হবে জাতীয় ধর্মের মুখপাত্র। আর মিঃ ট্রেজা হবেন ইতালীর প্রধান ব্যক্তি।

*　　　*

শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হলো গ্যাসপার পিসিওট্টার অনুমানই ঠিক। ডন ক্রোসে হেক্টর অ্যাডোনিসের মারফৎ খবর পাঠালেন যে, খ্রীষ্টান ডেমোক্রাটিক পার্টি গুইলিয়ানো এবং তার দলবলের জন্যে মার্জনা আদায় করতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ হলো জিনেস্ট্রা'র নারকীয় হত্যাকাণ্ড। একটা কলংক আরোপের ক্ষেত্রে ঘটনাটা একটু বেশীই বলা যায়। এছাড়াও রাজনৈতিক উস্কানির ফলে অভিযোগটা আরো অন্য মাত্রা পেলো। সমস্ত ইতালী জুড়ে আরম্ভ হলো ধর্মঘট। ডন ক্রোসে জানালেন যে, মিঃ ট্রেজার হাত পা একেবারে বাঁধা। এছাড়া ডন ক্রোসে

আরো জানালেন যে, পালেরমোর কার্ডিনাল এমন কাউকে সাহায্য করতে পারেন না যে কিনা শিশু আর নারী হত্যার জন্যে দায়ী। ডন ক্রোসে অবশ্য এও জানাতে ভুললেন না যে, তিনি মার্জনার জন্যে এখনো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন। তিনি গুইলিয়ানোকে উপদেশ দিলেন ও যেন ব্রাজিল কিংবা আমেরিকাতে চলে যায়।

এদিকে গুইলিয়ানো নির্বিকার। ওর দলের লোকেরা রীতিমতো অবাক। ডন ক্রোসে এই বিশ্বাসঘাতকতার পরেও গুইলিয়ানোর কোনারকম আবেগ নেই। এমন কি বিন্দুমাত্র অস্থিরতাও দেখা যাচ্ছে না ওর ভেতরে। সবারই মনে হলো, গুইলিয়ানো এটাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত গুইলিয়ানো অনুচরদের নিয়ে আবার পাহাড়ে ফিরে গেল। পাশাপাশি ক্যাম্পগুলো তৈরী করা হলো। যাতে এক ডাকেই সবাইকে একসঙ্গে জড়ো করা যায়। এইখানেই গুইলিয়ানোর দিন কাটতে আরম্ভ করলো। যতোদিন যাচ্ছিল টুরি ততোই নিজের পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছিল। দলের লোকেরা একসময়ে ওর ওপরে অধৈর্য্য হয়ে উঠলো। গুইলিয়ানো যেন কোনোরকম নির্দেশ দিতে ভুলে গেছে।

বডিগার্ড না নিয়েই গুইলিয়ানো একদিন পাহাড়ে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অন্ধকার নেমে আসতে ফিরে এলো ও। ক্যাম্পে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। গুইলিয়ানো এসেই গ্যাসপার পিসিওট্টাকে ডাকলো চীৎকার করে। সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো পিসিওট্টা, কি ব্যাপার ?

—'সমস্ত লিডারদের ডাকো এখনই।' বলে উঠলো টুরি গুইলিয়ানো। পিসিওট্টা ওর মুখের ভাব দেখে অবাক হলেও কিছু বললো না। আদেশ পালন করতে চলে গেল দ্রুত।

* * *

জমিদার প্রিন্স অলরেডোর হাজার একরের একটা এস্টেট ছিল। বছরের পর বছর ধরে তাতে অনেক কিছু ফলতো। সেই জমিতে ছিল লেবুগাছ, শস্যদানা, বাঁশ আর জলপাই-এর গাছ। এছাড়াও ছিল আঙুর, টম্যাটো প্রভৃতি। জমির কিছুটা অংশ আধা আধি ভাবে কৃষকদের লীজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য জমিদারদের মতোই প্রিন্স অলরেডো বেশীর ভাগ দাঁওটাই মেরে দিতেন। মেসিনারী ব্যবহারের দাম, বীজ সরবরাহ করা আর যাওয়া আসার খরচ এবং তার সংগে সুদ সবটাই আদায় করতেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে লাগানো ফসলের শেষপর্যন্ত অর্দ্ধেকটা পেলেও কৃষকদের পক্ষে তা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। তাদের অনেকেরই এস্টেটের জমি উর্ব্বর ছিল। কিন্তু জমির মালিকরা তাদের জমির একটা ভাল অংশ অনাবাদী করে ফেলে রাখতেন। সেগুলো বছরের পর বছর পড়ে থেকে নষ্ট হতো।

দীর্ঘকাল আগে সেই উনিশশো আট সালে ইতালীয় শাসক প্যারিবল্ডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কৃষকদের যে, তারা জমি পাবে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রিন্স অলরেডোই নয়

আরো অনেক জমিদার তাদের জমি ইচ্ছে করে ফেলে রেখেছেন। তারা নির্বোধের মতো অপেক্ষা করে আছেন কবে জমির দাম বাড়বে সেই আশায়।

এদিকে নির্বাচনের প্রাক্কালে খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সমেত প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তাঁরা ক্ষমতায় এলে জমি ভাগ আইন বলবৎ করবে। এই আইনে বলা আছে, যে কোনো অনাবাদী জমি কৃষকেরা দাবী করতে পারে। এর বিনিময়ে তাদের খুব সামান্য কিছু লিরা দিলেই চলবে। কিন্তু এর আগে এই ধরনের আইনের প্রয়োগে জমিদাররা বরাবরই বাধা দিয়ে এসেছেন। মাফিয়াদের ভাড়া করে তারা কৃষকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন প্রতিবার। আইন-সংগতভাবে যে দিন কৃষকদের জমি পাওয়ার কথা সেদিন সংশ্লিষ্ট জমির কাছে মাফিয়াদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এর ফলে কৃষকেরা আর জমি দাবী করার সাহস পেতো না। যদি কোনো কৃষক তাসত্ত্বেও সাহস দেখাতো তখন খুন হওয়া ছাড়া আর অন্য কিছু উপায় ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী এসমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটি সিসিলিয়ান এ সমস্ত নিয়মকানুন ভাল করে জানে। যদি কোনো জমিদারের স্থায়ী মাফিয়া থাকে তাহলে কৃষকেরা কোনদিনই আর সে জমি দাবী করবে না। রোম নানা ধরণের আইন পাস করতে পারে কিন্তু তার প্রয়োগের ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। এক সময় স্বয়ং ডন ক্রোসেই বিচার মন্ত্রী ট্রেজাকে বলেছিলেন যে, এই আইন সত্যিই তাদের কতোদূর কি করতে পারে? বিচারমন্ত্রী শুনে মৃদু হেসেছিলেন শুধু, কিছু বলেন নি।

এদিকে নির্বাচনের কিছুদিন পরে প্রিন্স অলরেডোর অনাবাদী জমি কৃষকেরা দাবী করে বসলো। গভর্নমেন্ট তার জমিদারীর প্রায় শ' খানেক একর জমি বাজেয়াপ্ত করলো। বামপন্থীদলের নেতারাও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেন। নির্দিষ্ট দিনে প্রায় হাজার খানেক কৃষক এসে সমবেত হলেন প্রিন্স অলরেডোর বাড়ীর সামনে। সরকারের আমলারা সাজানো গোছানো তাঁবুতে অপেক্ষা করছিলেন একভাবে।

সেখানে দাবী রেজেস্ট্রী করার কাগজপত্রও তৈরী ছিল। বেশ কিছু কৃষক এসেছিল মনটেলপ্যারো থেকে।

এদিকে জমিদার প্রিন্স অলরেডো ডন ক্রোসের পরামর্শ মতো জনা ছয়েক মাফিয়া লীডারকে তাড়া করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিন সকালে ওইসব মাফিয়ারা ঘোড়ায় চড়ে জমিদারীর এলাকায় এসে হাজির হলো। কৃষকেরা সবাই ওই ছ'জন মাফিয়া দেখলো ভালভাবে। এরা প্রত্যেকে সিসিলিতে হিংসার জন্যে বিখ্যাত। এদের মতো হিংস্র মানুষ বিরল। একটা অলৌকিক কিছু ঘটার আশায় সবাই অপেক্ষা করে রইলো। ওরা দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। সামনে এগোনার সাহস পাচ্ছিল না।

কিন্তু ওই অলৌকিক ঘটনার মধ্যে আইনের কোনো শক্তি ছিল না। স্বয়ং বিচার মন্ত্রী ট্রেজা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, মাফিয়ারা যেন তাদের ব্যারাকেই থাকে। সেদিন গোটা পালেরমো শহরে ইউনিফর্ম পরা কোনো পুলিশের দেখা মিললো না।

*　　　　*　　　　*

প্রিন্স অলরেডোর জমিদারী এলাকার চারপাশে মাফিয়ারা ঘোড়ায় চড়ে ঘোরাফেরা করছিল। প্রত্যেকের মুখমণ্ডল নিস্পৃহ আর কঠিন। রাইফেল খাপের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে। এছাড়াও কাঁধে ঝুলছে একটা করে সাব মেশিনগান। জ্যাকেটের আড়ালে বেল্টে গোঁজা আছে পিস্তল। অবশ্য তারা কৃষকদের একবারের জন্যেও ভয় দেখায়নি। এমনকি ওদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি ওরা শুধু নীরবেই যাওয়া আসা করছিল। কৃষকেরা ভাবছিল, ঘোড়াগুলো নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এবারে কৃষকেরা তাদের নিয়ে আসা পুঁটলিগুলো একে একে খুলতে আরম্ভ করলো। এর সঙ্গে খুলে ফেললো তাদের মদের বোতলের ছিপি। কৃষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল পুরুষ। অবশ্য মহিলাও ছিল না তা নয়। এদের মধ্যেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ছিল জাণ্টিনা। ওরা এসেছিল সিলভিও ফেরার খুনীদের দেখতে। কৃষকেরা তাদের প্রাপ্য জমির দাবীও ঠিকমতো করতে সাহস পাচ্ছিল না। তবে এটা যে শুধুমাত্র ভয়ের তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ওইসব সওয়ারীরা এখানকার সম্মানীয় ব্যক্তি। এককথায় এখানকার আইনের কর্তাব্যক্তি।

'ফ্রেণ্ডস অব ফ্রেণ্ডস ইতিমধ্যেই তাদের একটা শ্যাডো ক্যাবিনেট' গঠন করেছেন। এই সরকার রোমের সরকারের চেয়েও বেশী কার্যকরী। যদি কারো গরু কিংবা গাধা চুরি যায় এবং সে যদি ওদের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তাহলে সে আর কোনো দিনও সেই হারানো জিনিস খুঁজে পাবে না। কিন্তু সে যদি কোনো মাফিয়া লীডারকে শতকরা কুড়িভাগ পারিশ্রমিক দিয়ে চুরির অভিযোগ করে তাহলে নিশ্চয়ই হারানো জিনিস ফিরে পাবে। এছাড়াও তারা গ্যারাণ্টি দেবে যে, আরো কখনো জিনিস চুরি যাবে না। যদি কোনো বদ মেজাজী মাতাল হয়ে কোনো নিরীহ শ্রমিককে খুন করে তাহলে অভিযোগকারীর পক্ষে আসামীকে অভিযুক্ত করা খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে যে বাধাগুলো আসে তাহলো, সরকার এবং তার আইনকানুন এবং মিথ্যে প্রমাণ পত্র। কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা না করে ওই ছ'জন মাফিয়ার যে কোন একজনের কাছে যায় তাহলে নিশ্চয়ই সুবিচার পাবে।

গ্রামের যে কোনো চুরি কিংবা অন্যান্য ঝুটঝামেলা যা হয় তা ওই মাফিয়ারাই সমাধান করে দেয়। এর জন্যে আর আইনজীবিদের কাছে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। ওই ছয়'জনই প্রকৃত বিচারক। ওদের মতামতকে উপেক্ষা করা কঠিন। এর বিরুদ্ধে আর কোনো আপীল করা যায় না। ওঁদের দেওয়া শাস্তিও সাধারণতঃ কঠিন হয়। একমাত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তখন এদের কবল থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো উপায় থাকেনা। ইতালীর প্রধান শাসকবর্গের থেকে ওদের ক্ষমতা বেশী। আর এই কারণেই জনসাধারণ জমিদার প্রিন্স অলরেডোর বাড়ীর দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

ওই ছ'জন কিন্তু একসংগে ঘুরছেনা। ওদের মতে সেটা একধরণের দুর্বলতা।

ওরা প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে ঘুরছিল। প্রত্যেকেই এক একজন স্বাধীন রাজার মতো। প্রত্যেকটি মাফিয়াই স্বতন্ত্রভাবে ভয়ংকর ধরনের। ওদের মধ্যে একজনের নাম ডন সিয়ানো। এখন ওর বয়েস ষাটের কোঠায়। যুবক বয়সে ও ছিল একজন [illegible] পুরুষ। 'বিসাকুইনো' অঞ্চল থেকে এসেছে ও। ডন সিয়ানো নিজেই একজন মাফিয়া লীডারকে খুন করে। কারণ ওর বয়স যখন কম তখন ওর বাবাকে সেই লীডারের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ডন সিয়ানোকে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

একদিনের ঘটনা। সেই মাফিয়াটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাছের ওপর থেকে ডন সিয়ানো ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর ওকে বাধ্য করে বড়ো রাস্তা ধরে ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে। লোকালয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডন সিয়ানো ওই লীডারের দেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল। সেই থেকে ডন সিয়ানো এই এলাকার জবরদস্ত শাসক।

দ্বিতীয় মাফিয়া নায়কের নাম ডন আরজানা। থাকে পিয়ালি-ডেই-গ্রেসিতে। মোটামুটি শান্ত স্বভাবের মানুষ। ওর মতে, যে কোনো ঝগড়ার সর্বদাই দুটো দিক থাকে। একমাত্র রাজনৈতিক কারণে ও সিলভিও ফেরাকে খুন করতে অস্বীকার করেছিল। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার ওই খুনের ব্যাপারে ও রীতিমতো বিরক্ত। কিন্তু বাধা দেবার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। বিশেষ করে ডন আর অন্যান্য লীডাররা যখন বলেছিল যে, একটা উদাহরণ তৈরী করা প্রয়োজন। তবে ওর মধ্যে দয়া বা মার্জনার প্রবণতা একটু বেশী।

তৃতীয় মাফিয়া লীডারের নাম ডন পিজ্জু। ও ক্যালট্যানিসেট্টা অঞ্চলের বাসিন্দা। চতুর্থ জনের নাম ডন মারকুজি। ও এসেছে 'ভিলামোরা' শহরে থেকে। খুব সাধারণ ভাবেই জীবন যাপন করে ও। ক্ষমতা দেখিয়ে আয় করার প্রবণতা ওর নেই। সে কারণে ও গরীবই থেকে গেছে। তাতেই ওর গর্ব। প্রয়োজনে ও প্রাণ দিয়ে সিসিলি বাসীদের সাহায্য করে। এক সময়ে নিজের ভাইপোকে খুন করেই ও বিখ্যাত হয়। ওর সন্দেহ হয়েছিল ভাইপোটি পুলিশের চর।

পঞ্চম মাফিয়া লীডারের নাম ডন বাসিলা। ও পার্টিনিকো এলাকার লোক। ও এসেছিল হেক্টর অ্যাডোনিসের সঙ্গে দেখা করতে। সে অনেক কাল আগের কথা। তখন টুরি গুইলিয়ানো সদ্য দস্যুজীবনে প্রবেশ করেছে। পাঁচ বছর পরে ডন বাসিলার দেহের ওজন গিয়ে দাঁড়ায় চল্লিশ পাউণ্ড। অনেক অর্থের মালিক হলেও এখন বাসিলা কৃষকদের পোশাক পরে থাকে। সেও খুন করার পরেই সবায়ের নজরে পড়েছিল।

ষষ্ঠ জনের নাম গুইডো কুইনটানা। যদিও ও মনটেলপ্যারোর বাসিন্দা তাহলেও ও করলিয়ান শহরের রক্তাক্ত সংঘর্ষে বিখ্যাত হয়েছিল। এটা ও করতে একরকম বাধ্য হয়েছিল। কারণ মনটেলপ্যারো সরাসরি টুরি গুইলিয়ানোর এলাকা। কিন্তু কুইনটানা যা চাইছিল সেটা ও করলিয়ানেই খুঁজে পেয়েছিল। সে ওখানকার

পারিবারিক সংঘর্ষে লিপ্ত চার পরিবারের শত্রু পরিবারকে একেবারে শেষ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একটা সাধারণ অভিযানে ও সোস্যালিস্ট নেতা সিলভিও ফেরাকে খুন করেছিল। এছাড়াও ও খুন করেছিল আরো কিছু সংগঠককে। ওই বোধ হয় একমাত্র মাফিয়া লীডার যে সম্মানের বদলে ঘৃণা কুড়িয়েছে বেশী। এই ছ'জন মাফিয়া লীডার তাদের নিজস্ব কুখ্যাতি আর একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরীর মধ্যে দিয়ে সিসিলির কৃষকদের সামনে যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জমিদার প্রিন্স অলরেডোর জমি তারা কিছুতেই কৃষকদের অধিকারে যেতে দেবে না।

*　　　　*　　　　*

দুটো জীপ মনটেলপারের পালেরমো রোড ধরে ছুটে চলেছে। দুটোতেই মানুষ ভর্তি। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। এই রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়ে সোজা প্রিন্স অলরেডোর জমিদারীর দেওয়াল পর্যন্ত গেছে। সবাই-এর মুখে একধরনের পশমের মুখোশ আঁটা। শুধু দুজনের নেই। এরা দুজন টুরি গুইলিয়ানো আর গ্যাসপার পিসিওট্টা। যারা মুখোশ পরে আছে তাদের মধ্যে কর্পোরাল ক্যানিও মিলভেস্ট্রো তো আছেই এছাড়া রয়েছে প্যাসাটেম্পা, ট্যারানোভা আর ষ্টিফেন অ্যাডোলিনি। পালেরমো থেকেই ওরা প্রত্যেকে মুখোশ পরে নিয়েছে। মাফিয়া লীডাররা যেখানে ঘোড়ায় চড়ে ঘোরাফেরা করছিল তার ঠিক পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ দুটো। ঠিক তখনই আরো কিছু লোক কৃষকদের ভিড় ঠেলে ওদিকে এগিয়ে গেল। ওদের মুখেও মুখোশ আঁটা। একটু আগেই ওরা জলপাই গাছের বনে সবাই মিলে পিকনিক করছিল। যেই মুহূর্তে জীপ দুটো দাঁড়ালো ওখানে সেই মুহূর্তেই ওরা সবাই খাবারের বক্সে থেকে বের করে নিয়েছিল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। ওর ভেতরেই লুকোনো ছিল সেগুলো। পিকনিকের ছদ্মবেশে ওরা আগে থেকেই হাজির হয়েছিল ওখানে। প্রত্যেকেই রাইফেল উঁচিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে ঘিরে ফেললো ওই ছ'জন মাফিয়া লীডারাক। ওরা সংখ্যায় অন্ততঃ জনা পঞ্চাশেক। ঠিক সেই মুহূর্তে জীপ থেকে লাফিয়ে নামলো টুরি গুইলিয়ানো। চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিলো ও। সবাই যে যার ঠিক জায়গায় আছে কিনা। আগেই ও ছ'জন মাফিয়া ঘোড়সওয়ারকে দেখে নিয়েছিল। গুইলিয়ানো বুঝতে পেরেছিল যে, ইতিমধ্যেই ওরা ওকে দেখতে পেয়েছে। তার সঙ্গে ও এটাও বুঝেছিল যে, অসংখ্য জনতা ওকে চিনতে পেরে গেছে। বিকেলের কুয়াশায় সিসিলির আকাশ ঢেকে আছে। সূর্যের আলো বুঝিটা কিছুটা ম্লান। সবুজ রঙের ক্ষেত যেন ততোটা সবুজ মনে হচ্ছিল না। গুইলিয়ানো একটু অবাক হলো। এই অসংখ্য মানুষের দল কি করে ওই ছ'জন মাফিয়াকে ভয় পায়। যারা ওদের শিশুদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ওরা এগিয়ে আসতে পারে না যেন?

পিসিওট্টা বিষধর সাপের মতো অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ওর ঠিক পাশেই গুইলিয়ানো দাঁড়িয়েছিল। পিসিওট্টার মুখে মুখোশ নেই। প্রকৃতপক্ষে যারা মুখোশ পড়েছিল তারা প্রত্যেকেই ওই ছজন মাফিয়া লীডারকে ভীষণ ভয় করে,

একমাত্র এই গোলমাল থামানোর ক্ষমতা গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টারই আছে, ওরা দুজন একটা নেকলেস এটেঁছিল, তাতে সিংহ আর ঈগলের চিত্র আঁকা। অনেক বছর আগে ডাচদের কাছ থেকে পাওয়া একটা পাফ লাগানো আংটীও পড়েছিল টুরি। পিসিওট্টার হাতে একটা পিস্তল, এমনিতে ও অসুস্থ থাকায় মুখটা সাম্যন্য পাণ্ডুর। গুইলিয়ানো এতোই ধৈর্য্যের পরিচয় দিচ্ছিল তাতেই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল পিসিওট্টা। এদিকে গুইলিয়ানো চারদিকে একবার ভাল ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছিল যে, এই মুহূর্তে ওর আদেশ ঠিকমতো সবাই পালন করবে কিনা। ওরা সবাই মিলে সেই ছ'জন ভয়ংকর মাফিয়া লীডারকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। একটা দিক অবশ্য ফাঁকা, সম্ভবত ওটা রাখা হয়েছে ওদের পালানোর জন্যে। তবে ওই ছ'জন যদি শেষপর্যন্ত পালায় তাহলে ওদের এতোদিনকার মান মর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবে। কমে যাবে ওদের এতো প্রভাব প্রতিপত্তি, সেক্ষেত্রে কৃষকেরা আর ওদের ভয় পাবেনা।

গুইলিয়ানো ওদের দিকে একভাবে তাকিয়েছিল। হঠাৎ ও দেখতে পেলো ডন সিয়ানো তার ঘোড়াটাকে ঘোরাচ্ছে, তার দেখাদেখি অন্যানোরাও তাই করলো। সবাই এরপরে এগিয়ে চললো সামনে, ওদের পালানোর কোনোরকম লক্ষনই দেখা গেলনা।

* * *

জমিদার প্রিন্স অলরেডো তার প্রাচীন প্রাসাদের একটা সুউচ্চ গম্বুজ থেকে টেলিস্কোপে পুরো দৃশ্যটা দেখছিলেন। অন্য সময়ে তিনি আকাশের নক্ষত্র দেখার জন্যে এটি ব্যবহার করেন। টুরি গুইলিয়ানোর ডিম্বাকৃত মুখমণ্ডল আর তীক্ষ্ন চোখ জোড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। মুখটা সংকল্পে দৃঢ় হয়ে আছে। প্রিন্স জানতেন যে, টুরির মধ্যে একধরণের নৈতিক শক্তি আছে, এটা ওর একমাত্র নিজেরই অর্জিত, আর সেজন্যেই ও এতো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এই মুহূর্তে প্রিন্সের মনের মধ্যে কিরকম যেন একটা তোলপাড় করতে লাগলো। ভবিষ্যতে যে মারাত্মক ঘটনা ঘটতে চলেছে তার জণ্যে দায়ী থাকবেন তিনি নিজে, যে ছ'জন মাফিয়াকে ও ভাড়া করেছে তারা নিশ্চয়ই ওর জন্যে লড়াই করবে। প্রিন্স টেলিস্কোপ দিয়ে আবার সামনের দিকে তাকালেন, গুইলিয়ানো ওদের সামনে যেন দেবদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্য ততোক্ষণে অস্ত চলে যাবার মুখে।

* * *

যে রাস্তার ওপরে দিয়ে ওই ছ'জন চলাফেরা করছিল গুইলিয়ানো সেই রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালো, ওরা খুব ধীরে ধীরেই এগোচ্ছিল। পাহাড়ের মাঝখানে কোনো কোনো জায়গায় কিছু খাবার রাখা ছিল, ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলোই খাচ্ছিল।

টুরি গুইলিয়ানো এবারে ওদের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পিসিওট্টা ঠিক ওর পেছনে, ছ'জন ঘোড়সওয়ার কিন্তু ওদেরকে তেমন ভ্রুক্ষেপই করলোনা। ওদের মুখে চোখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিলনা। প্রত্যেকের মুখই অদ্ভুত ধরনের নিস্পৃহ

কাঁধের ছোট মেসিন গান গুলো একবারের জন্যেও ব্যবহার করার কোনো লক্ষন দেখলোনা ওরা। গুইলিয়ানো চুপচাপ অপেক্ষা করে যাচ্ছিল।

ছ'জন ঘোড়সওয়ার বার তিনেকের বেশীই ওর সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করলো। একটু সরে এসে ধারে দাঁড়ালো গুইলিয়ানো। তারপর খুব গম্ভীর স্বরে পিসিওট্টার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলো, 'পিসিওট্টা, ওগুলোকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আমার সামনে হাজির করো।'

বলেই ও খানিকটা এগিয়ে গেল, জমিদারের সাদা পাথরের দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হেলান দিয়ে, মনে মনে ভাবছিল ও একটা বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম করে এসেছে ও, এই মুহূর্তে ওর কর্ত্তব্য নিয়তি নির্ধারিত, কোনোরকম আড়ষ্ট ভাব ওর মনের মধ্যে ছিলনা। সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে, ও একটা শীতল ক্রোধ অনুভব করলো। ও ভালভাবেই জানে যে, ওই ছ'জন মাফিয়ার পেছনে আছেন স্বয়ং ডন ক্রোসে, তিনিই ওর শেষ শত্রু, ঠিক তখনই যে মানুষগুলোর সাহায্যে ও এসেছে তাদের ওপরেও এক ধরনের ক্রোধ তৈরী হলো ওর মনে। লোকগুলো এতো ভয় পায় কেন? শুধু ও যদি একাই যখন ওদের পথ দেখায় তাহলে তো একটা নতুন সিসিলিই তৈরী করতে পারে। কিন্তু এই দারিদ্র মানুষগুলো সাহস পাবেই বা কোথা থেকে? এমনিতেইতো ওরা মৃতপ্রায়। ওদের জন্যে একটা করুনা হতে লাগলো ওর, ওরা মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, হাত তুলে মৃদু হেসে লোকগুলোকে ও অভয় দিলো। সাহস যোগাতে লাগলো ওদের মনে। তবুও সেই মানুষের দল নীরব, ঠিক তখনই গুইলিয়ানোর চোখের সামনে ভেসে উঠলো সিলভিও ফেরার মুখটা, একমাত্র ওই মানুষটারই ক্ষমতা ছিল এদেরকে জাগিয়ে তোলার।

পিসিওট্টা এবার এগিয়ে গেল, মাখনের মতো রঙের একটা গরমের পোশাক ছিল ওর গায়ে। তার মাঝখানে আঁকা একটা ড্রাগন। পিসিওট্টা ওই ছ'জনের দিকে একবার তাকালো। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল একটা বিষধর সাপের মতো ভয়ংকর। যখন ওই ছ'জন ঘোড়সওয়ার ওর সামনে দিয়ে এগোচ্ছিল তখন একটা কাণ্ড ঘটলো। ডন সিয়ানোর ঘোড়াটা ঠিক ওর সামনে এসেই মল ত্যাগ করতে লাগলো। ঘৃণায় পিসিওট্টা কিছুটা পিছিয়ে এলো, তারপরই ও ট্যারানোভা, প্যাসাটেম্পো আর সিলভেস্ট্রোর দিকে তাকিয়ে সংকেত করলো মাথা নেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা মুখোশ ধারী পঞ্চাশ জন লোকের দিকে দৌড়ে গেল। বৃত্তের যে জায়গাটা এখনও ফাঁকা ছিল ওরা গিয়ে দাঁড়ালো ঠিক সেই জায়গাটাতে। এই মুহূর্তে এই ছ'জনের পালানোর রাস্তা একেবারেই বন্ধ। কিন্তু যাদের জন্যে এতো কাণ্ড সেই ছ'জন মাফীয়া লীডার নিস্পৃহ ভাবেই ঘোড়ায় চড়ে ঘোরাফেরা করছিল। যেন কোনো কিছুই ঘটেনি, অবশ্য তারা সব কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারছিল। এই লড়াইয়ে প্রথম অধ্যায়ে ওরাই জিতে আছে। শেষ অধ্যায়ের ফলাফল নির্ভর করছে গুইলিয়ানোর সিদ্ধান্তের ওপরে।

পিসিওট্টা এবার ঠিক ডন সিয়ানোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাত তুলে ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু সিয়ানো থামলো না। ওর মুখটা গম্ভীর আর

ভয়ংকর, পিসিওট্টাকে পাশ কাটিয়ে ডন সিয়ানোর ঘোড়াটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পিসিওট্টা ঠিক ওদের পেছনে, ও ততক্ষনটা মেসিন পিস্তলটা তুলে ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ফোয়ারা, আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা, নাড়িভুড়িগুলো বীভৎশ ভাবে বেরিয়ে এসেছে, ঘোড়াটা অসহায়ের মতো মাটীতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর তার নীচেই আটকে গেল ডন সিয়ানোর দেহটা, সঙ্গে সঙ্গে গুইলিয়ানোর জনা চারেক অনুচর গিয়ে ওকে টেনে বের করলো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ওকে পিছমেড়ো করে বেঁধে ফেললো ওরা, আহত ঘোড়াটা তখনও বেচেঁ ছিল। পিসিওট্টা এবার এগিয়ে গেল সেদিকে, তারপর আর একটা বুলেট খরচ করে ঘোড়াটাকে যন্ত্রনা থেকে চিরতরে বিশ্রাম দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটা আতংকের গুঞ্জন উঠলো। এর সংগে ভেসে উঠলো একটা মৃদু উল্লাসধ্বনি, গুইলিয়ানো কিন্তু দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিস্পৃহ ভংগীতেই আগের মতো দাঁড়িয়েছিল। পিস্তলটা তখনো কোমরের বেল্টে খাপের মধ্যেই ঢোকানো রয়েছে।

'হাত দুটো বুকের ওপরে জড়ো করা। পিসিওট্টাও কিছুটা অবাক।

ডন সিয়ানোর ওইরকম অবস্থা দেখেও বাকী পাঁচজন মাফিয়া লিডারের মুখ একই রকম নিস্পৃহ ছিল। ওরা যেমন ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া-আসা করছিল ঠিক সেরকমই করতে লাগলো আগের মতো। মাঝে মধ্যে ওদের ঘোড়াগুলো ডাক ছেড়ে লাফিয়ে উঠছিল। সম্ভবতঃ ওরা ভয় পেয়েছে। তা সত্বেও ওই পাঁচজন মাফিয়া লিডার নিজেদের নিয়ন্ত্রনেই ঘোড়াগুলোকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

পিসিওট্টা আবার রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো। আবার ও একই ভাবে হাতটা তুললো আগের মতো। এবারে ওর ঠিক সামনেই ছিল ডন বাসিলা। থেমে গেল ও। ওর পেছনের চারজন সংগে সঙ্গে রাশ টেনে ধরলো ঘোড়াগুলোর। পিসিওট্টা নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলে উঠলো, 'এমন দিন আসবে যখন তোমাদের সকলের পরিবারে ওই ঘোড়াগুলোর প্রয়োজন হবে। আমি কথা দিচ্ছি সকলকে পাঠিয়ে দেবো। এখন তোমরা ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াও। টুরি গুইলিয়ানোকে তার প্রাপ্য সম্মান দাও।'

পিসিওট্টার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার আর দৃঢ়। সবাই তখন রীতিমতো নিস্তব্ধ।

সারা এলাকা জুড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। পিসিওট্টার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন মাফিয়া লিডার ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। তারপর মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো তারা। ওদের চোখগুলো যেন জ্বলছে। মুখটা ঘৃনায় বেঁকে গেছে। জনা বারো লোক ওদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। ওরা এবার বাকী পাঁচজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। তারপর সবাইকে গুইলিয়ানোর কাছে নিয়ে গেল। গুইলিয়ানো তখনও নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়েছিল। পিছমোড়া করে বাঁধা ছ'জন মাফিয়া লিডারের দিকে তাকালো একবার। ওদের মধ্যে কুইনটানা ওকে একবার অপমান করেছিল-বিশ্রীভাবে। এমন কি খুন

করারও চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু এইমুহূর্তে অবস্থাটা একেবারেই বিপরীত। এই পাঁচ বছরেও ডন কুইনটানার মুখমণ্ডলের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সেই একই রকম নেকড়ের মতো ওর চাওনি। কিন্তু একধরনের অসহায়তা বোধ করায় একটা শূন্যতা ক্রমশঃ নেমে আসছিল। এই মুহূর্তে ও বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত।

ধূসর মুখমণ্ডলে ঘৃণা ছড়িয়ে ডন সিয়ানো তাকিয়েছিল টুরি গুইলিয়ানোর দিকে। ডন বাসিলার মুখের ভাবে কিছুটা বিভ্রান্তি। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন ও এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। অন্যান্য মাফিয়া নেতারাও বিস্ময় আর ঘৃণা মেশানো চোখে টুরি গুইলিয়ানোর দিকে তাকিয়েছিল। গুইলিয়ানো ওদের সবাইকেই চেনে। যখন ও খুব ছোট ছিল তখন এদের কাউকে কাউকে ও বেশ ভয় পেতো। বিশেষ করে ডন সিয়ানোকে। এই মুহূর্তে সমস্ত সিসিলিবাসীর সামনে ওদের যদি অপমান করা হয় তাহলে ওরা আর কোনোদিনই তাকে ক্ষমা করবে না। বরাবরের মতো শত্রু হয়ে যাবে ওর। ও কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল যে, এই মুহূর্তে ওর পক্ষে কি করা উচিত। এরা হয় কারো স্বামী কিংবা কারো বাবা। ওরা যদি এখন মারা যায় তাহলে ওদের পরিবারগুলো অসহায় হয়ে পড়বে। গুইলিয়ানোর দিকে সবাই তাকিয়েছিল। যে দৃষ্টির মধ্যে তেমন ভয় লুকিয়ে আছে বলে ওর তেমন মনে হলো না।

একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকালো গুইলিয়ানো। তারপর বললো, তোমরা সবাই-হাঁটু মুড়ে ফেলো। ঈশ্বরের নাম করো।'

কথাটা বললো বটে গুইলিয়ানো কিন্তু কিউই একফোঁটাও নড়লো না। এবারে ঘুরে দাঁড়ালো গুইলিয়ানো। ওদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে এগিয়ে গেল। ছ'জন মাফিয়া লিডার তখন দেওয়ালের সামনে। গুইলিয়ানো নিজের দলের লোকেদের ঠিক সামনাসামনি এসে ঘুরে দাঁড়ালো আবার। তারপর চীৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি আপনাদের কাছে সিসীলি আর ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি...'

বলে ও পিসিওট্টার কাঁধে একটা হাত রাখলো। তারপর বললো, আবার, 'আমার নির্দেশ যেন কাজে পরিণত করা হয় এখনই।' ঠিক তখনই ঘটনা ঘটলো। ডন মারকুজি সবে হাঁটু মুড়ে বসেছে ঠিক তখনই পিসিওট্টার গুলি এসে ওর বুকে আঘাত করলো। প্যাসাটেম্পো, ট্যারানোভা আর কর্পোরাল ক্যানিও মিলভেট্রো এখনও মুখোশ পড়ে আছে। কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই ওদের রাইফেল গর্জে উঠলো। দেওয়ালের সামনে সারিবন্ধভাবে রাখা মাফিয়া লীডারদের দেহগুলোর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো আর্তনাদ করে। ছ'ছটা দেহ একেবারে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দেওয়ালে রক্তের ছাপ আর মাংসের টুকরো লেগে বিচিত্র নক্সাগিরী হয়েছে। প্রিন্স অলরেডো ততোক্ষণে সরে এসেছেন টেলিস্কোপের কাছ থেকে। ফলে তিনি ওই বীভৎস দৃশ্য আর দেখতে পেলেন না।

এবারে গুইলিয়ানো স্বয়ং এগিয়ে গেল। একেবারে দেওয়ালের সামনে গিয়ে

হাজির হলো ও। তারপর বেল্টে লাগানো খাপের ভেতর থেকে বের করলো পিস্তলটা। খুব শান্তভাবে প্রতিটি মাফিয়ার মাথায় এক এক করে গুলি করলো। দর্শকদের আওয়াজের সঙ্গে ঘোড়ার আওয়াজ মিশে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য মানুষ জমিদার প্রিন্স অলরেডোর প্রাসাদের ফটক দিয়ে ঢুকে পড়লো সমুদ্রের ঢেউএর মতো। ওদের সবাইকে লক্ষ্য করছিল গুইলিয়ানো। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনও ওর কাছে এগিয়ে আসার সাহস পেলো না।

অষ্টম অধ্যায়

উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের সেই ইস্টারের সকালটা ছিল খুবই উজ্জ্বল। গোটা সিসিলি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। পালেরমোর রাস্তায় জনতার ভিড়। তারা সবাই মিলে পালেরমোর মহান গীর্জা 'হাইমাস' অভিমুখে হেঁটে চলেছে। আজ কার্ডিনাল নিজে জনতার সঙ্গে কথা বলবেন। আশীর্বাদ করবেন তাদেরকে। আশে পাশের গ্রামের মানুষেরা আজ সমবেত হচ্ছে ওখানে। প্রত্যেকের পরণে কালো পোশাক। সঙ্গে পুরো পরিবার। তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী পরস্পরকে সম্বোধন করছে। আজ যীশুর জনকল্যান দিবস। গুইলিয়ানোর মনটাও আজ খুশিতে ভরপুর।

এর আগের দিন রাতে গোপনে গুইলিয়ানো পালেরমো শহরে প্রবেশ করেছিল। তারা কৃষকদের মতোই কালো পোশাকও পরেছে। তাসত্ত্বেও ওদের পোশাক বেশ ঢিলেঢালা লাগছিল। প্রকৃতপক্ষে পিস্তল লুকিয়ে রাখার জন্যেই ওদের এইরকম পোশাক পরতে হয়েছে। পালেরমোতে গুইলিয়ানো ভাল ভাবেই পরিচিত। গত ছ' বছরে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেকবার এই শহরে এসেছে ও। কখনো জমিদারকে অপহরণ করার জন্যে আবার কখনো অন্য কোনো প্রয়োজনে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কোনো দামী রেস্তোরাঁয় ওকে খাবার জন্যেও শহরে আসতে হয়েছে। খাওয়ার পরে প্লেটের তলায় রেখে গেছে প্রতিবারই একটা করে চিরকুট।

অবশ্য এর আগে কোনোবারও গুইলিয়ানো বিপদে পড়েনি। ওর রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে পাশে থাকে কর্পোরাল ফ্যানিও ফিলভেস্ট্রো। এ ছাড়া আরও দুজন থাকে ওর সামনে। বাকী দুজন পেছনে। ওদের এতো প্রস্তুতি মাফিয়াদের জন্যেই নেওয়া। সবাইকে নির্দেশ দেওয়া আছে কোনো মাফিয়া যদি পরিচয় পত্র দেখতে চায় কিংবা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে দেওয়া হয়। গুইলিয়ানো রেস্তোঁরায়, খাবার সময়েও ওকে সব দেহরক্ষীরা ঘিরে থাকে।

এই মুহূর্তে অর্থাৎ এই মনোরম সকালে গুইলিয়ানো জনা পঞ্চাশেক লোককে নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে কর্পোরেল সিলভেস্ট্রা ছাড়াও পিসিওট্টা প্যারানোভাও ছিল। পাহাড়ে রেখে আসা হয়েছে প্যাসাটেম্পো আর স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনিকে। গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টা যখন গীর্জায় ঢুকলো তাদের সঙ্গে জনা চাল্লিশেক লোকও প্রবেশ করলো। কর্পোরোল ফিলভেস্ট্রা আর ট্যারানোভা সমেত বাকীরা রইলো বাইরে। কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই যাতে সতর্ক হওয়া যায়। গাড়ীটাও ঠিক ওদের সামনেই রাখা।

কার্ডিনাল আজীবন পরিচালনা করেছিলেন। তার দীর্ঘদেহের সঙ্গে মানান সই সাদা আর সোনালী রঙের পোশাক। গলায় শোভা পাচ্ছিল একটা লকেট। ওপরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। বিষন্ন কণ্ঠস্বরে কার্ডিনাল মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন। চারদিক জুড়ে একটা পবিত্রতার পরিবেশ। যীশু আর মাতা মেরীর মূর্তিতে গীর্জাটি পরিপূর্ণ। গুইলিয়ানো এগিয়ে 'পবিত্র বারি'র মধ্যে তার একটা আঙুল রাখলো একবার। তারপর বসলো হাঁটু মুড়ে। ঠিক তখনই ওর চোখে পড়লো ওপরে বিরাট কড়িকাঠটা। দেওয়ালের ধারে ধারে গোলাপী রঙের মোমবাতি জ্বলছে। সন্তরা সেই আলোকেই আলোকিত।

এদিকে গুইলিয়ানোর অনুচরেরা সবাই নিজেদেরকে হল ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকেই ঠিক বেদীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, পাদ্রীরা যে যার আসনে বসে আছেন। গুইলিয়ানোর হঠাৎ নজরে পড়লো বিখ্যাত ,ভার্জিন 'আর 'এপসল এর স্ট্যাচুর সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। ও দুটোর সৌন্দর্য্যে ও কিছুক্ষণের জন্যে মুগ্ধ হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই গুইলিয়ানোর মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল। শেষবার এই ইস্টার উপলক্ষ্যে এসেছিল পাঁচ বছর আগে, তখন ব্রিসেলা নামের এক ক্ষৌরকার ওর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে লোকটা ছিল গুপ্তচর।

ইস্টারের এই পবিত্র সকালে গুইলিয়ানোর একধরনের অদ্ভূত অনুভূতি হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওর কাছ থেকে কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। তারপরেই কোথা থেকে যেন একটা ভয় মনের মধ্যে চেপে বসলো। মনে হলো তাকে কেউ যেন ঈশ্বরের নাম নিতে বলছে, ও নিজেতো যখন ওর শত্রুকে খতম করে তার সঙ্গে তাকে ঈশ্বরের নাম স্মরন করতে আদেশ করে। ঠিক তখনই ওর মনে হলো পবিত্রাত্মা যীশুর ভূমিকায় ও নিজে ; ও এখনই সবাইকে জাগিয়ে তুলতে পারে যেমন পেরে ছিলেন যীশু, অন্ধকার থেকে প্রতিটি মানুষকে অলোর মধ্যে নিয়ে আসা।

কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা কাজ করছিল। মিথ্যেবাদী কার্ডিনালকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত, বিশ্বাস ঘাতক কার্ডিনাল, ওকে তুলে পাহাড়ে নিয়ে যেতেই হবে। এ'লোকটা কতো সুন্দর ভাবে প্রার্থনা করতে পারেন সেটা ওর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কার্ডিনাল কি সব কিছুর উর্দ্ধে ? কেন তিনি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকারোক্তি দিতে পারবেন না !
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বায় চলছিল, প্রার্থনা যারা করেছিল তারা সবাই বেদীর সামনে

রেলিংটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল। গ্ইলিয়ানোর কয়েকজন অন্চর ওখানে হাঁটু ম্ড়ে বসে পড়লো।

অসংখ্য মান্ষের দ্'চোখের দিকে তাকালে মনে হবে তারা খ্বই সুখী. স্বীকারোক্তি দিতে পেরে তারা আনন্দিত, কার্ডিনাল এবার বেদীর ঠিক পেছনের দিকে গেলেন, ওখানে গীর্জাতেই এক অধঃস্তন কর্মচারী ওর মাথায় আর্চবিশপের ম্কুট পাড়িয়ে দিলেন। সেটা কপাল বরাবর এসে থেমে গেল। অনেকটা মোচার মতো দেখতে। এই ম্কুটটা পড়ার পরে কার্ডিনালকে আরো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। ওর শঙ্কু আকৃতির ম্কুটের ওপরে সোনার অলংকরণ, এতে তার সিসিলিয়ান ম্খটা আরো গরিমার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু গ্ইলিয়ানোর মনে হলো ওর অভিব্যক্তিতে পবিত্রতার চেয়েও বেশী উঁকি দিচ্ছে ক্ষমতা লোল্পতা।

এবারে কার্ডিনাল হাঁটু ম্ড়ে বসলেন। এবারে প্রার্থনা করবেন তিনি। ঠিক তখনই তার চোখে পড়লো গ্ইলিয়ানো আর ওর সশস্ত্র অন্চরদের দিকে। তারা সবাই ওকে ঘিরে আছে। বাকী লোকেরা প্রো গীর্জাটাই ঘিরে রয়েছে এটা ব্ঝতে তার দেরী হলো না। কার্ডিনাল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করার জন্যে তিনি প্রস্তুত। তার চোখে পড়লো পিসিওট্টা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এবারে গ্ইলিয়ানোর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, 'শ্রদ্ধেয় কার্ডিনাল' আপনি এখন আমার হেপাজতে। আমি যা বলবো আপনি যদি তাই করেন তাহলে আপনার বিন্দ্মাত্র ক্ষতি হবে না। এই ইস্টারে আপনি পাহাড়ে আমার অতিথি হয়ে থাকবেন। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এখানে যা খান 'আপনি আমার ওখানেও আপনি তাই খেতে পারেন, কার্ডিনালের ম্খটা কঠিন আকার ধারণ করেছে। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার স্পর্ধাতো কম নয়। তুমি এই পবিত্র স্থানে সশস্ত্র হয়ে ঢুকেছো ?'

গ্ইলিয়ানো এবারে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে উঠলো, 'আমার স্পর্ধা আপনার অন্মানের চেয়েও বেশী। এই পবিত্র পাথিবীর নিয়ম ভাঙার জন্যে আমি আপনাকে ভৎসনা করতে পারি। আপনি আমার এবং আমার অন্চরদের মার্জনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেটা আপনি ভেঙেছেন। এখন তার ম্ল্য আপনাকে এবং আপনার এই চার্চকে দিতে হবে।'

কার্ডিনাল এবারে মাথা নাড়লেন। বললেন,, আমি এই পবিত্র জায়গা থেকে একপাও নড়বো না ; তুমি যদি চাও এখানেই আমাকে খ্ন করতে পারো। এতে ভবিষ্যতে তুমি কলংকিতই হয়ে থাকবে।' —'কলংকের সম্মানতো আমি পেয়েই গেছি।' গ্ইলিয়ানো বলে হেসে উঠলো, 'এখন আমি যাবলছি তা যদি আপনি না শোনেন তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে জোর করতে হবে। কিন্তু যদি শান্তভাবে আমার নির্দেশ মেনে আসেন তাহলে কিছ্ই হবে না। দিন সাতেকের মধ্যেই আপনি আবার এই চার্চে ফিরে আসতে পারবেন।'

—'ঠিক আছে।'

বলে কার্ডিনাল গুইলিয়ানোর নির্দেশ অনুযায়ী ওর সামনে দিয়ে চার্চের পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা দিয়ে চার্চের পেছন দিকে যাওয়া যায়। একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে আগে থেকেই গুইলিয়ানোর অন্য সংগীরা কার্ডিনালের নিজস্ব গাড়ী আর চালককে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আরো কিছু গাড়ী ওখানে ছিল। সেগুলেও ওরা নিজেদের হেফাজতে এনেছে। গুইলিয়ানো কার্ডিনালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলো। তারপর নিজে ওর পাশে গিয়ে বসলো। ওর দুজন লোক বসলো পেছনের সীটে। পিসিওট্টা গিয়ে বসলো ড্রাইভারের পাশে। বাকী অনুচরেরা অন্য গাড়ীগুলোতে বসলো। এবার গাড়ীর মিছিল শহরের ওপর দিয়ে এগোতে আরম্ভ করলো।

দ্রুতবেগে গাড়ীগুলো ছুটছিল শহরের বুক চিরে। শেষপর্যন্ত একটা নির্জন জায়গাতে এসে গাড়ীগুলো সমেত তার ড্রাইভারদের মুক্তি দিলো ওরা। ওই নির্দিষ্ট জায়গায় গুইলিয়ানোর নির্দেশ মতো ওর অনুচরেরা পালকি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গুইলিয়ানো প্রতিশ্রুতির হেরফের করাটা একেবারেই পছন্দ করে না। পাহাড়ের গুহায় একটা আরামদায়ক জায়গাতেই রাখা হলো কার্ডিনালকে। তিনি নিজে ওখানে যা খান তাই দেওয়া হলো তাকে। এখানকার প্রায় সবাই ওর আধ্যাত্মিকতার ওপরে শ্রদ্ধাশীল। এমন কি প্রতিবার খাবার দেওয়ার সময়ে ওর কাছে যারা আসতো তারাও ওর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতো।

কার্ডিনালের অপহরণ সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া মাত্র চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সিসিলির জনসাধারণের দুধরনের আবেগ কাজ করছিল। প্রথমতঃ পবিত্র কোন বস্তুর অপবিত্র হওয়ার আতংক। দ্বিতীয়তঃ মাফিয়াদের উল্লাসের আতংক। কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়েও টুরি গুইলিয়ানোর জন্যে একধরনের গর্ব বোধ করলো তারা।

এই প্রথমবার একজন সিসিলিয়ান রোমকে নাড়া দিতে পেরেছে। রোম আজ পরাজিত। গুইলিয়ানো এই মুহূর্তে একজন 'সম্মানীয় মানুষ'। অন্ততঃ তাদের চোখে তো বটেই।

সবাই-এর এখন একটাই চিন্তা, তাহলো, কার্ডিনালকে ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে ও কি দাবী করবে। উত্তরটাও ওরা মোটামুটি ভেবে রেখেছিল। একটা বিরাট অংকের অর্থ। অনেক লিরা। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। কার্ডিনালকে ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে গুইলিয়ানো দাবী করে বসলো একশো মিলিয়ন লিরা। চাওয়া হলো অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে। অবশ্য এই চাওয়ার পেছনে ওর আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল।

গুইলিয়ানো কার্ডিনালকে বললো, 'আমি নিজে একজন কৃষক। কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশেই আমি কৃষক হইনি। আমি আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি জীবনে ভাঙিনি। আমি জানি ক্যাথলিক চার্চের একজন কার্ডিনাল হিসেবে আপনার অনেক মূল্যবান

গয়না পত্র এবং ক্রুশ রয়েছে। কিন্তু এগুলো আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। এমন কি পবিত্র চার্চও আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কার্ডিনাল এবারে আতঙ্কে স্থির হয়ে গেলেন। তার হাঁটু দুটো মৃদু কাঁপছিল। কিছু বলতে পারলেন না তিনি। গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, আপনি খুবই সৌভাগ্যবান। আপনার ক্ষেত্রে আমার একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে।'

এরপর ও কিছু 'প্রমাণ পত্র' এনে কার্ডিনালের হাতে দিয়ে বললো, 'এগুলো আপনি পড়ুন।'

কার্ডিনাল ওগুলো পড়তে আরম্ভ করলেন। তাতে তিনি নিজের হাতে পসিওট্টাকে লেখা চিঠিটাও দেখতে পেলেন। কার্ডিনালের মুখটা এবার গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি একটা হাত বুকের ওপর ঘুরিয়ে ক্রুশের ভংগী করলেন।

গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, 'শ্রদ্ধেয় কার্ডিনাল, আপীন এগুলো পড়ে নিয়ে চার্চ আর আপনার বিচার মন্ত্রী ফ্র্যাংকে ট্রেজার কাছে যান। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীকে শেষ করে দেবার মতো ক্ষমতা আমার আছে। এই প্রমাণ পত্রগুলো আমার মৃত্যুর পরেও নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে। আপনি জীবনে তা খুঁজে পাবেন না। এটি আপনি ডন ক্রোসেকেও জানাতে পারেন। উনি ভাল ভাবেই জানেন আমি কিভাবে শত্রুদের মোকাবিলা করি।

কার্ডিনাল অপহৃত হবার ঠিক সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা। টুরি গুইলিয়ানোর প্রেমিকা লা ভেরেনারা ওকে ছেড়ে চলে গেল। বছর তিনেক ধরে গুইলিয়ানো ওর বাড়ীর সংকীর্ণ পরিবারে দিন কাটিয়েছে। ওর বিছানাতেও কাটিয়েছে। লা ভেরেনারার নরম শরীরের উত্তাপও যথারীতি নিয়েছে। এর পরিবর্তে মেয়েটা এক দিনের জন্যেও গুইলিয়ানোর বিরুদ্ধে কোনোরকম অভিযোগ করেনি। একরকম ওকে আনন্দ দেওয়াটাই ছিল ভেরেনারার মূল কথা।

হঠাৎ সেদিন রাতে ভেরেনারা বলে উঠলো, 'আমি ভাবছি ফ্লোরেন্স চলে যাবো। ওখানে আমার এক আত্মীয় থাকে।'

—'কেন চলে যাবে কেন? জিজ্ঞেস করলো গুইলিয়ানো। জবাবে বলে উঠলো ভেরেনারা,' তোমার এই বিপজ্জনক জীবনটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখি।'

গুইলিয়ানো জিজ্ঞেস করলো, 'কি স্বপ্ন?'

ভেরেনারা বললো, 'স্বপ্ন দেখি আমার চোখের সামনে তুমি নির্মম ভাবে গুলি খেয়ে মরছো। আমার স্বামীকে মাফিয়ারা বাড়ীর সামনেই নিষ্ঠুরভাবে জানোয়ারের মতো গুলি করে মেরেছিল। তোমার বেলাতেও ওই স্বপ্নটাই দেখি।'

কথাটা বলেই ভেরেনারা গুইলিয়ানোর মাথাটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নিলো। গুইলিয়ানো টের পেলো ভেরেনারা হৃদয়ের শব্দ। গুইলিয়ানোর একটা হাত তখন ভেরেনারার মাথার চুলে হাত বুলোচ্ছিল। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ভেরেনারা।

গ্ইলিয়ানো এবার বলে উঠলো, তুমি তো আগে এতো ভীতু ছিলোনা ভেরেনারা ?' কথাটা শুনে মাথা নাড়লো ভেরেনারা। তারপর বলে উঠলো, 'তুমি খুব নিষ্ঠুর হয়ে গেছ টুরি। তোমার শত্রু আজ চতুর্দিকে। সবাই কিন্তু শক্তিশালী। তোমার সমস্ত বন্ধু তোমাকে নিয়ে চিন্তিত। দরজায় শব্দ হলেই তোমার মায়ের মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায় আমি নিজে দেখেছি। তোমার কি কোনোদিনও এই ফাঁস থেকে মুক্তি নেই ?' গুইলিয়ানো হেসে জবাব দিলো, 'আমি কিন্তু এর জন্যে একটুও বদলাইনি ভেরেনারা।

কথাটা শোনামাত্রই ভেরেনারা আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো। তারপর ওকে টেনে ধরে চললো, 'ওঃ টুরি, তুমি সত্যিই বদলে গেছো। আমাকে মারতে পারো তুমি। সেজন্যে আমি অবশ্য তোমাকে নিষ্ঠুর বলবো না। তুমি কিন্তু মৃত্যুকে পরোয় করো না।'

ভেরেনারার কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস দেখলো গুইলিয়ানো। বুঝতে পারছিল ভেরেনারা ভয় পেয়ে গেছে। হঠাৎ গুইলিয়ানোর সারা মন জুড়ে নেমে এলো একধরনের বিষন্নতা। বলে উঠলো ও, 'যাবে বলছো যখন যাবে বৈকি। তোমাকে আমি প্রচুর অর্থ দেবো যাতে তুমি ফ্লোরেন্সে গিয়ে ভালভাবে কাটাতে পারো। ভবিষ্যতে আর এরকম সময় থাকবে না। খুন জখমও আর থাকবে না। আমার নিজের কিছু প্ল্যান আছে। চিরদিন ধরে তো আর এই দস্যু জীবন কাটানো যায়না। আমার মা রাতে নিশ্চিন্তে যাতে ঘুমোতে পারে। সে ব্যবস্থাটাতো করতে হবে আমাকে। তখন আমরা আবার একসঙ্গে থাকবো। গুইলিয়ানো নিজের মনেই কথা বলছিল। ভেরেনারা ওর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলনা। চলে যাবার আগের দিন ভেরেনারা আবার গুইলিয়ানোকে নিজের শরীরের নরম উষ্ণতায় পরিপূর্ণ করে তুললো। এই শেষবারের মতো ওরা পরস্পরের শরীরের ঘ্রান নিতে লাগলো প্রানভরে।

রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধী বা জাতীয় স্তরের রাজনীতি বিদ যা পারেনি টুরি গুইলিয়ানো অয়ায়াসেই তা করে ফেলতে পারলো। ইতালীর সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ও একটা মাত্র কাজের দ্বারাই এক করে ফেললো শেষ পর্যন্ত। তা হলো গুই-লিয়ানো আর তার বাহিনীর ধ্বংসলীলা।

ঊনিশশো ঊনপঞ্চাশ সাল। বিচারমন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা প্রেস মারফৎ এক বিবৃতি দিলেন যে, তিনি একটা বিশেষ ফৌজ তৈরীর কথা ভাবছেন। তাতে থাকবে হাজার পাচেক মাফিয়ার একটা দল। দস্যুদমনের জন্যে এই কৌশ্যালি ফোর্স এর ঘোষনা সারা ইটালীতে একটা আলোড়ন তুললো। অবশ্য গুইলিয়ানোর নামের কোনোরকম উল্লেখ একেবারেই করা হোলোনা। সংবাদপত্র গুলো অবশ্য সরকারের এই কৌশল ধরতে পেরে গেল ভালভাবে। অবশ্য তারাও গুইলিয়ানোর ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল। সরকারের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করলো তারা এমন কি ডেমোক্রেটিক পার্টিকে এর জন্যে অভিনন্দন জানাতেও ভুললো না।

এই যে পাঁচহাজার বাহিনীর একটা ফৌজ তৈরী হলো তার প্রায় সবাই অবিবাহিত। সে কারণে এরা মারা গেলে এদের পরিবারের কোনোরকম ভরণপোষণের প্রশ্নও রইলো না। এই স্পেশ্যাল ফৌজের প্রধান হলেন কর্নেল উগো লুকা। তিনি গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন নায়ক। সংবাদপত্রগুলো তাকে ইতালীর ডেজার্ট ফক্স' নামে অভিহিত করেছিল। তার গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এমন কি সিসিলির অখ্যাত এক গ্রাম্য যুবককেও অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই যুবকটিই স্বয়ং টুরি গুইলিয়ানো। এছাড়া ও সংবাদপত্রে ছোট্ট একটা খবরও প্রকাশিত হলো। তাহলো ফ্রেডারিক ভেলার্ডি নিরাপত্তা পুলিশের প্রধান হয়েছেন। বিচার মন্ত্রী ট্রেজা তাকে নিয়োগ করলেন কর্নেল লুকাকে সাহায্য করার জন্যে।

* * * *

মাস খনেক আগেই চূড়ান্ত একটা বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন ডন ক্রোসে, বিচারমন্ত্রী ট্রেজা আর পালেরমোর কার্ডিনাল। ওদের কার্ডিনাল সেই নথিপত্র সহ সমস্ত ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই খুলে বলেছিলেন। ব্যাপারটা শুনে প্রথমেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন বিচারমন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা। ফৌজের অভিযানের আগেই ওই নথিপত্র যাকে গুইলিয়ানো 'ডায়েরী' বলে উল্লেখ করেছে সেগুলো সব ধ্বংস করে ফেলতে হবে। মিঃ ট্রেজার প্রকৃত পক্ষে স্পেশ্যাল ফৌজের অভিযান বাতিল করে দেবার ইচ্ছে ছিল। কারণ তিনি কোনো প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্যে যেতে চাইছিলেন না। বামপন্থী দলগুলো সরকারের ওপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে থাকলো। তাদের ধারণা টুরি গুইলিয়ানোকে গভর্নমেন্টই নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে।

ডন ক্রোসের কাছে এই 'ডায়েরী'র ব্যাপারটা একটা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করলো। অবশ্য এরজন্যে তিনি তার সিদ্ধান্তের কোনোরকম হেরফের ঘটালেন না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছেন। টুরি গুইলিয়ানোকে একেবারে শেষ করে দেবেন। যে লোকটা ছ'জনকে ওইরকম নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে তার আর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এ ছাড়া কোনো বিকল্প রাস্তাও আর নেই। কিন্তু টুরি গুইলিয়ানোকে তিনি নিজে কোনোভাবেই সরাসরি মারতে পারেন না। কিংবা 'ফ্রেণ্ডস অব ফ্রেণ্ডস' মারবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ওকে ধ্বংস করার কৌশলটা হবে একেবারেই অন্যরকম। কারণ গুইলিয়ানো একজন নায়ক।

ডন ক্রোসে অনুমান করতে পারলেন সঠিকভাবেই যে মিঃ ট্রেজার প্রয়োজনের সঙ্গে ওর নিজের প্রয়োজনটাও মিলিয়ে দিতে হবে। সত্যি বলতে কি তিনি ওকেই এই অপারেশানের প্রধান ব্যক্তি করলেন। ট্রেজাকে লক্ষ্য করে বললেন ডন ক্রোসে, 'আমাদের একটু সাবধানে এগোনো উচিত। আপনি গুইলিয়ানোকে বোঝানোর দায়িত্ব নিন। কিন্তু ওকে ততোক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন যতোক্ষণ না আমি ওর ওই 'ডায়েরী' ধ্বংস করে ফেলতে পারছি। এ' ব্যাপারে আমি অবশ্য গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

ফ্র্যাঙ্কো ট্রেজা এবার গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন। তারপর 'ইণ্টার কলের বোতামটা টিপলেন। ও প্রান্ত থেকে শব্দে আমার আগেই তিনি বললেন, 'ইনস্পেক্টরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

'এর কিছুক্ষণ পরেই এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন। চোখদুটো একেবারে নীল। চেহারাটা সামান্য রোগা। পরনের পোশাক অত্যন্ত ছিমছাম। মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ। মন্ত্রী ট্রেজা ওকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনিই হলে ইনস্পেক্টর ফ্রেড্রারিক ভেলারডি। একেই আমি সিসিলির সিকিউরিটি পুলিশে চীফ হিসেবে নিয়োগ করেছি। আমি প্রেসকে এটাই ঘোষণা করবো।' একটু থেমে চারদিক দেখে আবার বললেন তিনি, 'আমি সিসিলিতে যে ফৌজ পাঠিয়েছি উনি তাদের নেতার সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন

বলে তিনি ডন ক্রোসে এবং কার্ডিনালের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর ডায়েরীর প্রসঙ্গটা সবিস্তারে বলে গেলেন। সবশেষে তিনি ইনস্পেক্টরের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'ডন ক্রোসেকে আপনি আমার সিসিলির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে মনে করবেন। আপনি ওকে আমার মতোই সমস্ত খবরাখবর জানাবেন। বুঝেছেন তো?'

এই বিশেষ অনুরোধটা ইনস্পেক্টর ভেলারডির বুঝতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগলো। তাহলে গুইলিয়ানোর সঙ্গে সমস্ত এনকাউণ্টারের রিপোর্ট একেই দিতে হবে। কিন্তু ইনিতো সব খবরই গুইলিয়ানোকে জানিয়ে দেবেন। তাহলে তো ওর নিজের কেরিয়ারটাই শেষ হয়ে যাবে। ইনস্পেক্টর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ ক্রোসেকে কি আমাকে সব খবরই দিতে হবে? কর্ণেল কুকু কিন্তু বোকা নন। তিনি খবর বেরিয়ে গেলে অবশ্যই ধরতে পারবেন। তখন আবার আমি বিপদে পড়বো।'

বিচার মন্ত্রী ট্রেজা এবারে বলে উঠলেন, বিপদের মুখে আপনি যাতে না পড়েন তার ব্যবস্থাতো করেছি। আপনি আমার নাম করবেন। আপনার আসল কাজ হলো, গুইলিয়ানোর 'ডায়েরী' টার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এজন্যে গুইলিয়ানোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যতোক্ষনে না আমরা ওই 'ডায়েরীটা নিজেদের হেফাজতে না আনতে পারি।'

ইনস্পেক্টর এবার নিস্পৃহ ভাবে ডন ক্রোসের দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, 'আপনার কাজ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। কিন্তু একটা কথা আমার বোঝা দরকার। ওই ডায়েরী ধ্বংসের আগে যদি আমরা গুইলিয়ানোকেই জীবিত ধরতে পারি তখন কি করবো?'

ডন ক্রোসেই জবাব দিলেন, 'সেটা হবে একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।'

*　　　　*

স্পেশ্যাল ফোর্স-এর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল উগো লুকাকে নিয়ে কাগজপত্রে অনেক লেখালেখি হলো। ওর সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নিয়েও প্রচুর আলোচনা চললো।

সংবাদপত্রগুলো বরাবরই ওকে 'বুলডগ হিসেবে প্রশংসা করে যাচ্ছিল। কর্ণেল এসব ব্যাপারে অবশ্য নিস্পৃহই থাকলেন। তবে রিপোর্টগুলো যথারীতি পড়ে দেখলেন তিনি। একসময় তিনি করনীয় কর্ত্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তও নিলেন। টুরি গুইলিয়ানো গেরিলা যুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষ। ও দুঃসাহসী, কাজেও এগোয় খুব সুন্দর পদ্ধতিতে আর কৌশলে। ওর সঙ্গে সব সময় থাকে জনা কুড়ির মতো দুধর্ষ অনুচর।

এদের মধ্যে ওর সহকারী গ্যাসপার পিসিওট্টা দুধর্ষ প্রকৃতির। ক্যানিও সিলভেস্ট্রো হলো আর এক মারাত্মক ব্যক্তি যে ওর দেহরক্ষী। স্টিফেন অ্যাডোলিনি গুপ্তচর বিভাগের প্রধান। এ ছাড়া প্যাসাটেম্পো আর ট্যারোনোভার নিজস্ব বাহিনী থাকলেও ওরা গুইলিয়ানোর হয়েই কাজকর্ম করে। গুইলিয়ানোর অপহরণের কাজকর্মের ব্যাপারে ট্যারানোভাই ওর সর্বক্ষণের সংগী। এছাড়া ব্যাংক আর ট্রেন ডাকাতির কাজকর্মগুলোতে ওর সঙ্গে থাকে প্যাসাটেম্পো।

কর্ণেল একটা বিষয়ে পরিষ্কার হলেন। তা হলো গুইলিয়ানোর বাহিনীতে সবসমেত শ'তিনেকের মতো লোক আছে। এই নায়ক ছ'ছটা বছর ধরে একই ভাবে এখনো টিকে আছে। এটা একটা অদ্ভুত বিষ্ময়ের ব্যাপার। অন্ততঃ কর্ণেলের কাছেতো বটেই। সমস্ত প্রদেশের মাফিয়াদের সঙ্গে ও একাই লড়াই করে যাচ্ছে। সিসিলির উত্তরপূর্ব দিকটা ওরই নিয়ন্ত্রণে। যখন পাহাড়ে তল্লাসী চলে তখন ও কোথায় গা ঢাকা দেয় কে জানে। ওকে খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব। সম্ভবতঃ সিসিলির কৃষকদের কিছু অংশ ওকে সাহায্য করে। তা না হলে এটা মোটেই সম্ভব হতো না। সরকারী ফৌজ অনেকবার তল্লাসী চালিয়েও ওর খোঁজ পায়নি।

আরো একটা ব্যাপার পরিষ্কার তাহলো খনটেলপারোর অনেক বাসিন্দাই ওই দলের সম্ভবতঃ গোপন সদস্য। কিন্তু এসবের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো টুরি গুইলিয়ানোর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা। ওকে বিশ্বাসঘাতকতা করার এরকম লোক নেই। এমন কি ও যদি বিপ্লবের ডাক দেয় তাহলে হাজার হাজার লোক ওর পতাকার নীচে গিয়ে দাঁড়াবে।

সবশেষে আরো একটা বাধা আছে যা গুইলিয়ানোকে ধরায় অন্তরায়। তাহলো ওর ছদ্মবেশ। ও যে কখন ঠিক কোন্ জায়গায় থাকবে তা কারোর পক্ষেই আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। রিপোর্টটা কর্ণেল যতোই পড়ছিলেন ততোই উৎসাহিত হয়ে উঠছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি এমন একটা ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন যার বিরুদ্ধে তিনি এগোতে পারেন। এটির গুরুত্বও অনেক।

গুইলিয়ানো প্রায়ই সংবাদপত্রে চিঠি লেখে। এর আগে অনেকবারই ও ডাকাতি করার পরে সেটার ব্যাখ্যা করে চিঠি দিয়েছে। সংবাদপত্রের সম্পাদককে বন্ধু বলে উল্লেখ করে সেই চিঠি ছাপানোরও অনুরোধ জানিয়েছে যথারীতি।

এই সম্পর্কে কর্নেলের দৃষ্টিভংগী হলো, ওসবগুলো গুইলিয়ানোর অসৎ কাজের সাপাই পাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি ওটা পরোক্ষ হুমকিও বটে। অবশ্য

ও ডাকাতি করে যা পায় তার প্রায় সবটাই সিসিলির গরীব মানুষদের দান করে দেয়। 'একটা বিশেষ ধরনের চিঠিতে ছ'জন মাফিয়াকে হত্যা করার সাফাই হিসেবে ও জানিয়েছে এ'ভাবেই একমাত্র এখানকার নির্যাতিত কৃষকদের ন্যায্য দাবী আদায় করা সম্ভব।

কর্নেল একটা ব্যাপারে অবাক হলো যে, সংবাদপত্রগুলো এ চিঠি প্রকাশ করেছে। এমন কি এর পেছনে সরকারী সমর্থনের বিষয়টাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমস্ত কিছু ভেবেচিন্তে তিনি বিচার মন্ত্রী ট্রেজাকে একটা চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন যে, যেভাবেই হোক গুইলিয়ানোকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা দরকার। বিশেষতঃ ওকে যদি এখানকার জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যেতে পারে তাহলেই এই অভিযানকে সার্থক করা সম্ভব।

আরো একটি বিষয়ে কর্নেলের জানা প্রয়োজন। সেটা হলো, গুইলিয়ানোর কোনো প্রেমিকা আছে কিনা সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়া। অবশ্য এটা জানতে তার কোনো অসুবিধে হলো না যে, দস্যুরা পালেরমো শহরের বেশ্যালয়গুলো ব্যবহার করে। এছাড়া টুরির ডানহাত গ্যালারির পিসিওট্টা স্বয়ং একজন নারীলোলুপ ব্যক্তি। শেষ দিকটায় অবশ্য গুইলিয়ানোর কোনো নারী সঙ্গী ছিল না এটা নাকি ঘটনা। কিন্তু কর্নেল এ' ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাস করতে রাজী নন। মনটেল-প্যারেতে গুইলিয়ানোর নিশ্চয়ই কোনো রক্ষিতা আছে। যদি ব্যাপারটা কোনোরকম ভাবে জানতে পারেন তিনি তাহলে আর্দ্ধেক কাজই শেষ হয়ে যাবে। আরো একটা ব্যাপার আছে। তা হলো, গুইলিয়ানোর সঙ্গে ওর মায়ের যোগাযোগ। বাবা-মা দুজনের প্রতিই সমানভাবে অনুরাগী। বিশেষত মায়ের ওপরে ও বেশীমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল। কর্নেল এটা নিয়েও ভাবনাচিন্তা আরম্ভ কবলেন। গুইলিয়ানোর যদি কোনো প্রেমিকা না থাকে তাহলে ওকে আয়ত্বে আনার জন্যে ওর মাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সমস্ত রকমের প্রস্তুতি নেওয়ার পরে কর্নেল লুকা তার বাহিনীকে ঠিকভাবে সুসংগঠিত করলেন। তিনি ক্যাপ্টেন অ্যান্টনী পেরেঞ্জাকে নিজের একজন সহযোগী এবং ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করলেন। ক্যাপ্টেন পেরেঞ্জের শরীরটা একটু মোটাসোটা। কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের সাহসী মানুষ। একমাত্র এই লোকটার পক্ষেই কর্নেলের জীবনের নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব।

উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের সেপ্টেম্বর মাস। কর্নেল লুকা সিসিলিতে গিয়ে পেঁাছোলেন। সঙ্গে প্রথম দফায় হাজার দুয়েক বাহিনী। মিঃ লুকার মতে এটাই যথেষ্ট। গুইলিয়ানোর বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার ফৌজ এনে ওকে গৌরবান্বিত করার করার কোনো অর্থ হয় না। একজন দস্যুর বিরুদ্ধে অভিযানে এতো ব্যাপকতার কোনো প্রয়োজন নেই।

মিঃ লুকার প্রথম কাজ হলো, সংবাদপত্রগুলোকে নির্দেশ দিয়ে গুইলিয়ানের চিঠি ছাপানো বন্ধ করা। দ্বিতীয় কাজ হলো, পুত্রের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই অভিযোগ ওর বাবা-মাকে গ্রেফতার করা। তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো

মনটেলপ্যারোর অন্ততঃ শ'দুয়েক বাসিন্দাকে গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার করে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা।

পরিকল্পনা নিয়ে মিঃ লুকা এবারে এগোতে আরম্ভ করলেন। তার নির্দেশ শ'দুয়েক লোককে গ্রেফতার করে পালেরমোর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। বেনিটো মুসোলিনীর আমলেও এ সমস্ত কাজ আইনসম্মতভাবেই করা হয়েছিল। সরকারী রেকর্ড ঘাটলেই তা পাওয়া যাবে।

এরপর গুইলিয়ানোর বাড়ীতে নির্বিচারে তল্লাসী চালানো হলো। সেই সময়ে আবিষ্কৃত হলো একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ। এরই সূত্র ধরে গ্রেফতার করা হলো ফ্লোরেন্সে থাকা লা ভেরেনারাকে। ভেরেনারা অবশ্য সব ব্যাপারটাই অস্বীকার করলো। শেষপর্যন্ত ওকে অবশ্য আটকে রাখা হলো না। অবশ্য ইনস্পেক্টর ভেলারডি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করেন নি। তাসত্বেও ওকে ছেড়ে দেওয়া হলো একটাই উদ্দেশ্যে। ভবিষ্যতে গুইলিয়ানো ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এদিকে সংবাদ পত্রগুলো কর্নেল লুকার অভিযানের ব্যাপারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

* * * *

প্রথম একটা মাস টুরি গুইলিয়ানো কর্নেল লুকার সমস্ত কাজকর্ম ভালভাবে লক্ষ করে গেল। কর্নেলের এগোনোর ব্যাপারে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না। ওর সাহসেরও প্রশংসা করলো মনে মনে। কর্নেলের নির্দেশে সংবাদপত্রগুলো ওর চিঠি ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ওকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রথম পদক্ষেপ। ওই চিঠিগুলো জনসাধারনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। কিন্তু এরপর যখন কর্নেল নির্বিচারে মনটেলপ্যারের জনসাধারণকে গ্রেফতার কর ত আরম্ভ করলেন তখনই সেই মুগ্ধতা ধীরে ধীরে ক্রোধে রূপান্তরিত হলো। কর্নেল লুকার ওপরে একটা ঘৃনার মনোভাব তৈরী হলো। এরপর যখন গুইলিয়ানোর বাবা-মা গ্রে তার হলেন তখন ওর মাথায় খুনের নেশা চেপে গেল।

দিন দুয়েক ধরে গুইলিয়ানো গম্ভীর হয়ে পাহাড়ের গুহায় বসে রইলো। নানাভাবে প্ল্যান করতে লাগলো কিভাবে এই লড়াইএর মোকাবিলা করা যেতে পারে। কর্নেল লুকার সঙ্গে এখন হাজার দুয়েক ফৌজ আছে। এর মধ্যে হাজার খানেক অন্ততঃ পালেরমো শহরের ভেতরে এবং বাইরে জড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। বাকী হাজার খানেক ফৌজ অন্যান্য শহরে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে মনটেলপ্যারো এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে। প্রতিটি শহরে এখন ওদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কর্নেল লুকার নিজস্ব হেড কোয়ার্টার ছিল পালেরমো শহরের দুর্গম অঞ্চলে।

টুরি গুইলিয়ানো নানাভাবে হিসেব নিকেশ করতে আরম্ভ করলো যাতে এই সংকটের মোকাবিলা করা যেতে পারে। গুইলিয়ানো ভেবেচিন্তে পরিকল্পনার একটা ছক তৈরী করার দিকে এগোলো। এই পুরো ছকটা যেমন করে হোক নিখুঁত

হওয়া চাই।

সমস্ত বিষয়টা ভেবে নিয়ে টুরি গুইলিয়ানো এবার পিসিওট্টাকে ডাকলো। পুরো প্ল্যানটা জানালো তাকে। এরপর ডাকা হলো প্যাসাটেম্পো, ট্যারামোভা আর অ্যান্ডোলিনিকে। তাদের ওপরে বিশেষ ধরনের কাজের নির্দেশ দেওয়া হলো। এছাড়া পরিকল্পনার সেই অংশটুকুই এদের জানানো হলো যেটুকু এদের প্রয়োজন।

পালেরমোর হেডকোয়ার্টার থেকে পশ্চিম সিসিলির সমস্ত বাহিনীর পাওনাগণ্ডা মেটানো হোতো। এই রকমই অর্থ ভর্তি একটা ওয়াগণ প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টারগুলোতে পাঠানো হলো সৈন্যদের মাইনে দেওয়ার জন্যে। বলা বাহুল্য, ওয়াগান সশস্ত্র প্রহরাও ছিল। প্রতিটি খাম একটা ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্সে রাখা ছিল ভালভাবে। তারপর তালাবন্ধ ছিল সেটা। এই তালাবন্ধ বাক্সটা আবার একটা ট্রাকের ওপর রাখা ছিল। ট্রাকটাও যথারীতি তালাবন্ধ ছিল। এই ট্রাকটায় আগে সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র বহন করা হতো।

স্বয়ং ড্রাইভারের হাতেও একটা পিস্তল ছিল যথারীতি। ওর পাশেই একজন সশস্ত্র সেনা বসে। লক্ষ লক্ষ্য মিলিয়ান লিরা নিয়ে ট্রাকটা পালেরমা ছেড়ে এগোতে আরম্ভ করলো। সেটার আগে ছিল আরো তিনটে জীপ। প্রতিটি জীপেই বসানো ছিল মেসিনগান। জীপে ছিল চারজন করে সেনা। এছাড়া আর একটা ছিল সেনাদলের নিজস্ব ট্রাক। তাতে কুড়িজনের মতো সেনা মেসিন পিস্তল আর ভারী রাইফেল প্রভৃতি নিয়ে বসে ছিল। সমস্ত গাড়ীগুলোতেই ওয়ারলেসে যোগাযোগ করা হচ্ছিল। পালেরমা আর কাছাকাছি সেনা ব্যারাক গুলোর সঙ্গে তারা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছিল। এরকম একটা বাহিনীতে দস্যু দলের আক্রমন করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তাহলে সেটা আত্মহত্যার সামিলই হতো।

খুব সকালেই গাড়ীটা পালেরমা থেকে ছেড়েছিল। সেটা প্রথমে গিয়ে দাঁড়ালো টোমাসো ন্যাটালে। তারপর ওখান থেকে তারা পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো মনটেলপ্যারোর দিকে। নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌছতে সারাটা দিনই লেগে যাবার সম্ভাবনা। গাড়ীগুলো রাস্তাধরে খুব দ্রুত বেগে ছুটছিল। সেনারা সবাই নিজেদের মধ্যে রসিকতা করছিল। সামনের তিনটে জীপের ড্রাইভাররা তাদের অস্ত্রগুলো পাশে নামিয়ে রেখেছিল স্বাভাবিক ভাবে। কিছুক্ষনের মধ্যে গাড়ীগুলো শেষ পাহাড় চুড়োয় উঠতে লাগলো, সেদিকটা মনটেলপ্যারোর দিকে চলে গেছে। সামনেই ভেড়ার পাল থাকার জন্যে মাঝে মধ্যে তাদের গতি কমিয়ে দিতে হচ্ছিল। সেনারা প্রায়ই চীৎকার করে মেষপালকদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বলতে লাগলো বারবার। প্রত্যেকেই ভেতরে ভেতরে খুবই অস্থির হয়ে উঠছিল। কখন যে নির্দিষ্ট জায়গায় তারা পেঁছোবে সেটাই ছিল তখন তাদের একমাত্র মাথাব্যথা। আর কিছুটা গেলেই মনটেলপ্যারো শহর। কর্নেল কুকার পাঁচশো সেনার বেতনও এর মধ্যে আছে। এই মুহূর্তে আর কোনো বিপদের আশংকা নেই। পেছনের বেতন বহনকারী ট্রাকটা তখন ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বেরোবার কোনো রাস্তা খোলা পাচ্ছিল না সেটা।

মধ্যে ও আরো লম্বা আরো ছিপছিপে হয়েছে। দেখতেও সুন্দরী হয়েছে। তখন ওর বয়েস মাত্র ষোলো। কিন্তু ওর মুখের আর শরীরের গড়ন ভীষণ রকমের উজ্জ্বল। পরিপূর্ণভাবে ও একজন সিসিলিয়ান নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ঘন কালো চুলে চিরুনি বসিয়ে আঁচড়ালো। ওকে অনেকটা ইজিপ্টদের মহিলাদের মতোই লম্বা দেখতে। ঘাড়টা সোনালী রঙের। চোখদুটো বড়। একমাত্র ওর মুখটাই এতো সরল যে ওকে যুবতী বলে ভাবতে ভুল হয়।

পরনে ছিল সাদা পোশাক। সাদা পোশাকের ওপরে একটা লাল রঙের ফিতে আড়াআড়ি ভাবে রাখা। একটা সুন্দর ছবির মতো মনে হচ্চিল ওকে। গুইলিয়ানো বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। একটা কাফেতে বসেছিল ও। ওকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওর সংগীরা বসে আছে। জাষ্টিনার বাবার মুখটা ছিল গম্ভীর। এমন কি জাষ্টিনার মাও কাফেতে ঢোকার সময়ে গুইলিয়ানোকে না চেনার ভান করলো। একমাত্র ওর দিকে তাকিয়ে ছিল জাষ্টিনা। ব্যাপারটা বুঝতেও অসুবিধে হচ্চিল না গুইলিয়ানোর।

তবুও ওকে অভিনন্দন জানাতে পারলো না ও। জাষ্টিনার চোখ দুটো কিছুটা বিষণ্ন লাগলো এবার। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো সামান্য। গুইলিয়ানোর মনে হলো, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ও যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস।

দস্যুজীবনে প্রবেশ করার পর থেকেই গুইলিয়ানো প্রেমে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তার বক্তব্য, এটা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু জাষ্টিনাকে দেখার পর ওর মধ্যে এমন একটা অনুভূতি হচ্চিল যা এর আগে ও কোনোদিন টের পায়নি। এটাই প্রেম কিনা বুঝতে পারছিল না গুইলিয়ানো।

এর মাস খানেক পরে গুইলিয়ানো বুঝতে পারলো যে, জাষ্টিনার মূর্তিটা ওর হৃদয়ে একেবারে খোদাই হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো একধরনের যৌন খিদে যা কে লা ভেরেনারার সঙ্গে প্রায় প্রতি উন্মত্ত রাতে ভোগ করেছে। গুইলিয়ানো বার যেন একধরনের দিবা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করালা। দেখতে পেলো, জাষ্টিনার ঙ্গ ও পাহাড়ে ঘুরেছে। ওকে বিভিন্ন গুহা আর ফুলে ঢাকা পাহাড়ী উপত্যকা-লা দেখাচ্ছে। খোলা শিবিরে উনুনে রান্না করে খাওয়াচ্ছে ওকে। ঠিক তখনই হলো ওর, গীটারটা মায়ের কাছেই রয়েছে। গুইলিয়ানোর চোখে একটা ছবি উঠলো। জাষ্টিনাকে ও গীটার বাজিয়ে শোনাচ্ছে। তন্ময় হয়ে জাষ্টিনা আ। বছরের পর বছর ধরে গুইলিয়ানো যে কবিতাগুলো লিখেছে সেগুলো যে চ যাচ্ছে।

তখন লয়ানো মনে মনে ভাবলো, মনটেলপ্যারেতে গিয়ে গোপনে জাষ্টিনার সঙ্গে এদি খা করে আসে। এই চরম বিপদের দিনেও কথাটা কি করে মনে এলো তা ফৌজের জেই অবাক হয়ে গেল। কর্নেল কুকার বিশেষ বাহিনী থাকলেও কিছু ট্রাকের। ঠিক তখনই ও বাস্তবতায় ফিরলো, মনে হলো ওর ও একটা বিপজ্জনক কিন্তু এই যাচ্ছিল ঝুঁকি নিয়ে।

পাহাড়ের

সবটাই একধরনের নির্বুদ্ধিতা, এই মুহূর্তে ওর জীবনে দুটো বিকল্প আছে। হয় সেনাবাহিনীর হাতে খুন হওয়া আর না হয় আমেরিকায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যাওয়া। আমেরিকায় যেতে গেলে জাষ্টিনাকে নিয়ে শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবেনা, ওকে আপাতত মন থেকে বিসর্জন দেওয়া দরকার। জোর করে ওকে নিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব, তাহলে ওর বাবা শত্রু হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই ওর অনেক শত্রু হয়ে গেছে, পিসিওট্টা একবার এক নিরীহ মেয়েকে ধর্ষন করেছিল বলে গুইলিয়ানো ওকে চাবুক মেরেছিল। এছাড়াও বছর তিনেকের মধ্যে তিনজনকে ও ধর্ষন করার অপরাধে শেষ করে দিয়েছিল। জাষ্টিনার ক্ষেত্রে ওর অনুভূতি বড়ো বিচিত্র। গুইলিয়ানো চেয়েছে ওকে সুখী করতে, ওর চোখ দুটো ওর প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এটাই ওর কামনা। গুলিয়ানো সেজন্যেই জাষ্টিনাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কিন্তু গোপনে, এটা প্রকাশিত হোক ও তা চায়নি। একমাত্র ওর পরিবারের লোকজন, পিসিওট্টা আর দলের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া। প্রকাশ পাওরার অর্থই বিপদের আশংকা।

*   *   *   *

শেষ পাঁচ বছরে সিসেরো ফেরা গুইলিয়ানোর দলের গোপন সদস্য ছিলেন। ওর কাজ ছিল নানা সংবাদ সংগ্রহ করা, কোনো অভিযানেই দেখা যায়নি ওকে। গুইলিয়ানোর বাবা মাকে সিসেরো চিনতেন, ভারাবেলাতে ওদের ঠিক খান দশেক বাড়ির পরেই থাকতেন ওরা, ওদের প্রতিবেশী, মনটেল প্যারের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সিসেরো ফেরা ছিলেন অন্যতম, কৃষিকর্মের ব্যাপার ছিলেন ভীষণ রকমের অসন্তুষ্ট। সিসেরো তখন থেকেই জানতেন যে, গুইলিয়ানোর বাবা অত্যন্ত সজ্জন স্বভাবের ব্যাক্তি, এরপর একদিন জাষ্টিনার হাত থেকে কয়েকটা লিরা হারিয়ে যেতে সেটা গুইলিয়ানো ওকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, এরপর থেকে ওদের নিরাপত্তার ভার ও নেবে, তখন থেকেই জাষ্টিনার বাবা গুইলিয়ানোর দলের হয়ে কাজকর্ম করতে লাগলেন, দলে থেকে পাওয়া ভাগের টাকায় তিনি মনটেল প্যারেতে একটা সরাইখানা খুলেছিলেন।

এরপরে ওর ছেলে সিলভিও যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে সোস্যালিষ্ট সমর্থক হয়ে উঠলো তখন তিনি ওকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন, ওর ছেলে সিলভিও ফেরার ব্যাক্তিগত আদর্শ বিশ্বাসের জন্যে অবশ্য তিনি এটা করলেন না। পরিবারের বাকী সদস্যরা যাতে ওর জন্যে বিপদে না পড়ে সেটাই ছিল ওর আদেশের কারণ। রোমের শাসক কিংবা তাদের গনতন্ত্র সম্পর্কে ওর কোনরকম মোহ ছিলনা। তিনি গুইলিয়ানোকে তার পরিবারের রক্ষার জন্যে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা আবার স্মরন করিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ওর ছেলে সিলভিও ফেরাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গুইলিয়ানো কথা রেখেছিলো, তা সত্বেও খুন হয়েছিলেন সিলভিও ফেরা, ওর বাবাকে কথা দিয়েছিল গুইলিয়ানো যে, ভবিষ্যতে এর বদলা ও নেবেই।

সিসেরো ফেরা 'জিনেস্টা'র ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে কখনোই টুরি

গ্রুইলিয়ানোকে দোষী করেনি, তিনি জানতেন ঘটনাটা টুরিকে একটা মারাত্মক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, এই মুহূর্তে ও বিপন্ন। গ্রুইলিয়ানো নিজেও ভীষণ অনুতপ্ত। এটা তিনি তার স্ত্রীর মুখ থেকেই শুনেছিলেন, ওর স্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মারিয়া লাম্বাভাবে কথাবার্তা হতো। গ্রুইলিয়ানোকে নিয়েও আলোচনা হতো সবসময় ওদের মধ্যে। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা, ওরা তখন এরকম দুঃখ ছিলনা। শেষপর্যন্ত মাফিয়ারা গুলি করে মারলো সিলভিওকে, গ্রুইলিয়ানো অত্যন্ত সজ্জন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও ওকে এর বিপরীতে ঠেলে দেওয়া হলো। গ্রুইলিয়ানো বদলা নেবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলো এরপর থেকে গ্রুইলিয়ানোর খুনের পেছনে ওতোই দায়ী, মরিয়া ওর প্রত্যেকটি খুনকেই ক্ষমার চোখে দেখেছেন। কিন্তু 'জিনেস্ট্রা'র ঘটনার পর থেকেই তার মনটা কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এরকম জঘন্য ব্যাপার তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, বিশেষ করে গ্রুইলিয়ানো এরকম একটা নারকীয় ব্যাপার ঘটালো এটা বিশ্বাস করতে তার মন একেবারেই চাইছিল না। মেসিনগানের গুলিতে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের শরীর কিংবা অসহায় মফিয়াদের শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, এখানকার মানুষ কি করে ভাবতে পারে যে, তার ছেলে এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে পারে, গ্রুইলিয়ানো এযাবৎ কাল গরীবদেরই নিরাপত্তা দিয়ে এসেছে। সিসিলিতে ও এই অসংখ্য অসহায় মানুষগুলোর মুক্তিদাতা, ওদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে, প্রত্যেককে রুটি জুগিয়েছে, সেক টুরি গুলিয়ানো কোনোদিনই এরকম একটা গণহত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেনা। ম্যাডোনার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করে সে এই কথাই বলেছিল। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে ও কেঁদেছিল।

বেশ কিছু বছর পরে সিসেরো 'পোর্টেলা-ডেলা-জিনেস্ট্র'র প্রকৃতই কি ঘটেছিল সেই রহস্য ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো, গুলি চালানোর সময়ে প্যাসাটেম্পোর কি কোনোরকম ভুল হয়েছিল, নাকি যে কারণে প্যাসাটেম্পো বিখ্যাত সেই রক্ততৃষ্ণা মেটানোর জন্যে কিংবা পৈশাচিক আনন্দ পাবার জন্যে অতোগুলো অসহায় মানুষকে নির্বিচারে খুন করেছিল! গ্রুইলিয়ানোর পক্ষে এরকম নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। এমনত হতে পারে ওখানে কোনো তৃতীয়দল ছিল যারা সরাসরি জনতার ওপরে মেসিনগান চালিয়েছে, তারা 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস' এর অথবা সিকিউরিটি পুলিশের কোনো ছদ্মবেশী-বাহিনী।

সিসেরো ফেরা একমাত্র গ্রুইলিয়ানোকে ছাড়া আর কাউকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি। টুরি যদি অপরাধী হয় তাহলে গোটা দুনিয়াটাই ওর চোখের সামনে মিথ্যে হয়ে যাবে, একরকম শিশু বয়েস থেকেই গ্রুইলিয়ানোকে দেখেছেন তিনি, ওর এই নৃশংস মানসিকতা কোনোদিনও ওর চোখে পড়েনি। সিসেরো প্রথম থেকেই ওর চোখ কান খোলা রেখেছিলেন। দলের অন্যান্য গোপন সদস্যের জন্যে মদ আনতেন। বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য রাখতেন যাদের কর্ণেল লুকা তখনো গ্রেফতার করেননি। 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস' এর শহরে যারা থাকতো তারা মাঝেমধ্যেই ওর সরাই খানায় মদ খেতে আসতো, তাস খেলতো কিংবা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতো।

সিসেরে খুব সতর্ক ভাবে ওদের কথাবার্তা শুনতেন। একদিন রাতে তিনি এভাবেই শুনতে পেলেন 'জন্তু' আর 'শয়তান' ডন ক্রোসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ওর মনে সন্দেহ হলো। এরা নিশ্চয়ই কোনো রহস্যময় ব্যক্তি। তখন তিনি গোটা ব্যাপরাটা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলেন। শেষে তিনি দুই এ দুইএ চার করে দেখলেন প্যাসাটেম্পো আর অ্যাডোনিনিই সেই রহস্যময় দুই ব্যক্তি, এরাই ডন ক্রোসের সঙ্গে দেখা করেছিল। 'ভিলারা'তে ডনের বাড়ীতে চসে ওরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ছিল এটা জানতে ইচ্ছে হলো ওর। জায়গাটা পাহাড়ের নীচু এলাকা থেকে অনেকটা দূরে। সিসেরো তখন একটা কিশোরের হাতে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল গুইলিয়ানোকে দেবার জন্যে। সেই চিঠিতে তিনি গুইলিয়ানোকে দিন দুই বাদে পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করতে বললেন।

কথামতো গুইলিয়ানো নির্দিষ্ট দিনে ওর সঙ্গে দেখা করলো। তিনি ওকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন, গুইলিয়ানো নিস্পৃহভাবে শুনে গেল, কোনোরকম উত্তেজনা তার চোখেমুখে প্রকাশ পেলো না, শেষে শুধু জানালো, এই ব্যাপারটা যেন তিনি গোপন রাখেন. তারপরে সিসেরো আর কিছু শোনেননি। প্রায় মাস তিনেক পরে গুইলিয়ানো ওকে ডেকে পাঠালো, তিনি এবার একটা কিছু শোনার জন্যে প্রত্যাশা করছিলেন।

গুলিয়ানো আর ওর অনুচরেরা ছিল পাহাড়ের একটু ভেতর দিকে। কর্নেল কুকার সেনাবাহিনীর পক্ষে ওদের হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। সিসেরো ফেরা রাতের অন্ধকারে বেরোলেন, মাঝে একটা জায়গায় মিলিত হলেন পিসিওট্টার সঙ্গে। এরপর ওকে নিয়ে তিনি নির্দিষ্ট জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। শেষপর্যন্ত ভোরের আগে তাদের পক্ষে পেঁাছোনো সম্ভব হলোনা, গিয়ে দেখলেন, ইতিমধ্যেই ওদের ব্রেকফাস্ট তৈরী। তখনো গুলিয়ানোর দেখা মেলেনি।

এরপর লাঞ্চের সময় তিনি গুইলিয়ানোকে দেখতে পেলেন। ওর পরনে ছিল সাদা সিল্কের পোষাক, সঙ্গে একটা পাতলা চামড়ার ট্রাউজার, পায়ে বাদামী রঙের বুট-জুতো, চুলগুলো পরিপাটী করে আঁচড়ানো, খুব চমৎকার দেখতে লাগছিল ওকে। ইতিমধ্যেই পিসিওট্টাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। গুইলিয়ানো আর সিসেরো একসঙ্গেই বসেছিলেন। একটু বিষন্ন লাগছিল গুইলিয়ানোকে। বেশ খানিকক্ষণ অন্যান্য আলোচনার পরে গুইলিয়ানো আসল প্রসঙ্গে এলো, বললো, 'আপনি যে খবর আমাকে দিয়েছিলেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে ওই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করানো গেছে, ব্যাপারটা সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। কিন্তু আমি আপনাকে আরো কিছু বলার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। আশা করি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।'

সিসেরো ফেরা চমকে উটলেন এবার। বিনয়ের সঙ্গে বললেন তিনি, 'আমি জানি, তুমি আমাকে কষ্ট দিতে পারোনা, তোমার কাছে আমি ভীষন ভাবে ঋণী।

সিসেরোর কথা শুনে মৃদু হাসলো গুইলিয়ানো। কিশোর বয়েসেও গুইলিয়ানো

এ রকম মৃদু হাসতো। সিসেরার তা মনে পড়ে গেল।

গুইলিয়ানো বলতে আরম্ভ করলো, 'আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনাকেই বলাটা আমার প্রথম পদক্ষেপ। আপনি যদি রাজী না হন তাহলে আমি এগোবো না। আমি এই মুহূর্তে আপনাকে যে কথাগুলো বলছি তা জাষ্টিনার বাবা হিসেবে। জাষ্টিনাকে আমি ভালবাসি। আমি জানি, আমার চেয়ে অনেক ভালো ছেলে ওকে বিয়ে করার জন্যে উৎসুক। আপনি ওকে কড়া নজরে রেখেছেন এটাও জানি। যে কথা আপনাকে বলতে চাই তা আমার জেনেই আমি অনুভব করছি। আমি জাষ্টিনাকে বিয়ে করতে চাই। আপনি যদি রাজী না হন তাহলে আমি আর দ্বিতীয়বার একটু উচ্চারণ করবো না। আপনি আগেও যেমন আমার কাছে সাম্মানীয় ছিলেন পরেও সে রকমই থাকবেন। আপনাদের পরিবারের নিরাপত্তার ভারও আমার হাতেই থাকবে। এখন আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে আপনার মেয়েকে আমি জিজ্ঞেস করবো যে, সে প্রস্তাবে রাজী কি না।'

এই প্রস্তাব শুনে সিসেরো ফেরা প্রথমটায় কোনো কথা বলতে পারলেন না। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে চিন্তা করার সময় দাও।'

বলে আবার তিনি চুপ করে গেলেন। 'বেশ খানিকক্ষণ পরে তিনি আবার বলে উঠলেন,' পৃথিবীর আর কোনো যুবকের বদলে আমি তোমাকেই জাষ্টিনার স্বামী হিসেবে আশা করি। আমি আমার মৃত পুত্রের শান্তি কামনা করি। সে বেঁচে থাকলেও আমার সঙ্গে একমত হতো।'

সামান্য চুপ করে থেকে আবার বলে উঠলেন তিনি,' আমি শুধু আমার মেয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত। জাষ্টিনা যদি তোমার স্ত্রী হয় তাহলে কর্নেল কুকা তোমাকে গ্রেপ্তার করার অজুহাত পেয়ে যাবেন। এছাড়া 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস' তোমার শত্রু। তারাও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে। তুমি যদি আমেরিকা চলে না যাও তাহলে এই পাহাড়ে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। আমার মেয়ে স্বামীহারা হোক আমি তা চাইনা। আমি কথাগুলো একটু খোলাখুলিই বলছি। তুমি কিছু মনে কোরো না। এই মুহূর্তে তোমার জীবনটা জটিল হয়ে উঠেছে। তাতেই আমি আতঙ্কিত। সেইজন্যেই বলছি বিয়ের ব্যাপারটা তোমার কাছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে। আমার মতে তোমার ভবিষ্যত আর একটু পরিষ্কার আর ঝুঁকি শূন্য হওয়ার পরেই বিয়েটা করা ভাল।'

বলে সিসেরো ফেরা তাকালেন তুরি গুইলিয়ানোর দিকে। দেখতে চাইলেন, ওর মুখের মধ্যে কোনো রকম বিরক্তির ছায়া পড়েছে কি না। কিন্তু গুইলিয়ানোর মনের মধ্যে জমা হলো একরাশ হতাশা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো ও। 'আমি সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে ভেবেছি। আমার প্ল্যানটা ঠিক এই রকম। আমি আপনার মেয়েকে গোপনে বিয়ে করবো। মঠের অধ্যক্ষ স্যানফ্রেডি এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন। খুবই সাদামাটা অনুষ্ঠান হবে। বিয়েটা হবে

এই পাড়াতেই। অন্য কোনো জায়গা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। তবে আপনি এবং আপনার স্ত্রী এই বিয়েতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সে ব্যবস্থা আমি করবো। জাস্টিনা আমার সঙ্গে এরপর তিন দিন থাকবে। তারপর ওকে আপনাদের কাছেই পাঠিয়ে দেবো। এরপর যদি কোনো কারণে আমি মারা যাই তাহলেও ওকে অনেক অর্থ দিয়ে যাবো যাতে ও ভবিষ্যতে কোনো রকমভাবে কষ্ট না পায়।'

বলে সামান্য চুপ করে রইলো গুইলিয়ানো। তারপর আবার বললো, 'ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই। আমি জাস্টিনাকে ভালবাসি। সারা জীবনই ওকে আমি ভালবেসে আর নিরাপত্তা দিয়ে যাবো। ভবিষ্যতের খারাপ কিছু ঘটলে যাতে ওর কোনো অসুবিধে না হয় সে ব্যবস্থাও আমি করে যাবো। তবে এটা ঠিক, আপনার মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকির। সেক্ষেত্রে আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেবো।'

গুইলিয়ানোর কথায় সিসেরো ভীষণভাবে আলোড়িত হলেন। এই প্রথম গুইলিয়ানোকে ওর ভীষণ সরল আর চমৎকার মনে হচ্ছিল। জীবনে যেকোনো রকম বিপর্যয়ের জন্যে ও প্রস্তুত। এছাড়া ওর মেয়ের ভবিষ্যতের কথাও ও ভেবেছে। সিসেরো এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ রইলো। আমি ফিরে গিয়ে জাস্টিনাকে সবকিছু বলবো।'

একটু থেমে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'আমার দেওয়া খবর তোমার কানে লেগেছে এতে আমি খুশী।'

এই কথা শোনামাত্র গুইলিয়ানোর মুখের নরম ভাবটা মুছে ফুটে উঠলো এক ধরণের কঠিন অভিব্যক্তি। গুইলিয়ানো বলে উঠলো, 'আমি স্টিফেন অ্যান্ডোলিনি আর প্যাসাটেম্পোকে আমার বিয়েতে আমন্ত্রণ জানাবো। তখনই আমরা ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলবো।' সিসেরো এবার ওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বাড়ী ফেরার পথে ওর একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল। তা হলো, পুরো ব্যাপারটা যদি গোপন রাখা যেতো তাহলে খুবই ভাল হতো।

* * *

সিসিলিতে নারীরা বেশীর ভাগই রক্ষণশীল। এখানে এমন একজন কাউকে বিয়ে করাটা অসম্ভব নয় যে, তার সঙ্গে আগে সে একমুহূর্তও কাটায়নি। ব্যাপারটা এখানে খুবই স্বাভাবিক। এখানকার মহিলারা যখন বাড়ীর বাইরে বসে থাকে এখনও সরাসরি তারা কোনো পুরুষের দিকে তাকায় না। এমন কি রাস্তার দিকেও দেখে না। এরকম কেউ যদি করে তাহলে তাকে কুচরিত্রা বলে মনে করা হয়। এই সময়ে যাতায়াতের পথেও কোনো পুরুষ তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগ নেয় না। একমাত্র চার্চেই নারী পুরুষ পরস্পর কথা বলতে পারে। কারণ তারা জানে এখানে মেরী-মাতা তাদের রক্ষা করছেন। এছাড়া অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে তাদের মা তাদের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যদি কোনো পুরুষের কোনো যুবতীকে ভাল লাগে তাহলে

সখা। কবিতাগুলো অবশ্য ওর কাছে
সে চিঠি লিখে রেখে যায়। ওটা এখানে ...তে হলো ওকে। এরপরে বিছানায়
পেশাদার চিঠি লিখিয়েদেরও এই কাজে ব্যবহার ...ুকে এবার আঁকড়ে ধরলো।
গেলে তা আর বিয়ে পর্যন্ত এগোবে না। গুই... ...ানোর প্রেমে পড়েছিল।
জাস্টিনাকে নিজে থেকে কোনোরকম উৎসাহ না দেখালেও ... মধ্যে। জাস্টিনার
প্রস্তাব দিয়েছে। কাজটা এখানকার রীতিমাফিকই হয়েছে। ... হ...তের মধ্যে

সিসেরো ফেরা জানাতেন যে, বিয়ের কথায় জাস্টিনার উত্তর ঠিক কি কথাবার্তা
পারে। কিশোরী বয়েসেও জাস্টিনা টুরীর জন্যে খুবই চিন্তিত ছিল। ঈশ্বরের কাছে টুরির জন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতো ও। টুরির খবরের জন্যে ও প্রায়ই ওর মায়ের কাছে ছুটে যেতো। কিন্তু লা ভেরেনারার বাড়ীর সেই সুড়ঙ্গপথের খবর পাওয়া মাত্রই রেগে গেছিল জাস্টিনা। প্রথমে ওর বাবা-মা ভেবেছিলেন জাস্টিনা ক্ষেপে গেছে গুইলিয়ানোর বাবা-মা আর ভেরেনারাকে গ্রেফতার করার ফলে, কিন্তু পরে বুঝেছিলেন ব্যাপারটা তা নয়। আসলে ভেরেনারার সঙ্গে গুইলিয়ানোর সম্পর্ক আবিষ্কার করার পরেই রেগে গেছিল ও। এটা চিরকালীন সেই নারী সুলভ ঈর্ষা।

এই সমস্ত কারণেই সিসেরো মেয়ের কি উত্তর হতে পারে তা অনুমান করে রেখেছিলেন। ব্যাপারটাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু উত্তরটা পাওয়ার ধরণে তিনি একটু বিস্মিত বোধ করলেন। দুষ্টমিভরা চোখে জাস্টিনা বাবাকে জানালো যে, সে নিজে ওর কাছে যাবার প্ল্যান করেছিল। সিসেরো ফেরা মেয়ের কথায় শুধু বিস্মিতই নয় সামান্য আহত হয়েছিলেন।

* * *

পাহাড়ের গহণ-অংশে বরম্যান সাম্রাজ্যের আমলের একটা প্রাচীন দুর্গ ছিল। আকারে খুবই ছোট। গুইলিয়ানো ঠিক করেছিল ওখানেই ও বিয়ের অনুষ্ঠান আর মধুচন্দ্রিমা যাপন করবে। পিসিওট্টাকে ও নির্দেশ দিলো যে, ওখানে যেন সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। যদি অতর্কিত আক্রমণ ঘটে তখন যেন জাস্টিনার বাবা-মাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। গুইলিয়ানোর অনুচররাই মঠের অধ্যক্ষ সানফ্রেডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ভাঙাচোরা দুর্গের ভেতরে ছোট্ট একটি ভজনালয় ছিল। সানফ্রেড মনে মনে একটু খুশীই হলেন। কিন্তু এখানে কোনো মূল্যবান মূর্তি বা জানলা কপাট কিছুই ছিল না। অনেক কাল আগেই সেসব লোপাট হয়ে গেছে। মঠের অধ্যক্ষ নানা অসুবিধের মধ্যেও গুইলিয়ানোর বিয়ের উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। তিনি একবার রসিকতা করে গুইলিয়ানোকে বললেন, 'যে ব্যক্তি একাই খেলে তার কিছু হারাবার থাকে না।'

গুইলিয়ানো মৃদু হেসে জবাব দিলো, 'কিন্তু আমাকে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র নিজের সুখের ব্যাপারটাই ভাবতে হচ্ছে।'

এরপর অধ্যক্ষ সানফ্রেডের পৌরোহিত্যে জাস্টিনার সঙ্গে গুইলিয়ানোর বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হলো। বিয়ের প্রমাণ স্বরূপ মঠাধ্যক্ষ সানফ্রেড ওকে একটা সুন্দর

এই পাড়াতেই। অন্য কোনো জায়গা আমার
এবং আপনার স্ত্রী এই বিয়েতে সাক্ষী দি
আমি করবো। জাষ্টিনা আমার সঙ্গে ...ধ্য যুগীয় বর্ণমালায় সুন্দর করে লেখা।
আপনাদের কাছেই পাঠিয়ে দেবো ...ার বিয়েটা অনুমোদিত হলো। মঠের রেকর্ডে
তাহলেও ওকে অনেক অর্থ... নেই। এটা গোপনেই থাকবে। কেউ জানবে না।'
না পায়।' ...ধিতি খুব সংক্ষেপেই সারা হয়েছিল। এরপরে ওরা দুর্গের

বলে সামান্য...। সেখানেই একটা টেবিলের ওপরে মদ মাংস আর রুটি দেওয়া ভবিষ্যতের 'ভোজপর্ব' ওখানেই সমাধা হলো। কিন্তু কাউকেই গুইলিয়ানো ছাড়লো না। এমন কি মঠের অধ্যক্ষকেও নয়। কারণ এখন পুলিশের প্যাট্রোল জোরদার করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকেরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। সেখানে মোটেই নিরাপদ নয়।

মঠের অধ্যক্ষকে গুইলিয়ানো বললো, 'আপনি আমার জন্যে যা করলেন সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত আপনাকে থাকতে হবে। কারণ আমি কিছু এ'বিয়ে উপলক্ষে দান করতে চাই।'

—'ঠিক আছে, তাই হবে, 'মঠাধ্যক্ষ বললেন। এদিকে জাষ্টিনা মা বাবাকে আলিঙ্গন করলো বিয়ের শেষে। তাকালো একবার গুইলিয়ানোর দিকে। মা বাবাকে মৃদু হেসে নীচু স্বরে কি সে বললো। জাষ্টিনার কথায় ওর বৃদ্ধা মা হাসলেন। তারপর আবার মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। শেষে বিদায় নিলেন ওরা।

এরপর নববিবাহিত স্বামী স্ত্রী দুর্গের প্রধান ঘরে চলে গেল। ওটাই শোবার ঘর। তবে কোনোরকম বিছানাপত্র ছিলনা। গুইলিয়ানোকেই যে সব আনতে হয়েছে। এছাড়া স্নানের জিনিস কিংবা প্রসাধনের সামগ্রী সবই নিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। এর মধ্যে অনেক জিনিষই জাষ্ঠিনা কোনদিন দেখেনি।

ঘরের মধ্যে ঢোকার পর গুইলিয়ানো দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর জাষ্টিনাকে জড়িয়ে ধরলো। সেই মুহূর্তে ওদের শরীরে প্রায় কোনো আবরণ ছিল না। জাষ্টিনার কেমন একটা লজ্জা লাগছিল। গুইলিয়ানোর শরীরের সোনালী চামড়া অত্যন্ত মসৃন। ছিপছিপে গড়নের দেহ। জাষ্টিনার নরম সুন্দর দেহটার দিকে একভাবে তাকিয়েছিল গুইলিয়ানো, দু'চোখে মুগ্ধতা। জাষ্টিনার নরম মসৃন স্তনদ্বয় ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছিল। মুখটা ওর লাল হয়ে উঠেছে। টুরী যখন ওকে প্রথম চুম্বন করতে এগোলো তখন ও লজ্জায় প্রথমে সরিয়ে নিলো মুখটা। টুরীর ঠোঁটটা তারফলে ঠিকমতো জাষ্টিনার ঠোঁট স্পর্শ করতে পারলো না। টুরি গুইলিয়ানো সব ব্যাপারেই ধৈর্য্যে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রেও ও সেটাই অবলম্বন করলো। তবে ভেতরে ভেতরে ও প্রচন্ড রকমের অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। জাষ্টিনার সঙ্গে টুরি বরাবরই অমায়িক ব্যবহার করছিল। এটা অবশ্য ওর স্ত্রী বলে নয় আসলে এটা ওর কুশলতা। যুদ্ধের সময়েও ও সেটাই করে। টুরি ওর নরম চুলে হাত বুলোতে লাগলো। পালেরমোর রাস্তায় যেদিন টুরি জাষ্টিনাকে যেদিন দেখেছিল সেদিনের কথাই ও বলতে লাগলো বারবার।

জাষ্টিনা শুনছিল। এছাড়া জাষ্টিনাকে ও কিছু কবিতাও শোনালো।...

পাহাড়ে থাকার সময়ে ওকে উ[illegible]করেই লেখা। কবিতাগুলো অবশ্য ওর কাছে ছিল না। স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে শোনাতে হলো ওকে। এরপরে বিছানায় জাস্টিনা অনেকটা সহজ হয়ে এলো। পরস্পর পরস্পরকে এবার আঁকড়ে ধরলো। এবারে জাস্টিনা বলতে লাগলো কিভাবে আর কখন ও গুইলিয়ানোর প্রেমে পড়েছিল। ও কথা শুনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো গুইলিয়ানোর মধ্যে। জাস্টিনার কপালে হাত বুলোতে লাগলো ও। জাস্টিনা ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, 'বাবাকে আমি বলেছিলাম আমার ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। তুমি অবাক হওনি শুনে?

কথাটা শুনে গুইলিয়ানো হেসে উঠলো। বললো, 'পালেরমোতে তুমি আমার দিকে মেজাজে তাকাচ্ছিলে তারপর আমি তোমার বাবার কথায় অবাক হইনি। সেদিন থেকেই আমি তোমার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছি।'

এরপর জাস্টিনার নরম লাল ঠোঁটে নিজের ঠোঁটটা রাখার জন্যে গুইলিয়ানো ঝুঁকে পড়লো। জাস্টিনা এবারে আর ঠোঁটটা সরিয়ে নিলো না। গুইলিয়ানো ওর ঠোঁটের একটা মৃদু সুগন্ধে সম্মোহিত হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম শরীরের উন্মাদনা টের পেলো গুইলিয়ানো। ওর শরীরটা রীতিমতো কাঁপছিল। জাস্টিনা এবারে নিজে থেকেই ওকে জড়িয়ে ধরলো। এরপর দুজনে মিলে পরম আনন্দ কামনার সমুদ্রে প্লাবিত হতে লাগলো। গুইলিয়ানো টের পেলো। এটা একটা সম্পূর্ণ অন্য শরীর। আগের শরীরের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। এর আগে ও এটা অনুভব করেনি। জাস্টিনা ততোক্ষণে চোখ বুজে ফেলেছে।

গুইলিয়ানো এইভাবে কতোক্ষণ ছিল তা ওর খেয়াল ছিল না। শরীর উন্মাদনা ক্রমশঃ তুঙ্গে ওঠার পর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছিল। জাস্টিনা গভীর এক আনন্দের সমুদ্রে ডুবে গেছে। শরীরে জুড়ে খুশীর অবসাদ। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে দেখতে জাস্টিনার দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ও। গুইলিয়ানো ওকে আর বিরক্ত করলো না।

ঘুম ভাঙলো একেবারে দুপুর বেলা। উঠে পড়লো ও। দেখলো বাথ টবে ঠাণ্ডা জল ভর্ত্তি করা আছে। এছাড়া বালতিগুলোতে জলে ভর্ত্তি। গুইলিয়ানোকে ও দেখার চেষ্টা করল না। কিন্তু ও কোথাও নেই। এই মুহূর্তে ও একা। এবারে ভয় ভয় করতে লাগলো ওর। এ সমস্ত জায়গা ওর একেবারেই অচেনা।

শেষপর্যন্ত ও স্নান করাটাই মনঃস্থির করলো। টবে নেমে জাস্টিনা স্নান করতে আরম্ভ করলো। স্নান শেষে ও বাদামীরঙের একটা তোয়ালে দিয়ে শরীরটা মুছতে আরম্ভ করলো। তারপর গায়ে মাখলো একটা সুগন্ধি। সবশেষে ও পোশাক পরে নিলো। একটা কালচে বাদামী রঙের গাউন আর একটা সাদা সোয়েটার। এর সঙ্গে একটা জুতো।

বাইরে তখন মে মাসের প্রচণ্ড রোদ। সারা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও একটা ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। একটা তেপায়া টেবিলের সামনে

আগুন জ্বলছিল। জাস্টিনা দেখতে পেলো গুইলিয়ানো ওর জন্যে প্রাতঃরাশ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আশেপাশে আর কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। জাস্টিনা এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ছুটে গিয়ে উম্মাদের মতো গুইলিয়ানোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো। বললো, 'ব্রেকফাস্ট রেডি করে রাখার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি আমাকে ঠিক সময় ডাকোনি কেন?'

থেমে আবার বললো ও, 'তাহলে আমিই খাবার দাবার তৈরী করতে পারতাম। আসলে সিসিলির পুরুষমানুষেরা রান্নাবান্না করে না, তুমি দেখছি ব্যতিক্রম।

—'তোমার কথার জন্যে ধন্যবাদ।

বলে গুইলিয়ানো ওকে পাশে বসালো, রোদের মধ্যেই খাওয়া আরম্ভ হলো ওদের। ওদের ঘিরে ছিল নীল দুর্গের একটা দেয়াল। মাথার ওপরে গম্বুজ। সেটা আবার উজ্জ্বল রঙীন পাথর দিয়ে মোজেক করা। ঠিক ঢোকার মুখেই বড়ো আকারের একটা প্রবেশ দ্বার। একটা ভাঙা জায়গা দিয়ে ভজনালয়ের স্থানটা দেখা যাচ্ছিল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ওরা দুজনে চারপাশ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এ'ভাবে কাটলো ক'দিন।

ঠিক তিন দিনের দিন পাহাড় থেকে অনেকটা দূরে একাধিকবার বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলো ওরা। জাস্টিনা এবার সতর্ক হয়ে উঠলো রীতিমতো। অবশ্য গুইলিয়ানো ওকে অভয় দিচ্ছিল। গত তিন দিন ধরে টুরি রীতিমতো সতর্ক, অবশ্য ওর নিজের কাছে কোনরকম অস্ত্র শস্ত্র রাখেনি ও।

এদিকে বন্দুকের শব্দ হবার কিছুক্ষনের মধ্যেই পিসিওট্টা আবির্ভূত হলো কাঁধে কয়েকটা রক্তাক্ত মৃত খরগোস। ওগুলো জাস্টিনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো ও, তোমার স্বামীর জন্যে এগুলো রান্না করো, এগুলো ওর প্রিয় খাদ্য,

বলে মৃদু হাসলো ও, জাস্টিনা সেই মৃত পশুগুলোর চামড়াগুলো ছাড়াতে আরম্ভ করলো। পিসিওট্টা ফিরে গেল গুইলিয়ানোর কাছে। গিয়ে বসলো একটা দেওয়ালের সামনে, পিসিওট্টা বলে উঠলো এবার, আচ্ছা টুরি, শেষপর্যন্ত জাস্টিনা আমাদের কাছে ' ঝুঁকি হয়ে যাবেনা তো?'

গুইলিয়ানো শান্ত ভাবে বললো, আমি এখন সুখী, যাইহোক তুমি খরগোস শিকার কিভাবে করলে সেটা বলো।'

পিসিওট্টা কিছুক্ষন চুপ করে রইলো। তারপর বললো,' কর্নেল কুকার সেনা-বাহিনীর মধ্যে একটা ইউনিট খুব শক্তিশালী, অবশ্য চোহদ্দির সীমাতেই আমি ওদের থামিয়ে দিয়েছি। দুটো গাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র একেবারে বোঝাই করা ছিল। ওর মধ্যে একটা আমাদের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু রেহাই পায়নি। পুড়ে গেছে। অন্য গাড়ী থেকে অবশ্য আমাদের পাহাড় লক্ষ্য করে গুলি চালানো হচ্ছিল, কিন্তু কিছু হলোনা দেখে শেষপর্যন্ত গাড়ীটা মনটেল প্যারোতে ফিরে গেছে। সম্ভবত আবার ওরা কাল সকালেই ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গীদের খুঁজতে। আমার বক্তব্য

হলো, আজ রাতের জন্যে তোমার এই জায়গাটায় না থাকাই ভাল।'

গুইলিয়ানো বললো, সকালেই জাস্টিনার বাবা আসবে, আমাদের অন্য একটা জায়গায় ব্যবস্থা করেছো ?

—'হ্যাঁ', পিসিওট্টা জবাব দিলো। গুইলিয়ানো এবার বললো আমার স্ত্রী চলে যাবার পরে……।'

থেমে গেল সামান্য। তারপর আবার আরম্ভ করলো ?,

'ভজনালয়ের ঐ লোকগুলোকে আমার কাছে নিয়ে এসো, ভেবে চিন্তে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।'

গুলিয়ানোর মুখে 'স্ত্রী' শব্দটা শুনে পিসিওট্টা মৃদু হাসলো, ব্যাপারটা দেখে গুইলিয়ানোও হেসে উঠলো, তারপর গুইলিয়ানো আবার বললো 'তোমাকে 'জিনেস্ত্রা' সম্পর্কে যা বলেছিলাম তাতে তুমি অবাক হওনি ?'

—'নাতো, খুবই স্বাভাবিক।' পিসিওট্টা জবাব দিলো, গুইলিয়ানো এবার ওকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন কি খাবার জন্যে এখানে থাকবে ?

পিসিওট্টা হেসে মাথা নাড়লো, বললো, 'তোমার মধুচন্দ্রিমার শেষ রাতটা, আমি এ'সময়ে থেকে তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনা।'

গুইলিয়ানো বললো,' এরকম কিন্তু 'বেশী দিন চলবেনা। অন্য একটা জীবনের জন্যে আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের সমস্ত কাজকর্ম যতোক্ষন না শেষ হয় ততোক্ষন এখানে যেন কোনরকম গোলমাল না হয় তা লক্ষ্য রেখো।' পিসিওট্টা মাথা নাড়লো, দূরে আগুন জ্বলছিল। সেদিকে তাকালো ও। জাস্টিনা নিজের মনে রান্না করছে। গুইলিয়ানোকে বললো পিসিওট্টা, তোমার বউ সত্যিই খুব সুন্দর, তবে সাবধান, তোমার বন্ধুকে যেন ওকে হাত দিতে দিওনা, ওর বাবার মুখে শুনেছি ও নাকি খুবই বদ মেজাজী স্বভাবের। চলি এখন, বলে উঠে পড়লো ও। তারপর দ্রুত বাগানের পাঁচিল টপকে জলপাই গাছের বাগানের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু দূরে একটা ফুলদানিতে কিছু ফুল রাখা আছে। জাস্টিনাই খুঁজে ওর মধ্যে এনে রেখেছে। এতে টেবিলটার সৌন্দর্য্যও বেড়ে গেছে। গুইলিয়ানো তাকিয়েছিল সেদিকে। কিছুক্ষন পরে জাস্টিনা রান্না করা খরগোসের মাংস নিয়ে এসে হাজির হলো গুইলিয়ানোর সামনে। দুটো প্লেটে সেগুলো রাখা হলো, তারপর গুইলিয়ানো আর জাস্টিনা দুজনেই খেতে আরম্ভ করলো। খেতে খেতেই গুইলিয়ানো ভাবলো যে, জাস্টিনা পাকা রাঁধুনি ঠিক নয়। তাসত্ত্বেও রান্না ভাল হয়েছে। জাস্টিনা ওর দিকে রুটির প্লেট আর মদের গেলাসও এগিয়ে দিলো। টুরী খেতে খেতেই লক্ষ্য করলো জাস্টিনা রান্না ভাল পারে। খেতে খেতেই জাস্টিনা একবার তাকালো গুইলিরানোর দিকে, জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছো ?'

—'তোমাকে।' গুইলিয়ানো হেসে জবাব দিলো। এবার জাস্টিনা বললো, 'আমার রান্না কি তোমার মায়ের মতো হয়েছে ?'

—'খুব ভাল হয়েছে।' টুরি হেসে বললো, কিন্তু মাকে আমি একথা কখনো বলিনি '

জাষ্টিনা এবার হাসলো। বললো, 'ভেরেনারার চেয়ে রান্না ভাল ?'

টুরি গুইলিয়ানো জীবনে কোনোদিন যুবতীর সঙ্গে প্রেম করেনি। ও একটু অবাক হলো এবার। কুশলী মন দিয়ে প্রশ্নটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করলো ও। এরপরেই হয়তো জাষ্টিনা ওর সঙ্গে যা ভেরেনারার প্রেমের প্রসঙ্গ তুলবে। কিন্তু এরকম ধরনের প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে যেতে ও একেবারেই রাজী নয়। জাষ্টিনার ওপরে যে প্রেমের অনুভূতি বোধ করেছে ভেরেনারর কাছে সেসবের কোন প্রশ্নই ছিলনা। তবে ভেরেনারার প্রতি ওর একধরনের সম্মান বোধ আছে। এটা ও অস্বীকার করতে পারে না। জীবনে ও অনেক মর্মান্তিক ঘটনায় ভুগেছে। সে সব সম্পর্কে এই যুবতীর বিন্দুমাত্র ধারনা নেই।

টুরি জাষ্টিনার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, তারপর টেবিলটা পরিষ্কার করার জন্য উঠে পড়লো, জাষ্টিনা কিন্তু ওর উত্তরের আশায় বসেছিল। টুরি বললো না ভেরেনারা ভালই রান্না করতে পারতো, তার বিচার করা তোমার পক্ষে ভালো নয়।' খুশী হবার বদলে জাষ্টিনা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। গুইলিয়ানো বুঝলো ওর কথাটা বেশি কড়া ধরনের হয়ে গেছে। জাষ্টিনাকে পরম আবেশে জড়িয়ে ধরলো গুইলিয়ানো।

সারা জায়গাটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল। ওরা দুজনে খানিকটা এগিয়ে গেল। গুইলিয়ানো জাষ্টিনার কাঁধটা ধরেছিল। সিসিলিতে একটু তাড়াতাড়ি চাঁদ ওঠে। জাষ্টিনার কানে কানে ও মৃদুস্বরে কিছু একটা বললো ও। শুনে গোলাপী হয়ে উঠলো জাষ্টিনা।

'টুরি এবার বললো' আসলে আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করেছিলাম। আসলে আমার মতে তুমি এ'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রাঁধুনী'

কথাটা বলেই টুরি জাষ্টিনার কাঁধের মধ্যে মুখটা গুজে দিলো। নিশ্চয়ই জাষ্টিনার মুখ থেকে এখন কালো মেঘের ছায়া সরে যাবে।

ওদের মধু চাদ্রিমার শেষ রাতটি বেশ ভালই কাটলো। ওরা পরস্পর শুধু প্রেমের কথাই বলতে লাগলো। জাষ্টিনা কিন্তু আবার লা ভেরেনারার কথা ভুললো। টুরি গুইলিয়ানো এবারে আবার অবাক। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক মুখে বলে উঠলো ও, সেসব অতীতের ব্যাপার, এখন আর একেবারেই মনে নেই। জাষ্টিনা এরার জিজ্ঞেস করলো, 'এরপর তোমার সঙ্গে আমি কিভাবে দেখা সাক্ষাৎ করবো ?'

টুরি বললো, 'আমি তোমাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তারপর ওখানে আমি নিজেও চলে যাবো। কিন্তু তোমার বাবার কথায় এটাই একটা সমস্যা, এই দেখা হওয়ার ব্যাপারটা, অন্ততঃ আমেরিকা যাবার আগেতো বটেই।

আসলে গুইলিয়ানোর মাথায় কিছুতেই পালানোর ব্যাপারটা আসছিল না।

মর্মান্তিক ঘটনার পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে সেটাই ত ভাবতে পারছিলনা।

পরের দিন সকালেই জাষ্টিনার বাবা এসে হাজির হলেন। এবারে বিদায় নেবার পালা। যাবার আগে জাষ্টিনা ওকে জড়িয়ে ধরলো তারপর দুজনে চুম্বনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তীব্র আবেগে।

* * *

টুরি ধীরে ধীরে দুর্গের ছোট্ট ভজনালয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। ওখানেই পিসিওট্টার জন্যে ও অপেক্ষা করছিল। পিসিওট্টা অন্যান্যদের নিয়ে এখানেই আসবে। সে রকম কথা আছে। অপেক্ষা করার সময়েই ওর নিরাপত্তার ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লুকোনো অস্ত্রশস্ত্র বের করে ও নিজে কাছে রেখে দিলেন।

বিয়ের আগে মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ও ওর সন্দেহের কথাটা জানিয়েছিল।

বলেছিল, 'পোটিলা-ডেলা-জিনেষ্ট্রার ওই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের দুদিন আগে ষ্টিফেন অ্যাডোলিনি আর প্যাসাটেম্পো ডন ক্রোসের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। মঠের অধ্যক্ষকে ও আশ্বস্ত করেছিল, ওর ছেলের কোনোরকম ক্ষতি করার ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু ওর নিজের এই বৈঠকের সত্যতা জানার ব্যাপারটা একান্ত জরুরী।

এরপর মঠের অধ্যক্ষ পুরো ব্যাপারটা তাকে জানিয়েছিলেন। টুরি যা অনুমান করেছে ঠিক সেই কথাই ওর ছেলে ওর কাছে স্বীকার করেছে।

ডন ক্রোসে ষ্টিফেন অ্যাডোলিনিকে অনুরোধ করেছিলেন যে, প্যাসাটেম্পোকে নিয়ে ও যেন ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করে। কথা আছে। ঘরের ভেতরে ডন আর প্যাসাটেম্পো যখন কথা বলছিল তখন ষ্টিফেন অ্যাডোলিনি বাইরে অপেক্ষা করছিল। ওই মর্মান্তিক গণহত্যার মাত্র দিন দশেক আগের কথা এরপর যে দিবসে ওই নিষ্ঠুর ঘটনাটা ঘটে যাবার পরেই অ্যাডোলিনি প্যাসাটেম্পোকে চেপে ধরেছিল। প্যাসাটেম্পো নাকি ওর কাছে স্বীকার করেছিল যে, ডন ক্রোসে তাকে গুইলিয়ানোর নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে একটা মোটারকম ঘুষ দিয়েছে। সে কারণেই ও মেসিনগানের নলটা সরাসরি জনতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। প্যাসাটেম্পো পরে ওকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল যে, এব্যাপারে যেন গুইলিয়ানোকে ও কিছু না বলে। যদিও বলে তাহলে যেন এটা বলে যে ডন ক্রোসের বাড়ীতে কথাবার্তা বলার সময় ও নিজেও হাজির ছিল সেখানে। সেকারণে ষ্টিফেন অ্যাডোলিনি ভয়ে একমাত্র ওর বা সানফ্রেডাকে ছাড়া আর কাউকেই এ ব্যাপারটা বলেনি। স্যানফ্রেডি নিজেও ওকে উপদেশ দিয়েছিলেন চুপ করে থাকতে। কারণ একবার যদি ওর অর্থাৎ টুরীর কানে যেতো তাহলে ও রেগে দুজনকেই তৎক্ষনাৎ শেষ করে দিতো।

গুইলিয়ানো এতোটা শোনার পরে মঠাধ্যক্ষ সানফ্রেডীকে আশ্বস্ত করলো যে, ওর ছেলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ইচ্ছে তার নেই। গুইলিয়ানো অপেক্ষা করেছিল শুধু

জাস্টিনার মনটেলপ্যারোতে চলে যাবার জন্যে। তারপরও যা করার করবে। স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করার আগে ঘাতকের ভূমিকায় অভিনয় করতে ওর মন একেবারেই চায়নি।

এই মুহূর্তে ও অপেক্ষা করছিল নর্ম্যান আমলের সেই ভাঙা দুর্গের ভজনালয়ের ভেতরে। মাথার ওপরে ছাদ বলতে ভূমধ্যসাগরের ওপরকার নীল আকাশ। পেছনের বেদীটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো। গুইলিয়ানো পিসিওট্টার সংগী সাথীদের নিয়ে আসার সময় হয়ে এলো বলে। গুইলিয়ানো এখনও পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাই গোপনে রেখেছে। আগামীতে প্যাসাটেম্পোর ভাগ্য কি হতে চলেছে ঘুনাক্ষরেও তা কাউকে জানায় নি। এই মুহূর্তে টুরি গুইলিয়ানো সামান্য ক্লান্তি বোধ করছিল।

গুইলিয়ানো জানতো যে, প্যাসাটেম্পো একটা বন্য জন্তুর মতো। আবহাওয়ার পরিবর্তন টের পায়। বিপদের গন্ধ পেতে ওর মতো আর কাউকেই দ্যাখেনি গুইলিয়ানো। প্যাসাটেম্পোর সঙ্গে ব্যবহারের দিক থেকে ও আগের মতোই সতর্ক। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়েও ও বেশী খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখে। 'ট্রাপানির কাছাকাছি অঞ্চলগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে প্যাসাটেম্পোর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ওর এই হিংস্রতায় ও রীতিমতো বিরক্ত। প্যাসাটেম্পোকে ও এযাবৎ পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে ইনফরমারদের এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। এছাড়া অন্যান্য কিছু কাজেও ওকে লাগানো হয়েছে। যেমন মুক্তিপণ আদায়ের ব্যাপারে প্যাসাটেম্পোর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার। প্যাসাটেম্পোর চোখ দুটোই এমন নৃশংস যে, বাদীরা কেউ ওর চোখের দিকে তাকাতেই সাহস করতো না। তাতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতো। এতেও নাকি কাজ না হতো তাহলে প্যাসাটেম্পোই জানিয়ে দিতো যে, ভবিষ্যতে তার আর তার পরিবারের লোকেদের ভাগ্যে কি হতে যাচ্ছে। এতেই কাজ হতো। কারণ ওর বলাটা এতোই নৃশংস আর হিংস্র হতো যে বন্দীরা ভয় পেয়ে যেতো। তখন ওরা নিজেরাই নিজেদের মুক্তিপণের ব্যবস্থা করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো।

সবাই যথারীতি এসে হাজির হয়েছে। গুইলিয়ানো একবার সবাই-এর দিকে তাকালো। তারপর পিস্তলের নলটা ঠিক প্যাসাটেম্পোর দিকে রেখে গম্ভীর স্বরে বললো, 'এবার থেকে আমাদের আবার পৃথক হয়ে যেতে হবে। তবে তার আগে আমরা আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে যাবো।'

বলে প্যাসাটেম্পোর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে উঠলো আবার, 'প্যাসাটেম্পো, তুমি আমার নির্দ্দেশ পুরোপুরি মেনে চলোনি। ডন ক্রোসের কাছে থেকে টাকা খেয়ে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকরা করেছো। পোর্টেনা-ডেলা-জিনেষ্ট্রা'র সাধারণ মানুষদের ওপরে তুমিই গুলি চালিয়েছিলে। সেই অন্যায় কাজের শাস্তি তোমাকে এখন পেতে হবে।'

ট্যারানোভা চোখ দু'টো কুঁচকে যাচ্ছিল বারবার। কি ঘটতে চলেছে ও কিছুই বুঝতে পারছিল না। এ ছাড়া ও নিজের নিরাপত্তা নিয়েও বেশ আতঙ্কিত হয়ে

পড়েছিল। গ্যুইলিয়ানো অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যায় নয়। কারণ এই দুনিয়ায় সবাই নিজেকে বাঁচাতেই তৎপর। ঠিক কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলো, পিসিওট্টার রিভলবারের নলটাও প্যাসাটেম্পোর দিকে উদ্যত।

গ্যুইলিয়ানো ট্যারানোভাকে বললো, 'আমি তোমার দলকে চিনি। তুমি আমার নির্দেশ পালন করেছ। কিন্তু প্যাসাটেম্পো আমার নির্দেশ অমান্য করেছে। এরকম একটা কাজ করে তোমাকেই ও বিপদে ফেলে দিয়েছিল। যদি আমি প্রকৃত মতটা জানতে না পারতাম তাহলে আমি তোমাদের দুজনকেই শেষ করে দিতাম। কিন্তু এখন একমাত্র প্যাসাটেম্পোর সঙ্গেই আমার মোকাবিলা হবে।'

স্টিফেন অ্যাডোলিনি পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এই মুহূর্তে ওর নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। গ্যুইলিয়ানোর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে ও একজন। একটা বিশ্বাস ওর মধ্যে বরাবরই ছিল। তাহলো ওর কোনোরকম ক্ষতি হবে না।

প্যাসাটেম্পোও জানতো ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে। ওর প্রকৃতি নিষ্ঠুর হলেও অনুমান তীক্ষ্ন। ও ভেবেই নিয়েছিল যে, ওর মৃত্যুর সময় এসে গেছে। একমাত্র নিজের দুঃসাহস দেখানো ছাড়া ওর আর কিছুই করার নেই। কোনোরকমে এইদিনও যে, সময়টা শুধু কেটে যাক। কারণ তারপরই মরিয়া হয়ে ও শেষ আক্রমনটা চালাবে। প্যাসাটেম্পো খুব নিস্পৃহ স্বরেই বলে উঠলো এবার। 'স্টিফেন অ্যাণ্ডোলিনিই আমাকে 'লিরা' এনে দিয়েছিল। সেই সংগে খবরটাও দিয়েছিল ও নিজেই। সেকারণে ওকে এ ব্যাপারের জন্যে দায়ী করা উচিত।'

কথাগুলো বলার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। ও ভেবেছিল এরপর অ্যাণ্ডোলিনিকে বাঁচবার জন্যে একটা কিছু করতেই হবে। আর সেই সুযোগে ও আক্রমণ করবে গ্যুইলিয়ানোকে। গ্যুইলিয়ানো প্যাসাটেম্পোকে বললো, 'অ্যাণ্ডোলিনি নিজেকে অপরাধী স্বীকার করেছে প্যাসাটেম্পো, এ ছাড়া ওর হাতে কোনোসময়েই মেসিনগান ছিল না। ডন ক্রোসে ওর সঙ্গে স্রেফ চালাকি করেছে। যেমন তিনি আমার সঙ্গেও করেছিলেন।'

এবারে প্যাসাটেম্পো অবাক হলো। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো ও। কিন্তু আমিই শ'খানেক লোককে মেরেছি, এ অভিযোগ তুমি কখনোই করোনি। এছাড়া পোর্টেলা-ডেলা-জিনেস্টার ঘটনাতো বছর দুই আগেকার। আমরা সাত বছর ধরে একসংগে কাজ করছি। একমাত্র ওই কাজেই আমি তোমার আদেশ অমান্য করেছি। অবশ্য ডন ক্রোসেকে বিশ্বাস করেছি আমি। কারণ তাকে বিশ্বাস করা যায়।'

বলে সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো ও। 'আমি কি নৃশংস কাজ করেছি এতে তোমার মাথা খারাপ করার কোনোরকম অর্থ হয় না। তুমি যদি কাজটা করতে একটু মোলায়েমভাবে করতে। আমি জানি, সামান্য কিছু মারা গেছে। আমি নিশ্চিত বলতে পারি গ্যুইলিয়ানো, আমি অন্তত: ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিনই তোমার বিশ্বাস

ভঙ্গের কাজ করিনি।'

গুইলিয়ানো চুপচাপ শুনলো, মুখটা নিস্পৃহ আর কঠিন। প্যাসাটেম্পো যে জঘন্য কাজ করেছে তা ওকে বোঝাতে যাওয়াটা নিরর্থক। তবুও ব্যাপারটা তাকে এরকম মানসিক পীড়া দিচ্ছে কেন তা ঠিক বুঝতে পারছিল না ও। বছরের পর বছর ধরে নির্বিকারে প্রতারক পাদ্রী কিংবা মাফিয়া বা গোয়েন্দাদের হত্যার নির্দেশ দিতে ওর এতোটুকুও বুক কাঁপেনি। প্যাসাটেম্পোকে যদি নিষ্ঠুর বলা যায় তাহলে ওকেও সেই অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া যায় না।

এই মুহূর্তে খুন করার কথা ভেবে ওর মনের মধ্যে কিছুটা দ্বিধার দৃষ্টি হলো। বলে উঠলো গুইলিয়ান, প্যাশাটেম্পো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্যে আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি। তুমি হাঁটু ভেঙে বসে প্রার্থনা করো।'

প্যাসাটেম্পো তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। নিষ্পলক চাহনি। ওর পাশের লোকেরা ততোক্ষণে সরে গেছে ওর কাছ থেকে। এই পৃথিবীর বুকে ওর অন্তিম পরিণতি হতে চলেছে। প্যাসাটেম্পো এবারে হাঁটু ভেঙে বসার ভংগী করেই আচমকা লাফিয়ে পড়লো গুইলিয়ানোর দিকে। গুইলিয়ানো প্রথমে খানিকটা পিছিয়ে গেল। তারপরই এগোলো ওর দিকে। ততোক্ষনে উড়ন্তো প্যাসাটেম্পোর শরীরে ওর পিস্তলের গুলি প্রবেশ করেছে। পাক খেয়ে প্যাসাটেম্পোর দেহটা মেঝেতে আছড়ে পড়লো। সেই অবস্থাতেই ও টুরি গুইলিয়ানোকে ধরবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্রতায় টুরি সরে গেল ওর কাছ থেকে।

সেদিনই বিকেলবেলা পাহাড়ী রাস্তার ওপরে প্যাসাটেম্পোর মৃতদেহটা আবিষ্কার করলো পুলিশ বাহিনী। গুলিতে শরীরটা ক্ষতবিক্ষত। পোশাকে পিন দিয়ে আঁটা ছোট্ট একটা চিরকুট। তাতে লেখা ছিল। যারা গুইলিয়ানোর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে তাদের পরিণতি এরকমই ভয়ংকর

অসহায়ভাবে পড়েছিল নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর প্রকৃতির প্যাসাটেম্পোর মৃতদেহটা।

দশম অধ্যায়

গুইলিয়ানোর মুখমণ্ডলের গড়ন একজন খাঁটি গ্রীকের মতোই। যদি ওর শরীরের গড়ন আর চওড়া হাড় নর্মানদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

কিন্তু পিসিওট্টাকে দেখতে আরবীয়ানদের মতো। প্রকৃত সিসিলিয়ান হলেও দুজনেই রীতিমতো বিপজ্জনক। ওরা দুজনে পরস্পর ছিল মাসতুতো ভাই।

টুরির বয়েস তখন আঠেরো। সাহসী শক্তিশালী একজন যুবক। যথেষ্ট আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এমনই যে তা সকলের সম্মান আদায়ে সক্ষম। ওদের একটুকরো জমি ছিল। সেই জমিটার পেছনে ওর বাবা ভীষণ পরিশ্রম করতেন।

ওর বোনেরাও বাবার সঙ্গে পরিশ্রম করতো। অতীতের সেই ভাল দিনগুলোর কথা ওর বাবা ওদের কাছে প্রায়ই গল্প করতেন। গুইলিয়ানো বিষণ্ণ হয়ে যেতো। ওর বোনেরা তখন ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

তখন থেকেই গুইলিয়ানোর চিন্তা ছিল ও এই দরিদ্র সংসারের হাল ফেরাবে। লেখাপড়া করবে। কাজকর্ম করবে। ওর বড় দাদা হেক্টর অ্যাডোনিসের মতো একজন মহান পুরুষ হয়ে উঠবে।

কিন্তু সে সব স্বপ্নই থেকে গেল। ঘটনাক্রমেই ও ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লো নানা ধরনের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে। এরপর খুন জখম। 'ফেস্টা উৎসবের সময়ে ও একজন পুলিশ সার্জেন্টকে খুন করে বসলো।

সেই সময়ে সিসিলিতে কালোবাজারের খুবই রমরমা। পিসিওট্টার যোগাযোগ ছিলো ওদের সঙ্গে। পিসিওট্টা নিজেও এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ওরা দুরকম ভাবেই আইন ভাঙতো। প্রথমতঃ কালোবাজারীদের সঙ্গে ওদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। আর দ্বিতীয়তঃ তারা আন্তঃরাজ্য চোরাই চালান চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

হঠাৎ একদিন গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টা পুলিশ প্যাট্রোনের মুখোমুখি পড়ে যায়। সেই সময়েই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে গুইলিয়ানোর হাতে খুন হয় এক পুলিশ সার্জেন্ট। ও নিজেও অবশ্য গুরুতর আহত হয়েছিল।

পিসিওট্টাই ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে মঠে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেই সময়ে মঠের অধ্যক্ষের হেফাজতে ওকে কিছুদিন কাটাতে হলো বাধ্য হয়ে। সেখানে চিকিৎসার পরে সুস্থও হয়ে উঠেছিল ও। এরপর গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টা সিদ্ধান্ত নিলো ওরা আর বাড়ীতে ফিরবে না। সেই থেকে ওরা বাড়ী ছাড়া। আত্মগোপন করার জন্যে ওরা সোজা পাহাড়ে চলে গেল। ওখানেই 'মোন্টে-ডি-অরা' পাহাড়ের শীর্ষে থাকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে চললো ওরা। শোবার কিংবা রান্নার জিনিষ-পত্র থেকে আরম্ভ—অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা হলো। টুরি হেসে বলেছিল, অ্যাসপানু আমরা কি বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবো।'

অ্যাসপানু হচ্ছে গ্যাসপার পিসিওট্টার ডাক নাম। গুইলিয়ানো ওকে প্রায়ই এই নামে ডাকতো। পিসিওট্টা ওর কথায় বলে উঠেছিল, 'কিছুদিনের জন্যেতো আমাদের এখানে থাকতেই হবে।'

বলে সামান্য থেমে আবার বলেছিল, 'পুলিশ বাহিনী কিন্তু আমাদের প্রথমে এখানেই খুঁজতে আসবে।'

পাহাড়ের জীবনে অভ্যস্ত হতেই হবে। সেদিনটায় ক্রমশঃ সন্ধ্যে নেমেছিল। ওরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নেমেছিল নীচে। উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

বলা বাহুল্য, দেখাও হয়েছিল সবায়ের সঙ্গে। কথাবার্তা হলো, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকা ওদের পক্ষে সম্ভব হলো না। গুইলিয়ানোর বাড়ীর চারপাশে ওরই কয়েকজন

অনুচর পাহারা দিচ্ছিল। তারাই জানালো যে পুলিশবাহিনী খবর পেয়েছে। তারা আসার জন্যে তৈরী হচ্ছে। এরপর গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টা ওখানে থাকার কোনোরকম ঝুঁকি নেয়নি।

মনটেলপ্যারো থেকে পালিয়ে যাবার পরে কোনোদিনের সকাল বেলা। পাহাড়ী ঝর্ণার জলে স্নান সেরে নিয়েছে দুজনে তারপর বন্দুক নিয়ে ওরা দুজনে উঠে এসেছে পাহাড়ের শীর্ষে। সমস্ত জায়গাটা প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ভরপুর। ওরা দুজন বসে তা উপভোগ করছিল।

এখানকারই একটা দীর্ঘ গুহার নাম গ্রোটা বিয়াংকা। সেটা আবার শেষ হয়েছে একরাশ বোল্ডারের কাছে গিয়ে। একদম ছোটবেলায় টুরি আর পিসিওট্টা ওখানে গিয়ে খেলতো। ওগুলোর ভেতর দিয়ে ওরা একটা গুপ্ত রাস্তা আবিষ্কার করেছিল। সেটা শেষ হয়েছিল পাহাড়ের বিপরীত প্রান্তে। রোমাণ সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে লুকিয়ে থাকার জন্যে স্পার্টাকাস আর তার অনুচরেরা ওই সুড়ঙ্গটা খনন করেছিল।

ঠিক দুপুরের দিকে ওরা দুজন বসে গল্প করছিল। হঠাৎ ওদের নজরে পড়লো পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে একজন লোকজন গাধার পিঠে চড়ে এদিকেই আসছে। গুইলিয়ানো তখন বেশ খানিকটা দৌড়ে গিয়ে একটা গ্রানাইট পাথরের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলো। পিসিওট্টাও লুকিয়ে পড়েছে। বেশ খানিকটা কাছে আসার পরে লোকটাকে চিনতে পারলো গুইলিয়ানো। উনিই হচ্ছেন প্রফেসার হেক্টর অ্যাডোনিস। এরপর গুইলিয়ানো সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের পরিচয় দিয়ে, বললো, 'আমি টুরি গুইলিয়ানো।'

—আচ্ছা তুমিই টুরি।' অ্যাডোনিস চিনতে পারলেন ওকে। এরপর গুইলিয়ানো ওকে পথ দিয়ে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে হাজির হলো। পিসিওট্টাও ততক্ষণে এসে গেছে। ওরা তিনজনে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো। কথাপ্রসঙ্গেই অ্যাডোনিস বললেন, 'দ্যাখো, তোমরা এখানে নিজেদের নিয়ে খুব আনন্দে আছো দেখছি। কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ নয়, যদি একবার ওরা তোমাদের ধরতে পারে তাহলে গুলি করে মারবে তোমাদের দুজনকে।'

গুইলিয়ানো এবার গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো, 'কিন্তু আমি যদি ওদের পাই তাহলেওতো গুলি করে মারবো।

এই কথায় হেক্টর অ্যাডোনিস কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। গুইলিয়ানো ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর আবার জমে উঠলো, আপনি কি ভেবেছেন এখান থেকে আমি পালিয়ে যাবো।' আমার পরিবারের লোকজন অনাহারে মরুক এটা আমি নিশ্চয়ই চাই না। এই পাহাড়ে আনন্দে দিন কাটিয়ে দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। ওদের বদলা আমি নিশ্চয়ই নেবো। প্রফেসার অ্যাডোনিস আপনি

হচ্ছেন আমার গড ফাদার। আপনিই আমাকে ছোটবেলায় বুঝিয়েছিলেন যে, সিসিলিয়ানরা ভীষণ দরিদ্র। আপনিই বলেছিলেন, রোমের শাসক, জমিদার আর অভিজাতরা সাধারণ মানুষদের ওপরে বিনা কারণেই অত্যাচার করে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পরেও ঠিক মতো পারিশ্রমিক মেলেনা। আমি একবার কয়েকজনকে নিয়ে মার্কেট প্লেসে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছিল ওরা। ওদের এই অমানবিক ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে চাই।'

হেক্টর অ্যাডোনিস ওর কথায় হতাশ হয়েছিলেন, বুঝেছিলেন তিনি যে, দস্যু হওয়ার চেয়ে বিপ্লবী হওয়া আরো বেশী বিপজ্জনক। বলেছিলেন তিনি, 'কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমার অস্তিত্ব তাহলে টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে। তোমার অনেক অনুচর এখনো জেলে, তুমি এখানে কি করতে চাও ?'

—আমি শপথ করে বলছি ওদের মুক্ত করবো।' গুইলিয়ানো শান্ত ভাবেই বলেছিল। ওর কথা শুনে অ্যাডোনিস বিস্মিত হয়েছিলো, তিনি প্রকৃতপক্ষে গুইলিয়ানোর সঙ্গে তিনি একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওর মনে হলো, এই মুহূর্তে ও আর সেই আগেকার মতো সরল স্বভাবের যুবক নেই। অ্যাডোনিস বললেন এবার, 'গুইলিয়ানো, তুমি প্যাসাটেম্পো আর ট্যায়ানোভার কথা ভুলে যাও, ওরা এখনো জেলেই আছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ওদের পালোরমোতে চালান করে দেওয়া হবে।'

গুইলিয়ানো জবাবে বললো, আমি কিন্তু ওদের যেমন করেই হোক উদ্ধার করবো।'

পিসিওট্টা মৃদু হেসে বলেছিল, 'প্রথমে আমরা ছোট খাটো ব্যাপার দিয়েই আরম্ভ করবো মিঃ অ্যাডোনিস',

আরো কিছুক্ষন এভাবে কথা বলরে পরে অ্যাডোনিস যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলেন সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে গেলেন। যাবার সময় গুলিয়ানো আর পিসিওট্টাকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। গুইলিয়ানো ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর পিসিওট্টাকে বললো, 'ছোটবেলায় আমরা দস্যু জীবন নিয়ে নকল খেলা খেলেছি। এবার আসল খেলার পালা এসেছে। পিসিওট্টা জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলো।

* * *

ঠিক আর কদিন পরেই ব্যালাক্কো ব্যারাকে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অকস্মাৎ হানা দিলো গুইলিয়ানো। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রীতি মতো সংঘর্ষ হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুইলিয়ানোই জিতে গেল। ও ব্যারাকের ভেতর থেকে প্যাসাটেম্পো আর ট্যারানোভাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। এই অভিযানটা বেশ ঝুঁকিরই ছিল বলা যেতে পারে। আর একটু হলেই গুইলিয়ানোর মাথায় গুলি লেগে যেতো। যাই হোক, গুইলিয়ানোর ভাগ্য ভাল যে, এই অভিযানে সফল হতে পারলো। সেই থেকে ওর দলের মধ্যে ওর প্রতিপত্তি আরো বেড়ে গেল। এরপর ওরা ব্যারাকের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লুট করেছিল। এতে ওদের অস্ত্র বল আরো বেড়ে গেল।

একদিন দুপুর বেলা খাবার বোঝাই তিনটে ট্রাকের একটা মিছিল আসতে দেখা গেল। ট্রাকগুলো এসে একটা মোড়ের মাথায় থামলো। সেই মোড়টার পরেই একটা সোজা রাস্তা চলে গেছে। ওখানে আবার কতোগুলো গরুর গাড়ী রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছিল। সে কারণে ট্রাকগুলোর পক্ষে আর এগোনো সম্ভবপর হচ্ছিলনা। গরুর গাড়ীর মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জো পিজ্জিনোই। ওকে এ' কর্ডনের লোকেরা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা করে আর ভালবাসে।

তিনটে ট্রাকের মধ্যে প্রথম ট্রাকের ড্রাইভারটা হর্ন দিচ্ছিল। এরপর সে একটু এগিয়ে গিয়ে গরুর গাড়ীটাকে সামান্য ধাক্কা দিলো। এতে গাড়ীর চালক তীব্র ভাবে ওর দিকে তাকাতেই ট্রাক ড্রাইভার এগোনো বন্ধ করে দিলো। অন্য দুটো ট্রাক তখনও এক জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভাররা নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই দুজন ড্রাইভারদের মধ্যে একজন রোম থেকে এসেছিল। খানিকটা সময় চলে যাওয়ার পরে সেই রোমান ড্রাইভারটা জ্যাকেটের সামনাটা খুলতে খুলতে ওই গরুর গাড়ী চালকদের দিকে এগিয়ে এসে তীব্র ভাষায় ওদের গাড়ীগুলো সরিয়ে নিতে বললো।

শেষপর্যন্ত একটা গরুর গাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো টুরি গুইলিয়ানো, কোনো অস্ত্র শস্ত্র ওর হাতে ছিলনা। ও দাঁড়িয়ে একটা দুর্বোধ্য সংকেত করতেই জংগলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র অনুচরের দল বেরিয়ে এসে ট্রাক ড্রাইভার-গুলোকে ঘিরে দাঁড়ালো। ট্যারানোভা গিয়ে দাঁড়ালো সবচেয়ে পেছনের ট্রাকটার কাছে। পিসিওট্টা গিয়ে হাজির হলো একেবারে রোম্যান ড্রাইভারটার মুখোমুখি। এর মধ্যে প্যাসাটেম্পো নেমে এসে একটা ট্রাক ড্রাইভারের কলার ধরে একেবারে গুইলিয়ানোর পায়ের কাছে এনে ফেলে দিয়েছে। রোম্যান ড্রাইভারটা তখন বেগতিক দেখে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আগের ক্রুদ্ধ ভাবটা উধাও হয়ে গিয়ে তার বদলে একটা তোষামোদে ভাব দেখা দিয়েছে ওর মুখে।

গুইলিয়ানো ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তোমরা তিনজন আজকে ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি পড়ে গেছো। পালেরমো অবধি তোমাদের আর যাবার প্রয়োজন হবেনা। তোমাদের ওই খাবারগুলো আমরা নিয়ে নেবো, আমাদের এই কাঠের গাড়ী-গুলোতে সব বোঝাই করা হবে। অবশ্য আমাদের জন্যে নয়। এখানকার গরীব লোকেদের মধ্যে এগুলো আমরা বিলিয়ে দেবো।'

বলে একটু থেমে বললো, 'তোমরা তিনজনের মধ্যে কেউই আমাকে চিনতে পারছোনা?'

তিন জনেই মাথা নড়লো। তখন গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, 'আমার নাম টুরি গুইলিয়ানো।'

এবারে সবাই অস্পুটস্বরে বিস্ময় সূচক শব্দ করে উঠলো। তিনজনের একজন বলে উঠলো, 'গুইলিয়ানো, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও! কিন্তু এখন আমাদের খিদে পেয়েছে।' গুইলিয়ানো বললো, 'তোমরাও কঠোর পরিশ্রম করো, তোমাদের

ওপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই। আমরা এখন খাবো সবাই মিলে, তোমরাও আমাদের সংগে যোগ দিতে পারো। ততোক্ষন আমার লোকেরা তোমাদের ট্রাক থেকে খাবারগুলো নামিয়ে নিয়ে আসুক।

বলে সামান্য চুপ করে থেকে গুইলিয়ানো আবার বলে উঠলো, 'খাওয়া দাওয়ার পরে তোমরা যে যার বাড়ী ফিরে যাও, পুলিশ যদি তোমাদের জেরা করে তাহলে তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই বলবে।'

—ঠিক আছে।'

গুইলিয়ানো আর ওর অনুচরদের সংগে ওই তিনজন ট্রাক ড্রাইভারও খাওয়া দাওয়া করলো।

এদিকে সেই লুট করা খাবারগুলো গুইলিয়ানোর নির্দেশে 'ক্যাস্টেলভেট্রালো' জেলার সমস্ত গরীব লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো।

সবাই গুইলিয়ানোকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। সমস্ত গরীব গ্রামবাসীরা রাতারাতি ওর সমর্থক হয়ে পড়লো; অন্যান্য দস্যুরা গরীব গ্রামবাসীদের ওপরে রীতিমতো অত্যাচার করে। কিন্তু গুইলিয়ানো একেবারেই সেদিক দিয়ে গেল না। বরং সে গরীবদের ত্রানকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। স্থানীয় খবরের কাগজ-গুলোতে ওকে বলা হলো নতুন একজন রবিন হুড।

কিন্তু এই কাজগুলো আবার প্যাসাটেম্পোর মনোমতো হলো না। কে ভাবলো, এগুলো ভুতের বেগার খাটা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু পিসিওট্টা আর ট্যারানোভা এই কাজের ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানালো গুইলিয়ানোর কাছে। তারা বুঝতে পারছিল যে, এই কাজ তাদের দলের সম্মান অনেকগুন উঁচুতে তুলে দিয়েছে।

*   *

খ্রীস্টমাস ডে'র দিন পাঁচেক আগেকার কথা। গুইলিয়ানো, প্যাসাটেম্পো আর ট্যারানোভা খচ্চরে টানা গাড়ীতে করে এসে হাজির হলো 'অ্যালিকাজো এস্টেটের ঠিক গেটের সামনে। গাড়ী থেকে নেমেই গুইলিয়ানো দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ওর গাড়ী চালকের জীর্ণ পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটা পিস্তল ছাড়া আর কিছু ছিল না। গেটের সামনে পাহারা দিচ্ছিল কয়েকজন প্রহরী। গুইলিয়ানো তাদের একজনের কাছে গিয়ে বলে উঠলো, 'সুপ্রভাত' আমার নাম টুরি গুইলিয়ানো। আমি তোমাদের রাণীকে খ্রীসমাসের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। সেই সঙ্গে গরীবদের সাহায্য করার জন্যে কিছু অর্থ চাইতেও এসেছি। প্রহরীরা এবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

'তারা কিছু একটা করতে যাবার আগেই ট্যারানোভা আর প্যাসাটেম্পো বাঘের মতো ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নিলো।

পাহারাদাররা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় হতভম্ব হয়ে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। এরপর ওরা তিনজন নিশ্চিন্তে বাগান অতিক্রম করে প্রাসাদের দরজার

সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রহরীরা গেটের সামনেই হাত পা আর মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলো। এরপর দরজায় কলিং বেলে হাত লাগালো গুইলিয়ানো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একদল মহিলাকে। জিজ্ঞেস করলো একজন 'কি চাই আপনাদের ? গুইলিয়ানো দেখলো মহিলাটি বেশ ভয় পেয়ে গেছে। ও বললো ওকে, 'তোমার ভয়ের কিছু নেই। তুমি তোমাদের রাণীমাকে গিয়ে বলো 'ডিউক' একটা বিশেষ প্রয়োজনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন '

'ঠিক আছে, আপনারা আসুন।'

বলে সেই মহিলাটি ওদের ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালো। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। একটু অপেক্ষা করার পরই রাণীমা ওদের দর্শন দিলেন। ইশারায় চলে যেতে বললেন সেই পরিচারিকা মহিলাটিকে। তারপর বললেন, 'বলুন, আপনারা কি জন্যে এসেছেন ? এখনতো আমার স্বামী এখানে নেই। তিনি বাইরে গেছেন। আমি আপনাদের কি করতে পারি ?' গুইলিয়ানো রাণীর কথায় তখনই জবাব দেওয়ার কোনোরকম আগ্রহ দেখালো না। ও তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে সাজানো গোছানো ড্রয়িং রুমটা দেখছিল। রাণীমাও গুইলিয়ানোর সৌম্য চেহারার দিকে একভাবে তাকিয়েছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে গুইলিয়ানো বলে উঠলো, 'আমার প্রয়োজন আপনার সঙ্গে। আমার নাম টুরি গুইলিয়ানো।'

রাণীর কাছে নামটার তেমন তাৎপর্য্য বোধ হলো না। জিজ্ঞেস করলো 'পালেরমোতে কি আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছিল ? জবাবে গুইলিয়ানো মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'রাণীমা, এর আগে আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি।

তবে আমি একজন দস্যু। আমার পুরো নাম স্যালভেটর গুইলিয়ানো। আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আপনার বেশ কিছু গয়নাগাটী দিয়ে দিন যাতে আমরা সেগুলো বিক্রি করে গরীবদের সাহায্য করতে পারি। আমরা চাই ওরা খ্রীশ্টমাসটা ভালভাবে উপভোগ করুক।'

রানী গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষন। ওদের মধ্যে একজনের মুখের দিকে তাকালেন। ক্রুদ্ধ মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন রানী। শেষপর্যন্ত নিজের গলার নেকলেসটা খুলে তিনি গুইলিয়ানোর হাতে দিয়ে বললেন, 'এটাতে তুমি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে ?'

গুইলিয়ানো বললো, 'না, আমি রাজী হলেও আমার অন্য সংগীরা এতে রাজী হবে না। আপনি আপনার গয়নাগাটী যা আছে দিয়ে দিন। তানাহলে কিন্তু আপনার সন্তানকে আমরা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবো।' রানী মন দিয়ে শুনলেন। তারপর তিনি শোবার ঘরে গেলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরে এলেন গয়নাগাটি সমেত বাক্সটা নিয়ে। আনার সময়ে কিছু জিনিষ তিনি সরিয়ে রেখে এসেছিলেন। পুরো বাক্সটাই এবারে গুইলিয়ানোর হাতে তুলে দিয়ে বললেন তিনি ; এতেই আমার সবকিছু আছে। আশা করি তোমার আর কোনো লোভ নেই।'

গুইলিয়ানো মৃদু হেসে বললো, 'ধন্যবাদ'।

বলে পিসিওট্টাকে বাক্সটা দিয়ে বলে উঠলো ও, 'বাক্সটা একবার ভাল করে দেখে নাও। সব ঠিকঠাক আছে কিনা।'

সবকিছু দেখা হলে গুইলিয়ানো এবার বলে উঠলো, 'আপনার হাতের আংটিটা দিয়ে দিন।'

এবারে রানী কান্নায় ভেঙে পড়লেন, বললেন, 'যুবক, এটা অন্ততঃ তুমি আমাকে রাখতে দাও। আমার অনুরোধ। এটা আমার স্বামীর উপহার। বিয়ের স্মৃতিচিহ্ন। এটা হারালে আমি খুবই ভেঙে পড়বো।' পিসিওট্টা রানীর কথায় হেসে উঠলো। ভাবলো গুইলিয়ানো হয়ত আংটিটা আর চাইবে না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে গুইলিয়ানো রানীর হাতটা নিজেই টেনে নিয়ে আংটীটা আঙুল থেকে খুলে নিলো। তারপর নিজের আঙুলে পড়ে বললো, 'আপনার সৌজন্যে আমি এটা কোনোদিন কাউকে বিক্রী করবো না। এটা আমার আঙুলেই থাকবে।'

রানী শূন্য চোখে ওর মুখের দিকে তাকালেন। গুইলিয়ানোর কথার মধ্যে কোনোরকম বিদ্রূপ ছিল না।

*　　　　*　　　　*

ডিউক ব্যথিত হৃদয়ে ডন ক্রোসেকে সমস্ত ঘটনাটা জানালেন, শুনে ডন ডেকে পাঠালেন হেক্টর অ্যাডোনিসকে। ডন তাকে গুইলিয়ানোর কাজকর্মের সবকিছু বললেম। শুনে অ্যাডোনিস সঙ্গে সঙ্গে গেলেন তার প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে দেখা করতে। বলা বাহুল্য, গুইলিয়ানোর দেখাও পেলেন, তাকে বললেন তিনি, 'টুরি, তুমি রানীমার কাছ থেকে যে গয়নাগাটী নিয়ে এসেছো ওগুলোতে এমন কিছু ভাল দাম তুমি পাবে না। তারচেয়ে বরং ফেরৎ দিয়ে দাও। এতে তোমার ওপরে ডন ক্রোসেও প্রসন্ন থাকবেন। তুমি সবাইকে শত্রু করে তুললে ভুল করবে। উনি চান, তুমি এমন কিছু কোরোনা যাতে ওর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। তাহলে উনি তোমাকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবেন না।' গুইলিয়ানো এবার গ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ব্যক্তিগত ভাবে গুইলিয়ানো ডন ক্রোসের শুভেচ্ছাকে পরোয়া করে না।

গুইলিয়ানোর অন্তরের ইচ্ছে একদিন না একদিন ও মাফিয়াদের ওই ড্রাগনটাকে শেষ করে দেবে।

ইতিমধ্যে ও অবশ্য রানীমার গয়না বিক্রির জন্যে লোক পাঠিয়েছিল। সে কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে এসেছে। গুইলিয়ানো বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা খুব সোজা হবে না। অ্যাডোনিসের কথায় গুইলিয়ানো মাথা নেড়ে বললো, 'ঠিক আছে আপনি যা বলছেন তাই হবে। তবে আংটীটা আমি ফেরত দেবো না।'

—ঠিক আছে, তুমি বাকীগুলো ফেরত দিয়ে দাও। আমি আশা করবো তুমি 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস' এর বিরুদ্ধে যাবে না। স্বয়ং ডন ক্রোসে তোমাকে পছন্দ করেন। তোমার সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব চান। ডন আরো আশা করেন যে, তুমি ওরই মতো ভবিষ্যতে একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে, ওঠো। সেক্ষেত্রে ওর অনুগত কিছুটা

থাকতেই হবে তোমাকে। তুমি ওর বিরোধিতা করো এটা আমি চাই না। তাহলে ইতিহাসের গতিই ডনকে সাহায্য করবে তোমাকে শেষ করে দিতে।'

—কথাটা মনে রাখবো আমি প্রফেসার।'

গুইলিয়ানোর কাছ থেকে এরপর বিদায় নিলেন প্রফেসার হেক্টর অ্যাডোনিস।

* * * *

শেষপর্যন্ত ডিউককে গয়নাপত্র ফেরত দিয়ে দেওয়া হলো। অবশ্য এর জন্যে তাকে বেশ কিছু অর্থ দিতে হলো মুক্তিপণ হিসেবে। সেটার আর্দ্ধেক পিসিওট্টা, ট্যারানোভা আর প্যাসাটেম্পোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। বাকী আর্দ্ধেক গুইলিয়ানো গরীব মানুষদের মধ্যে বিলি করে দেবার জন্যে নিজে রেখে দিলো। অবশ্য এই গয়নাপত্র ডিউককে ফেরত দিয়ে দেয়ার পরে ডন ক্রোসে ওর কাছ থেকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে মুক্তিপন নেয়। কিন্তু যখন দিলেন অ্যাডোনিসকে শতকরা পাঁচ টাকা কেটে রাখলেন। ওটা তার মধ্যস্থতা করার বখরা।

* * *

গুইলিয়ানো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ইস্টারের সময়ে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পিসিওট্টাকে বলল ও, 'দেখা করতে গেলে কেমন হয়? অনেক দিন ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি।'

পিসিওট্টা কিছুটা চিন্তিতস্বরে বলে উঠলো, 'দেখো টুরি, আমার মনে হয় এতে ঝুঁকি নেওয়া হবে। পুলিশ চারদিকে ফাঁদ পেতে রেখেছে। বরাবরই ইস্টারের সময় দস্যুদের বিপদে পড়তে হয়েছে।'

গুইলিয়ানো বললো, 'আমি সাবধানে যাবো। বিপদের আশা নেই।'

'—তুমি যা ভাল বোঝো করো।' পিসিওট্টা বলে উঠলো এবার গুইলিয়ানো ঝুঁকি নিয়েই মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলো। এরপর যখন চার্চ থেকে ও বেরিয়ে এলো তখন দেখলো পিসিওট্টা জনা ছয়েক দেহরক্ষী নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর মুখটা একেবারে নিস্পৃহ। বলে উঠলো ও, 'টুরি। তোমার সঙ্গে সম্ভবতঃ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মিঃ মারেসেলিও পালেরমো থেকে তার বাহিনী নিয়ে এসেছেন তোমাকে গ্রেফতার করতে। ওরা তোমার মায়ের বাড়ীটা ঘিরে রেখেছেন। ভেবেছেন তুমি বাড়ীর ভেতরেই রয়েছো।

শুনেই গুইলিয়ানোর মুখটা ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো। কে ওর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে। অবশ্য তাড়াহুড়ো করাটা ওর উচিত হয়নি। অবশ্য মিঃ মারসেলিও ওকে কোনোভাবেই গ্রেফতার করতে পারবেন না। ওর এই ছ'জন দেহরক্ষীই ওদেরকে শেষ করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এই শুভদিনে রক্তপাত ঘটানোতে ওর একেবারেই অনীহা। কোনোরকমে মায়ের কাছ থেকে চিঠি পাঠিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো পাহাড়ে।

সেদিন রাতে বিশ্রাম নিচ্ছিল গুইলিয়ানো। পিসিওট্টা আসতে বললো ও। 'আচ্ছা পিসিওট্টা, মিঃ মারেসিলিও ব্যাপারটা জানতে পারলেন কি ভাবে?'

ইনফরমারটা তাহলে কে ? খুঁজে বের করাটা অবশ্যই উচিত। এটা কিন্তু তোমাকেই দায়িত্ব দিচ্ছি। যেমন করে হোক এক বা একাধিক বিশ্বাসঘাতক থাকুক খুঁজে বের করতেই হবে।' পিসিওট্টা বললো, 'ঠিক আছে। আমিই দায়িত্ব নিচ্ছি '

গুইলিয়ানো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

* * *

বেশ কিছুদিন পরে পিসিওট্টা জানতে পারলো যে, ইনফরমারটি আসলে কে। সে আসলে মনটেলপ্যারোর ক্ষৌরকার ফ্রিফেলা। ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ও পিসিওট্টা একজনকে পাঠালো। তার কাজ হলো ছদ্মবেশে ফ্রিসেলার দোকানের চারপাশে নজর রাখা।

সপ্তাহ খানেক পরে আরো খবর পাওয়া গেল। মিঃ মারেফিলিও এরা প্রতিদিনই ফ্রিসেলার দোকানে আসেন দাড়ি কামাতে। একদিন একটা জিনিষ নজরেও পড়লো গুপ্তচরটির। সেটা হলো, কথা বলতে বলতে মারেসিলিও কিসের যেন একটা প্যাকেট ফ্রিসেলার হাতে দিলেন। ফ্রিসেলা সেটা পকেটে রেখে দিলো। গুপ্তচরটি এখন গিয়ে ফ্রিসেলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললো। এতোই মজে গেল ও যে, পকেট থেকে সেটা বের করে দেখাতেও দ্বিধা হলোনা ওর। সেটা হলো দশহাজার লিরার কিছু নোটের বাণ্ডিল। ফ্রিসেলা জানালো এটা ওর কয়েকমাস ক্ষৌরকর্মের পারিশ্রমিক। গুপ্তচরটি বিশ্বাস করেছে এরকম ভান করে চলে এলো ওখান থেকে। এসেই ও পিসিওট্টাকে জানালো ব্যাপারটা।

সঙ্গে সঙ্গে পিসিওট্টা গুইলিয়ানোকে জানালো। পরের দিন ভোরবেলা গুইলিয়ানো, পিসিওট্টা আর সিলভেস্ট্রো মনটেল প্যারোর উদ্দেশ্যে যাবার জন্যে সমতলে নামলো। এর কিছুক্ষণ আগে প্যাসেটেম্পো একটা দশজনের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেছে। শহরের মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা রাখার জন্যে ওদের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেবার কথা।

গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টা এবার যথাসময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হাজির দুজনেরই হাতে পিস্তল।

ওরা সোজা গিয়ে ফ্রিসেলার সেলুনের ভেতরে ঢুকলো। তখন ফ্রিসেলা স্থানীয় এক জমিদারের চুল কাটছিল। ফ্রিসেলা প্রথমে ভাবলো, ওর শাসালো খদ্দেরটাকেই বুঝি ওরা অপহরণ করতে এসেছে। কিন্তু পিসিওট্টা ফ্রিসেলাকেই একদিকে সরিয়ে নিয়ে এলো। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলো। শোনো দাম দেবার মতো যথেষ্ট অর্থ আমাদের কাছে নেই। সেজন্যেই আমাদের একটু বিপদে পড়তে হলো।'

গুইলিয়ানো একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে ভয়ে মুখটা সাদা হয়ে গেল ফ্রিসেলার। কাঁচিটা তার কাঁপা হাত থেকে পড়ে গেল। কোনোরকমে বলে উঠলো ও, 'আমি খুব গরীব মানুষ টুরি। দোহাই আমাকে ছেড়ে দাও।'

পিসিওট্টা দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'ছেড়ে তো দেবোই।'

বলে ওর চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে বাইরে টেনে নিয়ে এলো। সেখানে

[illegible]টা দূরেই সিলভেস্ত্রো অপেক্ষা করছিল। ফ্রিসেলা তার পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। সেখানে স্বয়ং গুইলিয়ানোও একে দাঁড়িয়েছিলো। ওর পায়ে হাত দিয়ে ফ্রিসেলা বললো, 'আমি ছোট বেলায় তোমার চুল কেটে দিয়েছি টুরি। তোমার মনে আছে? আমি মরলে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে বিপদে পড়বে টুরি। দোহাই……।'

পিসিওট্টা ওকে সজোরে একটা লাথি মারলো। বললো, 'তুমি যখন মিঃ মারেসিলিওকে খবরটা দিয়েছিলে তখন তোমার এটা মনে ছিল না?"

ফ্রিসেলা ভয়ে কাঁদতে লাগলো। বললো, 'আমি খবর দিইনি। ওকে আমি যারা ভেড়া চুরি করে তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছিলাম।' গুইলিয়ানো এবার ওর দিকে তাকালো। তারপর কঠিন স্বরে বললো, 'তোমাকে আমি একমিনিট সময় দিচ্ছি। ঈশ্বরকে ডেকে নাও।

ফ্রিসেলা এবার করুণভাবে তিনজনের দিকে তাকালো। কিন্তু কারোরই মুখে দয়ার লেশমাত্র দেখতে পেলো না। মাথা নীচু করে ও বিড় বিড় করতে লাগলো। শেষবার মাথাটা তুলে গুইলিয়ানোকে ও বললো, 'দেখো টুরি, আমার পরিবারের লোকেরা যেন অনাহারে না থাকে।'

—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ওদের ভাল থাকার ব্যবস্থা করা হবে।'

বলে গুইলিয়ানো সিলভেস্ত্রোর দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে সিলভেস্ত্রোর হাতের রিভলবার গর্জন করে উঠলো। সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা আর্তনাদ। ফ্রিসেলার দেহটা শূন্যে একবার লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল চিরকালের মতো।

একাদশ অধ্যায়

গুইলিয়ানোর দলের সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছিল। পাহাড়ের ওপর শীতের সময়কাল অতি দীর্ঘ। তবুও ক্রমশঃই ওর অনুগত অনুচরের সংখ্যা বাড়ছিল। রাতে আগুন জ্বালিয়ে সবাই মিলে শীত উপভোগ করতো। সেই আলোয় দলের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করতো। ঝর্নায় স্নান করতো সবাই মিলে দুপুরে। তারপর সবাই একসঙ্গে মিলে খেতো। মাঝে মাঝে তর্কাতর্কিও হতো। কিন্তু এসব মিটেও যেতো গুইলিয়ানো কিংবা অন্য কারোর হস্তক্ষেপে।

বসন্তের প্রথম পিসিওট্টাকে নিয়ে গুইলিয়ানো একদিন পাহাড়ে নেমে এলো। যে রাস্তা ধরে ওরা নামলো সে রাস্তাটা সোজাসুজি ট্রপানিতে এসে গেছে। সেদিন দুজনের শরীরেই অস্ত্রের সঙ্গে বকলেশ আঁটা ছিল। সামনে সোনালী পাতের ওপরে আঁকা একটায় ঈগল আর অন্যটায় সিংহের মূর্তি।

কর্পোরাল সিলভেস্ট্রো ও দুটো মূর্তি খোদাই করা বকলেশ ওদের দুজনকে উপহার

হিসেবে নিয়েছিল। এটা ওদের নেতৃত্বের প্রতীক। গুইলিয়ানো নিজেকে ভাবতো ঈগলের মতো দুরন্ত। আর পিসিওট্টাকে ভাবতো সিংহের মতো। এই সিসিলিতে ওরা দুজনে ঈগল আর সিংহের প্রতীক।

*　　　　*　　　　*

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অপহরণ করে মুক্তিপন আদায়ের ব্যাপারটা ছিল একটা ব্যবসার মতো। বলা যায় সিসিলির অন্যতম কুটীর শিল্প। গুইলিয়ানো এক সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ও এই কাজটাই করবে। এখানকার ধনী ব্যক্তিদের মুখগুলো ও ভাবতে আরম্ভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে ওর অসুবিধে হয়নি। এই কাজে প্রথম যাকে নিয়োগ করলো ও সে হচ্ছে ট্যারানোভা। ওকে নির্দেশ দিলো, জমিদার প্রিন্স অলরেডোকে ধরে নিয়ে আসার জন্যে।

বলাবাহুল্য, ট্যারানোভা হুকুম যথাযথ ভাবেই পালন করলো। ও প্রিন্স অলরেডোকে গুইলিয়ানোর কাছে পাহাড়ে এনে হাজির করলো। এ কাজের জন্যে ওকে অভিনন্দন জানালো গুইলিয়ানো। প্রিন্স অলরেডোকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে ভুললো না ও। বন্দীর প্রতি প্রভুত্ব মানসিকতার আচরণও করতে ইচ্ছুক ছিল না।

মৃদু হেসে প্রিন্স অলরেডোকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'আপনার খাওয়া হয়ে গেছে ? যদি আপনার প্রয়োজন থাকে বলবেন। আমরা সবকিছু এনে দেবো। তবে আমাদের সঙ্গে আপনাকে কিছুদিন থাকতে হবে। কোনো অসুবিধে হবেনা আপনার এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে।'

প্রিন্স এবার বললেন, 'আমার কিছু খাওয়ার দরকার। এছাড়া আমার কিছু ওষুধ আর ইনসুলিনের দরকার আছে।'

—'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।'

বলে গুইলিয়ানো চীৎকার করতেই একজন লোক বেরিয়ে এলো পাহাড়ের ভেতর থেকে প্রিন্স অলরেডো একটা ওষুধের তালিকা লিখে দিলেন। সেই তালিকা ওর হাতে দিয়ে গুইলিয়ানো বললো, 'এই ওষুধগুলো এখনই নিয়ে এসো।'

—'ঠিক আছে।'

বলে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। গুইলিয়ানো বললো, 'আগামীকাল দুপুরেই আপনি ওষুধগুলো পেয়ে যাবেন।'

—'ধন্যবাদ।' বলে উঠলেন প্রিন্স অলরেডো।

গুইলিয়ানো চলে গেল তখনকার মতো। এরপর লাঞ্চের সময়ে প্রিন্স অলরেডো ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মুক্তির বিনিময়ে তোমাকে কতো দিতে হবে ?'

গুইলিয়ানো প্রিন্সের কথা শুনে মৃদু হাসলো। সেই হাসিতে প্রিন্স অলরেডো খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলেন। গুইলিয়ানো এখনও ছেলেমানুষের মতো সুন্দর। কিন্তু গুইলিয়ানোর জবাবে সেই স্বস্তি দূর হয়ে গেল। বললো ও, 'আপনাদের সরকার আমার মাথার দাম দশ লক্ষ লিরা ধরেছে। যদি আপনার মুক্তিপন এর দশগুণে

না হয় তাহলে আপনাদের প্রভুদেরই অপমান করা হবে। সেটা আমি একেবারেই চাইনা।'

গ্নইলিয়ানোর কথায় প্রিন্স অলরেডোর মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোলো না। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন তিনি, 'আশাকরি আমার পরিবার তোমাকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখে সেটা নষ্ট করবে না।'

—'নিশ্চয়ই। সেটা নষ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।'

বলে গুইলিয়ানো মৃদু হেসে বিদায় নিলো। এরপর প্রিন্সের শোবার জন্যে বিছানা করে দেওয়া হলো।' নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের শব্দ ভেসে আসছিল প্রিন্সের কাণে। তিনি শুয়ে পড়লেন। বাইরে দুজন পাহারা আছে। প্রিন্সের দু'চোখ জুড়ে ঘুম নামতে লাগলো ক্রমশঃ। অনেককাল তিনি এরকম ঘুমোননি।

* * *

সারা রাত ধরে গুইলিয়ানো ব্যস্ত রইলো। ওষুধের জন্যে ইতিমধ্যেই মনটেল-প্যারোতে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর ও ট্যারানোভাকে পাঠালো মঠের অধ্যক্ষ ম্যানফ্রেডের কাছে। ও চাইছিল মঠের অধ্যক্ষই প্রিন্স অলরেডোর বিষয়টা দেখাশোনা করুণ। অবশ্য ও জানতো যে, মঠের অধ্যক্ষকে কাজটা করতে হবে ডন ক্রোসের মাধ্যমে। স্যানগ্রেড হবেন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি। ডন ক্রোসে অবশ্য এ কাজের জন্যে তার প্রাপ্য বুঝে নেবেন এ' ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই।

কথা প্রসঙ্গে প্রিন্স অলরেডো একবার গুইলিয়ানোকে বললেন, 'গুইলিয়ানো, আমার ইচ্ছে তুমি আর ডন ক্রোসে দুজনে মিলে এই সিসিলি শাসন করো। তোমার আদর্শ আর ওর অভিজ্ঞতা এই দুইয়ে মিলে সোনায় সোহাগা হবে। তোমরা দুজনেই সিসিলিকে ভালোবাসো তা আমি জানি। আমাদের সামনে বিপদ আসছে ভবিষ্যতে। তোমরা দুজনে সেকথা ভেবে কেন এক হচ্ছোনা তা বুঝতে পারছিনা।'

একটু থেমে আবার বললেন তিনি, 'এখন লড়াই শেষ। সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কম্যুনিষ্ট আর সোস্যালিষ্টরা চার্চের মর্যাদা ক্রমশঃ নীচে নামিয়ে আনছে। তাদের বক্তব্য, মাকে ভালবাসার চেয়েও দলের প্রতি কর্তব্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভাই-এর প্রতি বোনের স্নেহও সেখানে তুচ্ছ। ওরা যদি আগামী নির্বাচনে জেতে আর এই রকম কাজকর্ম চালিয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে কি পরিণতি হবে ভেবে দেখেছো ?'

গুইলিয়ানো নিস্পৃহ স্বরে বললো, 'ওরা কখনোই জিততে পারবে না। সিসিলিয়ানরা কোনোদিনই কম্যুনিষ্টদের শাসন মেনে নেবেনা।'

—'এতো নিশ্চিত হয়োনা।' বলে উঠলেন প্রিন্স অলরেডো। সামান্য থেমে আবার বললেন, 'তুমি সিলভেস্ট্রার কথাই ভাবোনা। তোমারতো ছোটবেলার পরিচিত বন্ধু। খুবই ঘনিষ্ঠ। যুদ্ধে গিয়ে কতোগুলো র‍্যাডিক্যাল ধারনা নিয়ে ফিরলো। তুমিই ভাবো…।'

গুইলিয়ানো জবাবে বললো, 'ডেমোক্র্যাটিক পার্টীর সঙ্গে আমার কোনোরকম

ঘনিষ্ঠতা নেই। তবু আমি সোস্যালিস্ট সরকার যাতে না হয় সে চেষ্টা করে যাবো।'

—'একমাত্র তুমি আর ডন ক্রোসেই সিসিলির প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারো। তবে তার আগে তোমাদের দুজনকে এক হতে হবে। ডন ক্রোসে তোমাকে তার ছেলের মতোই দেখেন। তোমাকে উনি স্নেহ করেন। তিনিই একমাত্র পারেন তোমার সঙ্গে ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডসের সংঘর্ষ এড়াতে। উনি জানেন যে, তুমি যা বলো তাই করো। আমিও সেটা বলি। এই মুহূর্তে আমাদের তিনজনেরই এক হওয়া উচিত। তা না হলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাবো চিরকালের মতো।'

গুইলিয়ানোকে এবারে একটু ক্রুদ্ধ মনে হলো। বললো ও, 'আপনার মুক্তিপণ এখনো ঠিক হয়নি। তার আগেই আপনি জোট বাঁচার কথা বলছেন। আপনাকেতো মরতেও হতে পারে।'

—'যদি মরতেই হয় তাহলে আর কি করা যবে।'

প্রিন্স অলরেডো গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন। সে রাতে তার আর ভাল ঘুম হলোনা।

*   *   *

ডন ক্রোসে মাফিয়া নেতাদের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠকে বসলেন। তিনি জানতেন যে, শুধু শক্তির জোরে এদের তিনি অনুগত রাখেন নি। রেখেছেন বুদ্ধির জোরে। তিনি মাফিয়া লীডারদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন যে, গুইলিয়ানো একেবারে মেরে ফেলা খুবই কঠিন ব্যাপার। আর তা উচিতও নয়। বরং ওকে তাদের ভবিষ্যতের জন্যে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সিসিলির এই কম্যুনিস্ট প্রাধান্য খর্ব করতেই হবে। ব্যাপারটা ক্রমশঃই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। গুইলিয়ানোরও এতে সমর্থন নেই এটা জানা গেছে। সুতরাং ওকে যেমন করে হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই দলে নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে। এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের সকলেরই এতে রাজী হওয়া উচিত। তাদের দিক থেকে পাঠানো প্রস্তাব ও যদি প্রত্যাখ্যান করে তখন ওর সম্পর্কে অন্যরকম ভাবা যেতে পারে।

বলে তিনি সবাইকে তিন দিনের মতো সময় দিলেন। এরমধ্যে যেন তারা তাদের মতামত জানান। এ' ব্যাপারে ডন কুইনটানা, ডন মারকুজি, ডন বাসিলা, ডন আর্জানা প্রভৃতি সবাই প্রায় চুপ করে রইলো। একমাত্র ডন ক্রোসের একমত হলো ডন সিয়ানো।

*   *   C

ডন ক্রোসে তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে হেক্টর অ্যাডোনিসদের সঙ্গে কথা বললেন। অ্যাডোনিসকে তিনি বললেন, 'দেখুন প্রফেসার, আপনার ওই মানস পুত্রের ব্যাপারে আমরা ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পেঁাছেছি। ওকে হয় আমাদের দলে আসতে হবে আর নয়তো পুরোপুরি বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে। প্রিন্স অলরেডোকে অপহরণ করে ও

আমাদের স্ত্রীঅতো অপমান করেছে। কিন্তু আমি ওর নানা গুণের প্রশংসা করি। ওর ক্ষমতাকেও আমি যথেষ্ট সম্মান দিই। টুরি গুইলিয়ানো যদি আমার সহযোগী হয় তাহলে আমি ভীষণ আনন্দিত হবো। আপনি তাকে গিয়ে আমার কথা বলুন।

আমার প্রস্তাবে ও যদি রাজী থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস এর সবচেয়ে মর্যাদার আসনে ওকে আমি জায়গা দেবো।'

প্রফেসার অ্যাডোনিস বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ওকে জানাবো।' ডন ক্রোসে ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন একভাবে।

* * *

কয়েক দিন পরেই অ্যাডোনিস পাহাড়ে গিয়ে গুইলিয়ানোর সংগে যোগাযোগ করলেন। গুইলিয়ানোকে তিনি ডন ক্রোসের সমস্ত কথা জানালেন। টুরি অবশ্য ওর কথা নিস্পৃহভাবে শুনে গেল। কিন্তু কোনোরকম মন্তব্য করলো না।

অ্যাডোনিস আরো জানালেন যে, ও যদি মা বাবার কথা প্রকৃতই ভেবে থাকে তাহলে বরাবর এই পাহাড়ে কাটানো সম্ভব নয়। প্রতিবারই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাকে দেখতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। ডন ক্রোসের সঙ্গে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ থাকলে উনিই সব মার্জনার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অ্যাডোনিসের বোঝানোর পরে গুইলিয়ানো কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, 'আমি সিসিলিতে গরীব মানুষদের মুক্তি চাই। ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস এটা চায় না। সে কারণে ওরা আমার শত্রু। আমি প্রিন্স অলরেডোকে অপহরণ করেছি এটা যেমন ঠিক কথা তেমনি কুইনটানাকে বাঁচার সুযোগও দিয়েছি। ডন ক্রোসের সম্পর্কে আমার কোনো ভাল ধারণা নেই। ওকে আর আমি সম্মান করিনা। ওকে এবার বলবেন। আরো বলবেন যে, ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে যে, উনি আর আমি সবকিছুর সমান অংশীদার হবো। তখন আর আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনোরকম স্বার্থের সংঘাত থাকবে না। আপনি ওকে বলতে পারেন যে, ওর মাফিয়া লীডাররা যা ইচ্ছে তাই করুক। আমি ওদের বিন্দুমাত্র ভয় পাইনা।'

—'ঠিক আছে। আমি চললাম।'

প্রফেসার হেক্টর অ্যাডোনিস ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন ডন ক্রোসের কাছে। তাকে সব কিছু জানালেন তিনি। গম্ভীর হয়ে ডন ক্রোসে এমনভাবে মাথাটা নাড়তে লাগলেন, যেন এটাই তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন।

* * *

এরপরের মাসগুলোতে গুইলিয়ানোর জীবনের ওপরে তিন তিনবার হামলা হলো। প্রথম আক্রমনটা এলো গুইডো কুইনটানার পক্ষ থেকে। একেবারে রাস্তার ওপরে। এই রাস্তা দিয়েই ও খুব সহজে আর দ্রুত পাহাড়ে ওঠা যায়। গুইলিয়ানো এই রাস্তাই ব্যবহার করতো। গুইডো কুইনটানা জনাদশেক লোক নিয়ে ওর ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল। একরকম হঠাৎই বলা যায়। কিন্তু কুইনটানা ঘটনাস্থলে

ছিল না। শেষ পর্যন্ত সবাইকেই গুইলিয়ানোর অনুগ্রহ ধরে যেতে। পিসিওট্টা সবাইকেই খতম করে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু গুইলিয়ানোর হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয় নি। তার মতে এরা কেউ আসল লোক নয়। এর পেছনের নেতৃত্বে আছে গুইডো কুইনটানা। সুতরাং এদের মেরে কোনো লাভ নেই

যাই হোক, এরপরে গুইলিয়ানোর ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল ডন সিয়ানো। ও দুজন লোক মারফৎ চেষ্টা করেছিল, প্যাসাটেম্পো আর ট্যারানোভাকে নিজের দলে নিয়ে আসার। তা নাহলেও ঘুষ দিয়ে ওর বিপক্ষে নিয়ে যাবার। কিন্তু ডন সিয়ানো ভাবতে পারেনি ওরকম একজন নিষ্ঠুর মানুষ প্যাসাটেম্পোকেও গুইলিয়ানো নিজের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এবারেও গুইলিয়ানো সাফল্যের সঙ্গে নিজের বিপদকে কাটিয়ে নিলো। প্যাসাটেম্পোর গুলিতে সিয়ানোর পাঠানো লোক দুটো চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো।

তৃতীয়বার চেষ্টা করলো গুইডো কুইনটানাই, এটা তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। আর এর পরেই গুইলিয়ানোর সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

সম্প্রতি মনটেলপ্যারোতে একজন নতুন পাদ্রী এসেছিলেন। তার নাম ছিল ফাদার ডোড্যানা। ভদ্রলোক দীর্ঘকায় এবং স্বাস্থবান। মাস খানেকের মধ্যেই তিনি এখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলেন। এক রবিবার চার্চ থেকে বেরোনোর পরে রাস্তার ওপরে মারিয়া লম্বার্ডো ওকে দাঁড় করালেন। বললেন, 'আপনি আমার ছেলের জন্যে কিছু করতে পারেন কিনা?' ফাদার ডোড্যানা বললেন, এরপরে ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।' মারিয়া অর্থাৎ গুইলিয়ানোর মায়ের পাদ্রীদের ওপরে বিন্দুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি জানতেন যে, টুরি কোনোদিনই পাদ্রীর সামনে কোনোরকম 'স্বীকারোক্তি' দেবে না। তবুও বললেন, 'ঠিক আছে, ও এলে আপনার কথা বলবো।' এরপর যখন গুই-লিয়ানো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলো তখন তাকে মারিয়া বললেন, 'দ্যাখ্ বাবা, আমি ফাদার ডোড্যানার সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি খুব ভাল লোক। তুই একবার ওর কাছে স্বীকারোক্তি দে।'

—ঠিক আছে। তাই হবে

বলে গুইলিয়ানো পিসিওট্টাকে ফাদার ডোর্ডানোর কাছে পাঠালেন। ওর সঙ্গে এলেন ফাদার ডোড্যানা। গুইলিয়ানো ওকে অভিবাদন জানালো। বললো, 'আসুন ফাদার, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ফাদার ডোড্যানাকে নিয়ে গুইলিয়ানো নিজের শোবার ঘরে এলো। ফাদার বললেন, 'এখানেই আমি তোমার কনফেশান শুনবো। ঘরটা খুবই চমৎকার। আমি প্রয়োজনীয় সব কিছু এনেছি।' বলে তিনি কাঠের বাক্সটা নামালেন। পিসিওট্টা ঘরে দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, 'ভাইসিয়ানো, তোমার বাবুকে যে একটু যেতে বলতে হবে।'

টুরি এবারে হাসলো। বললো, 'আমি স্বীকারোক্তি দেবো। কিন্তু তার আগে আপনার বাক্সে কি আসে একবার দেখে নিতে চাই।'

ফাদার ডোড্যানা বাক্সটা খুলতে গেলেন। ঠিক সেইমুহূর্তে পিসিওট্টার রিভলবারটা ওর ঘাড়ের কাছে স্পর্শ করলো। গুইলিয়ানো তৎক্ষনাৎ ফাদারের কাছ থেকে কেড়ে নিলো বাক্সটা। এরপর পিসিওট্টার দিকে একবার তাকিয়েই বাক্সটা খুলে ফেললো ও। দেখলো বাক্সের ভেতরে একটা রিভলবার রয়েছে। আর সেটা দেখতে পেয়েই ফাদার ডোড্যানার মুখটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল।

গুইলিয়ানোকে লুকিয়েই নিজের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতে হতো। ওর আশংকা ছিল যে, যে কোনো সময়ে পুলিশ বাহিনী ওর পরিবারের ওপরে আক্রমণ করতে পারে। ফাদার ডোড্যানোকে খুন করে ওর বুলেট বিদ্ধ দেহটা ক্রুশে পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছিল। এটা মনে পড়তেই ওর মনে হলো এরপর ওর পরিবারের ওপরে আক্রমণ অনিবার্য্য। কিন্তু ভেঙে পড়ার মতো যুবক গুইলিয়ানো নয়।

এরপরে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বাবার মুখে পুরোনো আমেরিকার কাহিনী শুনে ওর ওখানেই চলে যাবার ইচ্ছে হয়। এরপর গুইলিয়ানোর মাথায় একটা প্ল্যান এলো। ও বেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে বাড়ী থেকে পাহাড় পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পরিকল্পনা করলো। বাড়ীর ভেতরে সুড়ঙ্গের মুখটা ঠিক স্টোভের নীচে থাকবে। এরকম ব্যবস্থা যদি করতে পারা যায় তাহলে যখন ওর ইচ্ছে হবে তখনই বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে পারবে। এ নিয়ে দুজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করলো গুইলিয়ানো। তার মধ্যে একজন ওর বাবা। তিনি আর তার বন্ধুতো সবকিছু উড়িয়ে দিলেন অবাস্তব ব্যাপার বলে। কিন্তু গুই-লিয়ানোর মা, ছেলের পরিকল্পনায় ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি ওদের বললেন,' তোমরা যদি উদ্যোগ না নাও তাহলে আমিই এগোবো। ভবিষ্যতে পুলিশ জানলেও কিছু এসে যাবে না। কিন্তু এটা হলে গুইলিয়ানোকে আমি নিয়মিত দেখতে পাবো। আমাদের জমি খোঁড়ার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। এরজন্যে আমরা পুলিশকে জবাবদিহি করতে যাবো না। যদি ওরা একান্তই জানতে চায় বলবো মধু আর মদ রাখার জন্যে ঘরটা তৈরী করেছি। আমার ধারণা, ওই সুড়ঙ্গই ওর একদিন প্রাণ বাঁচাবে।'

আর একজন বয়স্ক ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন হেক্টর অ্যাডোনিস। তিনি সমর্থন করলেন। তাছাড়া আরো একটা পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'সুড়ঙ্গের আর একটা মুখ বায়াবিলার আর একটা অন্য কোনো বাড়ীতে থাকলে ভাল হয়। যদি কোনো কারণে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আর একটা পালাবার রাস্তা থাকবে। এ' ব্যাপারে আপনি আমার বাড়ীটাকে ব্যবহার করতে পারেন।'

কিন্তু অ্যাডোনিসের বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে। এছাড়া গুইলিয়ানোও গডফাদারকে বিপদের মধ্যে ফেলতে রাজী নয়। কারণ এক্ষেত্রে তার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ ভাবার পরে গুইলিয়ানোর মায়ের একজনের কথা

মনে পড়ে গেল। সে হলো লা-ভেরেনারা। বাড়ীতে ও একলাই থাকে। এই বাড়ীর চারটে বাড়ীর পরেই তার বাড়ী। ওর স্বামী পুলিশের হাতে কিছুকাল আগে মারা গেছে। সে কারণে পুলিশের ওপরে ভেরেনারার একটা প্রবল ঘৃণা। ও তার প্রিয় পাত্রী। গুইলিয়ানোকেও ভালোবাসে ও।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। মারিয়া ওর কথাই উল্লেখ করলো। তিনি জানতেন, চিকিৎসার ত্রুটির ফলে ভেরেনারার পক্ষে আর কোনোদিনও মা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ওই যা ভেরেনারাই গুইলিয়ানোর পক্ষে অত্যন্ত নিরাপদ।

টুরি গুইলিয়ানোর মাথার দাম অনেক। সেক্ষেত্রে অন্য কোনো মহিলা ওর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কারণ টুরি এখন যুবক। ওর একজন নারীকে প্রয়োজন। যে মেয়ে গুইলিয়ানোর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং যে, ওর সন্তানের মা হতে পারবে না তার চেয়ে বিশ্বস্ত নারী আর কে আছে। এছাড়া ভেরেনারা টুরিকে কোনো দিনও বিয়ে করার দাবীও করতে পারবে না। সে কারণে ভেবেচিন্তেই মারিয়া কাম্বাডো লা-ভেরেনারার নামটা করেছেন। অন্য সকলে এতো গোপন ব্যাপার না জানলেও গুইলিয়ানোর মায়ের কথায় সমর্থন করলেন।

সিদ্ধান্ত মতো কয়েকদিন পরে মারিয়া ভেরেনারাকে এই প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটা শুনে ওর দু'চোখে গর্বের ভাব দেখা দিলো। ওর মনটা আনন্দে ভরে গেছে। এ সমস্ত দেখে টুরির মায়ের মনে হলো, ভেরেনারা ওর ছেলের প্রতি দুর্বল। বলা-বাহুল্য, ভেরেনারা রাজী হলো।

এরপর সুড়ংগ খোঁড়া হলো। এই কাজ শেষ করতে অবশ্য বেশ সময়ও লাগলো। সবকিছু করা হলো খুব গোপনে। শেষ হবার পরে টুরি ওই সুড়ংগ দিয়ে যাতায়াত করতে আরম্ভ করলো।

একদিন ও গোপন সুড়ংগ পথে ভেরেনারার ঘরে এসেছে। জানলো, বাইরে পুলিশ প্যাট্রোল ঘুরছে। ওরা না গেলে ও এখান থেকে বেরোবে না। ভেরেনারার সংগে বসে কথা বলতে লাগলো টুরি। ভেরেনারা কফি করে খাওয়ালে ওকে। কথা-প্রসঙ্গে ভেরেনারা বললো, 'তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে পাহাড়ে আবার পাঠিয়ে দিতে পারি।'

—'ধন্যবাদ তোমার প্রস্তাবের জন্যে। তবে প্রয়োজন হবে না।' টুরি বলে উঠলো। এরপর বেশ কিছু সময় কাটিয়ে ও আবার ফিরে গেল পাহাড়ে।

এর বেশ কিছুদিন পরে গুইলিয়ানো আবার বাড়ীতে এলো। ওর মাতো ওকে দেখে খুবই খুশী। সংগে সংগে তিনি টুরির প্রিয় খাবারগুলো রান্না করতে লেগে গেলেন। বাড়ীতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গুইলিয়ানো সুড়ংগপথে ভেরেনারার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। বৃষ্টি পড়ে সুড়ংগপথ বেশ কাদা হয়ে গেছিল। লা-ভেরেনারার ঘরে যখন ও পেঁছোলো তখন ওর পোশাক একেবারে নোংরা হয়ে গেছে। লা-ভেরেনারা ওকে দেখে হেসে বললো, 'ঠিক আছে। বোসো তুমি। তোমার পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। পরিষ্কার হয়ে আরামে বসে গুইলিয়ানো ভেরেনারার

তৈরী কফি খেতে আরম্ভ করলো। ভেরেনারা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে গুইলিয়ানোকে একভাবে দেখছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর স্বামীর কথা। তবে কোনো মানুষের মুখ দেখে প্রেমে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিশেষ করে এই সিসিলিতে। স্বামী মারা যেতে ভেরেনারা অনেক কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু মনের মধ্যে একধরনের স্বস্তিও বোধ করেছিল। গুইলিয়ানোও কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ওর দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ভেরেনারা জানতো টুরি ওর শরীরকে কোনোদিনও ব্যবহার করবে না। বিশেষ করে ওর মায়ের মর্যাদার কথা ভেবেই ও নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে। এছাড়া ঘরটা ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যেও ও কৃতজ্ঞ থাকবে।

কিছুক্ষণ পরে ভেরেনারা বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে এলো। টুরিও মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিয়েছে। ভেরেনারার দেওয়া ওর মৃত স্বামীর পোশাকগুলো পরেছে ও। টুরির খেয়াল হচ্ছিল যে, ভেরেনারা খুবই দারিদ্র্যের সংগে দিন কাটায়। ও সিদ্ধান্ত নিলো যে, মায়ের মাধ্যমে ওকে কিছু অর্থ সাহায্য করবে নিয়মিত।

টুরি এবার ভেরেনারাকে ডাকলো। ভেরেনারা কাছে এসে একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'টুরি, তুমি মাথায় জল দাওনি কেন? বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

কথাগুলোর মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল যেটা টুরি বুঝতে পারলো ভালভাবে। সত্যিই চুলগুলোতে জট পড়ে একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। ভেরেনারা ওর চুলে হাত দিয়ে ওর চুলের জট ছাড়াতে আরম্ভ করলো। ভেরেনারার সান্নিধ্যে টুরির সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো একটা অদ্ভুত অনুভূতি। লা-ভেরেনারাই টুরিকে কলের সামনে নিয়ে গিয়ে ওর মাথাটা ধুয়ে দিলো। সাবান মাখিয়ে পরিষ্কারও করে দিলো। ভেরেনারার শরীরের বিভিন্ন অংশের সংগে স্পর্শ লাগছিল টুরির। ধীরে ধীরে টুরির মধ্যে একধরনের কাম তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠছিল। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না ও। টুরির একটা হাত গিয়ে স্পর্শ করলো ভেরেনারার একটা কোমল স্তনে।

চুল ধোওয়ার পরে ভেরেনারা ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। তোয়ালে দিয়ে ওর মাথাতো বটেই এমন কি শরীরের অন্যান্য অংশগুলোও মুছে দিতে লাগলো। ভেরেনারা বলে উঠলো, 'তোমাকে অনেকটা ব্রিটিশ গুণ্ডাদের মতো দেখতে লাগছে। আমি তোমার চুলগুলো ছোট করে দেবো। কিন্তু এখানে নয়। অন্য ঘরে চলো।'

—'চলো।'

ভেরেনারার এইসব কাজে বেশ মজা পাচ্ছিল গুইলিয়ানো। এর পেছনে যে একধরনের যৌনতা আছে সে বিষয়ে ও বেশ সচেতন। কিন্তু তার সংগে একটা ভয়ও কাজ করছে। কারণ এসব ব্যাপারে ও একেবারেই অনভিজ্ঞ। ভেরেনারা ওকে বোকা ভাবুক তা ও একেবারেই চায়না।

ভেরেনারা ওকে বসার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা খুব ছোট। আসবাবপত্র গুলো

ছড়ানো ছেটানো। টেবিলের ওপরে ওর স্বামী আর সন্তানের ছবি। এছাড়া ভেরেনারার যুবতী বয়েসেরও একটা ফটো রয়েছে।

ভেরেনারা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো, 'ভেবেছিলাম আমি খুবই দুখী। কিন্তু...।'

এতোক্ষণে একটা টুলের ওপরে বসেছে ভেরেনারা। ওর সামনে একটা বাক্স খোলা। তাতে চুল কাটার যন্ত্রপাতি। ঠিক সেই সময়ে বাইরে একটা জীপের হর্ন দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। ভেরেনারা একটু ভয় পেয়ে গেল এবারে। বলে 'দাঁড়াও তোমাকে একটা বন্দুক এনে দিচ্ছি।'

গুইলিয়ানো ওর দিকে শান্তভাবে তাকালো। নিস্পৃহ চোখদুটো। এখন জীপ বাহিনী চলেছে গুইলিয়ানোর বাড়ীর কাছে। কিন্তু ওরা যদি এখানে এসে পড়ে। যদি বাড়ীতে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে অবশ্য অসুবিধে আছে। কারণ বাইরে পিসিওট্টা তার দলবল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওরাই শেষ করে দিতে পারবে।

টুরি ভেরেনারার একটা হাত মৃদু ভাবে স্পর্শ করলো। বললো, 'না ভেরেনারা, আমার বন্দুকের প্রয়োজন নেই। একমাত্র তুমি যদি না তোমার রেজার দিয়ে গলাটা কেটে দাও।'

লা-ভেরেনারা হেসে উঠলো। মন দিয়ে ওর চুল কাটছিল ও। টুরি তার পিঠে ভেরেনারার শরীরের স্পর্শ অনুভব করছিল। এরপর ভেরেনারা ওর সামনে এসে চুল কাটতে আরম্ভ করলো। ভেরেনারার ঝুঁকে পড়ার ফলে ওর স্তনদুটো গুইলিয়ানোর মুখ স্পর্শ করছিল। ভেরেনারার শরীরে একটা সুগন্ধ। টুরি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে হয়ে উঠলো। সেই মুহূর্তে গুইলিয়ানোর মনে হচ্ছিল ও যেন একটা আগুনের সামনে বসে আছে।

টুরি গুইলিয়ানোর চোখের সামনে থেকে ছবিগুলো ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগলো। চুল কাটা শেষ। জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাবে এমন সময় টুরির একটা হাত ভেরেনারার উরুতে চাপ দিলো। ভেরেনারা মুখটা নীচু করলো এবার। টুরি ঠোঁটটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর ঠোঁটের ওপর রাখলো।

তিন বছরের বৈধব্যের জীবনে ভেরেনারা এর আগে আর কোনো পুরুষের স্পর্শ পায়নি। তার কামনা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এই মুহূর্তে ও আবার দ্বিগুণ বেগে কামনার আগুনে জ্বলে উঠতে চাইলো।

টুরি ওকে বিছানায় নিয়ে এলো। তারপর সেই মুহূর্তে দুটো দেহ পারস্পরিক উত্তাপের আগুনে জ্বলে একেবারে এক হয়ে যেতে লাগলো। একবার নয় পরপর দুবার ওরা মিলিত হলো। এরপর যাবার পালা। গুইলিয়ানো বিদায় নেবার আগে আবার ওকে চুমু খেলো। ভেরেনারা করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো এবার, 'টুরি আবার কবে আসবে তুমি ?'

—'মায়ের কাছে এলেই আমি তোমার কাছে আসবো।' গুইলিয়ানো আবেগের ভংগীতে বলে উঠলো। থেমে আবার মৃদু স্বরে বললো, 'এখন পাহাড়ে গিয়ে আমি তোমার স্বপ্নই দেখবো।'

লা-ভোরনারার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো। সে টুরিকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে, চলে গেল গুইলিয়ানো।

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ও ঘরের মধ্যেই। এরপর ও রাস্তায় বেরিয়ে এলো, গুইলিয়ানোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মারিয়া নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠায় আছেন। শেষপর্যন্ত ভেরেনাতো দেখা করলো মারিয়ার সঙ্গে, ওকে অন্তত বছর দশেকের ছোট দেখাচ্ছে, চোখদুটো আনন্দে আর আবেগে ভরপুর। গালদুটো গোলাপী হয়ে উঠেছে। এই প্রথম ও কালো পোশাকের বদলে অন্য রঙের পোশাক পড়েছে। আজ এই মুহূর্তে প্রায় বছর চারেক বাদে ওকে এই প্রথম রঙীন পোশাকে দেখলো মারিয়া কাম্বার্গে। মারিয়া খুশী হলেন নিজের মনে, কিন্তু বাইরে তিনি তার ছেলের জন্যে একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করেছেন, ভেরেনারা ওর সঙ্গে কোনো দিনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা। এছাড়া কোনদিনও ওর ওপরে দাবী করার সাহস পাবেনা ও, তার ছেলেকে এই নারী ভালবাসে এটা ভাবা সত্ত্বেও মারিয়ার মনে কোনোরকম ঈর্ষাবোধ হলোনা। ভেরেনারা ওদের প্রেমের কথা বাদ দিয়ে আর যা যা ঘটেছিল কিংবা কি রান্না করে খাইয়েছিল। সে সব গল্প করতে লাগলো। টুরিনাকি ওর রান্নার খুব প্রশংসা করেছে, বলেছে এরকম রান্না নাকি ও জীবনেও খায়নি। এই প্রথম মারিয়া মনের মধ্যে একধরনের ঈর্ষা টের পেলেন।

'মিচেল করকিয়ন গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছিল। আচমকাই ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হলো ওর একটা গর্তের ভেতর থেকে ও যেন নিজের শরীরটাকে টেনে তুলছে। শোবার ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। বাইরের আকাশে পান্ডুর চাঁদ। চাঁদের আলোকে আড়াল করার জন্যে ও কাঠের ঝিলমিলগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরে কোনো শব্দ নেই। এই নিশ্চিদ্র নিস্তব্ধতা একমাত্র মিচেলের নিজস্ব হৃদস্পন্দনেই ব্যহত হচ্ছিল। মিচেল ঘরের মধ্যে কারো উপস্থিতি টের পাচ্ছিল। ও ঘরে শুলো এবার। কাছেই মেঝের ওপরে একটা কিছু দাঁড়িয়ে আছে বলে ওর মনে হলো হাত বাড়ালো ও, বিছানার ধারে ল্যাম্পটা ছিল। জ্বালালো সেটা। অন্ধকারের পিডটা ক্রমশ কালো ম্যাডোনার কঠিন একটা মস্তকে পরিনত হয়ে গেল। হঠাৎ মিচেলের মনে হলো ওটা টেবিল থেকে পড়ে গেছে, তারই শব্দে ওর ঘুমটা গেছে ভেঙে, এটা ভেবেই ক্রমশ সহজ হয়ে এলো ও। বাচঁলো স্বস্তির বিশ্বাস ফেলে। ঠিক তখনই ও দরজার কাছে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেলো, তাকালো সেদিকে। আলোটা ওখানে গিয়ে পেঁছোয়নি, তবুও ও বুঝতে পারলো ওটা গ্যাসপার পিসিওট্টার শরীর।

দরজার দিকে পেছন ফিরে ও মেঝেতে বসেছিল। ওর গোঁফওলা মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা উল্লাসিত হাসি, টেবিলে রাখা রিস্টওয়াচটা নিয়ে ও সময়টা দেখলো একবার। এখন ঠিক তিনটে, বলে উঠলো ও, 'খুব অদ্ভুত সময়েই এসেছো তুমি। কিন্তু অপেক্ষা করছো কিসের জন্যে?'

বিছানা থেকে নেমে এলো মিচেল। দ্রুত পোশাক পড়ে নিলো তারপর। জানলার খড়খড়িটা খুলে দিলো। একটা অশরীরি আত্মার মতো চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে

এসে পড়লো, এবারে আবার জিজ্ঞেস করলো ও, 'তুমি আমাকে ঘুম থেকে ডাকোনি কেন ?

পিসিওট্টা জবাবে একটা অদ্ভুত ভংগী করলো। ও বললো, 'আমি ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে ভালবাসি। মাঝে মাঝে ওরা ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে, গোপন কথা বলে ফেলে। মিচেল বললো, 'আমি বলিনা, এমন কি স্বপ্নেও নয়।' এরপর ও বারান্দায় বেরিয়ে এলো। পিসিওট্টাকে একটা সিগারেট দিতে চাইলো ও। পিসিওট্টা সেটা নিয়ে ধরালো। দুজনে সিগারেট টানতে লাগলো আপন মনে। পিসিওট্টার বুকে কফ বসে গেছে। একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। চাঁদের আলোয় ওর রোগা শরীরটা একটা অশরীরি আত্মার মতো লাগছিল, ওরা চুপ করে রইলো খানিকক্ষন। পরে পিসিওট্টা বললো, 'তুমি কি নথিপত্র পেয়ে গেছো ?

'হ্যা,' মিচেল জবাব দিলো। পিসিওট্টা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এবার। টুরি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতো ওকে। একমাত্র পিসিওট্টাই ওকে খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু এই নথিপত্রের ব্যাপারে টুরি ওকে বিশ্বাস করেনি। পিসিওট্টা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কাছে ওটা আছে ?'

কয়েক মুহূর্ত মিচেল ইতস্তত করলো। সেটা দেখে হেসে উঠলো পিসিওট্টা। বললো, তুমি টুরির মতোই সতর্ক।'

মিচেল এবার বললো, 'সব নথিপত্র এখন আমেরিকাতে আমার বাবার জিম্মায় রয়েছে।'

কিন্তু মিচেল ওকে সেটা বললো না যে, সেটা এখনো আমেরিকায় পেঁীছোয়নি। টার্নিয়ের পথে রয়েছে। এইরকম প্রশ্নটা করাতে মিচেল একটু ভয় পেলো। গোপনে পিসিওট্টার এখানে আসার একটাই কারণ থাকতে পারে, এরকম সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়ারও একটাই কারণ। এর পরেই হয়তো গুইলিয়ানো স্বয়ং এসে হাজির হবে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'গুইলিয়ানো কখন আসছে ?'

—'আগামী কাল রাতে।' জবাব দিলো পিসিওট্টা, থেমে আবার বললো, 'কিন্তু এখানে নয়।'

—'কেন ? এটাতো নিরাপদ জায়গা।' বললো মিচেল, পিসিওট্টা হাসলো। বললো, 'কিন্তু আমিতো এখানে ঢুকতে পেরেছি তাই না।'

এই সবকে সত্যটা জেনে একটা আড়ষ্ট বোধ করলো মিচেল। ডোমোনিকের নির্দেশ হয়ত এখানকার প্রহরীদের সাহায্য পেয়েছে। কিংবা ডোমেনিক নিজেও আসতে পারে।

—'এবারে কিন্তু গুইলিয়ানোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

—'না', পিসিওট্টা জবাবে বলে উঠলো, 'ওর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো আমিই। তুমি ওর পরিবারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ও নিরাপদেই থাকবে। কিন্তু ডন ক্রোসে জানে যে, তুমি এখানে আছো। ইনস্পেক্টর ভেলারডিও জানেন এটা। ওদের

ইনফরমার সব জায়গায় রয়েছে। তুমি গুইলিয়ানোর জন্যে কি প্ল্যান করেছো? তুমি কি ভাবো আমরা সবাই গাধা? কথাগুলো রুক্ষভাবে বলে উঠলো পিসিওট্টা। থেমে আবার বললো, পালেরমোর প্ল্যান আমি তোমাকে বলতে চাইনা।' জবাবে মিচেল বললো 'আমাকে বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ব্যাপার। তবে আমাকেতো বলতে হবে যে, গুইলিয়ানোকে তুমি কোথায় হাজির করবে? আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো। আর যদি না বলতে চাও তাহলে আগামী কালই আমাকে আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে।'

পিসিওট্টা হাসলো। বললো, 'এবার তুমি প্রকৃত সিসিলিয়ানের মতোই কথা বলছো।'

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললো ও, 'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আর কিছু যায় আসেনা। গত সাত বছর ধরে আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। আমরা এই মনটেপ্ক প্যারের শাষক। টুরি আর আমি, টুরি গরীবদের রাজা। আর আমি নিজেই নিজের রাজা। আমি টুরির ডান হাত। প্রধান সহযোগী, এছাড়া ওর মাসতুতো ভাইও বটে। সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। তাসত্বেও একটি কৃষক মেয়েকে ধর্ষন করার জন্যে গুইলিয়ানো আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মেরেছিল। অবশ্য কারো সামনে নয়। এটা গোপনেই ছিল। তবে আমি জানতাম ফের যদি আমি ওর অমান্য হই তাহলে ও আমাকে খুন করতে পারে। এই হচ্ছে টুরি গুইলিয়ানো।' বলে জামার হাতা দিয়ে নিজের মুখটা মুছলো, ওকে খুবই শীর্ণ লাগছিল। চাঁদের আলোর ওর গোঁফটা চকচক করে উঠছিল। মিচেল শোনার পরে ভাবলো পিসিওট্টা এ কাহিনী ওকে শোনালো কেন?

ওরা আবার শোবার ঘরে এলো। মিচেল জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়েছে। পিসিওট্টা পড়ে থাকা কালো ম্যাডোনার মুণ্ডুটা মেঝে থেকে তুলল। তারপর দিয়ে দিলো মিচেলের হাতে। বললো, 'আমিই ওটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

থেমে এবারে বলে উঠলো, 'নথিপত্র এর ভেতরেই ছিল, তাইনা?'

—'হ্যাঁ' জবাব দিলো মিচেল, এবারে পিসিওট্টার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললো, 'গুইলিয়ানোর মা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। ওকে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম আমি। উনি নিজের কাছে রেখেছেন এটা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার চোখের সামনেই ওটা উনি তোমার হাতে দিয়েছিলেন।' সামান্য থেমে তিক্তস্বরে বললো আবার, 'আমি নাকি ওর ছেলের মতো। উনি আমার মায়ের মতো। পরিহাসের ব্যাপার।' পিসিওট্টা মিচেলের কাছে আর একটা সিগারেট চাইলো, টেবিলের ওপরে বোতলে তখনো কিছুটা মদ। মিচেল দুটো গ্লাসে ঢাললো, একটা ওকে দিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলো, পিসিওট্টা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে উঠলো, এবারে আসল কথায় আসি। 'ক্যাটালভেট্রানো 'শহরের বাইরে আমি গুইলিয়ানোকে তোমার হাতে তুলে দেবো। তুমি একটা খোলা গাড়ীতে চাপবে যাতে আমি তোমাকে

চিনতে পারি। ট্রেপানির রাস্তা ধরে আসবে। আমি আমার সুবিধেমতো তোমার গাড়ী আটকাবো। যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে মাথায় একটা টুপি পড়বে সংকেত হিসেবে। তাহলে আর তোমার সামনে আসবোনা। একেবারে ভোরবেলা। পারবোতো ?'

—'নিশ্চই পারবো, সব ব্যবস্থা করা আছে।' মিচেল বলে উঠলো আমার, 'একটা কথা বলার আছে, গতকাল অ্যাডোলিন প্রফেসার অ্যাডোনিসের সঙ্গে দেখা করেনি, তিনি এর ফলে বিরক্ত হয়েছেন।'

পিসিওট্টা এই প্রথম অবাক হলো। কাঁধটা ঝাঁকালো একবার। বললো তারপর, 'তোমার ভাগ্য খারাপ। যাই হোক, আমি এখন যাচ্ছি।'

বলে ও মিচেলের সংগে করমর্দন করলো। মিচেল বললো, 'তুমিও আমাদের সংগে আমেরিকায় চলো।'

পিসিওট্টা ম্লান হেসে মাথা নাড়লো। বললো, 'আমি সারা জীবন এই সিসিলিতেই থাকবো। আমি সিসিলিকে ভালবাসি। তাই এখানেই মরতে চাই আমি। তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।'

কথাগুলো শুনে ভীষণভাবে আলোড়িত হলো মিচেল। পিসিওট্টা সম্পর্কে ও অল্পই জানে। তবুও মিচেলের মনে হলো, পিসিওট্টা এখান থেকে কোথাও যাবে না। এই মুহূর্তে ওর মধ্যে একটা রাগ জমা হয়েছে। ও একজন প্রকৃত সিসিলিয়ান। অপরিচিত জায়গায় ও থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না।

মিচেল বললো, 'আমি তোমাকে গেট দিয়ে পার করে দেবো ?'

—'না। আমাদের এই সাক্ষাৎকার গোপন থাকবে।' বলে উঠলো পিসিওট্টা। তারপর ধীরে ধীরে এগোলো সামনের দিকে। ওর কৃশকায় দেহটা দেখছিল মিচেল।

* * *

পিসিওট্টা চলে গেছে। মিচেল ভোর অবধি বিছানাতেই শুয়ে রইলো। কিন্তু ঘুমোতে পারলো না। শেষপর্যন্ত ও গুইলিয়ানোর মুখোমুখি হতে চলেছে। দুজনে একসংগেই এরপর আমেরিকায় যাবে। গুইলিয়ানোর সংগে মুখোমুখি হবার অনুভূতিটা কেমন হবে তা ভাবতে লাগলো ও। ও কি সেই পুরাণ চরিত্রর মতো ? এই দ্বীপে ওর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। এখানকার মানুষেরা সবাই ওকে ভালোবাসে।

বিছানা থেকে উঠে পড়লো মিচেল। খুলে দিলো জানলার খড়খড়িগুলো। বাইরে তখন পুরোপুরি ভোর হয়ে গেছে। আকাশে সূর্য উঠছে! সমুদ্রে তার সোনালী আভা। একটা মোটর লঞ্চ এদিকে আসছে। ভেতর থেকে মিচেল বাইরে বেরিয়ে এলো। পিটার ক্লেমেঞ্জা দেখতে পেলো ও। ও এগিয়ে গেল ওকে শুভেচ্ছা জানাতে।

পিটার ক্লেমেঞ্জার সংগেই ব্রেকফাস্ট করলো মিচেল। পিসিওট্টার আমার ব্যাপারটা জানালো ওকে। পিসিওট্টা যে প্রহরা ভেদ করে ভেতরে এসেছিল এতে পিটার তেমন অবাক হলো না। বাকী সকালটা ও গুইলিয়ানোর সংগে দেখার ব্যাপারে প্ল্যান করেই

কাটিয়ে দিলো। কোনো ইনফরমারের পথে এদিকে লক্ষ্য রাখাটা অস্বাভাবিক নয়। একসারি গাড়ী নিশ্চয়ই কারো না কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাছাড়া মিচেলকে ওরা খুব কাছ থেকে নজরে রাখতে পারে। এটা সত্যি যে, ইন্সপেক্টর ভেলারডির সিকিউরিটি পুলিশ এ'তে কোনোরকম মধ্যস্থতা করবে না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টা অতো সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্ল্যান শেষ করার পরে মিচেল লাঞ্চ খেলো। তারপর ঘরে গিয়ে হাজির হলো সামান্য ঘুমোবার জন্যে। সামনে দীর্ঘ রাতটা ও ঝরঝরে থাকতে চাইলো। পিটারের হাতে আরো কিছু কাজ তখনো ছিল। এরমধ্যে একটা হলো, নিজের লোকেদের ডেকে ঠিকমতো নির্দেশ দেওয়া। গাড়ীর ব্যবস্থা করা। বাড়ী ফিরে ডোমেনিককে বাড়ীতে আসার জন্যে বলতে হবে।

শোবার ঘরের জানলা বন্ধ করে দিলো মিচেল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। ওর শরীরটা একধরণে আড়ষ্টবোধ করছিল। শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারলোনা ও। ওর মনে হলো, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছু ভয়ানক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ও বিশেষ অনুভূতি দিয়ে আসন্ন বিপদের ব্যাপারটা টের পাচ্ছিল। কিন্তু তারপরেই মিচেল স্বদেশে ফেরার বিষয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করলো। ও দীর্ঘ নির্বাসন শেষে বাড়ী ফিরেছে। দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা ডন করলিয়ন। মিচেল এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে।

সাত বছর বন্দী জীবন যাপন করার পরেও গুইলিয়ানো জানতো যে তাকে এই পাহাড়ী সাম্রাজ্য ত্যাগ করে ভবিষ্যতে চলে যেতে হবে। যখন ও ছোট ছিল তখন ওর বাবা ওই দেশ সম্পর্কে অনেক গল্প বলেছে।

সেই রূপকথার দেশ যেখানে গরীবদের জন্যে ন্যায় বিচার আছে। সেখানে সরকার বড়লোকদের তাঁবেদার নয়। সেখানে একজন কপর্দকহীন সিসিলিয়ান শুধু-মাত্র পরিশ্রমের জোরেই ধনী হতে পারে।

একরকম বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিয়েই ডন ক্রোসে আমেরিকার ডন করলিয়ন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। শুধুমাত্র টুরি গুইলিয়ানোকে সেখানে আশ্রয় করে দেবার জন্যে। গুইলিয়ানো ভালভাবেই জানতো যে, তার এই কাজের পেছনে নিজেরও স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু গুইলিয়ানো এটাও জানতো যে, ওর দলের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।

এখন এই রাতে সে পিসিওট্টার জন্যে অপেক্ষা করতো। কিংবা মিচেল নামক জনৈক আমেরিক্যান যুবকের হাতে নিজেকে সঁপে দিতো। এই পাহাড় এখন ও ছেড়ে যেতে পারে। সাত বছর ধরে এই পাহাড় ওকে আশ্রয় দিয়েছে। ওকে নানা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এটা ওরই রাজত্ব। ও এখন ক্ষমতা আর পরিবার আর সমস্ত বন্ধুকে ছেড়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর লোকেরাতো শেষ হয়ে গেছে। এই পাহাড়ী রাজত্ব এখন আক্রান্ত। কর্নেল লুকার স্পেশ্যাল ফোর্স সিসিলির মানুষদের

ওপরে নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই লোকেরাই তার আশ্রয়স্থল ছিল। ও থাকলে অবশ্য জিতেও যেতে পারে সাময়িক ভাবে। তবে শেষ লড়াইএ ওর পরাজয় অবধারিত। এই মুহূর্তে ওর আর কিছুই করার নেই।

টুরি ল্যাপারটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। সঙ্গে মেসিন পিস্তলটাও আছে। এবারে আরম্ভ হলো পালেরমোর দিকে দীর্ঘযাত্রা। পরনে একটা সাদা শার্ট। তার ওপরে একটা ঢিলে-ঢালা জ্যাকেট। ওর পকেটের মধ্যে কিছু অস্ত্রের টুকিটাকি জিনিষপত্র। ধীর পদক্ষেপে হাঁটছিল ও। ওর ঘড়িতে এখন ঠিক নটা। চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও যেন বেশী উজ্জ্বল লাগছিল সারা এলাকাটাকে। পথে ঘাটে বিপদ ওৎ পেতে আছে। পুলিশের প্যাট্রল ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

তার মধ্যে দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে গুইলিয়ানো নির্ভয়ে হেঁটে চললো।

বছরের পর বছর ধরে ও একটা অদম্য মনোভাব অর্জন করেছে। যদি কোথাও প্যাট্রোল থাকে তবে গ্রামের লোকেরাই খবর দেবে। যদি ও বিপদে পড়ে তবে তারাই ওকে তাদের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখবে। যদি ও আক্রান্ত হয় তাহলে ওর পতাকার নীচে মেষপালক আর কৃষকেরা আবার জমায়েত হবে। ও ওদেরইতো দেখে এসেছে এতোদিন ধরে। ওরা কখনোই ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

* * * *

গুইলিয়ানোর বিয়ের পরের মাসগুলোর ঘটনা। কর্নেল লুকার বাহিনীর সঙ্গে ওর বাহিনীর বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হলো। প্যাসাটেম্পোকে কৃতিত্বটা শেষপস্ত পেয়ে গেলেন কর্নেল লুকাই। খবরের কাগজগুলোতে বেশ বড়ো করেই খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দেখা হলো যে, স্পেশ্যাল ফোর্সের সঙ্গে সংঘর্ষে গুইলিয়ানোর দলের একজন সবচেয়ে ভয়ংকর দস্যু মারা পড়েছে। কর্নেল লুকা অবশ্য প্যাসাটেম্পোর দেহে আটকানো চিরকুটের কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন। কিন্তু ইনসপেক্টর ভেলারডির কাছ থেকেই ব্যাপারটা জানতে পারলেন ডন ক্রোসে। ডন জানতেন যে 'জিনেস্ট্রা' বিশ্বাস ঘাতকতার ঘটনার ব্যাপারে গুইলিয়ানো পুরোপুরি সচেতন।

কর্নেল লুকার পাঁচহাজার ফৌজের অভিযান গুইলিয়ানোর ওপরে একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল। পরপর গুইলিয়ানো মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা করতে সাহস পাচ্ছিল না। এমন কি খুব সতর্কভাবেও নয়। জাষ্টিনার সঙ্গে দেখা করারও সাহস হচ্ছিল না ওর। ওর সমস্ত লোকেরাই খুন হয়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেও ছিল। কেউ কেউ আবার নিজেদের অন্য জায়গা অর্থাৎ আলজিরিয়া কিংবা টিউনিসিয়ায় চলে যাচ্ছিল। এর ফলে গুইলিয়ানোর দলের কাজকর্মের সঙ্গে ওরা পুরোপুরিই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এখন এখানকার সমস্ত মাফিয়ারা ওর বিরোধী। তারা ওর দলের লোকেদের ধরে ধরে সেনাদের হাতে দিচ্ছে। এক অসহনীয় অবস্থার মুখোমুখি ও। শেষপর্যন্ত গুইলিয়ানোর দলের একজন উল্লেখযোগ্য নেতার বিপদ ঘনিয়ে এলো। সে হচ্ছে ট্যারানোভা। ওর ভাগ্য একেবারে খারাপই বলা যায়। ওর চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যই ওকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

প্যাসাটেম্পোর মতো ট্যারানোভা হিংস্র প্রকৃতির নয়। পিসিওট্টার মতো মারাত্মক ধরনের চাতুর্য্যও ওর মধ্যে ছিলনা। এ্যাম্ডোলিনির মতো ভয়ংকরতাও অনুপস্থিত। আর স্বয়ং গুইলিয়ানোর মতো গুণের অধিকারীতো ও একেবারেই নয়।

বুদ্ধিমান হলেও ট্যারানোভার হৃদয়ের ভেতরটা অনেক নরম ছিল। গুইলিয়ানো যাদেরকো অপহরণ করে নিয়ে আসতো তাদেরকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসার জন্যে ট্যারানোভাকে ব্যবহার করতো। এছাড়া গরীবদের খাদ্য আর বস্ত্র বিতরনের কাজেও ট্যারানোভাকে লাগানো হতো। ট্যারানোভা আর ওর বাহিনী গুইলিয়ানোর প্রচারের কাজে নেমেছিল। কিন্তু ওর কোনো রক্তাক্ত অভিযানে তেমন একটা অংশ নেয়নি।

ও এমনই একটা মানুষ যার স্নেহ আর ভালবাসার প্রয়োজন ছিল। বছর কয়েক আগে পালেরমোতে ও একজন রক্ষিতাকে খুঁজে পেয়েছিল। বিধবা মহিলা, তিন তিনটে বাচ্চা। মহিলাটি জানতো না যে, ট্যারানোভা একজন দস্যু। ও জানতো ওর প্রেমিক একজন সরকারী আমলা গোছের কেউ হবে। ছুটি কাটাতে সিসিলিতে এসেছে। ট্যারানোভা ওকে ভালরকম আর্থিক সাহায্যও করতো। এর জন্যে মহিলাটি ওর ওপরে কৃতজ্ঞ ছিল। ও ওর ছেলেমেয়েদের জন্যে মাঝে মাঝে উপহারও দিতো। একটা ব্যাপার বোঝা গেছিল যে, ওরা দুজনে কোনোদিনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। তা সত্ত্বেও একজন নারী হিসেবে সেই মহিলা ট্যারানোভাকে যথেষ্ট স্নেহ আর ভালবাসা দিতো। ট্যারানোভা যখনই ওর কাছে যেতো তখনই সেই মহিলা নানারকম রান্নাবান্না করে ওকে খাওয়াতো। এছাড়া ওর জামা প্যান্টও পরিষ্কার করে দিতো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার মহিলাটি ট্যারানোভাকে সত্যিই ভালবাসতো। এখন মুস্কিল হলো, 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস' এর কাছে এই ধরনের দর্শক কোনোদিনই গোপন থাকে না। বলাবাহুল্য তারা সবকিছুই জেনেছিল। ডন ক্রোসেই সংবাদ রেখে-ছিলেন। ঠিক সময়ে এটিকে ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি।

এদিকে আবার গুইলিয়ানোর কথায় আসা যাক। ওর প্রেমিকা জাস্টিনা বেশ কয়েকবারই পাহাড়ে গুইলিয়ানোর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। ওর দেহরক্ষী হিসেবে ছিল ট্যারানোভা। ট্যারানোভা জাস্টিনাকে দেখে একরকম মুগ্ধ হয়েছিল বলা যেতে পারে। ওর শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং মধুর কণ্ঠস্বর ট্যারানোভার কামনার অনুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর ফলে ও নিজের রক্ষিতা কিংবা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল। যদিও ট্যারানোভা জানতো, এটা একেবারেই অপরিণামদর্শী চিন্তা তবুও ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, শেষবারের মতো ও নিজের প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। এছাড়া ও ওর সেই প্রিয়তমাকে কিছু অর্থ সাহায্যও করতে চেয়েছিল। যা দিয়ে ও আর ছেলেমেয়ে আগামী দিনগুলোতে মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে।

সেজন্যেই এক রাতে পালেরমো শহরে ও গোপনে ঢুকে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, নির্বিঘ্নেই পেঁছে গেছিল ওর প্রেমিকার বাড়ীতে। ওর প্রেমিকা ওকে দেখে খুশী হয়েছিল। কিছুক্ষণ কাটানোর পরে ট্যারানোভা ওকে জানালো যে, এরপর বেশ

কিছুদিন ও আর এখানে আসতে পারবে না। কথাটা শুনে মহিলাটি কেঁদে ফেললো। সত্যিই ও ট্যারানোভাকে ভালবাসতো। কেন আসবে না সে ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করলো ওকে। শেষপর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও ট্যারানোভা ওকে না আসার কারণটা খুলে বললো। শুনে অবাক হয়ে গেল সে। ওর আচরন এতো নরম আর ভদ্র তবু ও একজন দস্যু। বলতেই পারছিল না মহিলাটি। স্বয়ং টুরি গুইলিয়ানোর দলের ও একজন লীডার।

মহিলাটির মধ্যে একথা শোনার পরে একটা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। ও গভীরভাবে ট্যারানোভার সঙ্গে ভালবাসার খেলায় মেতে উঠলো। ট্যারানোভা ওর ভালবাসার পরিচয় পেয়ে খুবই খুশী হচ্ছিল। সেই সন্ধ্যেবেলা প্রেমিকাকে নিয়ে সুখেই কাটালো ট্যারানোভার। ওর ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গেও খেললো ও। ট্যারানোভা শুধু তার প্রেমিকাকেই নয় ওর ছেলেমেয়েনেরও অর্থ সাহায্য করলো। এতে বাচ্চা-গুলো আনন্দে ট্যারানোভাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলো। মহিলাটি দেখে ভীষণ খুশী।

এরপর বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত ধরে ট্যারানোভা তার প্রেমিকার সঙ্গে শরীরের খেলায় মেতে উঠলো। কখন যে সকাল হয়েছিল তা ওর খেয়াল ছিলনা। সব শেষে ট্যারানোভা এবার ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলো। দরজার সামনে এসে ওর প্রেমিকা ওকে ছলছল ছোখে বিদায় জানালো। শেষবারের মতো পরস্পরকে চুম্বন করলো ওরা। এরপর ট্যারানোভা ছোট্ট রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে এলো গীর্জার সামনে।

শরীর আর মনের দিক থেকে খুবই উৎফুল্ল ছিল ট্যারানোভা। সকালটা ওর চোখে সুন্দর লাগছিল। মাঝে মাঝে মোটরের শব্দে প্রকৃতির একান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্যারানোভা দেখতে পেলো তিনটে কালো রঙের গাড়ী ওরই দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চারদিক থেকে বেশ কিছু সশস্ত্র লোক আবির্ভূত হয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। মনে হলো ওর, ওরা যেন মাটী ফুঁড়ে উঠে এসেছে। ঠিক তখনই গাড়ী গুলোর ভেতর থেকে বেশ কিছু সশস্ত্র লোক লাফিয়ে নামলো। ওদের মধ্যে একজন চীৎকার করে বলে উঠলো, 'খবরদার পালাবার চেষ্টা করবে না। আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো। তা না হলে মৃত্যু অনিবার্য।'

ট্যারানোভা শেষবারের মতো একবার গীর্জাটাকে দেখে নিলো। সেখানে বিভিন্ন সাধুসন্তের মূর্তি। নীল রঙের বারান্দাটা ওর চোখে পড়লো। ওপরের দিকে তাকালো একবার ও। নীল আকাশ আলো করে সূর্য উঠেছে আকাশে। ও স্থির নিশ্চিত হয়ে গেছে এটাই তার পৃথিবীকে শেষবার দেখা।

ওর সাত বছর দস্যু জীবনের এখানেই সমাপ্তি। ও মনে মনে দুঃখ পেলো যে, ওর একটা কাজ করা এখনো বাকি থেকে গেছে।

ট্যারানোভা জোরে একটা লাফ মারলো। মনে হলো এভাবেই ও মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবে। ট্যারানোভা কোমর থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে চালালো। সঙ্গে সঙ্গে

একজন ছিটকে পড়লো মাটিতে। তারপরই ট্যারানোভা আরো একবার ট্রিগার টিপলো। কিন্তু আর হোলো না। তার আগেই অসংখ্য গুলি এসে ওকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এ' ব্যাপারে একদিক থেকে ও ভাগ্যবান। কারণ মৃত্যু এতো দ্রুত এলো যে ওর রক্ষিতা ওর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কিনা সেটা ভাববারও সময় পেলো না।

* * *

ট্যারানোভার আকস্মিক মৃত্যু গুইলিয়ানোর মনে একধরনের হতাশা এনে দিলো। ওর দলের প্রভুত্ব ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে। পাল্টা আক্রমণ হানার শক্তি ওর আর নেই। এমনকি এই মুহূর্তে ওদের পক্ষে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকাও আর সম্ভব নয়। কিন্তু ওর দলের নেতারা যদি পালিয়ে যায় তাহলে ভাল হয়। হঠাৎ গুইলিয়ানোর মনে হলো, ওর আর বেশী সময় বাকী নেই। কিছুক্ষণ ভাবলো ও। তারপর ডেকে পাঠালো কর্পোর‍্যাল সিলভেস্ট্রোকে। সংগে সংগে এসে হাজির হলো ও। বললো, 'আমাকে ডেকেছো?'

—'হ্যাঁ।' গুইলিয়ানো চিন্তিত স্বরে বলে উঠলো আবার। 'সিলভেস্ট্রো আমাদের সম্ভবতঃ এখানে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে। তুমি একবার আমাকে বলেছিলে ইংল্যান্ডে ভালভাবে আশ্রয় পাবার মতো তোমার বন্ধুবান্ধব আছে। তুমি সেখানে চলে যেতে পারো। আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।'

টুরির কথায় সিলভেস্ট্রো মাথা নাড়লো। বললো, 'তুমি যখন আমেরিকায় নিরাপদে চলে যেতে পারবে তখনই আমি ইংল্যান্ডে যাবো। এখন নয়। বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমাকে আমি এই সময়ে ছেড়ে চলে যেতে পারি না।'

—'আমি তা মানি।' গুইলিয়ানো বলে উঠলো। তাকালো ওর দিকে। বললো আবার, 'তুমি আমাকে খুবই ভালবাসো।'

আমি জানি, তুমি প্রকৃত দস্যু কখনোই ছিলেনা। আসলে তুমি একজন সৈনিক। আইন শৃংখলা মেনে চলা তোমার অভ্যেস। সেজন্যে বলছি এসব যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে। কিন্তু আমার পক্ষে তা অসম্ভব। আমাকে চিরকাল দস্যু হয়েই থাকতে হবে।'

গুইলিয়ানোর কথায় সিলভোস্ট্রো আবার বলে উঠলো, গুইলিয়ানো, আমি তোমাকে দস্যু বলে মনে করিনা।'

—'তা আমি জানি বন্ধু।' গুইলিয়ানো হাসলো। বললো আবার, কিন্তু— এই সাত বছরে আমি কি করেছি? ভেবেছিলাম ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করেছি। গরীবদের সাহায্য করেছি। সিসিলিকে আমার স্বাধীন করার ইচ্ছে ছিল। আমি প্রকৃতই ভাল হতে চেয়েছি। কিন্তু ভুল পথে এগিয়েছি। এখন আমাদের বাঁচার জন্যে সবকিছুই করতে হবে। সেজন্যেই তোমার ইংল্যান্ডে যাওয়া দরকার। তুমি নিরাপদে রয়েছো জানতে পারলে আমি সুখী হবো।

কথাগুলো বলে সিলভোস্ট্রোকে জড়িয়ে ধরলো গুইলিয়ানো। বললো আবার 'তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু। আর ওরা আমার অনুগত।'

সিলভোষ্ট্রা কিছু বললো না। গুইলিয়ানোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো একভাবে।

*   *   *

সবে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। গুইলিয়ানো ওর গুহা ছেড়ে নেমে এলো সতর্কভাবে। 'ক্যাপুসিন্নিতে একটা মঠ আছে। সেদিকেই এগোতে লাগলো ও। মঠটা পালেরমোর বাইরে অবস্থিত। সেখানে ও পিসিওটার জন্যে অপেক্ষা করবে। ওখানকার এক সন্ন্যাসী ওদের দলে গোপন সদস্য। মঠের ভূগর্ভস্থ সমাধির ব্যাপারে ওর ওপরে দায়িত্ব দেওয়া আছে। সেই সমাধিতে অসংখ্য মৃতদেহ রাখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শত শত বছর আগেকার সব অভিজাত আর ধনীদের মৃতদেহ। বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাখা। মোটেই সেগুলো বিকৃত হয়ে যেতোনা।

গুইলিয়ানো ভূগর্ভস্থ সমাধিগৃহে একটা ভিজে পাথরে শুয়ে পড়লো। মাথাটা রাখলো একটা কফিনের ওপরে। শত শত বছর আগেকার মৃতদেহগুলো দেখছিল নিজের মনে।

শুধু অভিজাতদেরই নয় কার্ডিনাল আর্চ বিশপ কিংবা রাজকুমার অথবা নাইট প্রভৃতি নানাধরণের নারীপুরুষের মৃতদেহ রয়েছে।

এখানেই গুইলিয়ানো দুটো রাত কাটালো। কিন্তু কোনো রাতেই ওর ভাল ঘুম হলোনা। গত তিন শতাব্দীর সিসিলির এই বিখ্যাত মানুষগুলোকে দেখে অবাক হয়ে ভাবছিল শেষ পর্যন্ত সবাই এর এটাই নিয়তি। হঠাৎ গুইলিয়ানোর মনে একটা চিন্তা এসে জড়ো হয়েছিল। গত সপ্তাহে ডন ওকে কিভাবে আক্রমণ করলো। ওর প্ল্যানতো নিখুঁতভাবে করা হয়েছিল। 'জিনেষ্ট্রা' হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত সত্যটা জানার পর থেকেই টুরি অন্যরকম হয়ে গেছে। ডন ক্রোসে এতো সুন্দরভাবে নিজেকে আড়াল করে রেখে ছিল যে, ওকে দায়ী করা এককথায় অসম্ভব ছিল। তবে গুইলিয়ানো একটা সুযোগ পেয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সিদ্ধান্তও নিয়েছিল ও। ডন এখন ছিল পালেরমোতে হোটেল ময়াবোঁডে। ওর দেহরক্ষীরা ওকে পাহারা দিচ্ছিল। ওখানেই ওদের একজন গুপ্তচর ছিল। তার কাছ থেকে গুইলিয়ানো ডনের সব কিছু খবরাখবর পেয়েছিল। গুপ্তচরটি ছিল ওখানকারই কর্মচারী। রান্নার তদারকিতে। নিখুঁতভাবে প্ল্যানটা ছকে ফেলেছিল। পালেরমোতে পেঁছে গেছিল ওর দলের তিরিশ জন অনুচর। মিচেল করলিয়নের দেখা করতে আসার ব্যাপারটা ও জানতো। ডনের সঙ্গে ওর ফোন করার কথা। সেজন্যে ওকে বিকেল অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নিচেল হোটেল থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এরপর ওর দলের জনা কুড়ি লোক হোটেলের সামনে থেকে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল। বাগানের দেওয়ালে একটা বিস্ফোরক ফাটানো হলো। তার আঘাতে দেওয়ালে একটা প্রচণ্ড গর্ত হয়ে গেছিল। গুইলিয়ানো সেই গর্ত দিয়েই তীব্রভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল। বাগানে কয়েকজন মাত্র প্রহরী ছিল। একজনকে গুলি

করেছিল গ্ইলিয়ানো। বাকী চারজন কোনোরকমে পালালো ওখান থেকে। গ্ইলিয়ানো ছুটে গিয়ে ডন ক্রোসের ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু সে ঘরটা ছিল ফাঁকা। গ্ইলিয়ানো এবার একটু অবাক হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ওর বেশ কয়েকজন অনুচর ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর ওরা সমস্ত ঘরগুলোতে তল্লাসী চালিয়েছেন। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। কাউকেই না। অতো ভারী দেহটা নিয়ে ডন ক্রোসে কিভাবে এতো তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে যেতে পারে তা গ্ইলিয়ানো ভেবে পেলেন না। এতে একটাই মাত্র সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। তাহলো মিচেল চলে যাবার পরেই ডন ওখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। গ্ইলিয়ানো অবাক হয়েছিল ডন ক্রোসে ওর আক্রমনের খবর আগে থেকে পেলেন কিভাবে ?

গ্ইলিয়ানো নানাভাবে ভেবেও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেনা। ওর মনে খুবই আপশোষ হচ্ছিল। এটাই হতো তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবচেয়ে বড় শত্রুকে ও সরিয়ে দিতে পারতো চিরকালের মতো! কিন্তু এই মুহূর্তে তা আর সম্ভব হল না।

তৃতীয় দিনে ক্যাপুচিন্নিশ সন্ন্যাসী এলেন। ওর মুখমণ্ডল একেবারে নিস্পৃহ। পিসিওট্টার কাছ থেকে তিনি একটা গোপনে খবর এনেছিলেন। একটা চিরকুট। তাতে একটা নাম আছে। লোকটার কাঠের গাড়ী আছে। ডন ক্রোসের ট্রাকলুট করার ব্যাপারে ওই লোকটাই সাহায্য করেছিল। ওর নাম জো পেপিনো। সেই থেকে জো টুরির দলের একজন গোপন সদস্য। লোকটার তিনটে গাড়ী আর ছটা গাধা আছে। দেখা করার সময়টাও ঠিক করা আছে।

এই রাতটা সিসিলিতে গ্ইলিয়ানোর শেষ রাত বলা যায়। গ্ইলিয়ানো 'ক্যাস্টেলভেট্রানো'তে জো পেপিনোর বাড়ীর রাস্তা ধরলো। লালেরমো শহরের বাইরে কিছু মেষপালক ছিল। ওদেরও সঙ্গে নিলো ও। সবাই দলের গোপন সদস্য। সবাই সশস্ত্র। খুবই সহজে আর স্বাভাবিক ভাবেই ওরা এসেছিল। শেষ-পর্যন্ত গ্ইলিয়ানোর কেমন যেন একটা সন্দেহ হতে লাগলো। এতো স্বাভাবিক ওরা কি করে রয়েছে।' বেশ ঘণ্টা কয়েক পরে এসে হাজির হলো নির্দিষ্ট স্থানে। বাড়ীটা পাথরের তৈরী। এটাই জো পেপিনোর বাড়ী।

পেপিনো ওকে দেখে বিস্মিত হলো না। একটা কাঠের গাড়ীতে ব্রাশ দিয়ে রঙ করছিল ও। গ্ইলিয়ানোকে দেখামাত্র কাজ থামিয়ে এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যেই দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, গ্ইলিয়ানো হেসে বললো, 'তোমার কথাই মনে পড়লো জো।'

—হ্যাঁ, তোমার পেছনেতো এখন স্পেশ্যালে ফৌজের লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বলে উঠলো পেপিনো। গ্ইলিয়ানো একটু অবাক হয়ে বললো, 'তোমার বাড়ীটা কি ঘিরে রেখেছে ?'

—'তা হয়ত না। তবে ওদের গাড়ী এদিক ওদিক চলাফেরা করতে দেখা গেছে।' বলে উঠলো পেপিনো। একটু থেমে পেপিনো বললো আবার,। সবাই এখানে

কিছু না কিছু গাড়ী দেখেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, তোমার দলের লোকদের ধরার জন্যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে। পরে বুঝলাম না তা নয়। ওদের ফাঁদ পাতার লক্ষ্য স্বয়ং তুমি।' এটা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি আগে। পাহাড় থেকে এতোদূরেতো তুমি কখনো আসোনি।'

গুইলিয়ানো ভেবেই পেলোনা তাদের এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা কিভাবে পুলিশ আগে থেকে জানতে পেরেছে'। ওরা কি তাহলে পিসিওট্টার পিছু নিয়েছিল। কিংবা মিচেল বা ওর অনুচরেরা ব্যর্থ হয়েছে। এর পেছনে দলের কোনো ইনফরমার আছে? কিন্তু এই মুহূর্তে'তো আর পিসিওট্টার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। গুইলিয়ানো বললো, ধন্যবাদ। শহরে পিসিওট্টা আছে। ওকে একটু সাহায্যে কোরো। আর তুমি একবার মনটেলপ্যারেতে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে বোলো, আমি অ্যামেরিকায় নিরাপদে পেঁছৈছি।

জো পেপিনো হেসে বললো, 'নিশ্চয়ই বলবো।' গুইলিয়ানো, একজন বৃদ্ধ মানুষ আমি তোমাকে কিই বা আর বলবো।

বলে ওকে জড়িয়ে ধরলো জো পেপিনো। ওর গালে একটা চুম্বন করলো পরম আবেগে। তারপর বললো, 'আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি যে, তুমি এই সিসিলিকে একা কোনোরকম সাহায্য করতে পারবে। কেউ পারেনি। এমন কি গ্যারিব প্রিয় মতো লোক নয়। তোমার অনুমতি পেলে আমি গাড়ি প্রস্তুত করছি। তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি পেঁছে দেবো তোমাকে।'

পিসিওট্টার সঙ্গে টুরি সাক্ষাৎকারের সময়টা ছিল মাঝরাতে। এখন সবে দশটা। একটু আগে এসেছে এখানে সমস্ত জায়গাটা নিরাপদ আছে কিনা তা দেখে নিতে। মিচেলের সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্ত'টা ভাবলো একবার। দেখা করার নির্দিষ্ট জায়গাটায় পেঁছোতে হেঁটে ঘণ্টা দুয়ের মতো লাগবে। পেপিনোকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। গুইলিয়ানো শেষবারের মতো ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল।

আগে থেকেই সাক্ষাৎকারের যে জায়গাটা নির্দিষ্ট করা ছিল সেটা হলো একটা বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক ভগ্ন প্রাসাদ। জায়গাটা ক্যাস্ট্রেলভেট্রানোর ঠিক দক্ষিণে। সমুদ্রের কাছেই একটা উচ্চ মালভূমির ওপরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে ওই ভাঙা প্রাসাদ। খ্রীশুখৃষ্টের জন্মের আগেই এখানে একটা ভূমিকম্প হয়। তাতে পুরো প্রাসাদটাই মাটীর নীচে চলে গেছে। তবে কিছু অংশ ভাঙা অবস্থায় এখনো জেগে আছে। সেগুলো মানুষের করোটীর মতো মনে হয়। সমস্ত প্রাসাদটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। হাজার হোক একশো বছরের পুরানো জিনিস এখানকার গ্রামটা অনেকটা নীচে অবস্থিত।

সারাটা দিন ধরেই এখানে একটা ভয়ংকর বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। খুব কাছেই সমুদ্র। ওখান থেকে উঠে আসা কুয়াশা ক্রমশঃ তারা এখানটা ঘিরে জমাট বেঁধেছে। কিছু কুয়াশা কুণ্ডলীর মতো পাক খেতে খেতে ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল।

গুইলিয়ানো বেশ খানিকটা ঘুরপথে এসেছে এখানে। ও এসেই একেবারেই ওপরে গিয়ে পৌঁছেছে যাতে নীচটা পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এতো চমৎকার যে গুইলিয়ানো বিপদের কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়েছিল।

এখানে সব কিছুই শুধু স্তম্ভ। প্রায় কোনোটারই দেওয়াল নেই। বিভিন্ন উপাসনালয়গুলোও ভাঙা। চারদিক জুড়ে শুধু ভগ্নস্তূপ। এককালে এখানে যে শহর ছিল তা একেবারেই বোঝা যায় না। সিসিলিয়ানরা অবশ্য এগুলোকে ঘৃণা করে। যদিও একটা দুর্বলতাও রয়েছে।

প্রাসাদের একটা ভাঙা সিঁড়ির ওপারে বসেছিল গুইলিয়ানো। সব থেকে উঁচু জায়গা এটা। একটা স্তম্ভে হেলান দিয়েছিল ও। 'কোটটা খুলে ফেলেছে ও।' মেসিন পিস্তলটা নীচে রেখে দিয়েছে। ল্যাকারটাও কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখেছে। সবগুলো সিঁড়িতে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিল গুইলিয়ানো। হাঁটার ক্লান্তিতে এক ধরনের অবসন্নতা। আকাশে জুলাইএর চাঁদ। গুইলিয়ানোর মনে হলো চাঁদটা যেন থামের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই সমুদ্রের ওপারেই ওর স্বপ্নের আমেরিকা। ওখানে জাষ্টিনা রয়েছে। তার সন্তান হবে। এরপর থেকে ওর জীবন হবে নিরাপদ। তখন এই সাত বছরের দস্যুর জীবন ওর কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হবে।

ও মুহূর্তের জন্য কল্পনা করল, ভবিষ্যত জীবনটা ওর সত্যিই কেমন হতে পারে? এই সিসিলিতে ও কোনোদিনই সুখী হতে পারবে না। তবে আমেরিকা থেকে ভবিষ্যতে ও নিশ্চয়ই একবার ফিরে আসবে এখানে। চমকে দেবে সবাইকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। বুট জুতোটা পা থেকে খুলে ফেললো। ঠাণ্ডা বাতাস ওর পা দুটোকে জুড়িয়ে দিলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা আপেল বের করলো। এক হাতে সেটা খেতে আরম্ভ করলো আর বাকী হাতে পিস্তলটা ছুঁয়ে রইলো। পিস্তলটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো টুরি গুইলিয়ানো। পিসিওট্টা আসা মাত্রই ওর স্বপ্ন সফল হবে। সমুদ্রের কুয়াশাগুলো ক্রমশঃ পাক খেয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

মিচেল করলিয়ান, পিটার ক্লেমেঞ্জা আর জন ক্লেমেঞ্জা একটু তাড়াতাড়িই খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছিল। যদি ভোরবেলা সাক্ষাতের সময় ঠিক হয়ে থাকে তাহলে গুইলিয়ানোকে পেতে হলে সন্ধ্যের সময়টাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

ওদের পরিকল্পনা নিয়ে আবার ওরা একদফা আলোচনা করে নিলো। ঠিক হলো মিচেল একেবারেই নিরস্ত্র অবস্থায় থাকবে। কারণ যদি কোনভাবে ও সৈন্য কিংবা

পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় তাহলে ওর বিরুদ্ধে অন্ততঃ ওরা কোনো অভিযোগ আনতে পারবে না। সেক্ষেত্রে সিসিলি ত্যাগ করতে ওর অন্ততঃ অসুবিধে হবে না।

ওদের সময় হয়ে গেছে। এবার যাওয়া প্রয়োজন। ডন ভাইকে চুম্বন করলো। মিচেলকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানালো। মিচেল বললো, 'ভবিষ্যতে আমাকে দরকার থাকলে খবর পাঠিও।'

'নিশ্চয়ই।' মিচেল রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলো।

এরপর ওরা তিনজনে এগিয়ে গেল। পিটার আর মিচেল মোটর লঞ্চে উঠে পড়লো। ওতে আরো কিছু সশস্ত্র লোক রয়েছে। লঞ্চ চলতে শুরু করলো এবার। ডন ক্লেমেঞ্জা হাত নাড়িয়ে ওদের বিদায় জানাচ্ছিল। এখন প্রায় ভোর পর্যন্ত লঞ্চেই থাকতে হবে। পিটার ঘুমোতে গেল। মিচেল জেগে রইলো একা। সমুদ্র দেখতে লাগলো একভাবে।

ওরা শেষ মুহূর্তে প্ল্যানের একটু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মাঝরাতে যে প্লেনে ওরা আফ্রিকায় যাবে বলে প্ল্যান করেছিল সেটা হলে ওরা ফাঁদে পড়ে যেতো। এবং আফ্রিকায় চলে যাবার পক্ষে নৌকায় সবচেয়ে নিরাপদ।

পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছিল ওরা।

ইতিমধ্যেই মোটর লঞ্চটা সিসিলির দক্ষিণ পূর্ব দিক ধরে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। দিগন্ত রেখাকে একপাশে রেখে।

ভোর পর্যন্ত এরকম যাত্রা চলবে। নির্দিষ্ট জায়গায় ওদের জন্যে নিশ্চয়ই ওদের লোকেরা অপেক্ষা করছে। ট্রপানি রোডেই পিসিওট্টা ওদের আটকাবে এরকম কথা আছে।

মিচেল শুয়েছিল। ক্লেমেঞ্জা ঘুমোচেছ। পিটার যে এইসময় ঘুমোতে পারে এটা ভেবেই ও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল।

মিচেল ভাবলো, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ও টিউনিসিয়ায় পৌঁছে যাবে। আর তার বারো ঘণ্টা পরেই ও নিজের পরিবারের লোকদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। প্রায় দু'বছর হলো ও নির্বাসনে আছে। এখনও ওকে সবসমেত ছত্রিশ ঘণ্টা কাটাতে হবে। মিচেল ভাবলো, প্রথমদিন ও আমেরিকায় কি করবে। চলতে চলতে মিচেল একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

* * *

স্টিফেন অ্যান্ডোলিনি ঘুমোচ্ছিল। সকালে ট্রপানিতে তাকে প্রফেসর হেক্টর অ্যাডোনিসকে সংগে নিতে হবে। পানেরামো দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পৌঁছাতে হবে। সিকিউরিটি পুলিশের প্রধান মিঃ ভেলারডির সঙ্গে ওর একটা সাক্ষাতকারের কথা ছিল। এর আগেও ওরা দু'জন মিলিত হয়েছে। সেখানে ও কর্নেল লুকার প্ল্যানের ব্যাপারে নানারকম ভাবে সাহায্যও করেছে। তারপর সেই খবরটা ও পৌঁছে দিয়েছে পিসিওট্টার কাছে। এরপর পিসিওট্টা সেটা পৌঁছে দিয়েছে স্বয়ং টুরি গুইলিয়ানোর কাছে।

খুব চমৎকার একটি সকাল। ক্ষেতের ধারে রাস্তার পাশে যেন ফুলের গালিচা পাতা রয়েছে। সকাল সকালই বেরিয়েছিল ও। সাক্ষাতকারের ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করাই আছে। রাস্তার ধারে একবার দাঁড়ালো ও। একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে হয়েছে। সামনেই সেই রোসেলির স্টাচু।

ও সেই স্ট্যাচুর বেদীর সামতে হাঁটু গেড়ে বসলো। ওর প্রার্থনা ছিল অতি সাধারণ আর বাস্তবসম্মত। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার প্রার্থনা। সামনের রবিবার ও ফাদার এর কাছে স্বীকারোক্তি দেবে।

জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপে মাথাটা গরম হয়ে উঠলো ওর। ফুলের তীব্র গন্ধে বুজে আসছিল নাকটা। ক্ষিদে পেয়ে গেল ওর। মনে মনে ঠিক করলো ইন্সপেক্টর ভেলারডির সঙ্গে সাক্ষাতকারের পরে ও ভাল কোনো রেস্তোরায় পেট ভরে খাবে।

* * *

ইনস্পেক্টর ভেলারডি তার সৌজন্যে উল্লসিত হলেন। তিনি সর্বদাই ধৈর্য্যের সঙ্গে যে কোনো ব্যাপারে অপেক্ষা করেন। তার ঈশ্বর বিশ্বাস প্রবল। তিনি গত একবছর ধরে বিচারমন্ত্রী ফ্র্যাংকো ট্রেজারির নির্দেশ বিনাপ্রশ্নে পালন করে আসছেন। সেই অনুযায়ীই তিনি গুইলিয়ানোকে পালানোর ব্যাপারে সাহায্য করছেন। এরজন্যে এমন কী খুনী ষ্টিফেন অ্যাডালিনির সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। এই মুহূর্তে ডন ক্রোসের চেয়েও তিনি অধঃস্তন।

ফ্রেডারিক ভেলারডি উত্তর ইতালীর মানুষ। সেখানকার মানুষজনেরা শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী। শুধু তাই নয় সরকার এবং আইনকানুনের প্রতি রীতিমতো বিশ্বস্ত। এই কয়েক বছর সিসিলিতে কাটিয়ে ওর সিসিলির প্রতি এক ধরনের ঘৃণা তৈরী হয়েছে। এখানকার ধনী কিংবা গরীব সবাইকেই তিনি ঘৃণা করেন। তাদের ওপরে তীব্র একটা বিদ্বেষ তৈরী হয়েছে মনে। এখানকার ধনীদের কোনোরকম সামাজিক বোধবুদ্ধি নেই। মাফিয়াদের সঙ্গে বেআইনী ষড়যন্ত্র করে এরা কৃষকদের দমিয়ে রাখে। গরীবদের নিরাপত্তা দেবার বদলে মাফিয়া দিয়ে ওদের দমন করতে সচেষ্ট হয়। এখানকার কৃষকেরা খুবই গর্বিত। ওদের অহংবোধ এতো জোরালো যে, খুন করাটা অত্যন্ত সহজ কাজ বলে মনে করে। অবশ্য এদের বেশীর ভাগেরই বাকী জীবনটা জেলের মধ্যেই কাটে।

কিন্তু এখন ব্যাপারগুলো একেবারে অন্যরকম হবে। ইনস্পেক্টর ভেলারডি কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন। তখন জনসাধারণ সরকারী সেনা আর সিকিউরিটি পুলিশের তফাৎ বুঝতে পারবে।

বিচারমন্ত্রী ফ্র্যাংকে ট্রেজার একটা আদেশ ইনস্পেক্টর ভেলারডিকে বিস্মিত করে তুললো। যাদের অস্ত্র রাখার লাইসেন্স আছে তাদেরও গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন তিনি। তাদেরকে রাখা হয়েছিল নির্জন একটা জেলে। ওদের সমস্ত লাইসেন্স জড়ো করা হয়েছিল। বিশেষ করে যে লাইসেন্স পিসিওট্টা আর অ্যান্ডোসিনিকে দেওয়া হয়েছিল।

ইনস্‌পেক্টর এবার বাইরে বেরোনোর জন্য প্রস্তুতি হলো। অ্যাডোলিনি ওর অ্যান্টিকাম বাস ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। আজকে তিনি ওকে একটা চমক দেবেন। ভেলারডি ফোনটা তুললেন। একজন ক্যাপ্টেনকে ডাকলেন। সেই সংগে ডাকলেন একজন পুলিস সার্জেন্টকে। তাদেরকে জানালেন, যে কোনো মুহূর্তে গোলমাল হতে পারে; এরা যেন তৈরী থাকে। ওর নিজের কোমরের বেল্টে একটা পিস্তল গোঁজা আছে।

সাধারণতঃ যা করার তিনি অফিসে করেন না। এরপর তিনি অ্যান্টিক. থেকে অ্যান্ডোলিনিকে নিয়ে এলেন।

অ্যান্ডোলিনির কালো চুল নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো। এর সঙ্গে সাদা জামা আর কালো রঙের টাই। সিকিউরিটি পুলিশের সঙ্গে দেখা করাটা একটা রীতিবিরুদ্ধ ঘটনা। অ্যান্ডোলিনির সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না। অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছিল ও, যখন কেউ হেডকোয়ার্টারে থাকে তখন তার দেহতল্লাসী করা হয়। অ্যান্ডোলিনি ইনস্‌পেক্টর ভেলারডির ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তখনও ভেলারডি ওকে বসতে বলেননি। ও দাঁড়িয়েই রইলো একভাবে। এই প্রথম একটা বিপদের সংকেত ওর মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে গেলো। ইনস্‌পেক্টর ভেলারডি এবারে বললেন, 'দেখি অ্যান্ডোলিনি, তুমি আমাকে তোমার বিশেষ পাসটা দেখাওতো?'

অ্যান্ডোলিনি দেখালো না। ইনস্‌পেক্টর সাধারণতঃ এরকম আদেশ করেননা। ও ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো। তারপর, মিথ্যে করেই জবাব দিলো, 'ওটা আমার সঙ্গে নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

কথাটা বলার সময়ে ও 'বন্ধু' শব্দটার ওপরে বেশী জোর দিলো। এতে হঠাৎ ভেলারডি রেগে গেলেন। তিনি ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'ষ্টিফেন, তুমি কখনোই আমার বন্ধু ছিলে না। আমি কিছু আদেশ পালন করার জন্যেই তোমার মত বাজে লোককে প্রশ্রয় দিয়েছি। শোনো আমার কথা।'

বলে সামান্য থেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে উঠলেন ইনস্‌পেক্টর ভেলারডি, 'ষ্টিফেন তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। যতোক্ষণ না নতুন করে নোটীশ পাচ্ছি তোমাকে বন্দী হয়েই থাকতে হবে এখানে। কাল সকালে আমার অফিসে তোমার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে। বেশী চালাকি করতে যেওনা। আহলে অনর্থক কষ্ট পাবে।'

অ্যান্ডোলিনি কিছু বললো না। চুপ করে শুনে গেল।

পরের দিন সকালে বিচারমন্ত্রী ফ্রাংকে ট্রেজার কাছ থেকে অ্যান্ডোলিনি একটা ফোন পেলো। এছাড়া আরো একটি ফোন পেলো ডন মোসির কাছ থেকে। কিছুক্ষণ পরে অ্যান্ডোলিনিকে সশস্ত্র প্রহরায় ইনস্‌পেক্টর ভেলারডির কাছে নিয়ে

যাওয়া হলো। গতরাতে নির্জন ফেলে অ্যাপেডালিনি তার এই অদ্ভুত গ্রেফতারের ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। ওকে যে বিপদে ফেলা হয়েছে ইচ্ছে করে তা বুঝতে পারছিল ও। ফলে যখন অ্যাপেডালিনিকে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন ইন্সপেক্টর ভেলারডি পায়চারী করছিলেন। ওর নীল চোখ দুটো জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। স্টিফেন অ্যাপেডালিনি নিস্পৃহ ছিল। সবকিছুই ও ভালভাবে দেখছিল। ক্যাপ্টেন আর চারজন পুলিশ খুবই সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভেলারডির কোমরে পিস্তলটা দেখা যাচ্ছিল। তিনি ওকে ঘৃণা করেন তা অ্যাপেডালিনি বুঝেছিল ভালভাবে। অবশ্য এদেরকেও ও ঘৃণা করে। এই মুহূর্তে যদি ও প্রহরীদের সরিয়ে একা ভেলারডির সঙ্গে কথা বলতে পারে তাহলে ও অনায়াসেই এই অহংকারী ইন্সপেক্টরকে খতম করে দিতে পারে।

—'তোমাকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করবো।' ইনস্পেক্টর বললেন। অ্যাপেডালিনি বললো। তবে ওই সিকিউরিটি পুলিশগুলোর সামনে আমি আপনার কথার কোনো উত্তর দেবোনা।

—'ঠিক আছে।'

বলে ইনস্পেক্টর ভেলারওডি পুলিশদের ঘরের বাইরে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে থাকতে বললেন, তিনি ইশারায় আরো জানালেন যে, ও যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। অবশেষে অ্যাপেডালিনির দিকে ঘুরে তাকালেন। বললেন, শোনো অ্যাপেডালিনি, আমি গুইলিয়ানোকে কিভাবে হাতের মুঠোয় আনতে পারি সেই খবরাখবর তোমার কাছে চাই।'

অ্যাপেডালিনি ওর দিকে তাকালো। ইনস্পেক্টর আবার বললেন, 'শেষ কবে তোমার সঙ্গে টুরি আর পিসিওট্টার দেখা হয়েছে?'

অ্যাপেডালিনি এবার হাসলো। ওর নৃশংস মুখটা কুঁচকে গেল সামান্য।

ইনস্পেক্টর আবার বললেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তা না হলে কিন্তু তোমাকে ওই অন্ধকার সেলেই কাটাতে হবে।'

অ্যাপেডালিনি মুখটা কুঁচকে বলে উঠলো, 'ইনস্পেক্টর আপনি বিশ্বাসঘাতক। আপনি জানেন না মিঃ ট্রেজা আর স্বয়ং ডন ক্রোসে আমার কক্ষে আছেন। আপনি আর সাকরেদরা আমার কিছুই করতে পারবেন না।'

ভেলারডি সঙ্গে সংগে অ্যাপেডালিনির গালে সজোরে দু'বার চড় কষালেন। তার আঘাতে অ্যাপেডালিনির রক্ত বেরিয়ে এলো। মার খেয়ে অ্যাপেডালিনির চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠলো।

তারপরে পলকের মধ্যেই অ্যাপেডালিনি বাঘের মতো ইন্সপেক্টরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কোমর থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলো। দ্রুত গুলি করার চেষ্টা করলো ওকে। কিন্তু গুলি বেরোলো না। ততোক্ষণে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেন নিজের রিভলবারটা ওর দিকে তাক করেছে। পলকের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। ক্যাপ্টেনের রিভলবার থেকে পরপর চারবার গুলির শব্দ শোনা গেল। অ্যাপেডালিনি ছিটকে

পড়লো দেওয়ালের কাছে। ওর সাদা শার্টটা রক্তে একেবারে ভিজে গেছে। ইন্সপেক্টর ভেলারডি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিলেন। বাইরে যেসব পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল তারা গুলির শব্দ শুনে ভেতরে এসে ঢুকেছে। সবাই অবাক হয়ে দেখলো অ্যাণ্ডোলিনির দেহটা অসহায়ভাবে পড়ে আছে।

ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টরের হাত থেকে খালি পিস্তলটা নিয়ে ওতে গুলি ভরে দিলো। তারপর মৃদু হেসে সেটা আবার ফেরত দিলো ইন্সপেক্টরের হাতে। তিনি কোমরে আবার সেটা গুঁজে রাখলেন। মৃদু হাসলেন একবার। ওদের দুজনের তৎপরতায় সমবেত পুলিশ বাহিনী মুগ্ধ।

শেষে ইন্সপেক্টর ভেলারডি একজন প্রহরীকে অ্যাণ্ডোলিনির দেহটা তল্লাসী করতে বললেন। যা সন্দেহ করেছিলেন তিনি, শেষপর্যন্ত হলোও তাই। অ্যাণ্ডোলিনির কাছেই 'পাশ'টা ছিল। তিনি ওটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন। এটা আবার মিঃ ট্রেজাকে ফেরত দিতে হবে। এরপর যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে তিনি পিসিওট্টার 'পাশ'টাও ওকে ফেরত দিতে পারবেন।

* * *

মোটর লঞ্চটা দ্রুতগতিতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে এগোচ্ছিল। ডেকেই একজন মিচেল আর পিটারকে গরম কিছু পানীয় এনে দিয়েছিল। ওরা দাঁড়িয়েই খেতে লাগলো। ক্রমশঃ লঞ্চটা জেটির দিকে এগিয়ে চলেছে। ওরা খুব দূরে বিন্দুর মতো নীল আলো দেখতে পাচ্ছিল। আকাশে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে তা এখনো অস্পষ্ট। মিচেলের নজরে হঠাৎ পড়লো কিছুটা দূরেই সমুদ্রের বেলাভূমি দেখা যাচ্ছে। ধূসর গোলাপের মতোই কাছে টেবিল গুলোর পেছনে উঠে আছে রঙীন ছাতাগুলো।

ওরা যখন শেষপর্যন্ত ডকে পেঁছোলো তিনটে গাড়ী আর ছ'জন লোক অপেক্ষা করছিল। পিটার ফ্রেমেঞ্জা মিচেলকে ওর মধ্যে প্রথম গাড়ীটার কাছে নিয়ে গেল। গাড়ীটা প্রাচীন ধরনের। পিটার গিয়ে বসলো ড্রাইভারের পাশে। মিচেল বসলো পেছনের সীটে। পিটার মিচেলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো একবার, 'আমরা যদি সরকারী ফৌজের মুখোমুখি হই তাহলে তুমি মাথাটা নীচু করে নিও।'

—'ঠিক আছে।' বলে উঠলো মিচেল। এবারে ভোরের অস্পষ্ট আলোর ভেতর দিয়ে গাড়ী তিনটে চলতে আরম্ভ করলো। জায়গাটা একেবারেই গ্রাম। যীশুর জন্মকাল থেকেই এইসব গ্রামগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই গরম বোধ করতে লাগলো ওরা। ফুলের কুট গন্ধে বাতাস ভার হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ গাড়ী এগোচ্ছিল। ওরা একটা গ্রামীন গ্রীক শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। পুরো শহরটাই যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। মিচেল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাসনালয়ের মার্বেল পাথরের তৈরী ভাঙা স্তম্ভগুলো দেখছিল। প্রায় দু' হাজার বছর আগেকার। সিসিলির পূর্বকালে এগুলো তৈরী করেছিল গ্রীক উপনিবেশের লোকেরা। আশেপাশে কোনো বাড়ী কিংবা মানুষ এমন কি পশুপক্ষীও নজরে পড়ছিল না।

ওরা এবার উত্তরের দিক ধরলো। ট্রপনির ক্যাণ্টেলভেট্রানো রোড ধরবে এবারে গাড়ীটা। এখন পিটার আর মিচেল দুজনেই সতর্ক। আর একটু এগোলেই পিসিওট্টা ওদের আটকাবে। গুইলিয়ানোকে ওরই সঙ্গে নিয়ে আসার কথা। মিচেল তীব্র উত্তেজনা বোধ করলো ভেতরে। তিনটে গাড়ীর গতিই এখন কিছুটা স্তিমিত। পিটারের বাঁদিকে একটা পিস্তল রাখা আছে। ওর হাতটা তারই ওপরে রয়েছে। সূর্য ক্রমশঃ আরো প্রখর হয়ে উঠেছে। সারা এলাকা জুড়ে সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা ঠিক এই মুহূর্তে 'ক্যাণ্টেলভেট্রানো' শহরের উপর দিয়ে চলেছে। রাস্তাটা পাহাড়ী এলাকার দিকে চলে গেছে। হঠাৎ মিচেল পালেরমো যাওয়ার রাস্তাটা দেখতে পেলো। ওদিকটা একেবারে গাড়ীতে ঠাসা। সবই মিলিটারী জীপ। মাঝে মাঝে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসছিল। এমনকি মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে এখানকার জনসাধারণের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা স্বাভাবিক ভাবেই ঘোরাফেরা করছিল।

ওদের গাড়ীটা এগোচ্ছিল। মিচেল একবার জিজ্ঞেস করলো, 'পিটার, শহরে আমাদের জন্যে কতোজন অপেক্ষা করছে ?'

—'বেশী লোক নয়।' বলে উঠলো পিটার। পরক্ষণেই ও বলে উঠলো আবার, 'এখান থেকে তাড়াতাড়িই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। নৌকোর কাছে ফিরে যাওয়া দরকার।

—'একটু অপেক্ষা করো।' মিচেল বললো আবার, একটা কাঠের গাড়ী এদিকেই এগিয়ে আসছে।'

গাড়ীটা ক্রমশঃ এগিয়ে এলো। চালক একজন বয়স্ক ব্যক্তি। মাথায় টুপি। একেবারে কাছাকাছি এসে বলে উঠলো ও, 'আরে পিটার ক্লেমেঞ্জা না ?'

এবারে পিটার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললো, 'জো পোপুনো তোমার ওখানে কিসব কাণ্ড ঘটছে বলতো ? কিন্তু আমার লোকেরাতো সাবধান করে দেয়নি এ ব্যাপারে ?'

এতেও জো এর মুখের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটলো না। বললো, 'তুমি নিশ্চিন্তে আমেরিকায় যেতে পারো। এখানে তোমার আর প্রয়োজন নেই।'

'কেন ?' চোখ দুটোয় আতঙ্ক পিটারের। জো পোপনো বলে উঠলো, 'ওরা টুরি গুইলিয়ানোকে বরাবরের মতোই শেষ করে দিয়েছে।'

'—তাই নাকি ?' অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো পিটার।

মিচেলের পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা রক্তের স্রোত নেমে গেল। হঠাৎ ওর মনে হলো আকাশ থেকে আলো উপচে পড়ছে। ওর মনে পড়লো বৃদ্ধ বাবা মায়ের কথা। আমেরিকায় অপেক্ষারত জাষ্টিনার কথাও মনে পড়লো ওর। তারপর মনে এলো পিসিওট্টা আর অ্যাণ্ডোলিনির কথা। ওদের বেঁচে থাকার জগতে গুইলিয়ানোই ছিল একমাত্র মূল নক্ষত্র। ওর বেঁচে না থাকাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। পিটার আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নিশ্চিত জো, এরকম একটা কাণ্ড ঘটেছে ?'

বুঝে জো এবার কাঁধটা ঝাঁকালো। অনেক সময় গুইলিয়ানো সেনাবাহিনী কিংবা শত্রুদের বিভ্রান্ত করার জন্যে একটা চালাকি করে। ওর মতো একটা নকল মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়। এতে ওর শত্রুরা ওর সঠিক অবস্থান বুঝতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘণ্ট দুয়েক কেটে যাবার পরে ওরকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি। গ্রামে গুইলিয়ানোর মৃতদেহটা এখনো পড়ে আছে। ওখানেই খুন করা হয়েছে তাকে। পালেরমো থেকে ইতিমধ্যেই সাংবাদিকরা এসে জড়ো হয়েছে। ফটোগ্রাফারাও যথা-রীতি হাজির। জো পেপিনোর কাছে এসব শুনে পিটার আর মিচেল দুজনেই চমকে উঠলো। এরকম একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে পারে ওরা কেউই ভাবতে পারছিল না। মিচেল অসুস্থ বোধ করছিল। কোনোরকমে বললো, 'ব্যাপারটা আমাদের গিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ আমাদের নিশ্চিত হওয়া একান্তই দরকার।'

পিটার বললো, 'গুইলিয়ানো মৃত কি জীবিত এ নিয়ে আমাদের ভেবে কোনো লাভ নেই। বরং আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

—'না, তা হয় না।' মৃদুস্বরে বলে উঠলো মিচেল আবার, 'আমাদের যেতেই হবে। এমনও হতে পারে পিসিওট্টা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কিংবা অ্যাস্পেডোলিনি। আমি বিশ্বাস করি না গুইলিয়ানো মারা গেছে। এই মুহূর্তে এতো বোকামি ও কিছুতেই করতে পারে না। বিশেষ করে ওর 'ডায়েরী যখন আমেরিকাতে নিরাপদে আছে।'

পিটার আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মিচেলের দু'চোখে একটা ক্লান্তির ছাপ। ওরও মনে হলো, এটা একরকম অসম্ভব। পিসিওট্টা আর গুইলিয়ানো ওদের জন্যে হয়ত অপেক্ষা করছে। এটা হয়ত ওদের কোনো পরিকল্পনারই অংশ। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার কৌশল।

সূর্যের প্রখর উত্তাপে টেঁকা দায়। পিটার ওর লোকেদের নির্দেশ দিলো গাড়ী থামিয়ে ওকে অনুসরণ করতে। ততোক্ষণে ও গাড়ী থেকে নেমে পড়েছে। মিচেলও নেমেছে, ওরা জনাকীর্ণ রাস্তা ধরে দুজন হেঁটে চললো। মূল রাস্তাটা ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর লোকেরা ঘিরে রেখেছে। রাস্তা বন্ধ। পাশের রাস্তাটা বেশ সংকীর্ণ। সেনাবাহিনীর অফিসাররা একমাত্র সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর সরকারী কিছু লোক-জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে ভেতরে যাবার অনুমতি দিচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যেই ওরা দুজন দাঁড়িয়ে সেসব ব্যাপার লক্ষ্য করছিল। মিচেল পিটার ক্লেমেঞ্জাকে বললো, 'ওই অফিসারটার কাছে যেতে পারবে?'

—'চলো।'

পিটার ওকে সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। শেষপর্যন্ত পাওয়াও গেল অনুমতি। ওরা এবারে শহরের ভেতরে এগোতে লাগলো। প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগলো নির্দিষ্ট জায়গাটায় পেঁছোতে। আশে পাশে কয়েকটা বাড়ীর মাঝখানে ছোট্ট একটা বাড়ী। ওই বাড়ীটারই উঠোনে ঘটনাটা ঘটেছে। কিছুটা দূরে মানুষের ভিড়। পিটার সেখানে মিচেল আর জনা চারেক লোককে রেখে বাকীদের নিয়ে শহরে

ফিরে যেতে চাইলো। ও মিচেলকে বললো, 'আমার খুবই খারাপ লাগছে। শুনলাম মনটেলপ্যারে থেকে ওর মা বাবাকে নিয়ে আসা হচ্ছে টুরির মৃতদেহটাকে সনাক্ত করার জন্যে। স্পেশ্যাল ফোর্সের কম্যাণ্ডার ওখানেই আছেন। এছাড়া অসংখ্য সাংবাদিকের ভিড়। এমন কি আমেরিকা থেকেও সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এসে হাজির হয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমি শান্তি পাবো না।'

—'আগামী কাল আমরা যাবো।' বলে উঠলো মিচেল। পিটারের আপত্তি সত্ত্বেও ওরা রাস্তায় বেরিয়ে এলো। অসংখ্য ফৌজ এই রাস্তাটায় জড়ো হয়েছে। মিচেল একমনে সবকিছু দেখছিল। মিলিটারী জীপ ছাড়াও ভ্যান আর মোটরগাড়ীতে পুরো রাস্তাটা যেন জট পাকিয়ে গেছে। ওই ভিড় ভেদ করে যে উঠোনে যাবে তার কোনো সুযোগই মিচেল পাচ্ছিলনা। হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো, কিছু সিনিয়ার অফিসার গল্প করতে করতে একটা রেস্তোঁরার দিকে এগোচ্ছে। ওরা বলাবলি করছিল কর্নেল লুকা আর তার বাহিনীকে এই ঘটনার জন্যে এমটা সম্বর্ধনা দেবার আয়োজন করা হচ্ছে। মিচেল কিছুটা পরেই দেখলো কর্নেলও কয়েকজন সেনার সংগে এগিয়ে চলেছেন। মিচেল লোকটাকে একবার দেখলো। ছোটখাটো পেশীবহুল চেহারা। মুখটা একটু বিষণ্ণ। মাথার টুপিটা হাতে রাখা। একজন ফটোগ্রাফার ওর ছবি তুলছিল। কিছু সাংবাদিকও ওকে নানাধরনের প্রশ্ন করছিল। তিনি মাঝে মধ্যে ওকের এক আধটা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তারপর রেস্তোঁরার মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি।

শহরের রাস্তাগুলোয় ক্রমশঃ এতো ভিড় বাড়ছিল যে, মিচেল আর পিটার কিছুতেই এগোতে পারছিল না। ওরা কাছাকাছি একটা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। সেখানেই পরবর্তী খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা। ক্রমশঃ দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। একেবারে শেষ বিকেলে ওরা খবর পেলো, গুইলিয়ানোর বাবা-মা তাদের ছেলের মৃতদেহকে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

বিকেলবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে ওরা একটা কাফেতে বসেছিল। সেখানেও রেডিওতে ওরা টুরি গুইলিয়ানোর মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলো। যে ঘটনাটা ঘোষকের মারফৎ শুনতে পাওয়া গেল তা হলো, পুলিশ বাহিনী একটা বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল। তাদের সন্দেহ ছিল, ওই বাড়ীর ভেতরেই গুইলিয়ানো লুকিয়ে আছে। এরপর গুইলিয়ানোকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ও তা করেনি। বরং পুলিশবাহিনীকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল লুকার সহযোগী ক্যাপ্টেন পেরাঞ্জ রেডিওতে একটা সাক্ষাৎকারও দিলেন। তিনি বর্ণনা দিলেন, কেমন ভাবে গুইলিয়ানো আক্রমণ করার পরে পালাতে শুরু করেছিল এবং তিনি তার পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। এরপর ঘটনা লোকের ছোট বাড়ীটার উঠোনে তিনি ওকে কোনঠাসা করে ফেলেছিলেন। গুইলিয়ানোর আর বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নিজেই ওকে শেষপর্যন্ত গুলি করে হত্যা করেছেন।

রেস্তোঁরার সবাই রেডিওর খবর উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। কারো খাবারের দিকে মন ছিল না। এমন কি রেস্তোঁরার কর্মচারীরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। পিটার

মিচেলের দিকে ঘুরে বলে উঠলো, 'সমস্ত ব্যাপারটা কেমন রহস্যময়। এখনই বেরিয়ে পড়বো আমরা।'

—'তাই হবে।' জবাব দিলো পিটার। ঠিক সেই মুহূর্তেই কাফের চারপাশের রাস্তায় সিকিউরিটি পুলিশে ছেয়ে গেল। একটা সরকারী জীপ এসে দাঁড়ালো রেস্তোরার সামনে। সেই গাড়ী থেকে নেমে এলেন ইন্সপেক্টর ভেলারডি তিনি সোজা এগিয়ে এলেন ওদের টেবিলের সামনে। মিচেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন তিনি, 'তোমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

বলে তিনি পিটার ফ্লেমেঞ্জার দিকে নিস্পৃহ ভংগীতে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তোমাকেও অবশ্য এর সঙ্গে যেতে হবে। খুব সাবধান, একেবারে গোলমাল করার চেষ্টা করবে না। তাহলে তোমাদেরও অবস্থা গুইলিয়ানোর মতো হবে।'

রেস্তোরার সামনেই একটা ভ্যান এসে দাঁড়ালো। কয়েকজন পুলিশ মিচেল আর পিটারের দেহটা তল্লাসী করায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারপর একরকম জোর করে ঠেলেই ওদের ভ্যানে তোলা হলো। কয়েকজন ফটোগ্রাফার রেস্তোরায় খাচ্ছিল। তারা সঙ্গে ছবি তোলার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি পুলিশের লোকেরা লাঠির আঘাতে ওদের সরিয়ে দিলো। ইন্সপেক্টর ভেলারডি মৃদু হেসে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গতবছর থেকেই পিসিওট্টার মনে কুরে কুরে খাচ্ছিল একটা বিশ্বাসঘাতকতার কীট। খুবই আপষ্ট ভাবে।

গুইলিয়ানোর সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর পিসিওট্টা। ছোটবেলা থেকেই ও ওর নেতৃত্ব বিনাদ্বিধায় মেনে নিয়েছিল, মনের মধ্যে কোনরকন ঈর্ষা ছিলনা। কিন্তু গুইলিয়ানো সবাইকেই বলতো পিসিওট্টাই হচ্ছে দলের আসল নেতা। প্যাসাটেম্পো কিংবা ট্যারানোভা অথবা অ্যান্ডোলিনি সম্পর্কে ও এরকম কথা কোনোদিনই বলেনি। কিন্তু গুইলিয়ানোর এমনই একটা আকর্ষনীয় ব্যাক্তিত্ব ছিল যে, সবাই ওটা ওর নেহাৎ কথার কথা ভেবেছিল। গুইলিয়ানোর প্রতিটি নির্দেশ পিসিওট্টা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

অন্যান্যদের চেয়ে গুইলিয়ানোই ছিল সবচেয়ে বেশী সাহসী। ওর গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ছিল একেবারে ওর নিজস্ব। সিসিলির অধিবাসীরা প্রায়ই সবাই গুইলিয়ানোকে ভালবাসতো, প্রত্যেকের মন জয় করে নিয়েছিল ও, প্যারির্বান্ডর এরকম একজন আকর্ষণীয় নেতা সিসিলিতে এর আগে হয়নি। গুইলিয়ানো আর্দশবাদী এবং রোমান্টিক। তার সাহস আর চাতুর্যে সিসিলিয়ানরা দারুন ভাবে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ওর মধ্যেও কিছু অমানুষতা ছিল। ত্রুটি ছিল, সেগুলো পিসিওট্টার

চোখে পড়তো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ও সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করতো। গুইলিয়ানো লুটের জিনিসপত্রের আর্দ্ধেক গরীব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাইতো। একবার পিসিওট্টা ওকে বলেছিল, 'তুমি সত্যেই ওদের ভালবাসো ওরা কোনোদিণই তোমার পক্ষ নিয়ে লড়াই করবেনা। তোমার কাছ থেকে যতোক্ষণ অর্থ পাওয়া যাবে ততোক্ষনই ওরা তোমাকে চাইবে। আত্মগোপনের সময় আশ্রয় দেবে। বিশ্বাসঘাতকতা কোনো-দিন করবেনা। কিন্তু ওদের মধ্যে বিপ্লবী হওয়ার কোনোরকম লক্ষণ নেই।'

গুইলিয়ানো শুনে মৃদু হেসেছিল। বলেছিল, দেখা যাক।' এরপরেও পিসিওট্টা ডন ক্রোসে আর আর খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টীর মিথ্যে আশ্বাস শুনতে আপত্তি জানিয়েছে বারবার। সিসিলিতে কম্যুনিষ্ট আর সোস্যালিষ্টদের দমনের বিরোধিতাও করেছিল পিসিওট্টা। তবুও গুইলিয়ানোর প্রতি ও কোনো সময় অবিশ্বস্ততা দেখায়নি।

* * *

গুইলিয়ানো আশা করেছিল খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টী ওর কাজকর্ম মার্জনা করে দেবে। কিন্তু পিসিওট্টার মত ছিল অন্যরকম। বলেছিল ও ওরা কখনোই ওদের মার্জনা করবেনা এছাড়া স্বয়ং ডন ক্রোসে কোনোদিনই চাইবেনা গুইলিয়ানো ক্ষমতায় থাকুক। যেমন করে হোক এই দস্যু জীবন হোক ওদের মুক্তি পেতেই হবে। আর তখনই শুরু হবে ওদের সত্যিকাদের জীবন। নচেৎ দস্যু হিসাবে একদিন সবাইকে মারা পড়তে হবে। যদিও এভাবে মরাটাও অগৌরবের নয়।

পিসিওট্টার এসব কথা গুইলিয়ানো ঠিকমতো শোনেনি। আর এগুলোই ধীরে ধীরে পিসিওট্টার মনে ওর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে দিয়েছে। পিসিওট্টার মনের গোপন অন্ধকারে টুরির জন্যে জমা হয়েছে ঘৃনা। বিশ্বাসঘাতকতার কীটটা তখন থেকেই ওর মাথা কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

সাধারণ ভাবে গুইলিয়ানো সবাইকেই বিশ্বাস করে এসেছে। ও খুবই সরল স্বভাবের। পিসিওট্টা এ'ব্যাপারটা বরাবরই লক্ষ্য করেছে। কর্নেল লুকা আর স্পেশাল ফৌজের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই পিসিওট্টা বুঝতে পেরেছিল ওদের দিন ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে। অনেকবার ওরা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু এটাতো ঠিক একটা পরাজয়ের অর্থ হলো মৃত্যুকে বেছে নেওয়া। এই সময় থেকেই গুইলিয়ানোর সঙ্গে পিসিওট্টার প্রায়ই মতবিরোধ হতে আরম্ভ করে। গুইলিয়ানো সবসময় নায়ক হবার স্বপ্নে বিভোর। তার অহংকার আর উদ্ধত স্বভাব ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছিল। পিসিওট্টা ওকে বার বার বোঝাতে গিয়েও পারেনি। তখন থেকেই পিসিওট্টা অন্যরকম হতে আরম্ভ করেছিল। যদিও প্রকাশ্যে ও ছিল আগেকার মত্যেই বিশ্বস্ত।

এরপরে আরো ঘটনা আছে। গুইলিয়ানো জাষ্টিনার প্রেমে পড়ে গেলো। এমন কি বিয়েও করে ফেললো তাকে। পিসিওট্টা তখনই বুঝেছিল যে, ওর নিজের চলার পথ এবার থেকে আলাদা হয়ে গেল। গুইলিয়ানো পরপর আমেরিকায় চলে যাবে। ওখানে স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে সুখে জীবন কাটাবে। আর পিসিওট্টা চিরকালই এই

পাহাড়ে লুকিয়ে জীবন কাটিয়ে যাবে। দীর্ঘজীবন ইচ্ছে থাকলেও পাবেনা। সুখী জীবন ইচ্ছে থাকলেও পাবেনা। একটা গুলি কিংবা একঝলক রক্ত ওকে চিরদিনের মতো এই সিসিলির পাহাড়েই ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এটাই ওর নিয়তি। ও কোনো-দিনই আমেরিকায় টুরির মতো শান্তিতে আর আনন্দে বাস করতে পারবেনা।

পিসিওট্টা গুইলিয়ানোর আরো যে ব্যাপারটায় সবচেয়ে বেশী আতংকিত তা হলো ওর হিংস্রতা। প্রচণ্ড রকমের নির্মম ও, অবশ্য এই মানুষটাই একটা নারীকে ভালও বেসেছে। নির্বিচারে হত্যা করতে ওর হাত কাঁপেনা, একনাকি নিজের লোকেদেরও নয়, প্যাসাটেম্পোকে ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে। ও যদি কাউকে ইনফরমার হিসেবে সন্দেহ করে তাহলে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখেনা। এমন কি পিসিওট্টা এও জানতো যে, ও যদি তাকে সন্দেহও করে তাহলে তার মতো বিশ্বস্ত অনুচরকে এক নিমেষে ও শেষ করে দেবে। এতোটুকুও হাত কাঁপবেনা ওর। সামান্যতম বিচলিত হবেনা। পিসিওট্টা নিজে খুব সম্প্রতি এমন সব কিছু কাজ করেছে যা জানতে পারলে গুইলিয়ানো ওকে কিছুতেই রেহাই দেবেনা। বরাবরের মতো শেষ করে দেবে।

*　　　*　　　*

শেষের তেনটে বছর ডন ক্রোসে গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টার সম্পর্কটাকে খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করেছিলেন, তার সাম্রাজ্য পরিকল্পনায় ওই দুজনই হলো একমাত্র প্রবল শত্রু,সিসিলিতে প্রভুত্ব করার পক্ষে ওরাই হলো সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক। প্রথম দিকটায় ডন ক্রোসে ভেবেছিলেন যে, তিনি ওদেরকে ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস'এর সশস্ত্র ইউনিট হিসেবে গড়ে তুলবেন। সেজন্যেই তিনি হেক্টর অ্যাডোনিসকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ব্যাপারটা পরিস্কার ভাবেই ভাবা ছিল। গুইলিয়ানো হবে ফিল্ডমার্শাল। আর ডন ক্রোসে নিজে হবেন পাসকের প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে গুইলিয়ানো ওর কাছে মাথা নীচু করতে হতো, আর সেটাই ও চায়নি। ও নিজের বাহিনীর প্রধান নক্ষত্র থাকতে চেয়েছে। ও চেয়েছে সিসিলিকে মুক্ত করতে, ধনীদের অর্থ সম্পদ লুট করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। রোমের শাসককুলকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে ও একাই একশো জনের সমান ক্ষমতাশালী।

ডন ক্রোসে কিভাবে তার পরিকল্পনা কার্যকরী করবেন সেটাও ভেবে পাচ্ছিলেন না।

উনিশশো তেতাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ। এটা গুইলিয়ানোর উত্থানের সময়। এদিকে ডন ক্রোসে চেয়েছিলেন ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস'কে শক্তিশালী করতে।

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট সরকার 'ফ্রেন্ডম অব ফ্রেন্ডম' এর বেশ কিছু প্রথম সারির নেতাকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন। তার পর থেকে 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রেন্ডস' আর তেমন মাথাতুলে দাঁড়াতে পারেনি। সেজন্যেই ডন ক্রোসে চেষ্টা করেছিলেন যেমন করে হোক গুইলিয়ানোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডেমোক্র্যাট দলের সঙ্গে একটা আতাঁত গড়ে তুলতে। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য একটা মাফিয়া গ্রুপ তৈরী করেছিলেন। তাদের মাধ্যমেই তিনি প্রথম আঘাত হেনে ছিলেন 'পোর্টেলা-ডেলা-জিনেস্ট্রা'তে।

সে কলংকের দায় ভার গুইলিয়ানোকেই বহন করতে হয়েছে। খুব গোপনে প্ল্যানটা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি তার কৃতিত্ব একেবারেই দাবী করেননি। প্রকৃত ব্যাপার ধরা পড়লে অবশ্য রোমের সরকার গুইলিয়ানোর আর তার বাহিনীকে ক্ষমা করে দিতো। এমনকি সিসিলিতে ওর প্রভুত্বও হতো নিরংকুশ প্রতিষ্ঠিত। টুরি সারাজীবন গরীদের বন্ধু হয়ে থাকতে পারতো।

গুইলিয়ানো যখন ছ'জন দুর্ধর্ষ মাফিয়াকে খতম করে দিয়েছিল তখন ডন ক্রোসের কিছুই করার ছিলনা।

তারপর থেকে ডন ক্রোসের চোখের সামনে একটা মূর্তিই ভেসে উঠেছিল। সে হলো গুইলিয়ানোর বিশ্বস্ত সহযোগী গ্যাসপার পিসিওট্টার। পিসিওট্টা বরাবরই চতুর স্বভাবের। কিন্তু তেমন একটা বুদ্ধিমান নয়। পিসিওট্টা কোনোদিনই সম্ধারণ মানুষের তেমন নজরে আসেনি। গুইলিয়ানোর কাজকর্মের ফলাফলের স্বাদই ও নিতে চাইতো, এছাড়া অন্য কিছু আশা ওর ছিলনা। গুইলিয়ানোর চোখ দিয়েই ও এই পৃথিবীটাকে উপভোগ করতে চাইতো। গুইলিয়ানো অর্থকে ঘৃণা করতো, কিন্তু পিসিওট্টা ছিল ঠিক তার বিপরীত। গুইলিয়ানো তার দস্যু জীবনে কোটি কোটি লীরা অর্জন করেছে। কিন্তু একটা কপর্দকও নিজের জন্যে রাখেনি।

লুটের সম্পদ সে গরীবদের মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছে। পিসিওট্টার এতে আপত্তি ছিল।

এ সমস্ত কিছুই ডন ক্রোসে খুব গভীর চোখে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পিসিওট্টা পালেরমোর সবচেয়ে দামী পোশাক পড়েছে। সবচেয়ে ব্যয়বহুল বেশ্যালয়ে গেছে নিজেকে উপভোগের জন্যে। এছাড়াও গুইলিয়ানোর চেয়ে পিসিওট্টার পরিবার আরো ভালভাবে জীবন যাপন করতো। একটা ব্যাপার ডন ক্রোসের অজানা ছিল না। তিনি ভালভাবেই জানতেন পিসিওট্টা ছদ্মনামে ব্যাংকে অর্থ জমা রেখেছে। একটা মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার স্বার্থে যেসব সাবধানতা অবলম্বন করে পিসিওট্টাও তাই করেছিল। তিনটে পৃথক নামে ওর 'আইডেনটিটি কার্ড' ছিল। এছাড়া ট্রপানিতে নিরাপদে থাকার জন্যে একটা বাড়ীও তৈরী করেছিল ও। ডন-ক্রোসে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, এ সমস্ত ব্যাপারই পিসিওট্টা গুইলিয়ানোর কাছে গোপন রেখেছে।

সে কারণেই তিনি পিসিওট্টার জন্যেই শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে যাচ্ছিলেন। পিসিওট্টার অনুরোধেই তিনি ওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পিসিওট্টা তার বুদ্ধি দিয়েই জেনেছিল যে, ডন ক্রোসের দরজা তার জন্যে সব সময় খোলা আছে। তিনি শুধু অপেক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি কর্নেল লুকা আর ইনস্পেক্টর ভেলারডিকে জানিয়েছিলেন প্রস্তুত থাকতে। যদি ঠিকঠাক কাজ এগোয় তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু যদি প্ল্যানমাফিক কাজ না হয় কিংবা পিসিওট্টা গুইলিয়ানোকে সব জানায় তাহলে সবচেয়ে আগে খতম হতে হবে ওই পিসিওট্টাকেই। ডন ক্রোসে সব রকমের সতর্কতা নিয়েছিলেন।

*　　　　*　　　　*

ডন ক্রোসের কাছে যাবার আগে পিসিওট্টা নিজের কাছে অস্ত্র রাখবে ভেবেছিল। এমনিতে ওর বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। কারণ কিছুদিন ও ডন ক্রেসেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। গুইলিয়ানোর হোটেল আক্রমণ করার প্ল্যানটা পিসিওট্টাই খুব গোপনে ডনক্রোসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

শুধু দুজনমাত্র লোক ছিল। ডনক্রোসের পরিচারক মদ আর খাবারের জন্যে একটা টেবিল পরিষ্কার করেই রেখেছিল। আর একজন পরিচারক খাবার সাজাচ্ছিল। ঠিক সময়েই পিসিওট্টা গিয়ে হাজির হয়েছিল ওখানে। ডন ক্রোসে বলে উঠেছিলেন, 'ভালো সময়টাই উতরে গেছে। এখন আমাদের কাজকর্মে আরো সতর্ক হতে হবে। আমাদের দুজনকেই। সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেবার। তারই ওপরে নির্ভর করছে আমার বেঁচে থাকা। আশা করি, আমাকে এখন যা বলতে হচ্ছে তা শোনার জন্যে তুমি তৈরী আছো ?'

পিসিওট্টা বলে উঠলো, 'আমি বুঝতে পারছিনা আপনার অসুবিধেটা কোথায় ? কিন্তু আমি জানি নিজের পিঠ বাঁচাতে আমাকে চালাকি করতেই হবে।

—তুমি পুনর্বাসন চাও না ?' ডন ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তার পর আরো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বলে উঠলেন তিনি, 'তুমি গুইলিয়ানোর সঙ্গে আমেরিকায় যেতে চাও না ? এখানকার মদ একেবারেই বাজে। কিন্তু আমেরিকায় প্রচুর উৎকৃষ্টমানের মদ পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশটার নাগরিকদের সঙ্গে ওখানকার লোকেদের অনেক তফাৎ। ওখানে অবশ্য তুমি কোনো রকম হটকারিতা করতে পারবে না। সব মিলিয়ে আমেরিকার জীবন খুবই আরামদায়ক।

ডন ক্রোসের কথায় পিসিওট্টা মৃদু হাসলো। বললো, 'আমেরিকায় গিয়ে আমি কি করবো ? আমি বরং এখানেই ভালো কোনো সুযোগের অপেক্ষায় থাকবো। যদি গুইলিয়ানো মারা যায় তাহলে শত্রুপক্ষ আমার ওপরে এতোটা কঠিন হবে না।'

ডন ওর কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'এখনো তুমি তোমার রোগের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছো। তুমি কি তোমার সব ঔষুধপত্র এখনো পেয়েছো ?'

—'হ্যাঁ পেয়েছি।' বলে উঠলো পিসিওট্টা। একটু থেমে আবার বলে উঠলো, 'ওটা কোনো সমস্যাই নয়। তবে এই রোগে আমাকে কোনোভাবেই শেষ করে দিতে পারবে না।'

কথাটা বলে ও বনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

ডন ক্রোসে বলে উঠলেন, 'এসো বরং সিসিলিয়ানদের মনস্তত্ব সম্পর্কে কিছু বলা যাক। 'খুব ছেলেবেলায় অনেকেই তারবন্ধুদের বিশেষ করে প্রিয় বন্ধুকে ভালবাসে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এমনকি সেখ বন্ধুর ভুলত্রুটিও সে ক্ষমা করে দেয়। সে চায় প্রত্যেকটা দিনই তার ভালভাবে কাটুক। তখন নির্ভীকভাবে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যায়। দুনিয়াটা মোটেই বিপজ্জনক নয়। কিন্তু যেখানেই আমরা

থাকি না কেন আমাদের রোজগার করেই খেতে হয়। বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত আর অতো সহজে থাকে না। বিশেষ করে আমাদের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রহরার একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। তবে সেই আগেকার বন্ধুত্বে আর খুশী থাকা চলে না।'

এই পর্যন্ত বলে ডনক্রোস থেমে ওরদিকে তাকালেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, 'এরপরই যতো বয়স বাড়ে আমাদের অহংকারও বাড়ে। আমি জানি তুমি গুইলিয়ানোকে খুবই ভালবাসো। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, তোমার এই ভালবাসার মূল্য কতো। এই বছরগুলোতে কি তার অস্তিত্ব আছে?'

ক্রোসে একটানা কথাগুলো বলে থেমে গেলেন। পিসিওট্টার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু পিসিওট্টা কঠিন মুখে ওরদিকে তাকালো। শুধু কঠিন নয়, রীতিমতো বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখটা। ডনক্রোসে আবার বললেন, 'শোনো পিসিওট্টা আমি গুইলিয়ানোর বেঁচে থাকা এবং পালিয়ে যাওয়া কোনোটাই অনুমোদন করতে পারি না। তুমি যদি এখনো ওর বিশ্বস্ত থাকো তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমিও আমার শত্রুতে পরিণত হবে। গুইলিয়ানো যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে আমার নিরপত্তা ছাড়া তুমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবে না।,

পিসিওট্টা বললো, 'টুরির সমস্ত ডায়েরী ওর বন্ধুর কাছে আমেরিকায় নিরাপদে আছে। আপনি যদি ওকে খতম করেন তাহলে সেগুলো জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তখন কিন্তু সরকারের পতন অনিবার্য। নতুন সরকার কিন্তু আপনাকে তখন সুনজরে দেখবে না। কিংবা আপনার অবস্থা তখন আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

ডন ক্রোসে আপনমনেই হাসলেন পিসিওট্টার কথা শুনে। তারপর একরকম সজোরেই হেসে উঠলেন তিনি। তারপর বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, 'তুমি ওই বিখ্যাত ডায়েরী পড়েছো?'

—'হ্যাঁ।' পিসিওট্টা বলে উঠলো। ডন এবার ওর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমি পড়িনি। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই ওটার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।'

—'কি সিদ্ধান্ত?' জিজ্ঞেস করলো পিসিওট্টা। ডন ক্রোসে বললেন, 'আমি ওটার কোনো অস্তিত্ব নেই বলেই ধরে নিয়েছি।'

পিসিওট্টা এবারে বললো, 'আপনি গুইলিয়ানোর সঙ্গে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছেন? তা কি করে সম্ভব?'

ডন ক্রোসে এবারে হাসলেন, 'তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই বাঁচিয়েছো। সেটা কিন্তু বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজ নয়।'

—'আমি আসলে গুইলিয়ানোর কথা ভেবেই ওটা করেছি। আপনার জন্যে নয়।' পিসিওট্টা সামান্য থেমে আবার বললো, 'টুরি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। যুক্তিবাদী, ও আপনাকে শেষ করার প্ল্যান করেছিল অনেক ভেবেচিন্তে। আমি ভেবেছিলাম, আপনি

মারা পড়লে আমরা বিপদে পড়বো। ডায়েরীর জন্যে নয় আপনার মৃত্যুর মূল্য আমাদের প্রাণ দিয়েই শোধ করতে হবে। সেজন্যেই আমি নিজে থেকেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি। গুইলিয়ানোর সিসিলি ছাড়তে এখনও কিছু দেরী আছে। আপনার সঙ্গে ওর পারিবারিক যে দ্বন্দ্ব তা নিশ্চয়ই মিটে যাবে। আপনি ওকে আমেরিকায় যেতে দিলেই বরং ভাল করবেন।'

ডন ক্রোসে এবার মদের গ্লাসটি তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, 'পিসিওট্টা, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। আমরা এখন নাটকের শেষ অংকে এসে পেঁাছেছি। গুইলিয়ানোর বেঁচে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু···।'

—'আপনি যা চাইছেন হবে না। আমি ওকে মারতে পরি না। তার কারণ আমাকে সিসিলিতেই থাকতে হবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ নায়ককে আমি নিজের হাতে মারবো? অসংখ্য মানুষ ওকে ভালবাসে। ওর অজস্র অনুরাগী আছে। তারা শেষপর্যন্ত প্রতিশোধ নেবেই। এই কাজ করতে পারে একমাত্র ফৌজ। সেইভাবেই ব্যবস্থাটা ভাবা যেতে পারে। আর আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি টুরিকে ফাঁদে ফেলতে পারেন।'

কথা বলে সামান্য হাসলো ও। তারপর বেশ জোর দিয়েই বললো, আপনার দুনিয়া শেষ হয়ে এসেছে। আপনি···।'

—'না পিসিওট্টা ওকে আমিও মারতে পারি না। তাহলে ওর অনুরাগীরা আমাকেও ছেড়ে দেবে না। তবে এ'কাজ একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। ওকে ফাঁদে ফেলতে পারো একমাত্র তুমিই—।'

কথার মাঝখানেই পিসিওট্টা বললো, 'ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার পক্ষে বেশীদিন বাঁচা সম্ভব হবেনা তাতো আপনাকে আগেই বলেছি।'

—'ঠিক আছে।' ডন বললেন, 'তুমি শুধু এইটুকু আমাকে বলো, তোমার সঙ্গে গুইলিয়ানোর আবার কোথায় দেখা হবে? কথা দিচ্ছি, এটা গোপন থাকবে। আমি কর্নেল লুকা আর ইন্সপেক্টর ভেলারডিকে ওকে ধরার ব্যবস্থা করবো। বাকী ব্যবস্থা ওরা করবেন।'

বলে সামান্য থেমে আবার বললেন ডন, 'গুইলিয়ানো বদলে গেছে পিসিওট্টা। ও আর আগেকার মতো নেই। ও এখন শুধু নিজের কথাই ভাবে। তোমারও তাই ভাবা উচিত।'

পিসিওট্টা কোনো জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

* * * *

পাঁচই জুলাইয়ের সন্ধ্যেবেলা। পিসিওট্টা 'ক্যাস্টেলভেট্রানো'র রাস্তা ধরলো। ডন ক্রোসের কাছে ও দায়বদ্ধ। গুইলিয়ানোর সঙ্গে ওর কোথায় দেখা হবে সেকথা ও ডনকে জানিয়েছে। ডন নিশ্চয়ই সেটা কর্নেল লুকা আর ইন্সপেক্টর ভেলারডিকে জানিয়ে দেবেন। অবশ্য ও জো পোপিনোর বাড়ীর কথা বলেনি। শুধু শহরটার নামই জানিয়েছে ওকে। সেই সঙ্গে ও সতর্কও করে দিয়েছিল ক্রোসেকে যে, বিপদের

ব্যাপারে গুইলিয়ানোর ইন্দ্রিয়গুলো অতি মাত্রায় সজাগ থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও জো পেপ্পিনোর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। ওর কাছ থেকেই জানতে পারলো পিসিওট্টা যে, পুলিশের গন্ধ পেয়ে গুইনিয়ানো ওখান থেকে পালিয়েছে। পিসিওট্টা আর দাঁড়ানোর কোনো দরকার বোধ করলো না। ছুটে বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। রাস্তা ধরলো আবার। শহরের পাশ দিয়ে একটা মাঠের রাস্তায় পা দিলো ও। মনের মধ্যে একরাশ দুঃশ্চিন্তা ওর।

*　　*　　*　　*

প্রাচীন গ্রীক শহরের ধ্বংসাবশেষ। গ্রীষ্মের চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেই আলোয় গম্বুজগুলো ঝকমক করছিল। একটা অমসৃণ পাথরের সিঁড়িতে একাই বসেছিল গুইলিয়ানো। ওর দুচোখে তখন আমেরিকার স্বপ্ন।

একটা বিরহ বোধ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। পুরোনো সবকিছু ওর চোখের সামনে থেকে মুছে গেছে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে ও এখন আশাবাদী। এখানকার অসংখ্য লোক ওকে ভালবাসে। সবাইএর আশীর্বাদেই ও বেঁচে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনে হলো, সে নিজে ওদের কাছে একটা অভিশাপের মতো। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছিল ওর। কিন্তু এখনো পিসিওট্টা ওর সঙ্গে আছে। এমন একদিন আসবে যখন ওরা দুজনে অবার সেই ছেলেবেলার ভালোবাসার মধ্যে ফিরে যাবে। পুরোনো স্বপ্নগুলো আবার জীবন্ত করে তুলবে দুজনে মিলে। সত্যিকথা বলতে কি, তাদের দুজনেরই নতুন জীবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

কখন যে চাঁদটা অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর খেয়াল ছিলনা। প্রাচীন শহরটা যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। এখন যেন শুধুই রাতের কালো ক্যানভাসে আঁকা কংকালের একটা-নক্ষত্রমাত্র। সেই অন্ধকারের মধ্যেই গুইলিয়ানো ছোট পাথরের আর মাটীর অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলো। ও দ্রুত দুটো স্তম্ভের মাঝখানে নিজেকে নিয়ে গেল। ওর হাতের পিস্তল এখন প্রস্তুত। পরক্ষণেই মেঘটা চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল। দেখলো পিসিওট্টা চওড়া উঠোনে ধ্বংসস্তুপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

পিসিওট্টা ভাঙাচোরা রাস্তার ওপরে দিয়ে এগিয়ে আসছিল। ওর দু'চোখে তীক্ষ্ম দৃষ্টি। বিড়বিড় করে ও টুরি গুইলিয়ানোর নাম বলে যাচ্ছিল। তখনো পর্যন্ত স্তম্ভের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলো। ঠিক পরক্ষনেই পিসিওট্টা ওকে অতিক্রম করে গেল। ও এগিয়ে যেতেই টুরি বেরিয়ে এলো স্তম্ভের আড়াল থেকে। ওর পেছনেই ছিল ও, হঠাৎ টুরি বলে উঠলো, 'আসপানু, আমি আবার জিতে গেলাম,' পিসিওট্টা চমকে উঠলো, ছেলেবেলায় যখন ওরা লুকোচুরি খেলতো ঠিক এই ভাবে। পিসিওট্টা ঘুরে দাঁড়ানো। ওর দু'চোখে আতঙ্ক। ওর চোখ দুটো দেখে টুরি অবাক হলো। একটা সিঁড়িতে বসলো ও। পিস্তলটা তারপর একপাশে রেখে দিলো। বললো তারপর, এসো আসপানু বসো এখানে। তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। অনেক দিন পরে আমরা দুজনে আবার একসঙ্গে কথা বলতে পারছি।'

পিসিওট্টা বললো, এই জায়গাটা বেশ নির্জন। আমাদের কথা বলতে কোনোরকম

অসুবিধে হবেনা।'

গুইলিয়ানো বললো, 'আমাদের হাতে এখন প্রচুর সময় আছে। তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তা না হলে তুমি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বে। এসো আমার পাশে বোসো।'

গুইলিয়ানো সব চেয়ে উচুঁ সিঁড়িটার ওপর বসেছিল। ও অবাক হয়ে দেখলো পিসিওট্টা রিভলবারটা ওর দিকে তাক করেছে। বিশ্বাস করতে পারছিলনা টুরি, ভাবলো ও মজা করছে। কিন্তু পিসিওট্টা চোখ দুটো তখন অন্যরকম কথা বলছে। জীবনে বিশেষ করে সাতবছরের মধ্যে এই প্রথম গুইলিয়ানো একধরনের অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকলো, পিসিওট্টার মাথায় তখন আতঙ্ক। ওরা যদি ব্যাপারটা বলে দেয় তাহলে গুইলিয়ানো ওকে কি বলতে পারে? ও বলতে পারে আসপানু শেষ পর্যন্ত জুডাস তুমি? ডন ক্রোসেকে সতর্ক করেদিলে তুমি? ফৌজকে নিয়ে এসেছিলে তুমি? ডন ক্রোসের সঙ্গে দেখা করেছিলে তুমি? তুমি শেষ পর্যন্ত জুডাস হয়ে গেলে আসপানু?

তারপরে যেটা বলবে টুরি তাহলো, আসপানু তুমি আমার ভাই। এই কথাটা মনে হওয়া মাত্রই পিসিওট্টা আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল। ওর রিভললবারের ট্রিগার থেকে সশব্দে গুলি বেরিয়ে এলো, পরপর কয়েকটা।

টুরি গুইলিয়ানোর শরীরটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল টুরির দেহটা। পিসিওটার বিস্ফারিত চোখ। রক্তে জায়গাটা একেবারে মাখামাখি, আর দেরী করলোনা পিসিওট্টা, ও দৌড়োতে লাগলো প্রাণপণে। ওর মনে হলো গুইলিরানো ওকে তাড়া করে আসছে।

টুরি গুইলিয়ানোর দু'চোখ জুড়ে অন্ধকার নেমে আসছিল। কিন্তু মনে হলো ও যেন দৌড়োচ্ছে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়োচ্ছে। আসপানু পিসিওট্টার সঙ্গে দৌড়োচ্ছে। ঠিক সাত বছর আগের মতো দুজনে দৌড়োচ্ছে। একটা গীর্জার পাশ দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গুইলিয়ানো বলে উঠলো, 'আসপানু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমাকে ভালবাসি।'

গুইলিয়নোর দ'চোখে ঘুম নামছিল। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই ও অর্জন করলো বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা। এটাই হলো তার নিজের চরম পরাজয়। স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই মারা গেল টুরি গুইলিয়ানো।

পিসিওট্টা প্রানপনে দৌড়োচ্ছিল। মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তায় দিকে। সেখান থেকে যাবে ক্যাস্টেলভেট্রানো শহরে। এখানে ওর 'স্পেশ্যাল পাস' এর প্রয়োজন। কারণ কর্নেল লুকা আর ইনসপেক্টের ভেলারডির সঙ্গে যোগাযাগ করতে হয়ে। পাশটা ওর পকেটে আছে। শেষপর্যন্ত পিসিওট্টা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত ঘটনা জানালো। ওরাই একটা গল্প তখন প্রচার করলো যে, গুইলিয়ানোকে ফাঁদে ফেলে ক্যাপ্টেন পেরেঞ্জ ওকে শেষ করে দিয়েছে।

* * *

মারিয়া লম্বার্ডো সারাদিন সাংসারিক কাজ করতে করতে দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছিলেন। পঞ্চাশ সালের জুলাই মাসের পাঁচ তারিখ। একসময় হঠাৎ দরজায় ছুটে আসা পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। আতংকে স্থির হয়ে গেল তার দেহটা। প্রথমেই তিনি যাকে দেখতে পেলেন, তিনি হচ্ছেন প্রফেসার অ্যাডোনিস। ওর চোখ দুটো এমন স্থির হয়ে ছিল যে, এরকম দৃষ্টি এর আগে কোনোদিন অ্যাডোনিসের চোখে দেখেননি। একমুখ দাঁড়িগোঁফ। চুলগুলো এলোমেলো, গলবন্ধ ব্যবহার করেননি। জ্যাকেটের নীচে জামাটা কোঁচকানো। এইরকম বিশৃংখল অবস্থায় এর আগে কোনোদিন মারিয়া প্রফেসার অ্যাডোনিসকে দেখেননি। চোখের কোণে কালি। ভীষণ দুঃখ পাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ অ্যাডোনিসের দু'চোখে জল দেখে মারিয়া স্থির হয়ে গেলেন। বিপদের গন্ধ টের পেলেন তিনি। ঠিক তখনই চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন মারিয়া। হেক্টর বললেন, 'মারিয়া, আমি ক্ষমা চাইছি।'

মারিয়া কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। একজন যুবক লেফটেন্যাণ্ট ওর ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালো। মারিয়া এবার রাস্তার দিকে তাকালেন। সেখানে তিনটে কালো রঙের জীপ দাঁড়িয়ে আছে।

লেফটেন্যান্ট যুবক। গাল দুটো গোলাপী। মাথার টুপিটা খুললো ও। বগলে রেখে বললো, 'আপনিই মারিয়া লাম্বার্ডো?'

—'হ্যাঁ। জবাব দিলেন তিনি। লেফটেন্যাণ্টটি এবারে বললো, 'আপনাকে আমার সঙ্গে একবার 'ক্যাণ্টেলভেট্রানো'তে যেতে হবে। বাইরে গাড়ী অপেক্ষা করছে। আপনার বন্ধু মিঃ অ্যাডোনিসও যাবেন। অবশ্য আপনি যদি যেতে রাজী হন।'

মারিয়ার চোখদুটো এবারে বিস্ফারিত হয়ে গেল। দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কেন?'

বলে সামান্য থেমে আবার বললেন তিনি, 'আমিতো ওখানকার কাউকে চিনিনা।'

লেফটেন্যাণ্টের কণ্ঠস্বর এবার নরম হলো। একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো ও। তারপর বললো, 'ওখানে আপনাকে একজনকে সনাক্ত করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস তিনিই আপনার ছেলে টুরি গুইলিয়ানো।'

—'না, ও আমার ছেলে নয়। টুরি কিছুতেই ওখানে যেতে পারে না।'

পরক্ষণেই কাঁপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'ও কি মারা গেছে?'

—'হ্যাঁ।' যুবক অফিসারটি বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার হৃদয় চিরে একটা আর্তচীৎকার বেরিয়ে এলো। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন তিনি। বলতে লাগলেন, 'আমার ছেলে কিছুতেই ওখানে যেতে পারে না।'

প্রফেসার অ্যাডোনিস এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'মারিয়া, তোমার ওখানে একবার যাওয়া দরকার। এটাতো ওর চালাকিও হতে পারে। শত্রু পক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এর আগেও করেছে ও।

—'না।' মারিয়া কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি ওখানে যেতে পারবো না। পারবো না। কিছুতেই না।'

লেফটেন্যান্ট বললো এবার, 'আপনার স্বামী কি বাড়ীতে আছেন? আপনার বদলে তিনিও যেতে পারেন।'

মারিয়ার মনে পড়লো, জো পেপিনো সকালে ওর স্বামীকে ডাকতে এসেছিল। পেপিনোকে দেখামাত্রই ওর মনের মধ্যে একটা অমঙ্গলের লক্ষন ভেসে উঠেছিল তাও মনে পড়লো এবার। তিনি বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো। আমি আসছি।'

বলে তিনি শোবার ঘরে গেলেন। সর্বাঙ্গে কালো পোশাকে নিজেকে আবৃত করে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর লেফটেন্যান্টের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

রাস্তায় সশস্ত্র সেনারা পাহারা দিচ্ছিল। জুলাইএর সূর্যালোকে মারিয়া যেন আর একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন। টুরি আর আশপানু গাধা নিয়ে চলেছে। সেদিনই ওরা প্রথম মানুষ খুন করেছিল। দস্যু জীবন আরম্ভ করেছিল। কাঁপছিলেন মারিয়া। লেফটেন্যান্ট ওর একটা হাত ধরে ওকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। অ্যাডোনিসও উঠে গাড়ীর ভেতরে বসলেন। গাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এগোতে আরম্ভ করলো এবার। মারিয়া হেক্টরের কাঁধে মুখটা লুকোলেন। এই মুহূর্তে তিনি আর কাঁদ-ছিলেন না। কিন্তু একটা আতঙ্ক মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

* *

তিনঘণ্টা ধরে টুরি গুইলিয়ানোর মৃতদেহটা উঠোনে পড়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, পরম নিশ্চিন্তে ও যেন ঘুমোচ্ছে। মুখটা হেলে রয়েছে, একটা পা হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে আছে। শরীরটা যেন গুটিয়ে আছে, মাথাটা একেবারেই অন্য আকার নিয়েছিল। হাতে তখনও পিস্তলটা ধরা।

সংবাদপত্রের রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফাররা ততোক্ষণে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে। 'লাইফ' ম্যাগাজিনের একজন ফটোগ্রাফার ক্যাপ্টেন পেরেঞ্জের ছবি তুলছিল। ক্যাপ্টেনই গুইলিয়ানোর হত্যাকারী এটাই সংবাদপত্রে বেরোবে। ক্যাপ্টেনের মুখমণ্ডলে কিন্তু একধরণের বিস্ময় আর বিষণ্ণতা যুগপৎ মেশানো। ওর মাথায় একটা টুপি। দুনিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রগুলোই এখন টুরি গুইলিয়ানোর খবর নিতে ব্যস্ত। গুইলিয়ানোর মৃতদেহ পড়ে আছে। একটা হাতের আঙুলে আংটী, কোমরে একটা বেল্ট। তাতে সিংহের প্রতীক চিহ্ন। ওর নীচে রক্ত জমাট বেঁধে একাকার হয়ে গেছে।

মারিয়া পৌঁছোনোর আগেই মৃতদেহটাকে শহরের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওখানেই পোস্টমোর্টেম করা হবে। ওকে রাখা হয়েছিল বড়ো আকারের একটা ডিম্বাকৃতি পাথরের ওপরে। এটা এই হাসপাতালেরই একটা অংশ। কিছুটা দূরেই কবরস্থান। কালো কালো লম্বা গাদের সারি দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। মারিয়াকে নিয়ে আসা হলো এখানে। ওকে বসানো হলো একটা পাথরের বেঞ্চে। সবাই তখন কর্নেল লুকা আর ক্যাপ্টেন ভেলারডির জন্যে অপেক্ষা করছিল। অসংখ্য মানুষের ভিড়। মারিয়া এবার কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কৌতূহলী জনতাকে ফৌজের লোকেরা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছিল। হেক্টর অ্যাডোনিস মারিয়াকে সান্তনা দেবার

চেষ্টা করছিলেন।

বেশ খানিকক্ষণ পরে তিনি নিয়ে গেলেন মারিয়াকে যেখানে মৃতদেহটা রাখা আছে সেখানে। মারিয়া দেহটার কাছে এগিয়ে গেলেন। ঠিক তখনই তার চোখে পড়লো গুইলিয়ানোর মুখটা।

ওকে এতো কমবয়েসী এর আগে কখনো মনে হয়নি মারিয়ার। ছোটবেলায় দৌড়ঝাঁপ করে এসে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লে ওকে যেমন লাগতো ঠিক সেইরকম। মুখে কোনোরকম দাগ নেই। মুখের যেদিকটা মাটীতে শুধু সেদিকেই সামান্য বারুদের দাগ দেখা যাচ্ছে। লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করলো, 'এই কি আপনার ছেলে টুরী গুইলিয়ানো?'

মারিয়া জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এই আমার ছেলে টুরি। আমি চিনতে পেরেছি। টুরি……।'

কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। অফিসাররা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। কিছু কাগজপত্র ওর দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো সই করার জন্যে। কিন্তু মারিয়া না দেখেই এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। এদিকে সাংবাদিকরা ওকে প্রশ্ন করার জন্যে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। ফটোগ্রাফাররাও তাই। পুলিশ ওদের কোনোরকমে নিয়ন্ত্রণে রাখছিল।

মারিয়া এবার এগিয়ে গিয়ে টুরি গুইলিয়ানোর কপালে একটা চুম্বন এঁকে দিলেন পরম স্নেহে। ওর ঠোঁটেও একটা চুম্বন করলেন তিনি। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ওর ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। ওর গালে হাত দিয়ে বললেন অস্ফুটস্বরে, 'শেষ পর্যন্ত তোকে এরকম ভয়ংকরভাবে মরতে হলো বাবা আমার…।'

ঠিক তখনই মারিয়া জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। চিকিৎসকদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন তিনি। এবার তিনি জোর করতে লাগলেন, যে উঠোনে টুরির মৃতদেহ পাওয়া গেছিল সেখানে যাবেন তিনি। প্রথমটা বাধা দিলেও তার জেদ এতোই বেড়ে গেল ক্রমশঃ যে, তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হতে হলো। ওখানে গিয়ে তিনি সেই রক্তে ভেজা মাটীকে আরো একবার চুম্বন করলেন পরম মমতায়।

এরপর সবশেষে যখন ওকে মনটেলপ্যারেতে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হলো তখন তার স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আর তখনই তিনি জানতে পারলেন যে, তার ছেলের হত্যাকারী আর কেউ নয়। সে হচ্ছে স্বয়ং আসপানু, গ্যাসপার পিসিওট্টা। তারই আর এক স্নেহের সন্তান।

* *

মিচেল করলিয়ান আর পিটার ক্লেমেঞ্জাকে গ্রেফতার করে প্যালেরমোর জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে আবার ওদের নিয়ে যাওয়া হলো ইন্সপেক্টর ভেলারডির অফিসে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

ভেলারডির সঙ্গে জনা ছয়েক ফৌজি অফিসার ছিল। ওরা সবাই পুরোপুরি

সশস্ত্র। তিনি ওদের দুজনকে দেখামাত্রই শিষ্টাচার বজায় রেখেই অভিনন্দন জানালেন। প্রথমেই তিনি পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমেরিকার নাগরিক। আপনার কাছে যে পাশপোর্টটা আছে তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে, আপনি আপনার ভাইএর সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছেন। আপনার ভাইএর নাম ডন ক্লেমেঞ্জা। শুনেছি, তিনিও একজন সম্মানীয় ব্যক্তি।'

এরপর সামান্য থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'আপনাকে আমরা মিচেল করলিয়ানের সংগে পেয়েছি। যে শহরে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই টুরি গুইলিয়ানো খুন হয়েছে সেখানেই আপনাকে পিস্তল সমেত পাওয়া গেছে। আপনি এ' ব্যাপারে কিছু বলবেন ?'

পিটার ক্লেমেঞ্জা কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, 'আমি শিকারে বেরিয়ে ছিলাম। আমরা খরগোশ আর শেয়াল খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তারপরেই আমরা এই শহরের গোলমাল দেখি। তখন সকাল। আমরা একটা কাফেতে ঢুকেছিলাম। তার আগে ব্যাপারটা কি ঘটেছে আমরা দেখতে গেছিলাম।'

এবারে ইন্সপেক্টর ভেলারডি মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ ক্লেমেঞ্জা আপনি কি আমেরিকাতে পিস্তল নিয়েই ঘোরাফেরা করেন ? আর এটা দিয়েই খরগোস মারেন ?'

তারপর মিচেলের দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। ওকে বললেন, 'আপনার সংগেতো আমার আগেও দেখা হয়েছে। আপনি এবং আমি দুজনেই জানি যে, আপনি কেন এখানে এসেছিলেন ? আপনার বন্ধু পিটার ক্লেমেঞ্জাও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু ডন ক্রোসের সংগে সেই লাঞ্চ খাবার পর থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই বদলে গেছে।'

বলে সামান্য থেমে আবার বললেন, 'যাইহোক, গুইলিয়ানো মারা গেছে। আপনি একটা মারাত্মক অপরাধের ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত। সেটা হলো, টুরি গুইলিয়ানোকে আপনি পালিয়ে যেতে সাহায্য করছিলেন।

আপনার সংগে আমি কোনোরকম বাজে ব্যবহার করতে চাইনা। আপনার একটা স্বীকারোক্তি তৈরী করা হচ্ছে। ওতে আপনি সই করে দেবেন।'

ঠিক তখনই একজন অফিসার ঘরের মধ্যে এসে হাজির হলো। ইন্সপেক্টরের কানে কানে কি যেন বললো ও। ভেলারডি একটু জোরেই বললেন এবার, 'ওকে ভেতরে আসতে দাও'

একটু পরেই যিনি ঢুকলেন ঘরে তিনি স্বয়ং ডন ক্রোসে। মিচেলের মনে পড়লো এই পোশাকেই ডন ক্রোসে ওদের সংগে বসে লাঞ্চ খেয়েছিলেন। ওর কালচে রঙের মুখটা একেবারে নিস্পৃহ। মিচেলের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

ওকে আলিঙ্গন করলেন, এররধ পিটারের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। স্থিরভাবে তাকালেন ইনস্পেক্টার ভেলারডির দিকে। একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। ওর মতো বিরাট ব্যাক্তিত্বসপন্ন মানুষের মুখের রেখায় ফুটে উঠলো একধরনের নিষ্ঠুরতা, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার, তিনি ভেলারডিকে

বললেন, 'এরা দুজন আমার সম্মানীয় বন্ধু। আপনি এদের সঙ্গে কেন অসম্মান-জনক ব্যবহার করেছেন জানতে পারি?

কণ্ঠস্বরে অবশ্য কোনো ক্রোধ ছিলনা, কোনো আবেগও নয়। শুধু একটা প্রশ্ন ছিল। সেটা জবাব চাওয়ার, এছাড়া ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগও ছিল যার অর্থ দাঁড়ায়, এরা গ্রেফতার হবার মতো কোনো কাজ করেনি, এবারে ইনস্পেক্টর কাঁধ ঝাকাঁলেন। ততোক্ষণে ডন ক্রোসে একটা ডেস্কের ওপরে বসে পড়েছেন। ভুরুটা কুচঁকে গেল ওর, তিনি শান্তভাবে আবার বলে উঠলেন, আমাদের বন্ধুত্বের মর্যাদার জন্যে ব্যাপারটা ফয়শলা কয়তে মিঃ ট্রেজাকে ডাকা উচিত।'

ইনস্পেক্টর এবার মাথা নাড়লেন। ওর নীল চোখ দুটো তখন বাঘের মতো জবলছিল। বললেন তিনি, 'আমরা কোনোদিনই বন্ধু ছিলাম না। আমার কর্তৃ-পক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজ করেছি। এরা অবশ্য গুইলিয়ানোর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত নয়, তবে এদের দুজনকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতেই হবে। যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আপনাকেও কোর্ট নিয়ে যেতে বাধ্য করতাম।'

ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। তিনি ভ্রূক্ষেপই করলেননা। ডন ক্রোসের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্রোসে বলে উঠলেন, 'ফোনটা ধরুন আপনি' সম্ভকত মিঃ ট্রেজাই ফোন করেছেন।'

ইনস্পেক্টর রিসিভারটা তুললেন এবার। ওর দৃষ্টিটা রইলো ডন ক্রোসের দিকে। কয়েকমুহূর্ত শুনলেন তিনি। তারপর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

বলেই রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর চেয়ারে নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন। পিটার ক্লেমেঞ্জা আর মিচেল করলিয়নের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আপনাদের মুক্তি দেওয়া হলো।'

এবারে ডন ক্রোসে উঠে দাঁড়ালেন। মিচেল আর ক্লেমেঞ্জাকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলেন। এমন ভাবে নিয়ে আসছিলেন যেন তিনি মুরগীর ছানাকে এখনই খাচাঁয় পুরবেন। এরপর তিনি ঘুরে তাকালেন ইনস্পেক্টর ভেলারডির দিকে। ইনস্পেক্টর তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন ডন ক্রোসে, গত বছরগুলোতে আমি আপনার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছি। যদিও আপনি একজন বিদেশী তা সত্বেও আপনি আমার বন্ধুদের আর আপনার অফিসারদের সামনে অমর্যাদাকর ব্যবহার কর-লেন। কিন্তু আমি এতে রাগ করছিনা, আশাকরি অদূর ভবিষ্যতেই আমরা এক সংগে ডিনার করতে পারবো। তারপর বোঝাপড়ার মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্বকে নতুন করে নেবো, কেমন।

ইনস্পেক্টর ভেলরেডি সে কথার কোনো জবার দিলেন না।

চতুর্দশ অধ্যায়

দিন দুয়েক পরের ঘটনা। মিচেলের বাড়ী ফিরে আসা উপলক্ষে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করা হলো। সবাই মিলে মনের খুশীতে খাওয়া দাওয়া চলছিল। দীর্ঘকাল পরে মিচেল আমেরিকায় ফিরে এসেছে।

খাওয়া শেষ করে মিচেল চলে এলো লাইব্রেরীতে। এখানে ওর জন্যে ওর বাবা ডন করলিয়ন অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে টম হেগানকে না দেখতে পেয়ে অবাক হলো মিচেল। ও বুঝতে পারলো যে, ওর বাবা কথাবর্তার সময় কোনো সাক্ষী রাখতে চাইছেন না। ডন একটা বোতল থেকে দু' গ্লাস মদ ঢাললেন, তারপর একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন মিচেলের দিকে। ওটা নিয়ে বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিচেল গেলাসে চুমুক দিলো। তারপর বললো, 'বাবা, আমার অনেক কিছু শেখার আছে।'

—'হ্যাঁ, তাতো বটেই' ডন করলিয়ন বললেন। গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবার বলে উঠলেন তিনি, কিন্তু আমাদের হাতে এখন সময় আছে। তোমাকে শেখানোর জন্যে আমি রয়েছি।'

ডনের দিকে তাকিয়ে মিচেল বলে উঠলো, 'বাবা, তুমি কি ভাবোনা টুরি গুই-লিয়ানোর ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত।'

ডন করলিয়ন বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন, মুখে মদের লেগে থাকা দাগটা হাত দিয়ে মুছলেন একবার। তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই, ওটা সত্যিই একটা বেদনাদায়ক ঘটনা। আমি গভীর ভাবে আশা করেছিলাম যে, টুরি গুইলিয়ানো শেষপর্যন্ত আমেরিকায় আসতে সক্ষম হবে। ওর বাবা আর মা দুজনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।'

'সত্যি বলতে কি আমি কখনই বুঝতে পারিনি যে কিসব ব্যাপার ঘটছে।' মিচেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে উঠলো, 'আমি কখনোই ঠিকঠাক ব্যাপারটাকে জানতে পারিনি। তুমি কিন্তু আমাকে বলেছিলে যে, ডন ক্রোসেকে অনায়াসে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু আমি জেনেছিলাম পরে যে, টরি গুইলিয়ানো ওকে ভীষণ ভাবে ঘৃণা করতো। আমি ভেবেছিলাম, যে 'নথীপত্র'গুলো 'আমার কাছে আছে সেগুলো অন্ততঃ গুইলিয়ানোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু ওকে যে কোনো ভাবেই হোকনা কেন, শেষপর্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে খুন হতে হলো। এখন অবশ্য এইসব নথিপত্র আমরা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করবো। এতে ওরা নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে।'

এতোগুলো কথা বলার পরে মিচেল ওর বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলো। ডন করলিয়নের চোখদুটো তখন আশ্চর্য্য রকমের নিস্পৃহ। ডন বললেন, 'ওটা হচ্ছে সিসিলি, ওখানে সর্ব্বদাই বিশ্বাসঘাতকতার ভেতরেই বিশ্বাসঘাতকতা হয়। সুতরাং অবাক হবার কিছুই নেই।'

মিচেল এবার বলে উঠলো, 'ডন ক্রোসে আর ওখানকার গর্ভনমেণ্ট নিশ্চয়ই পিসিওট্টার ব্যাপারে একটা সঠিক ব্যবস্থা নেবে।'

—'নিঃসন্দেহে নেবে। কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।' ডন করলিয়ণ বলে উঠলেন। মিচেল খানিকটা হতবাক এখনো হয়ে আছে. বললো ও, 'ওরা কেন তা করতে যাবে। আমাদের কাছে নথিপত্র আছে, এতে প্রমান হবে টুরি গুইলিয়ানোর সঙ্গে ওদের গোপন সম্পর্ক ছিল। আমার কাছে যা আছে তাও যদি সংবাদপত্রগুলো প্রচার করে তাহলে ইতালীর বর্তমান সরকারের পরাজয় নিশ্চিত, কিন্তু পুরোপুরি এখনো পর্যন্ত বোঝা যায়নি।'

ডন করলিয়ণ এবার সামান্য হাসলেন। বললেন, 'শোনো মিচেল, নথিপত্র যা আছে তা লুকোনোই থাকবে। এ সমস্ত আমরা ওদের দেবোনা।'

বাবার কথার পুরো অর্থ বুঝতে মিচেলের বেশ খানিকটা সময় লাগলো। আর যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো তখন জীবনে এই প্রথমবার ওর বাবার ওপরে ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললো ও, 'তার অর্থ কি এটাই যে, আমরা সর্বক্ষণই ডন ক্রোসের সঙ্গে কাজ করছিলাম? তার মানে কি এটাই যে, গুইলিয়ানোকে সাহায্য করার বদলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিলাম? তার বাবাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলাম। তুমি সেক্ষেত্রে তোমার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছো। তার ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছো। তুমি আমাকে তোমার হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছো? হে ঈশ্বর। এটা আগে কেন আমি বুঝতে পারিনি! টুরি গুইলিয়ানো অসম্ভব রকমের একটা মহৎ হৃদয় যুবক ছিল। সিসিলির গরীব মানুষগুলোর কাছে প্রকৃতই নয় কি। আমরা নিশ্চয়ই 'নথি-পত্র' প্রকাশ করবো।'

মিচেল একটানা কথাগুলো বলে গেল। ওর বাবা একবারের জন্যেও ওকে বাধা দিলেন না। মিচেলের কথা শেষ হবার পরে ওর বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর দিকে এগিয়ে এলেন। ওর পিঠে হাত রাখলেন তারপর বললেন, আমার কথা শোনো মিচেল। গুইলিয়ানোর পালানোর জন্যে সমস্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল। গুইলিয়ানোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে আমি কখনোই ডন ক্রোসের সঙ্গে দর কষাকষি করতে যাইনি। প্লেন রীতিমতো তৈরী হয়েই ছিল। ক্লেমেঞ্জা আর ওর লোকেদের প্রতি নির্দেশ ছিল তোমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে তারা যেন সাহায্য করে। ডন ক্রোসে চেয়েছিল, গুইলিয়ানো পালাক।

ব্যাপারটা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু গুইলিয়ানো ডন ক্রোসের বিরুদ্ধে একটা পারিবারিক লড়াইএর শপথ নিয়েছিল। সেটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। এমনিতে ও কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার কাছে চলে আসতে পারতো। কিন্তু শেষ-বারের মতো একটা চেষ্টা করার জন্যেই থেকে গেছিল ও। আর সেটাই ওকে শেষ করলো।'

মিচেল ওর বাবার কাছ থেকে কিছুটা সরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

বললো, 'তুমি যে 'ডায়েরী' প্রকাশ করতে চাইছো না নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে। তুমি কিন্তু চুক্তি করেছিলে।'

ডন করলিয়ন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। বোমার আঘাতে তুমি আহত হয়েছিলে। তোমার মনে আছে। আমি বুঝেছিলাম সিসিলিতে আমি কিংবা আমার বন্ধু কেউই তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তোমার ওপরে আরো হামলা হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তুমি যাতে নিরাপদে ফিরতে পারো এ'ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত হতে হয়েছে। সে জন্যেই ওদের আমি একটা চুক্তি করেছিলাম। তোমার নিরাপত্তার ভার ছিল তার হাতে। তার বিনিময়ে গুইলিয়ানোকে বোঝাতে হবে আমাকে যে, সে যেন কোনো 'নথিপত্র' না প্রকাশ করে। ওর আমেরিকায় চলে চলে আসার ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত করবো।'

বাবার কথায় মিচেল সামান্য বিব্রত বোধ করছিল। তার মনে পড়লো যে, সে নিজেই পিসিওট্টাকে বলেছিল যে, গুইলিয়ানোর 'ডায়েরী' আমেরিকায় নিরাপদে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তেও সে গুইলিয়ানোর ভাগ্য ঠিক করে দিয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। মিচেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'আমরা ওর বাবা মায়ের কাছে 'ঋণী।'

একটু থেমে আবার বললো, 'জাস্টিনা সুস্থ আছে তো ?'

—'হ্যাঁ।' ডন করলিয়ন বললেন আবার, 'ওর ভালভাবেই যত্ন নেওয়া হচ্ছে। ওর স্বাভাবিক হতে অবশ্য কিছু সময় লাগবে। তবে জাস্টিনা এমনিতে খুবই বুদ্ধিমতী। বিপজ্জনক কিছু করবে না ও।'

মিচেল বললো, 'তার বাবা মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে যদি আমরা 'ডায়েরী' না প্রকাশ করি।'

—'না। সেটা সম্ভব নয়। ডন করলিয়ন বললেন, 'আমেরিকায় গত বছরগুলোতে আমি কিছু জানতে পেরেছি। শোনো মিচেল তোমাকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। 'নথিপত্র' প্রকাশ করে কি হবে ? এর ফলে ইতালী সরকারের পতন অনিবার্য। কিন্তু নাও তো হতে পারে পতন। হয়ত বিচারমন্ত্রী ট্রেজা বরখাস্ত হতে পারেন। কিন্তু ওরাতো কোনো রকম শাস্তি দিতে পারবে না।'

মিচেল বললো, 'উনি সরকারের প্রতিনিধি। দেশের জনসাধারণকে তিনিই হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন।'

ডন করলিয়ন কাঁধটা ঝাঁকালেন। বললেন, 'তাহলে ? তুমি বরং ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। 'নথিপত্র' প্রকাশ কি কোনোভাবে গুইলিয়ানোর বাবা মা কিংবা তার বন্ধুদের কোনো রকম সাহায্য করবে ? বরং সরকার ওদের জেলে পুরে দেবে। নানাভাবে ওদের হয়রানি করবে। এমন ডন ক্রোসের সুনজর থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। ওরা বৃদ্ধ। ওদের এখন শান্তিতে থাকতে দেওয়াটাই উচিত। আমি এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথা বলবো। ডন ক্রোসের সঙ্গেও বলবো। আর সেজন্যেই 'নথিপত্র' প্রকাশ না করাটাই উচিত কাজ হবে।'

মিচেল বিদ্রূপ করে বললো, 'হ্যাঁ, সিসিলিতে যদি কোনোদিন ওরা আমাদের প্রয়োজনে আসে তাহলেই আমরা সার্থক হবো।'

—'ওটা অবশ্য হবে না।' ডন করলিয়ন বিব্রতভাবে হাসলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে মিচেল শান্তস্বরে বললো, 'আমি জানি না, ব্যাপারটা আমার কাছে অসম্মানজনক মনে হচ্ছে। গুইলিয়ানো একজন প্রকৃত নায়ক। আমাদের উচিত ওর স্মৃতিকে যথাযথভাবে ধরে রাখা। ওর স্মৃতিকে পরাজয়ের অসম্মান হিসেবে পর্যবসিত হতে না দেওয়া।

এই প্রথম ডন করলিয়নের চোখ দুটোয় উদ্বেগ লক্ষ্য করলো মিচেল। বোতল থেকে আরো এক গ্লাস মদ ঢেলে নিলেন তিনি। খেয়ে নিলেন সবটা। তারপর একটা আঙুল তুলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি যদি কিছু শিখতে চাও তাহলে আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। একটা মানুষের প্রথম কাজ হলো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। তারপরের প্রশ্ন হলো মর্যাদা। ওর সম্মান'এর ব্যাপারটা তো আমরাই চাপিয়ে নিয়েছি। এটা করেছিলাম, একমাত্র তোমাকে বাঁচানোর জন্যে। যেমন এক সময় আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি নিজেকে অসম্মানিত করেছিলে। ডন ক্রোসে যদি তোমাকে সাহায্য না করতো তাহলে তুমি কোনোভাবেই সিসিলি ছেড়ে চলে আসতে পারতে না। ব্যাপারটা এ রকমই। তুমি ভাল করে বোঝার চেষ্টা করো।'

একটু থেমে আবার বললেন তিনি,' তুমি কি টুরি গুইলিয়ানোর মতো নায়ক হতে চাও? কিংবদন্তী হতে চাও ওর মতো? আর সে সব কিছু করে মরতে চাও? শোনো, আমার প্রিয় বন্ধুর ছেলে হিসেবে আমি টুরিকে ভালবাসি। কিন্তু ওর খ্যাতির ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নেই। তুমি বেঁচে আছো আর ও মারা গেছে। সব সময় তুমি ঐ ব্যাপারটা মনে রাখবে। জীবনে ,হীরো' হবার চেষ্টা কোরো না। সব সময় চেষ্টা কোরো যেমন করে হোক বেঁচে থাকতে। এখন সময় বদলে গেছে। এখন এই সব 'হীরো'দেরকে একটু বোকা বলেই মনে করা হয়।' মিচেল বললো, 'গুইলিয়ানোর কিছু করার ছিলো না।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। এই প্রথম ওর গুইলিয়ানোর জন্যে সামান্য একটু ঈর্ষা হলো। ডন বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভাগ্যবান।

*   *

গুইলিয়ানোর মৃত্যুতে সিলিলির জনসাধারণের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। একমাত্র সেই ছিল ওদের কাছে রূপকথার রাজকুমার। জীবন্ত কিংবদন্তী। গরীব জনসাধারণের বিরুদ্ধে 'ফ্রেন্ডস-অব ফ্রেন্ডস' আর রোমের খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাট সরকারের অত্যাচারের ক্ষেত্রে গুইলিয়ানোই ছিলো ওদের একমাত্র অবলম্বন। প্রধান শক্তি। গুইলিয়ানো শেষ হয়ে যাবার পরে সিসিলির ওপরে ডন ক্রোসের আধিপত্য আরো বেড়ে গেছিল। তিনি গরীবর এ চিন্তা না করে তিনি সবাইকেই শোষণ করে নিজের আখের গুছোতে আরম্ভ করলেন। ডন ক্রোসের তখন একমাত্র চিন্তা কি

করে নিজে তিনি ধনী হবেন। যতো দিন যেতে থাকলো ততোই গরীব মানুষেরা আর অসহায় বোধ করছিল। এদিকে ডন ক্রোসে আর অন্যদিকে অভিজাতশ্রেণী আর সরকারেরর মাঝখানে পড়ে তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিলো আরো অসহায়। সিসিলির বেশীর ভাগ যুবকেরা প্রাণের ভয়ে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছিল।

*　　*　　*

গ্যাসপার পিসিওট্টা তার কর্মজীবনে নানাধরণের অপরাধ কর্ম করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে যাবজ্জীবনের জন্যে 'আমিয়ারগেন' জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবাই বুঝেছিল যে, পিসিওট্টা মার্জনা পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু পিসিওট্টার একটাই মাত্র ভয় ছিল। তাহলো ও যেকোনো সময়ে জেলের মধ্যেই খুন হয়ে যেতে পারে। এখনো সরকারের তরফ থেকে কোনোরকম মার্জনা আসেনি। ও ব্যাপারটা ডন ক্রোসেকে জানালো। বললো যদি তাড়াতাড়ি তার মার্জনা না হয়, তাহলে ও বিচারমন্ত্রী ট্রেজার সঙ্গে তাদের দলের সমস্ত রকম যোগাযোগের কথা প্রকাশ করে দেবে। এবং জানিয়ে দেবে যে, পোর্টেলা-ডেলা-জিনেস্ট্রা'য় ডন ক্রোসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের দেশের জনসাধারণের ওপরেই তিনি কিরকম ভাবে গুলি চালিয়ে ছিলেন।

কিছুদিন পরেই বিচারমন্ত্রী ফ্র্যাংকো ট্রেজা হলেন ইতালির প্রধান। ঠিক সেইদিন পিসিওট্টার ঘুম ভাঙলো ঠিক সকাল আটটা নাগাদ। ওকে যে সেলটায় রাখা হয়েছিল সেটা আয়তনে খুবই বড়ো। জুতো সেলাইএর কিছু চামড়া, কাপড়ের টুকরো আর যন্ত্রপাতিতে সেলের একটা দিক ভরে ছিল। পিসিওট্টা জেলে সময় কাটানোর জন্যে ওগুলো নেড়েই নাড়াচাড়া করতো। মাঝে মাঝে ওর মনে পড়তো টুরি গুইলিয়ানোর ছোটবেলার কথা। সে সময়ে ওদের পারস্পরিক ভালবাসার কথা।

পিসিওট্টা ঘুম থেকে উঠে নিজের কফি বানালো। তারপর চুপচাপ খেলো। ওকে জেলের মধ্যে খুন দেওয়া হতে পারে এই ভয়টা ওর সবসময়েই ছিল। সেজন্যে ওর কফির সরঞ্জাম বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল। জেলের দেওয়া খাবার ও প্রথমে খাঁচার টিয়াপাখীকে খাওয়াতো। কিছুটা তাকে তুলে রাখতো। ওই তাকেই সুচী-কর্মের সুঁচসুতোর বাণ্ডিল আর একটা জলপাই তেলের বিরাট জার রাখা ছিল। ওর একটা আশা ছিল ওকে বিষ দেওয়া হয় তাহলে এসবের মাধ্যমেই ও বিষের প্রতিক্রিয়া রুখতে পারবে। ওকে ভালরকম পাহারার মধ্যেই রাখা হয়েছিল। একমাত্র ও অনুমতি দিলেই ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা দেখা করতে পারতো। দেখা করতে হতো সেলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। ও ভেতরেই থাকতো। কখনোই ওকে বাইরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পিসিওট্টা কফি খাওয়া শেষ করে সামনের দিকে তাকালো।

*　　*

ডন ক্রোসের কাছ থেকে অ্যাডোনিস একটা চিরকুট পেয়েছিলেন। ওটা তিনি পিসিওট্টাকে পৌঁছে দেবার জন্যে 'আসিয়ারডোন' জেলের দিকে রওনা হলেন।

ট্রামে করে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগলো। বিরাট একটা পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালের মাথায় কাঁটাতার বরাবর দেওয়া আছে। জেলের প্রধান গেটে সশস্ত্র প্রহরী। জেল প্রাচীরের চারদিকেও সশস্ত্র প্রহরা রয়েছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র অ্যাডোনিসের হাতেই ছিল। তিনি সব দেখিয়ে তবে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলেন। একজন প্রহরীর সঙ্গে তাকে পিসিওট্টার সঙ্গে দেখা করতে পাঠানো হলো। প্রথমে ওকে নিয়ে আসা হলো জেলের এক ডাক্তারের কাছে। তিনি ওকে বসতে বললেন। হেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'পিসিওট্টা ঠিকঠাক ওষুধপত্র খাচ্ছে তো ?'

ওর যক্ষ্মার জন্যে নিয়মিত ওকে 'স্টেপটোমাইসিন' নিতে হয়। ডাক্তার হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ওতো এমনিতে শরীরের ব্যাপারে ভীষণ অবহেলা করতো। অবশ্য জেলে আসার পরে শরীরের ব্যাপারে যত্ন দিচ্ছে। এখানে এসে ও সিগারেট খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের এখানকার কয়েদীদের মধ্যে ও একটা উদাহরণ। তবে এখানে নানারকম সুযোগ সুবিধে আছে। কয়েদীরা যা চায় তাই পেতে পারে। অ্যাডোনিস মৃদু হাসলেন। সমস্ত ঘরটা ভালভাবে দেখলেন একবার। আলমারিতে ওষুধপত্রে ভর্তি। এছাড়া ব্যাণ্ডেজ আর নানাধরনের যন্ত্রপাতিও রয়েছে। ঘরের মধ্যে দুটো বিছানাও আছে। অ্যাডোনিস জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর ওষুধ পেতে আপনাদের কোনোরকম অসুবিধে হয়না তো ?'

—'না না। আমরা বিশেষভাবে কিছু ওষুধ সবসময়ে রেখে দিই। এই তো আজ সকালেই ওকে একটা নতুন বোতল দিয়েছি। খুব দামী ওষুধ। এসব আমেরিকাতেই একমাত্র রপ্তানি করা হয়। বিশেষ ধরনের সীল করা আছে বোতলে।'

একটু থেমে অবাক হয়ে ডাক্তার বললেন, 'কর্তৃপক্ষ ওকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে এতো উদ্গ্রীব কেন সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য্য ব্যাপার।'

হেক্টর অ্যাডোনিস এবার ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন।

* * *

সেলের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল পিসিওট্টা। স্টেপটোমাইসিনের বোতলটা নিয়ে সীলটা ভাঙলো তারপর। ঢকঢক করে সব ওষুধটা খেয়ে নিলো। মুখটা বিকৃত করলো ও। বেশ তেতো লাগছে। কয়েক সেকেণ্ড ও ভাবার সময় পেলো। আর তার পরেই একটা বিকট যন্ত্রনায় ওর পিঠের শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে আছড়ে পড়লো ও। তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলো পিসিওট্টা। ওর চীৎকারে প্রহরী দৌড়ে এসেছে। পিসিওট্টা কোনোরকমে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। প্রাণপণে ও শরীরিক যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিল। গলাটা ভয়ংকরভাবে শুকিয়ে আসছিল ওর। টলতে টলতে ও জলপাই তেল রাখার জারটার দিকে এগিয়ে গেল। শরীরটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো ওর। প্রহরীকে চীৎকার করে বলে উঠলো ও, 'আমাকে বিষ দেওয়া হয়েছে। কে আছো আমাকে বাঁচাও।'

আবার টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিল ও। পড়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ওর মুখে একটা হিংস্রভাব জেগে উঠলো। ডন ক্রোসে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

লোকটা শঠ, প্রবঞ্চক।

প্রহরীরা সংগে সংগে ওকে নিয়ে ডাক্তারখানায় গেল। যাবার সময় চীৎকার করে বলছিল ওরা কয়েদীকে বিষ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ভুরু কুঁচকে পিসিওট্টাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে বললেন। তারপর নানাভাবে পরীক্ষা করলেন ওকে। প্রহরীরা দেখতে পেলো যে, ডাক্তার ওকে বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একমাত্র হেক্টর অ্যাডোনিসই বুঝতে পারছিলেন যে, ডাক্তার ভান করছেন। ওকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য ওর মোটেই নেই। অ্যাডোনিস বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে চিরকুটটা বের করলেন তিনি। তারপর হাতের মুঠোয় রাখলেন সেটা। পিসিওট্টাকে দেখার নাম করে তিনি চিরকুটটা পিসিওট্টার জামার পকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। তাকালেন একবার পিসিওট্টার সুন্দর মুখের দিকে।

এই মুহূর্তে ওর সুন্দর মুখটা যন্ত্রনায় বিকৃত হয়ে গেছে। অ্যাডোনিস ওর আসার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন নীরবে। মুখটা ওর বিষণ্ণ লাগছিল। ছোট বেলায় গুইলিয়ানো আর পিসিওট্টার হাত ধরে তিনি ছুটছেন বিশাল প্রান্তর দিয়ে এই দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

প্রায় ছ'ঘণ্টা পরের ঘটনা। পিসিওট্টার শরীর থেকে একটা চিরকুট পাওয়া গেল। খুব তাড়াতাড়ি সেটা সংবাদপত্র গুলোর কাছে পৌঁছেও গেল। পিসিওট্টার মৃত্যুর সঙ্গে সেটাও প্রকাশ করা হলো। গোটা সিসিলিতে চিরকুটে লেখা শেষ কথাটা লোকের মুখে মুখে ঘুরছিল। হেক্টর অ্যাডোনিস যে কাগজের টুকরোটা পিসিওট্টার জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে তাতে লেখা ছিল, 'গুইলিয়ানোর সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সবাইকে মরতে হয়।'

সারা সিসিলি জুড়ে গুইলিয়ানোর বিশ্বাসঘাতক বিশ্বস্ত বন্ধু পিসিওট্টার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। যন কি সারা ইতালীতেও।

* * *

হেক্টর অ্যাডোনিস কবর স্থানে যাবার জন্যে পিসিওট্টার মৃত্যুর পরের রবিবারটা নির্বাচন করলেন। টুরি গুইলিয়ানোর কবরে প্রার্থনা জানানোর জন্যে ওকে ডন ক্রোসের সঙ্গে আলোচনা করতে হলো। তবে দেখাটা এমন একটা জায়গায় হওয়া দরকার ছিল। যেখানে উভয়ের কারোরই অহংকারে আঘাত লাগবেনা।

একটা ভাল কাজ অর্থাৎ সহকর্মীকে শুভ অভিনন্দন জানানোর জন্যে প্রকৃত জায়গা কোন্‌টা ভাবছিলেন তিনি। পিসিওট্টাকে শেষ করে দেওয়াটাই ছিল ডন ক্রোসের প্রধান কর্ত্তব্য। ওর শরীরের মধ্যে চিরকুট দেওয়াটা ছিল ওর চাতুরীরই একটা অঙ্গ। একটা অন্যায় রাজ নৈতিক খুনকে কিভাবে ন্যায়ের তথাকথিত মোড়কে ঢেকে দেওয়া যায় সেটাই ছিল এই চিরকুটের বৈশিষ্ট্য।

কবর স্থানের গেটের কাছেই অ্যাডোনিসেব সঙ্গে ডন ক্রোসের সাক্ষাৎকার ঘটলো। অ্যাডোনিস দেখলেন ইদানীং ডনের শরীরটা আরো ফুলে উঠেছে। ক্ষমতার সঙ্গে দেহের পরিধিও বাড়ছিল ওর।

ওরা দুজনে গেট অতিক্রম ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। অ্যাডোনিস তাকাচ্ছিলেন চারদিকে। একটা কবর স্থানে যে রকম চাপা লোকের আচ্ছন্নতা বিরাজ করে ঠিক সেই রকম। অ্যাডোনিসের হৃদয়ে পিসিওট্টার জন্যে ছিল একটা তীব্র ঘৃণা। গুইলিয়ানোকে যেমন কবরস্থানে নিয়ে এসেছিলেন অ্যাডোনিস তেমনই পিসিওট্টাকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তার কর্ত্তব্য পালন করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধও নিয়েছেন। ওদের দুজনকার ছেলে বেকার সেই ওর হাত ধরে ছোটার দৃশ্যটা আবার মনে পড়ে গেল ওর। ওরা দুজনে একসংগেই দস্যুর জীবন আরম্ভ করেছিল।

ডন ক্রোসে আর তিনি একটা ছোট পাথরের ওপরে এসে দাঁড়ালেন। ওদের পেছনে ছিল কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী। ড্রাইভারের হাতে ছিল বিরাট একটা ফুলের তোড়া। সেটা নিয়ে তিনি গুইলিযানোর সমাধিতে রাখলেন। বললেন, 'ও খুবই সাহাসী ছিল। আমরা সবাই ওকে ভালবাসতাম। ও দুনিয়াটাকে বদলাতে চেয়েছিল।'

—'ওর অনুগামীদের খুবই ভালবাসতো ও।' অ্যাডোনিস বলে উঠলেন। ক্রোসে আবার বললেন, 'কিন্তু ও সবচেয়ে বেশী খুন করেছিল ওদেরকেই। যারা অবশ্য ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো। আবার কার্ডিনালকেও অপহরণ করেছিল।'

হেক্টর অ্যাডোনিস কিছু না বলে টুরির সমাধির দিকে তাকিয়েছিলেন। সমাধির ওপরের দেওয়ালে গুইলিয়ানোর একটা সতেরো বছর বয়েসের ছবি টাঙানো ছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে। এই সরল পবিত্র কিশোর যে পরে কিরকম নিষ্ঠুর দস্যু হয়ে উঠেছিল সেটা ভেবেই অ্যাডোনিস শিহরণ বোধ করতে লাগলেন। পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, ডন ক্রোসে ওর সমাধিতে ফুল দিতে এসেছেন কি উদ্দেশ্যে। ডনের দিকে তাকালেন অ্যাডোনিস। ডন ক্রোসের দুটো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। ম্লান হেসে বললেন তিনি, 'আঃ টুরি গুইলিয়ানোর মতো আমার যদি একটা ছেলে থাকতো। একটা সাম্রাজ্যই আমি ওকে ছেড়ে দিতাম। ওর মতো মহান যুবক আমি দেখিনি প্রফেসার অ্যাডোনিস।'

এ' কথায় হেক্টর অ্যাডোনিস ম্লান হাসলেন। নিঃসন্দেহে ডন ক্রোসে একজন মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু ওর মধ্যে ইতিহাস বোধ একেবারেই নেই। ডন ক্রোসের অসংখ্য সন্তান আছে তার শাসনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারাই পেতে পারে ওর চ... আর দুর্নীতির এবং সিসিলিকে লুঠ করার উত্তরাধিকার।

টুরি গুইলিয়ানোর গডফাদার হলেন প্রফেসার হেক্টর অ্যাডোনিস। যে পালেরমো ইউনিভার্সিটির ইতিহাস আর সাহিত্যের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। ... প্রকৃতপক্ষে তারই উত্তরাধিকারী হতে চেয়েছিল।

ডন ক্রোসে আর হেক্টর অ্যাডোনিস বাড়ী ফেরার জন্যে এবারে সমাধিস্থল থেকে বেরিয়ে এলেন। সিসিলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পাহাড় পর্বতে ঘে... বিশাল প্রান্তর। গায়েও সোনালী রঙ মাখা একটা ছোট্ট লালরঙের বাজপাখী ও... মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

———